অসত্যের কালোমেঘ

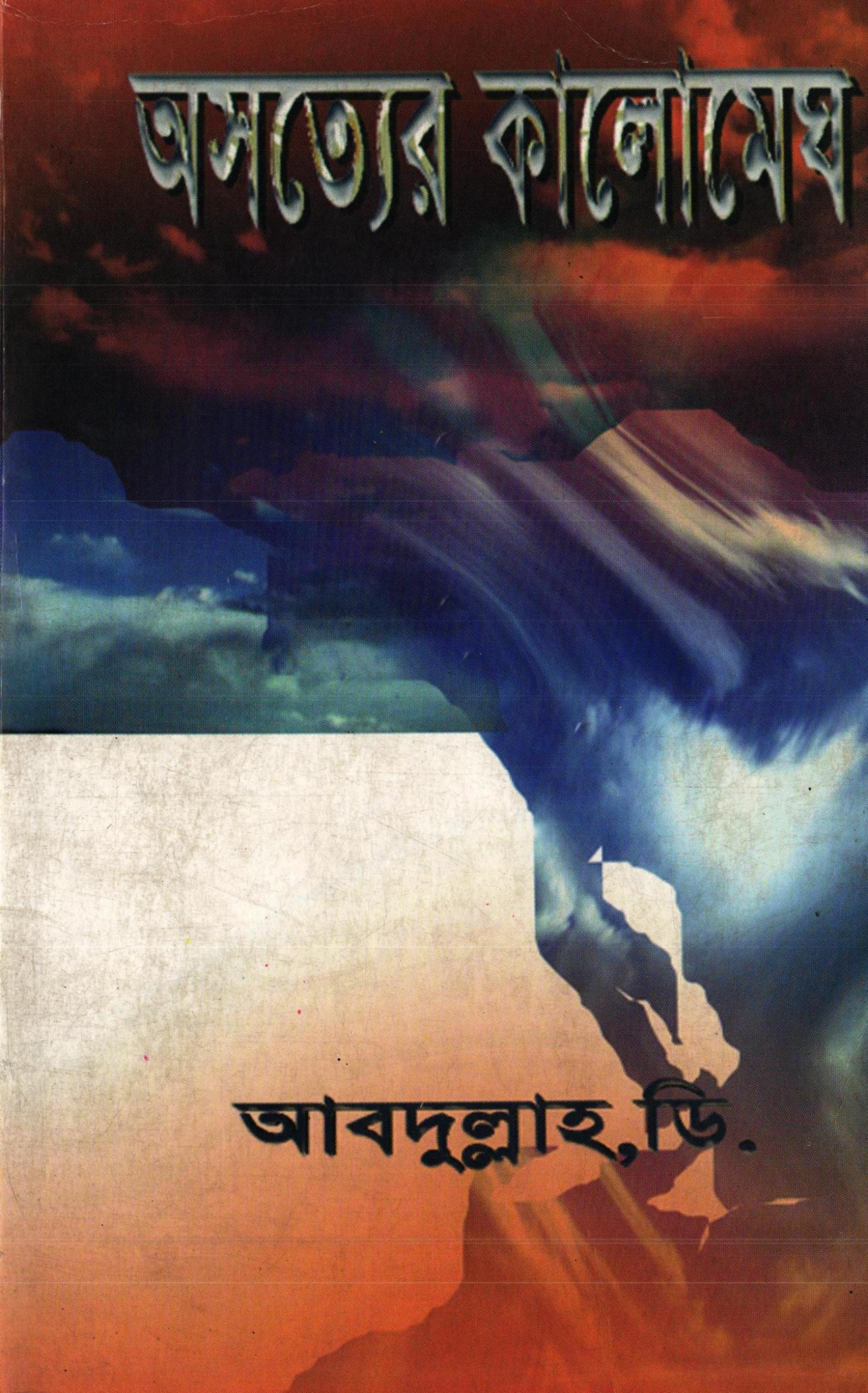

আবদুল্লাহ, ডি.

অসত্যের কালোমেঘ

মূল : আবদুল্লাহ্ ডি.

অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

অসত্যের কালোমেঘ
মূল : আবদুল্লাহ্‌.ডি.
অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৫৩
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৬৫
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৯
ISBN : 984-06-0451-1

প্রকাশকাল
শ্রাবণ ঃ ১৪০৫
রবিউস সানী ঃ ১৪১৯
আগস্ট ঃ ১৯৯৮

প্রকাশক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : নাসরীন মুস্তাফা

মূল্য : ৯০.০০ (নব্বই) টাকা মাত্র

OSOTYER KALOMEGH (The Biting Falsehood). Written by Abdullah D. in English, translated by Mustafa Masud into Bengali and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. Price: Tk. 90.00 US$: 4.50

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য চিরকালীন, নিরবচ্ছিন্ন। আর এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে মিথ্যা, কুফরী, অন্ধকার এবং অন্যায়-অকল্যাণের পাশব দানব বারবারই পর্যুদস্ত হয়েছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে — এ সত্যও চিরকালীন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "এবং বল ঃ সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; (প্রকৃতিগতভাবে), মিথ্যার ধ্বংস তো অবধারিত।" (১৭ ঃ ৮১)।

ধ্বংস এবং পতন অনিবার্য জেনেও অসত্য, কুফরী, অন্যায়-অবিচার-অকল্যাণের সর্বনাশা ঝঞ্ঝা সয়লাব করে দিতে বরাবরই এগিয়ে এসেছে ন্যায়-সত্য-কল্যাণের আলোকিত জমীন, বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণে, বিভিন্ন আদলে, বিভিন্ন ছদ্মাবরণে এবং নানা কৌশলের প্রশ্রয়ে। বলাবাহুল্য, নিকট-অতীত এবং বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষিতও এই সর্বনাশা জালের বাইরে নয়। কিন্তু ইসলামের অবিনাশী সত্তাশক্তির মুকাবিলায় তা' টিকতে পারেনি; ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ্। শতাব্দী পরিক্রমায় ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণী আদর্শ তার শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়-কেতন উড্ডীন করেছে বিশ্বমানবের সামনে। হাজারো মত ও পথের ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ স্রোতধারায় তার অবস্থান দ্বিধাহীন, উন্নত-শির।

প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবদুল্লাহ্ ডি. অসত্য-কুফরের মুকাবিলায় ইসলামের শাশ্বত আদর্শ ও মর্মবাণীকে প্রতিস্থাপন করেছেন 'গাণিতিক নির্ভুলতায়'। যুক্তিহীন আবেগ নয়, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণই তাঁর অন্বিষ্ট। তাক্ওয়ার সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি প্রবল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন জগতের তাবত বাতিলপন্থীদের সামনে; সে চ্যালেঞ্জ ইসলামের অনির্বাণ আদর্শের চ্যালেঞ্জ। তাঁর The Biting Falsehood গ্রন্থটি সে চ্যালেঞ্জেরই বাস্তব দলিল।

জনাব মুস্তাফা মাসুদ 'অসত্যের কালোমেঘ' শিরোনামে এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকমহলের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আমরা আশা করি তাঁর এই অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকমহল, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের ভ্রান্ত ধারণার খানিকটা হলেও অবসান ঘটবে। অনুবাদ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান। আমরা তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক
পরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সমাজকর্মী সর্বোপরি ইসলামী উম্মাহ্-র একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম জনাব আবদুল্লাহ্ ডি. লিখিত 'The Biting Falsehood' শীর্ষক অনুপম গ্রন্থটির বাংলা তরজমা 'অসত্যের কালোমেঘ'। মূল গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে লণ্ডনের তা-হা পাবলিশার্স থেকে ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় এই পুস্তকের তরজমা এই প্রথম।

পুস্তকটি লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হয় না। এর বিষয়বস্তু, ভাষা, শব্দচয়ন, উপস্থাপন তথা সামগ্রিক আবেদন এক কথায় অনন্য। আজকের বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিক অর্থাৎ সার্বিক বিষয়কে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংস্থাপিত করে পুঙখানুপুঙখ আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে কম্যুনিজম ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ চেহারা উন্মোচন করা হয়েছে এই গ্রন্থে, এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত মতবাদ, ব্যবস্থা ও বিধি-বিধানের সমান্তরালে ইসলামের অবিনাশী সত্তা-শক্তিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে; চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এর অবিনশ্বর আন্তর-চেতনা ও বৈশিষ্ট্যাবলীকে এবং সম্পূর্ণ 'গাণিতিক নির্ভুলতায়' এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শুধু ভাবাবেগ-তাড়িত বাক-বাহুল্য নয়, অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তিনি ভ্রান্ত মতবাদ ও ব্যবস্থাসমূহের নড়বড়ে মূলে কুঠারাঘাত করেছেন এবং অপূর্ব নিপুণতায় ইসলামের মহীয়ান মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা সার্বিক অগ্রগতিতে আধুনিক বিশ্ব যে এককভাবে মুসলমানদের কাছেই ঋণী, লেখক এ কথা নিখুঁতভাবে প্রমাণ করেছেন তথ্য-উপাত্তের বিপুল সমাবেশ ঘটিয়ে ('আফিম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ইয়াহূদীবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে এই গ্রন্থে এমন সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে, এতো লোমহর্ষক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে যে, এসব তথ্য আমাদের শিহরিত করে তোলে; আমরা প্রত্যক্ষ করি এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও ব্যবস্থাবলীর নগ্ন আগ্রাসী চেহারা, রক্ত-লোলুপ হিংস্র জিহ্বা। বিশেষ করে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের (অধুনা বিলুপ্ত) ধ্বজাধারীদের স্বরূপ এই গ্রন্থে যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তা' যেমন ভয়াবহ, তেমনি হৃদয়বিদারক। সোভিয়েত-দখলীকৃত উপনিবেশ তথা প্রজাতন্ত্রগুলোর ওপর তার অব্যাহত তস্করবৃত্তি, একই দেশের মধ্যে নীতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, শোষণের অব্যাহত তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক শিহরণ সৃষ্টিকারী তথ্য রয়েছে এই গ্রন্থে, যা' সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। বিশেষ করে আফগানিস্তান বিষয়ক আলোচনায় আফগানিস্তানের নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের ওপর রুশ জারবাদী হামলার নগ্নতা এমনভাবে তথ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, সামান্য বিবেকসম্পন্ন মানুষও

www.pathagar.com

অশ্রু সংবরণ করতে পারবে না। লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও নানা সূত্র থেকে এ বিষয়ে এত বিপুল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছেন যে, সেগুলি পাঠ করতে করতে মনে হবে, এত বড় পাশবিক নির্যাতন বুঝি দুনিয়ার আর কোনো মানুষের ওপরই করা হয় নি! আফগানিস্তানে রুশ জারবাদী আগ্রাসন তথা সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের দানবীয় থাবা কী নির্মমভাবে উন্মুক্ত হয়েছে, এই গ্রন্থে তার সুবিস্তৃত ও মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে যার অধিকাংশই সমসাময়িক বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা ('স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ' এবং 'রূহানিয়াত ও পাশবিকতার সংঘাত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য), নির্ভুল, অকাট্য দলিল।

এই গ্রন্থে লেখক সমাজতন্ত্রের আগ্রাসী প্রকৃতি, এর স্থায়িত্ব, পতন ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং দৃঢ়প্রত্যয়ে মন্তব্য করেছেন যে, সমাজতন্ত্রের অশুভ বিষবৃক্ষ একদিন সমূলে উৎপাটিত হবেই। তিনি আফগান মুজাহিদদের বিজয় সম্পর্কেও অনুরূপ দৃঢ়-ভবিষ্যৎবাণী করেছেন একাধিক জায়গায়। আল্লাহ্‌র অশেষ শুক্‌রিয়া যে, মাত্র সাত বছর পর 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' সম্পর্কিত এই লেখকের ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এর ভ্রান্ত মতবাদ সমাজতন্ত্র আজ মৃত লাশ, ইতিহাসের নোংরা জঞ্জাল। আফগানিস্তান থেকেও তাদের ও তাদের বশংবদদের অপমানকরভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। আজ সেখানে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন। দুনিয়ার অন্যত্রও সমাজতন্ত্রের অবস্থা নাজুক। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ ঃ বইটি পাঠ করার সময় আমরা যেন সবসময় স্মরণ রাখি, মূল বইটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৪ সালে। তখন যে-সকল প্রসঙ্গ ও বিষয় ছিলো বর্তমান ও ভবিষ্যতের; এখন তা' অতীত ইতিহাস। তথাপি অসত্যের মর্মান্তিক ভরাডুবি ও অবশ্যম্ভাবী নিয়তির সেই ইতিহাস আমাদেরকে আন্দোলিত করবে, উদ্দীপ্ত করবে, আত্মবিশ্বাস যোগাবে।

গ্রন্থের ভাষা-ভঙ্গি ও প্রকাশ-স্টাইল সম্পর্কে দু'-একটি কথা বলব। প্রবল ঈমানী চেতনা, মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ নিয়ে লেখক বইটি রচনা করেছেন। বইয়ের সমগ্র অবয়বে তার প্রমাণ বিদ্যমান। আবেগসংহত ভাষা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে শাণিত শব্দাবলী গ্রন্থের গদ্য-ভঙ্গিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বক্তব্য যেন তীক্ষ্ণ শর — তা' সরাসরি প্রতিপক্ষের বুকে আঘাত হানে, রক্ত ঝরায়। অনুবাদেও আমি এই স্টাইলটি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি, তার বিচার পাঠকরা করবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিনি। আমার সমস্ত সামর্থ্য, শ্রম ও আন্তরিকতা আমি অনুবাদ-কর্মে ব্যয় করেছি। অনুবাদে অনুসৃত নীতির ক্ষেত্রে আমি মূলানুগ ও সৃজনশীল এই দুই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি, তবে মূলানুগ পদ্ধতির অনুসরণই বেশি। ভাব ও বক্তব্যকে অধিকতর পরিস্ফুটিত, বিকশিত এবং মাধুর্যমণ্ডিত করার স্বার্থে প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে কিছু বাড়তি শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ যোগ করতে হয়েছে; তবে কোনোক্রমেই মূল ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তা' করা হয় নি।

সুধী পাঠকবৃন্দ অবশ্যই অবগত আছেন যে, প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব স্টাইল থাকে; সেই স্টাইল মূর্ত হয়ে ওঠে সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের অবয়বে। সুতরাং

www.pathagar.com

অনুবাদের সময় সংশ্লিষ্ট অনুবাদককে এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয় যে, তিনি মূলতঃ একজন অনুবাদক হলেও, তাঁর কাছে তাঁর নিজ মাতৃভাষার শিল্পিত দাবিটিও উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ অনুবাদেও তাঁকে অক্ষুণ্ন রাখতে হয় স্বীয় ভাষার সার্বিক স্টাইল। এ কারণেই একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ মৌলিকতার সুষমামণ্ডিত হয়; তার সমগ্র অবয়বে দীপিত হয় অনূদিত ভাষার শিল্পময় ঐশ্বর্য ও দ্যুতিচ্ছটা। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে অনুবাদ-কর্ম সম্পাদন করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি, তার বিচার করবেন সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ।

মূল গ্রন্থে লেখক এমন কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা' সাধারণ এবং আমাদের একান্ত পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রূপকাশ্রয়ী - যেমনঃ Shrub, Parrot, Satelite এমনি আরও কিছু শব্দ। এ সকল শব্দ অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের মূল বক্তব্য ও বিদ্রূপাশ্রয়ী আবেগ-অনুভূতির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা হয়েছে; অনুবাদে লেখকের প্রকৃত অন্বিষ্ট যাতে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়; তাঁর শাণিত শরের তীক্ষ্ণতা যাতে বাংলা বাক্-ভঙ্গিতেও অক্ষুণ্ন থাকে, সে চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আরও সমৃদ্ধ, বিস্তৃত ও সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে নানা সূত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বহু ফুট-নোট দিয়েছি, নিজের বক্তব্যও সংযোজন করেছি প্রয়োজন মতো। এর ফলে মূল গ্রন্থের সমৃদ্ধ রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন তথ্য এবং বিষয়ের সঙ্গেও পাঠকদের পরিচয়ের সুযোগ হবে।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের তরজমার ক্ষেত্রে আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'আল কুরআনুল করীম', ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৮-এর তরজমা সরাসরি গ্রহণ করেছি।

মূল গ্রন্থটি প্রকাশের পর দীর্ঘ তেরোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বের দেশে দেশে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। এক দিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপের প্রায় সকল দেশ থেকে স্বৈরতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে; সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন; অন্য দিকে ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে নতুন মেরুকরণের সোনালি সম্ভাবনা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ছয়টি মুসলিম প্রজাতন্ত্র (এখনকার স্বাধীন দেশ), আফগানিস্তান, আলজিরিয়ার অকুতোভয় সূর্য-সৈনিকবৃন্দ এবং নির্যাতিত ফিলিস্তিনী ভ্রাতৃবৃন্দসহ দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানদের আজ বৃহত্তর এক উম্মাহ্ গড়ে তোলার বোধ হয় মোক্ষম সময় এসেছে। তাদের সম্মুখ থেকে যেন ক্রমেই অপসারিত হয়ে যাচ্ছে 'অসত্যের কালোমেঘ'। এই পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহ্-র নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের দীপ্ত সাহস ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই ঃ বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে সুধীবৃন্দ, বিশেষ করে শিক্ষিত-সচেতন যুব-সমাজের এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত জরুরী; বিভিন্ন বাতিল মতবাদের ভরাডুবিতে আজ যারা আশাহত, দিশেহারা, এই গ্রন্থ তাদের চোখে আশা ও আশ্বাসের দীপ্তি ছড়াবে; যারা এখনও বাতিল মতবাদ ও ব্যবস্থাবলীর অবশেষকে আঁকড়ে ধরে নশ্বর

www.pathagar.com

অসত্যকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, এই গ্রন্থ তাদের চোখ খুলে দেবে; যাঁরা সত্যের কল্যাণী রশি আঁকড়ে ধরে আছেন পরম নির্ভরতায়, এই গ্রন্থ তাঁদের নতুন জীবন-বোধ ও বিশ্বাসে উদ্দীপিত করবে; যাদের বিশ্বাসের ভিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভীরুতা, সংশয়, গোঁজামিল আর আপোসকামিতার অবাঞ্ছিত জঞ্জালে আকীর্ণ, এই গ্রন্থ তাদের সূর্যকরোজ্জ্বল ঈমানী চেতনার অটল হিমাদ্রির ওপর সমাসীন করবে এবং বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহ্-র যারা নিবেদিতপ্রাণ সহযাত্রী, এই গ্রন্থ তাদের জন্য বিশ্বস্ত দিশারীর ভূমিকা পালন করবে।

অনুবাদ-কর্মটি সুধীমহলে সমাদৃত হলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

১২/ও, গ্রীন রোড গভঃ স্টাফ কোয়ার্টার
ঢাকা

মুস্তাফা মাসুদ

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জনাব আবদুল্লাহ্‌র জন্ম ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে। তিনি ১৯৭৮ সালে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ভারতের একটি প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজে তিনি ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নিরংকুশ লক্ষ্য নিয়ে তিনি সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত থেকেছেন।

ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, যার নামকরণ করা হয়েছে সালাহ্‌উদ্দীন আইয়ূবীর নামে।

স্বৈরাচার এবং নিপীড়ন, তা যে-কোনো ধরনেরই হোক না-কেনো, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের খড়গ তুলে ধরা তাঁর লক্ষ্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে'; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।"
— (সূরা ইস্‌রা ঃ ৮১)।

মুক্তির মহাসনদ নিয়ে কুরআনের এই শাশ্বত বাণী যখন নাযিল হলো, মক্কায় তখন মিথ্যার অশুভ শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপ, এর অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না; অসত্যের প্রমত্ত ঝঞ্ঝার আঘাতে সত্য তখন (ইসলাম ও এর খাঁটি অনুসারীরা) টালমাটাল। হযরত মুহাম্মদ (স) — যিনি মানুষের ঘুমন্ত চেতনাকে সজোরে নাড়া দেবার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র অপার করুণা হিসেবে প্রেরিত, তাঁর নিজের জীবনও ছিলো না সংকটমুক্ত, নিরুপদ্রব। বহু মুসলমান জালিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পা বাড়ালেন ইথিওপিয়ার* দিকে। মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবশিষ্ট মুসলমানদের ওপর নেমে এলো জালিমের নিষ্ঠুর খড়গ। অসত্যের দানবীয় শক্তি সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রতিহত প্রতীয়মান হচ্ছিল।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই অসত্য তার নিজ অস্তিত্বের বিদায়-ঘন্টা শুনতে লাগল অহরহ। ঝরাপাতার মতোই ঝরে যাওয়ার অবস্থা হলো তার। কুরআনের কালজয়ী ঘোষণাই মহান স্রষ্টার শাশ্বত আইন — অসত্যের সমর্থকদের কাছে এটা মেনে নেয়া ছিলো অবিশ্বাস্য, অসাধ্য এবং অসম্ভব।

সব সময়েই অসত্য ধূমায়িত ও আন্দোলিত হয়ে আসে। এটা ধ্বংসের উপকরণ ধারণ করে। শিল্প-সাহিত্য, অর্থনীতি, কৃষি, বিজ্ঞান ও শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই তা অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করে; মানুষকে করে অত্যাচার, মানবিক সত্তার উপর চালায় উৎপীড়ন — বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নামে। জাতিতে জাতিতে যে শান্তির বন্ধন বিদ্যমান তা এ অসত্য ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক সময়ে আকর্ষণীয় শ্লোগান, চটকদার অভিব্যক্তি কিংবা অভ্রান্ততার দাবি নিয়ে এই অসত্য জাগ্রত হয়। এতদসত্ত্বেও সর্বদেশে, সর্বকালে অসত্য পতিত হয়েছে মানবমনের অন্ধকার গুহায়, ঘৃণার নির্যাসে সিক্ত হয়েছে এর দেহ, ধ্বংস হয়েছে এর নশ্বর সত্তা।

---

* ইথিওপিয়া ঃ প্রাচীন নাম আবিসিনিয়া। পূর্ব-আফ্রিকার একটি দেশ। আয়তন ৩,৫০,০০০ বর্গ মাইল। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য ও রোমান সম্রাটগণ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার ও ক্রুসেডাররা* এবং রেনেসাঁ-উত্তর যুগের পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা চেয়েছে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসত্যই ধ্বংস হয়েছে।

মার্কিন পুঁজিবাদ এবং রাশিয়ার মার্কসীয় জারবাদ — এ দু'টোই হচ্ছে বর্তমান যুগের অসত্যের রকমফের, তার স্বরূপ-উৎস। সারা দুনিয়া এর বিস্তৃতির ক্ষেত্র এবং দুনিয়াকে বিভক্তিকরণে এটি অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। তাদের শিকার বিশেষ করে মুসলমানরা তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। অসত্যের এই বিলীয়মান, ক্ষণস্থায়ী মেঘমালা মানব-ইতিহাসের অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী মেঘমালা থেকে আদৌ পৃথক নয়।

আজকের বিশ্ব বিভক্ত হয়েছে এই দু'টি ভিন্ন মতবাদ-বলয়ে; বলা বাহুল্য, দুটোই অসত্যের কুৎসিত নাটকের বশংবদ অভিনেতা। ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। এর শান্তিময় আদর্শ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ-বিরোধী পুরাতন ধ্যান-ধারণা পোষণের জন্যে অনেকেই ইসলামকে নিরপেক্ষভাবে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। এই নেতিবাচক মনোভাব তাদের নিজেদেরকেই বিচ্যুত করছে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের উজ্জ্বল পথ থেকে। এর প্রকৃত অনুসারীদের জন্যে রয়েছে আত্মার সান্ত্বনা, সত্য-পথের ঠিকানা, পরম পরিতৃপ্তি, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা এবং দেহ ও আত্মার সত্যিকার মুক্তি।

আমি আমেরিকার কলংকিত উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একটি বই প্রকাশ করেছিলাম সত্তরের দশকে। ইন্‌শাআল্লাহ্ কয়েক মাস পর আরো একটি নতুন বই প্রকাশ করব। আমেরিকার অশুভ শক্তি সম্পর্কে লেখা বেশ সহজ কাজ; কারণ ব্যাপারটা প্রায় সকলেরই বোধগম্য।

কিন্তু নির্দোষ আফগানদের উপর রাশিয়ার নির্বিচার বোমাবর্ষণ, যেটা কি না ভুয়া বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে হচ্ছে, কপটতা বা ভণ্ডামীর রং এর গায়ে এত বেশি ছড়ানো হয়েছে যে, এর প্রলেতারীয় জারবাদী বীভৎসতা সাধারণ মানুষের কাছে দৃশ্যমান হওয়া সত্যিই বড় দুরূহ ব্যাপার।

"১৮১৫ সালে যে সময় সিংহল বৃটিশদের করতলগত হল; ঠিক সেই একই সময়ে রাশিয়ানরা আজারবাইজান দখল করে নেয়।"

আজকে সেই সিংহল স্বাধীন শ্রীলংকা। কিন্তু আজারবাইজানের** কি দশা?

---

* ক্রুসেডার ঃ মুসলমান অধিকার থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য যুধ্যমান খ্রীস্টান সেনাবাহিনী-সদস্যদের পশ্চিমারা ক্রুসেডার বা 'ধর্মযোদ্ধা' বলে। পোপ দ্বিতীয় আরবান কর্তৃক ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধে' খ্রীস্টানদের অংশগ্রহণের আহবানের মধ্যদিয়ে ক্রুসেডের সূচনা হয়। এরপর ১০৯৮, ১০৯৯, ১১৪৫, ১১৪৭, ১১৪৯, ১১৮৭, ১১৮৯, ১১৯১, ১১৯২, ১২০২, ১২২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দগুলোতে ক্রুসেড সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নয়, ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার অপচেষ্টার শুরু আরও বহু আগে থেকেই। — অনুবাদক।

** আজারবাইজান বর্তমানে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

রাশিয়ান সাম্রাজ্যের এটি একটি পরাভূত এবং অঙ্গীভূত অংশ। ন্যায় বিচার করার দাবি নিয়ে এই কলোনীওয়ালারাই আবার নিজেদের মধ্যে তর্কের তুফান তুলছে। অত্যাচারিত এই পরাভূত দেশগুলোর মজলুম বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁদের যুক্তি বড়ই জোরালো। তাদের মতে, এইসব দেশের জনগণ তাদের পূর্বপুরুষদের চাইতে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

প্রত্যেক কলোনীওয়ালাই নিজের নিজের কালে এ ধরনের বদান্যতার দাবি তুলছে। সে তার পরাভূত দেশগুলোর জনগণের কাছ থেকে সাধ্যমত সেবা আদায় করতে চায়। যার বিনিময়ে এদেরকে ভালভাবে খাওয়াতে চায়, শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলতে চায় এবং ভালভাবে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে চায়, যেমন লক্ষ্য রাখে গোশালা এবং মুরগীশালার কৃষক, রাখাল কিংবা কসাইরা।

মার্কসবাদ এবং রাশিয়ান জারবাদ একে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে উৎসাহ দিয়েছিল, যখন ১৯১৭ সালে তারা উভয়ে বিপ্লব গঠনে সহায়তা করেছিল। মার্কসবাদের কৃত্রিম অস্তিত্ব তিনটি পরিবর্তনশীল কারণের উপর নির্ভরশীল — (১) রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ একনায়কতন্ত্র এবং বাহ্যিক সম্প্রসারণবাদী ইতিহাসের সাথে এর একীভবন; (২) রাশিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত পরাজিত খৃস্টান এবং মুসলিম উপনিবেশসমূহের হারানো সম্পদের দ্বারা এর ভরণপোষণ; এবং (৩) ইয়াহূদীদের তত্ত্বাবধানে পরোক্ষ মার্কিন সহযোগিতা।

সম্প্রতি একটি আরব দেশ আমেরিকাকে অত্যাধুনিক স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্র তার কাছে বিক্রি করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু ইয়াহূদীবাদী আমেরিকা এ ব্যাপারে একেবারেই গররাজী। তখন রাশিয়া এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রয় এবং সৈন্যদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করতে রাজী হয়। এর অর্থ হলো ঃ আফগানিস্তানের মত এই দেশটির সশস্ত্র বাহিনীসমূহের মধ্যেও রহস্যময়, গোপন 'সেল' তৈরি করা। অল্প কয়েক বছর পর আফগানিস্তানের মত ঘটনা এ দেশেও ঘটবে, যা হবে সে দেশের জন্য এক নির্মম ট্রাজেডী। আজকের আমেরিকার ইয়াহূদীবাদীরা এভাবেই আমেরিকাকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; কেন না সে রুশ জারবাদ এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারছে না।

এই বইয়ের শব্দ-নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এটা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নয়। লাইব্রেরীর তাকের শোভাবর্ধনের জন্যও এটি লিখিত নয়। কোন সখের গল্প বলিয়ের গল্পকথা কিংবা কেশ পরিচর্যার কোন বিষয়ও এতে নেই। আমি শুধু বলতে চেয়েছি বর্তমান কালের একটি সর্বগ্রাসী সমস্যা — অসত্য এবং এর দু'টি স্বরূপ সম্পর্কে। মুসলিম জাতিসমূহকে আজ জ্বলন্ত অংগারের ওপর আবর্তিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই বইয়ের বিষয়-সূচীই আমার অন্বিষ্ট। অসত্য-কুফরের বিরোধিতাকারীদের অনুপ্রাণিত করতে; যাঁরা এই অসত্যের মুখোমুখি হতে দ্বিধান্বিত, তাদের সাহস যোগাতে; তাঁদের অস্তিত্বে প্রচণ্ড নাড়া দিতে; যারা ভীরুতা, দুঃখবাদ ও ঈমানী দুর্বলতার জন্যে নিজেদেরকে হীন করে রেখেছে আপন সত্তার কাছে, এবং অসত্যের সমর্থকদের ধ্বংস সংক্রান্ত কুরআনের হুঁশিয়ারী — "প্রকৃতিগতভাবেই তার (অসত্য) ধ্বংস অবধারিত" — এই শাশ্বতবাণীর পুনরাবৃত্তি

www.pathagar.com

করতে একজন বক্তার বাক্‌শৈলীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার জীবনে আমি কখনও কিছু ভালো কাজের জন্য উদ্বেগ-তাড়িত না হয়ে একটি লাইনও লিখিনি, একটি ভাষণও দেইনি। শত্রুর চক্রান্তে পড়ে ১৯৬৩ সালে আমার একটি ভাষণের জন্য আমি নাজেহাল হয়েছিলাম এবং সেই ভাষণ নিজ বাসভূমি জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্য থেকে আমার বহিষ্কারের কারণ হয়েছিল। উর্দু ভাষায় সাপ্তাহিক মদীনা টাইম্‌স পত্রিকা প্রকাশের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিলো এবং তা হলো ঃ আমার জনগণকে সৎকাজে আহবান জানানো। জরুরী অবস্থা চলাকালে আমার লেখা, কথা ও কাজকর্মের মাধ্যমে আমি দ্বিতীয়বার ভারত সরকারের "বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্যকরণ নীতি"-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদমুখর হয়েছিলাম। আল্লাহ্‌কে অশেষ শুকরিয়া যে, আমি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের একজন নাগরিক — যার শাসকরা মার্কসীয় একনায়কদের মত আচরণ করেন নি, যদিও তাঁরা জরুরী ক্ষমতা আইন বলবৎ করেছিলেন।

আমি যে-সব উৎস থেকে এ বইয়ের জন্য উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি, সেগুলোর লেখকদের এবং অন্যান্য সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি গভীরভাবে দুঃখিত যে, যেভাবে আমি পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিতে চেয়েছিলাম, সেভাবে পারলাম না। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতার কারণে এ কাজের জন্য আমি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রাখতে পারিনি। পরবর্তীতে আরো ভাল কিছু দিতে পারব, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

৪০৪, কাথাল রোড,
লন্ডন

আব্দুল্লাহ্‌ ডি
২৭শে অক্টোবর ১৯৮৪

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এই বই উৎসর্গ করলাম — সেইসব প্রস্তর-নিক্ষেপকারী ফিলিস্তিনী সিংহ-হৃদয় ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের — যাঁরা আমেরিকার অশুভ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন;

এবং

সেইসব আফগান-মুজাহিদ ভাইদের — যাঁরা রুশ প্রলেতারীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শতাব্দীর এক কালজয়ী ইতিহাস রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

চৌদ্দ শতাব্দী এবং চৌদ্দ দিন ১-১৬

ইসলামে মানবাধিকার — এমনকি বিদ্রোহীদের জন্যেও ৪
প্রাচীন গ্রীক এবং নব্য জারবাদী দাসত্বের ধরন ৫
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নশ্বর মার্কসবাদের চিৎকার থেমে যাচ্ছে ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডাঃ ফাউস্টাস ১৭-৮০

অংশ-১ (ক) ইউরোপ ১৭
নেতিবাচক ক্রমবিকাশ ২০
সম্প্রসারণবাদী ইয়াহূদীতন্ত্র ২১
(খ) ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন উনবিংশ শতাব্দী ২১
শ্রমদাস এবং বর্ণবাদ ২৩
অংশ-২ (ক) উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ ও সংস্কারকবৃন্দ ২৪
ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্রী সমাজের সংস্কারসমূহ ২৫
ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের "অন্ধের হাতি দেখা" ২৭
(খ) উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ৩০
রাস্কিন, মার্কস এবং তাঁদের অনুসারীরা ৩১
বিচ্ছিন্ন এবং একক "নিপীড়ন" ৩৩
"অন্ধ ভাবাবেগ" সম্পর্কে প্লেটো ৩৪
"অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা" সম্পর্কে প্লেটো ৩৬
প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে প্লেটো ৩৭
"আত্মার একটি অংশে বিকৃতি" সম্পর্কে প্লেটো ৩৮
"উৎপীড়ক-ভীতি" সম্পর্কে প্লেটো ৪০
মার্কসবাদী ভবিষ্যৎবাণী মার্কসের আত্মার "উন্মত্ততা" প্রমাণ করেছে ৪১
বন্য জীবন-বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ ৪৬
অংশ-৩ দু'-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত গোটা বিশ্বে মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যাত ৫২
মার্কসবাদীরা তাদের প্রতিভূসহ ছিনতাইকারীরূপে ৫২
রুশ উপনিবেশগুলো থেকে লুণ্ঠিত সম্পদরাজি মার্কসবাদী আগাছাকে বাঁচিয়ে রাখছে ৫৫

www.pathagar.com

ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছে কে? ৫৭
খাঁটি মার্কসবাদী এবং তাদের গুরুতর ভুল ৬১
মার্কসবাদী আগাছার দ্বিতীয় মুরুব্বী - 'সাধু' আমেরিকা ৬২
অংশ-৪ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদের ইতিহাস ৬৪
রাশিয়ান ঈশ্বরদের একত্রীকরণ ৬৫
রাশিয়ার ঔপনিবেশিক অস্থিতিশীলতা কি স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে? ৬৭
একটি লুটেরা জাতির তস্কর উপনিবেশবাদ ৬৮
শুধুমাত্র ১৯১৭ সালে শুষ্ক মার্কসবাদী আগাছা মাটি খুঁজে পায় ৭০
রাশিয়া এবং পশ্চিমা দুনিয়ার মধ্যকার পার্থক্য ৭১
অংশ-৫ ডাঃ ফাউস্টাস ও তার ইউরোপীয় প্রতিভূবৃন্দ ৭৩
মার্কসবাদী শিক্ষা এবং শয়তানী শিক্ষা ৭৭

তৃতীয় অধ্যায়
উদ্বৃত্ত মূল্য ৮১-৮৩ ৮১

চতুর্থ অধ্যায়
ইতিহাস ৮৪-১৭৯
ভূমিকা ৮৪
অংশ-১ ঃ আমাদের নাকের ডগায় ইতিহাসের ঘোর-প্যাঁচ ৮৫
আফগানিস্তানে উপনিবেশ স্থাপনে রাশিয়ার ঐতিহাসিক তৃষ্ণা ৮৭
অতঃপর জায়েদীয় ছিঁড়ে ফেলে নেকড়ের হিংস্র চোয়াল ৮৯
পবিত্র অশ্রু — যা' মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে উচ্চে তুলে ধরে ৯১
জনৈক ভারতীয় লেখকের বর্ণনায় আফগানিস্তানে লাল-আগ্রাসনের সঠিক ইতিহাস ৯৩
আফগানিস্তানে বহুরূপী গিরগিটিসদৃশ মার্কসবাদী ইতিহাস ৯৪
একটি চিরস্থায়ী উপনিবেশবাদের অপরিণামদর্শী হিসাব-নিকাশ ৯৫
পোল্যান্ডে মার্কসবাদের কবর ১০৩
পোল্যান্ডে মার্কসবাদী ইতিহাসের গুণ্ডামী প্রমাণিত ১০৬
পোল্যান্ডে পুনঃ পুনঃ গণ-উত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্যে মানবীয় তৃষ্ণা প্রকাশিত ১০৯
কাবুলে মার্কসীয় আকাশছোঁয়া বস্তুতন্ত্র ও আর্তনাদের নাটক ১১০
বদর ঃ মানবেতিহাসের সবচাইতে চূড়ান্ত যুদ্ধ ১১১

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী এবং মার্কসবাদী বস্তুতন্ত্র বনাম মুসলিম অধ্যাত্মবাদ ১১৯
আফগানিস্তান দখলের জন্যে রাশিয়ার আগ্রাসী অভিযান ১২০
অংশ-২ ঃ নির্ভুল ইতিহাস ঃ নিপীড়ন কোনো শ্রেণী কিংবা নাম-ধামের ধার ধারে না ১২৫
মার্কস গ্রীক দার্শনিকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ১২৭
উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন্ নিয়ম সম্পৃক্ত? ১২৯
মার্কসবাদী শ্রমিক-শ্রেণী এবং মার্কসবাদী একনায়কদের মধ্যকার অব্যাহত লড়াই ১২৯
"নিপীড়ন" কি কোনো বিশেষ রক্ত-গ্রুপের নাম? ১৩০
মার্কসের পূর্বপুরুষ ও মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১৩৪
মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র প্রাচীন গ্রীক একনায়কতন্ত্রের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ ১৩৫
মন্দকে মন্দের স্থলাভিষিক্ত করা কি একটি মতবাদ? ১৩৭
মানবজাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংগ্রামেরই ইতিহাস ১৩৮
মদীনায় কোনো মার্কসবাদী জ্বী-হুজুরদের স্থান ছিলো না ১৩৯
মৃত্যু — মার্কসবাদী উৎপন্ন দ্রব্যের একমাত্র খরিদ্দার ১৪০
ডঃ শাখারভের মন জয় করেছে কে? ১৪৪
জনগণের প্রতি শাসকদের চ্যালেঞ্জ প্রদানের শিক্ষা ১৪৬
সন্ত্রাসী মতবাদ আফগান গ্রামগুলোকে ধূলিসাৎ করছে ১৪৯
মার্কসবাদের কতিপয় মৃত্যু-ঘন্টা ১৫১
এক নজরে বাস্তব ও অবাস্তব ইতিহাস ১৫৩
মানবজাতি এবং পশু ঃ উন্নতির প্রভেদ ১৬৪
পঞ্চম খলীফাকে বিষ প্রয়োগের পারিশ্রমিক ১৬৬
অংশ-৩ ঃ ইতিহাসের ভ্রান্ত-বৈজ্ঞানিক খসড়াচিত্র ১৬৮
আমেরিকা যদি রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হতো, তাহলে লাভ হতো রুশদেরই ১৬৯
ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে পাওয়া মুনাফা কি স্বাধীনতার সমতুল্য? ১৭৩
আন্তর্জাতিকতাবাদ, না রুশকরণ? ১৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

আকিম ১৮০-২৩৪

অংশ-১ ঃ ব্যাখ্যামূলক নোট ১৮১

www.pathagar.com

অংশ-২ ঃ ধর্ম সম্পর্কে মার্কসবাদের জনকদের অভিমত ১৮৩
মার্কসবাদী কর্মকাণ্ড ঃ ইতিহাসের কালো অধ্যায় ১৮৬
অযৌক্তিকতা ঃ বোমার আদলে ১৮৮
আরবীয়রাই ইউরোপীয়দের শিক্ষক ছিলেন ১৮৯
মুসলমানরাই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান দিশারী ১৯০
ইসলামের অভ্রান্ততা ও বিশ্বজনীনতার ভিত্তি ১৯৪
বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ওপর নিপীড়ন হচ্ছে একমাত্র রাশিয়াতেই ১৯৬
একজন 'অন্ধের' উন্মত্ত অংশ ঃ একটি দুর্ভোগ ১৯৭
মার্কসবাদের অধীনে অন্ত্যজজনদের নাগরিকতা অর্জনের গুণাবলী ২০০
অংশ-৩ ঃ মুসলমানদের সাফল্যের মূল উৎস ২০৪
ইসলামের নবী "সমস্ত মাখলুকাতের জন্যে অপার করুণা" ২০৬
মার্কসবাদ — "লালমুখো ঈশ্বরদের" স্রষ্টা ২০৭
মানবজাতির উপর প্রবল পরাক্রমশালী প্রভাবক হিসেবে নবী (স) ২০৯
বিদ্বেষ এবং সহৃদয়তার স্থিতি-পত্র ২১১
পৃথিবী নিজ পদতলে ঘূর্ণায়মান ২১৩
অংশ-৪ ঃ কল্যাণকর মুসলিম অবদানসমূহ মানবজাতির জন্যে আশীর্বাদস্বরূপ ২১৭
চিকিৎসা-বাইবেল ২১৯
আরামপ্রদ মুসলিম আবিষ্কারসমূহ ২২২
আরবীয় জ্ঞানের ওপর পশ্চিমা-নির্ভরতা ২২৪
ইসলাম মানব মনে বিপ্লব এনেছিল ২২৬
আরবরাই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক ২২৭
ইসলামী সংস্কৃতির পরশে ইউরোপের পুনর্জন্ম ২২৮
আরবরাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক ২৩০
পশ্চিমা গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশে ইসলামী প্রভাব ২৩২
ইসলাম ঃ মজলুমের মুক্তিদাতা ২৩৩

৬ষ্ঠ অধ্যায়

রুহানিয়াত ও পাশবিকতার সংঘাত ২৩৫-২৬৮

নশ্বর অসত্য বনাম অবিনশ্বর ইসলামী চেতনা ২৩৭
আফগানদের সাহায্যকল্পে নাটকীয় মার্কিন ঘোষণা ২৩৮
রাশিয়ানদের বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে অগ্রগামী আফগান মেয়েরা ২৪২
রাশিয়ানদের জন্যে যদি ন্যুরেমবার্গ বিচারের মত কোন ব্যবস্থা থাকত ২৪৬
ইসলামের পরশে মানব জাতির কল্যাণকর অগ্রগতি ২৪৭
মাইন এবং কাঁটা বিছানো ঃ এখন আর তখন ২৪৮
যদি একহাতে সূর্য এবং আরেক হাতে চন্দ্র দেয়া হতো ২৫১

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে রুশ অস্থিরতার ক্রমবিকাশ ২৫৫
ট্যাংক এবং মিগের মাধ্যমে মার্কসবাদ তার অযোগ্যতার প্রমাণ রাখছে ২৫৭

সপ্তম অধ্যায়

স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ২৫৯-২৮৫

১৯১৭ সাল নাগাদ জারের পতন, কিন্তু জারবাদের জয়জয়কার ২৬২
বাকস্বাধীনতা পাপীর মুখোশ উন্মোচন করে ২৬৪
স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ব্যতীত বৃটিশ স্বেচ্ছাতন্ত্র ২৬৮
৮৮২ সাল থেকে রাশিয়ার লাগামহীন রাহাজানি ২৭০
সিংহের চামড়ায় গাধা ২৭২
মানবাকার পশু ঃ নর-পশুদের একটি নতুন প্রজাতি ২৭৫
ব্যক্তি-খোদা ও বস্তু-খোদার প্রাচীন এবং আধুনিক ভজনা ২৭৮
অনিষ্ট চাপিয়ে দেয়া হয়, যখন আশিস্ পেশ করা হয় ২৮০
মানবজাতির একমাত্র পরিচালকবৃন্দ ২৮১
ডাহা বোকামিরও পোয়াবারো ২৮২
গভর্নরের মেষ চরানো ২৮৪
কয়েক ফোঁটা মধু গ্রহণের সম্মতি ২৮৪

অষ্টম অধ্যায়

শিং এবং গরু ২৮৬-২৯১

একতরফা নিরস্ত্রীকরণ অবাস্তব ২৮৭
দুই প্রতিবেশী পরাশক্তি ২৮৯

নবম অধ্যায়

দুই নগরের কাহিনী : মদীনা ও মস্কো ২৯২-৩০৪

একমাত্র অসত্যই "আদর্শিক সংক্রমণ"কে ভয় পায় ২৯৪
ভয়ঙ্কর রুশ-ইতিহাস ভয়ঙ্কর মার্কসবাদেরই সমরেখ ২৯৭
সন্ত্রাসী অসত্যের ওপর হিমাদ্রিকঠিন সত্যের জয় ২৯৯
বার্লিন প্রাচীর ঃ মার্কসবাদের জীবন্ত কারা-ম্যানুয়াল ৩০০
স্বাধীনতার প্রেরণা পানির পিপাসার মতই স্বাভাবিক ৩০৩

দশম অধ্যায়

ধার্মিক-বৃত্ত ৩০৫-৩১৩

আদর্শ নবী (স)-এর মধ্যেই কেবল পূর্ণ ভারসাম্য বিদ্যমান ৩০৭
বোমা এবং মিসাইলের পরিবর্তে ইসলাম বিস্তারের পক্ষে যুক্তি ৩০৯

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

গাণিতিক নিয়ম ৩১৪-৩৩৬

সূর্যদেবতা যদি একবার ক্রেমলিনের অধিকার পেতো ৩১৭

একমাত্র ইসলামেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে সমুন্নত ৩১৮

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলিম পুনর্জাগরণ ৩৩৭-৩৬৩

নানা প্রতিবন্ধকতা মুসলমানদের সুদৃঢ় সংহতি বিনষ্ট করছে ৩৩৭

মার্কসবাদ যেখানে যুদ্ধবাজ গির্জার সমতুল্য ৩৪০

'ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি' এবং সাঁড়াশী হামলা ৩৪১

অসত্যের চিরন্তন অক্ষমতা — পুরনো ও নতুন ৩৪৩

আমাদের শতকে মুসলিম পুনর্জাগরণের চারটি বিস্ময় ৩৪৬

লাল-বন্দুকের নলের মুখে রাশিয়ার অভ্যন্তরে মনগড়া ইসলামের উত্থান ৩৪৭

১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় লালদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর মুসলিম পুনর্জাগরণ ৩৫৬

১৮৫৭ ও ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবন ৩৬০

বিশ্বব্যাপী ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ ৩৬১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামের ভরণপোষণ আইনসমূহ ৩৬৪-৩৯০

ইসলাম পতিত মানবকে মর্যাদায় সমাসীন করেছে ৩৬৫

মার্কসকে যদি পোলিশ ক্রেতাদের মুখোমুখি হতে হতো ৩৬৬

মানবজাতির দুর্ভোগ ৩৬৮

অসত্য কর্তৃক মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থকে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে সুকৌশলে ৩৭২

বস্তুবাদীরা ইসলামের কথা শুনলে কম্পমান হয় কেনো? ৩৭৬

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচার অবৈধ ৩৭৯

ইসলামের ভরণপোষণ আইনের অবদান ও গুরুত্ব ৩৮১

মুসলিম শ্রমিকদের তাদের মালিকদের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নেয়া ৩৮৩

ইসলাম কর্তৃক অর্জিত স্বাধীনতা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৮৪

মানুষের মৌলিক চাহিদা কি — খাদ্য, না যুদ্ধ? ৩৮৬

ইসলামের ভূমিনীতি এবং জাতিসমূহকে ইসলামে দীক্ষিতকরণ ৩৮৯

তথ্য নির্দেশিকা ৩৯১

www.pathagar.com

অসত্যের কালোমেঘ

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

চৌদ্দ শতাব্দী এবং চৌদ্দ দিন

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) মিসরীয় লোকটিকে বললেন, "তোমাকে যে চাবুক মেরেছে, তুমিও তাকে চাবুক মারো।"

মিসরীয় ঐ সাধারণ লোকটি যখন তার আঘাতকারী মুহাম্মদকে কশাঘাত করতে লাগল, উমর (রা.) তখন তাকে এই বলে উৎসাহ দিতে লাগলেন, "উচ্চ পদস্থ পিতার এই অভিজাত সন্তানটিকে চাবকাও — যার আভিজাত্য-গরিমা মানুষের অবিনাশী শ্রেষ্ঠত্বের চেতনায় ফাটল ধরিয়েছে।"

মুহাম্মদের পিতা আমর বিন আ'স মিসর মুক্তকারী এবং এর গভর্নর। তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে শাস্তি দেবার দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি দেখছিলেন, তাঁর ছেলে নির্বিকারভাবে সমস্ত শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছে, সামান্যতম প্রতিবাদও সে করছে না। খলীফার কাছ থেকে এক জরুরী সমন পেয়েই তাঁরা মিসর থেকে মদীনায় গিয়েছিলেন।

যখন মিসরীয় ব্যক্তিটি এভাবে তার অধিকার অর্জন করল, তখন মহান খলীফা মুহাম্মদের পিতা আমর বিন আ'স-এর মাথায়ও চাবুকের ঘা দিতে বললেন।

মিসরীয় ব্যক্তিটি এবার কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গদগদ কণ্ঠে খলীফাকে বলতে লাগল, "হে আমীর-উল-মু'মিনীন! নিঃসন্দেহে আমি প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে আঘাত করার জন্যেই এই অধিকার পেয়েছি।"

"আল্লাহ্‌র কসম, তুমি ঐ ব্যক্তির মাথায়ও এক ঘা চাবুক মারবে — কেউ তোমাকে ঠেকাবে না। তাঁর ছেলের অপরাধের কিছু ভাগ তাঁর ওপরও বর্তাবে। কারণ, তাঁর উচ্চ পদমর্যাদার গরিমাই তাঁর ছেলেকে তোমার প্রতি অবিচার করতে সাহস যুগিয়েছিল।" — উমর (রা.) ব্যাখ্যা দিলেন।

www.pathagar.com

এরপর আমর বিন আ'স-এর দিকে ফিরলেন খলীফা। ব্যঙ্গ করে বললেন, "মায়ের পেট থেকে মুক্ত হয়ে জন্মেছে যে মানব, তাকে কোন্ আদেশ বলে, কখন থেকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে শুরু করেছ?"[১]

প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগের কথা। মদীনা স্বাধীন মিসরকে সমর্থন কিংবা এর ওপর কর্তৃত্ব ফলানো থেকে বিরত ছিলো। তথাপি মিসর ইসলামী আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। কেন? এই মিসরীয় ব্যক্তিটি প্রাক্-ইসলামী যুগের মিসরীয় শাসকদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ হিসাবে এরূপ ন্যায়-বিচার পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। মিসরবাসীরা মানুষ এবং বস্তুপূজার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো মুক্তির স্বর্ণভূমিতে; ইসলামই তাদের পান করিয়েছিল মুক্তির শরাবান তহুরা। টম এবং ডিকের দাসত্ববাদকে রাস্তার আবর্জনার সাথে ছুঁড়ে ফেলে স্বাধীন মিসর মুক্তির আনন্দে হেসেছিলো। এই প্রথম তারা তাদের সত্যিকার মানবিক অধিকার এবং মর্যাদার আস্বাদ পেয়েছিলো। মদীনার নিয়ন্ত্রণ থাকুক বা না থাকুক, মিসর হয়ে উঠেছিলো ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার এক আদর্শ চারণক্ষেত্র। কোন স্বাধীন মানুষই কি ইচ্ছে করে আবার সেই স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের অসম্মানজনক চিন্তা-চেতনা এবং জীবন-যাপনে ফিরে যেতে পারে?

যদি ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার দশটির বেশি মুসলিম উপনিবেশ রুশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা পেত, তাহলে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ এইসব মুসলিম উপনিবেশ চৌদ্দ দিনের মধ্যেই স্বাধীন হয়ে যেত। কেন? মানবতা-বিরোধী ঘৃণ্য রুশ প্রলেতারীয় উপনিবেশবাদের কাছ থেকে ইসলামী সাম্য ও ন্যায়বিচারের একটি কণামাত্রও পাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ঘৃণ্য উপনিবেশবাদ নিঃশেষে তাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে, যেখানে তারা প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পায় না, অভিযোগের দ্বার যেখানে রুদ্ধ; এমনকি পরাধীন গণ্ডীর বাইরে যাতায়াতও যেখানে তাদের জন্য নিষিদ্ধ। রুশ উপনিবেশবাদীরা তাদের অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলোর নাম দিয়েছে "রিপাবলিক" বা প্রজাতন্ত্র এবং অধিবাসীদের ডাকে "কমরেড" বা বিপ্লবী সাথী বলে। কপটতার এই প্রদর্শনী বড়ই লজ্জাজনক। এটা ভ্রাতৃপ্রতিম রুশীয় অন্তরঙ্গতা নয়, যা এইসব উপনিবেশগুলোকে দুঃস্বপ্নের দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধারণ করেছে — যার কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। ব্যাপারটি জারবাদের সন্ত্রাসী নীতির জঘন্যতম অধ্যায় — রুশী জারবাদের ইতিহাসেও যা' ছিল অভূতপূর্ব। জার রাজাদের আমলে তাদের উপনিবেশগুলোতে কমপক্ষে চব্বিশ হাজার মসজিদ ছিলো। কিন্তু প্রলেতারীয় জারদের আমলে কয়েক শ' মসজিদ প্রদর্শনী-গৃহ হিসেবে ব্যবহারের জন্য পরিত্যক্ত হয়। প্রলেতারীয় জারবাদীরা শত শত আফগান গ্রামকে যেভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, ধুলায় নিশ্চিহ্ন করছে;

www.pathagar.com

সেই নিষ্ঠুর রাজকীয় জারদের পক্ষেও তেমনটি করা সম্ভব ছিলো না। সেই প্রাচীন স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদীরাও স্বীয় পুরাতন উপনিবেশের সাথে আফগানিস্তানের রেল ও সড়ক-সেতুর সংযোগ স্থাপন করতে পারত না, যেমনটি নব্য-জারবাদীরা করছে।

একইভাবে দখলীকৃত প্যালেস্টাইনে অপর পরাশক্তি আমেরিকা যদি শুধুমাত্র তাদের প্রচ্ছন্ন উপনিবেশবাদী অপ-তৎপরতার অবসান ঘটাতো, তাহলে সে দেশের স্কুল-কলেজগামী ছেলেপুলেরাই তাদের মাতৃভূমিকে চৌদ্দ দিনের মধ্যেই স্বাধীন করতে পারত। এ লক্ষ্যে আমেরিকার ঘোষণা প্রচারিত হলে ইয়াহূদী দখলদাররা পালিয়ে যেতো ইউরোপ-আমেরিকায় তাদের বাপ-দাদার ভিটে মাটিতে; পেছনে ফেলে যেতো তাদের অ-প্যালেস্টাইনী ও অ-ইউরোপীয় এশীয় ইয়াহূদী ভাইদের — যারা প্রাণ ভরে আস্বাদন করার সুযোগ পেতো ইসলামী ন্যায়-বিচারের সুমিষ্ট ফল — যে ন্যায়-বিচারের অবিনাশী শক্তি এককভাবে সুদীর্ঘ চৌদ্দ শ' বছর ধরে তাদের রক্ষা করেছে অভেদ্য বর্মের মত; অথচ বিশ্বের সর্বত্র, সকল মহাদেশে সব সময়ই তারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের কোন শাসনকর্তা, রাজবংশ কিংবা নেতা নয়, একমাত্র ইসলামী আদর্শের শাশ্বত সত্তাই আজকের পরাশক্তি-রূপ পরগাছার সামনে জ্বলন্ত সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই পরগাছা-নীতি ও ভাবনা-চিন্তা অনুসরণ করে তা দ্রুত বেড়ে উঠছে শক্তভাবে; বিশ্ব-মানবের হৃৎপিণ্ডে সুতীক্ষ্ণ বল্লম হয়ে সেঁধে যাচ্ছে সুনিপুণভাবে — যাতে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, ক্ষত স্থান শুকিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু সেই দুষ্ট পরাশক্তির অশুভ প্রেতকে পুনঃ সনাক্ত করা যাবে না কোন দিনও।

পরাশক্তির প্রচ্ছন্ন চ্যালা-চামুণ্ডারা মুসলমানের লেবাস পরে মুসলমানদের মধ্যেই বিষ ছড়াচ্ছে; বিভিন্ন নামে বিভিন্ন উপায়ে অপ-ইসলামীকরণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের "পরগাছাও" শুকিয়ে যেতে, ধ্বংস হতে বাধ্য — তা সে দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক। কিন্তু ইসলামের কালজয়ী আদর্শ কোনো প্রকার বল প্রয়োগ, পার্থিব সাহায্য-উৎস এবং আর্থনীতিক সহযোগিতা ছাড়াই বিশ্বব্যাপী যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষকে টিকে থাকতে, তাদের ঘুমন্ত সত্তাকে পুনর্জীবিত করতে এবং স্বাধীনতার স্বর্ণ-স্পর্শে তাদের জীবনকে অভিষিক্ত করতে তার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। একে কেন দীর্ঘস্থায়ী অলৌকিকতা বলা হয়?

সেই মিসরীয় লোকটি ক্ষমতাসীন দলের কেউ ছিলো না। সে নতুন শাসকদের আদর্শেও বিশ্বাসী ছিলো না। সে ছিলো সেই আদর্শেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এ জন্য মানবাধিকার নয়, অবধারিত মৃত্যুরই সে উপযুক্ত ছিলো; বর্তমানে কম্যুনিস্ট দেশসমূহে এ-ধরনের ব্যবস্থাই নেয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

ইসলামে মানবাধিকার — এমনকি বিদ্রোহীদের জন্যও

মার্কসবাদের তল্পীবাহক কোন দেশের কোন 'দুঃসাহসী' যদি মার্কসবাদের বিরোধিতা করে, তাহলে মৃত্যুদণ্ডই তার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু কোন মুসলিম দেশে কেউ যদি ইসলামকে অস্বীকার করে, তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ মানবাধিকার। দুটি বিশেষ মতাদর্শের ভ্রান্তি ও অভ্রান্তির অনিবার্যতা এখানে স্ব-প্রকাশিত। একজন অ-গ্রীক 'অসভ্য' ক্রীতদাস হিসেবে ঐ মিসরীয় লোকটিকে প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে একান্ত ক্রীড়নক হিসেবে নিঃসন্দেহে ব্যবহৃত হতে হত — যখন প্লেটো ও এরিস্টোটলের সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যা-বুদ্ধির চরম সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। "আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই সত্য কথাগুলো বিশ্বাস করি যে, সকল মানুষকেই সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে" -— ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সংযুক্ত এই সুন্দর কথামালার প্রতি তার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাকে আমেরিকায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি হতে হতো। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী জাতীয় সংসদে গৃহীত মানবাধিকারের সনদ তার জন্যও প্রযোজ্য হবে, এই আশায় যদি সে ফ্রান্সে পাড়ি জমাতো, তাহলে সে নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিত। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন, ঐ মানবাধিকারের সনদে লেখা ছিলো শুধু ফ্রান্সবাসী এবং ইউরোপীয়দেরই অধিকারের কথা। বেচারা দুর্ভাগ্যক্রমে যদি মধ্য এশিয়ার অধিবাসী হতো এবং রুশ প্রলেতারিয়ান জারবাদের একজন নগণ্য প্রলেতারিয়ান দাস হিসেবে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত, তাহলে হয়তো সে তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" জাতিগত বৈষম্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হতো; সার্বিকভাবে তার জীবনের উপর নির্মম রুশকরণের স্বরূপ হয়তো সে অনাবৃত করতে পারত। "বৈজ্ঞানিক" জারবাদ স্বীয় সাম্রাজ্যে চারটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে — (১) রুশীয় স্লাভ (পূর্ব ইউরোপীয় জাতি বিশেষের লোক); (২) অ-রুশীয় স্লাভ; (৩) ইউরোপীয় এবং (৪) এশীয়।

কিন্তু ইসলামী আদর্শ ঐ মিসরীয় লোকটিকে স্রষ্টার অন্যতম প্রিয় সৃষ্টি হিসেবেই বিশ্বাস করেছে। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব (স্রষ্টার অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাসের ফলে সৃষ্ট) সর্ব প্রথম বিশ্বের কাছে সগর্বে উপস্থাপিত হয় গাণিতিক নিয়মের মাধ্যমে — দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, তার বেশি হলেও হবে না, কম হলেও না। মানুষের অবিভাজ্যতার এই গাণিতিক নির্ভুলতা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান থাকবে; অসত্যের কোন ডংকা-নিনাদই একে থামিয়ে দিতে পারবে না।

"সুতরাং, সম্পত্তির যেকোন অংশই মানুষের জীবনযাপনের উপকরণ বলে গণ্য হতে পারে; এবং তার সম্পত্তিসমূহ এমন সব উপকরণের সমষ্টি, যার মধ্যে তার ক্রীতদাসরাও অন্তর্ভুক্ত। এবং তার একজন ক্রীতদাস শুধুমাত্র ক্রীতদাস বলেই বাড়ির অন্যান্য চাকরের মত মানুষ হয়েও অন্যান্য তৈজষপত্রের মতই গণ্য, যার মূল্য অন্যান্য দ্রব্যের সমানই।"[২]

www.pathagar.com

"তখন কোনক্রমেই তারা কোন গ্রীককে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত না; এবং অন্যদেরকেও তারা এরূপ না করতে উপদেশ দিত — নিশ্চিতভাবেই তারা তা করত"।[৩]

"ক্রীতদাসেরা দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য ছিলো না, ছিলো না রাষ্ট্র বা সরকারের কোন অঙ্গ। এই নিয়ম সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ছিলো এবং প্লেটোর ধারণা ছিলো যে, তা চিরকালই টিকে থাকবে।"[৪]

ইউরোপীয় বিদ্যা-বুদ্ধি এবং সভ্যতার এইসব শেকড় থেকে শত শত আদর্শিক আগাছার জন্ম হয়ে চলেছে ইউরোপ নামক চারণ-ক্ষেত্রে। তারা বিছিয়ে দিয়েছে স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদ, স্বেচ্ছাচারবাদ, কলোনীবাদ, মার্কসবাদ এবং নব্য জারবাদী প্রলেতারিয়ান একনায়কতন্ত্রের সর্বনাশা, বিষাক্ত ছায়া।

পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কোন ইউরোপীয়ের জন্য মানবাধিকারের কিছু উপহার সাজানো থাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে সেটা কখনই আফ্রো-এশিয়ার কারো জন্য নয়। প্লেটোর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেখানে মানুষের বর্ণবাদী বিভেদের বর্ণবাদী কীট কখনোই নির্মূল হয়ে যায়নি।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্বের এবং পরের সর্ববৃহৎ ভণ্ড উপনিবেশবাদী শক্তি মূলতঃ প্লেটো-নীতিরই প্রতিধ্বনি করছে।

'১৯৪৫ সালের ২৪শে মে, স্ট্যালিন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়কে স্বাগত জানান, তখন তিনি রাশিয়ানদের উদ্দেশ্যেই সুমিষ্ট সম্ভাষণ উচ্চারণ করেন — সোভিয়েতবাসীদের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি ঘোষণা করেন, "রাশিয়া সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রের প্রধানতম জাতি" এবং তাই "এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে সে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর অধিনায়কত্ব করবার অধিকার অর্জন করেছে।" এইভাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত "সাম্যবাদ" ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো; সৃষ্টি হলো একটি জাতিগত সম্প্রদায়ের, যা' রুশদের সর্বত্র "বড় ভাই" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে; সবার তত্ত্বাবধায়ক হবে তারা, সবার পথ-প্রদর্শকও হবে তারাই।"[৫]

প্রাচীন গ্রীক এবং নব্য জারবাদী দাসত্বের ধরন

আজকের রুশ ঔপনিবেশিক-প্রভুরা নিজেদেরকে "বড় ভাই" হিসেবে মনে করছে; কিংবা প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানী ব্যক্তিটিও নিজকে স্রেফ ক্রীতদাসদের মালিক-প্রভু বলে মনে করতেন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দাসত্ব সব সময় দাসত্বই — হোক্না ক্রীতদাস, সে গতকালের 'অসভ্য' কিংবা আজকের 'ছোট ভাই'। শব্দের হেরেফেরে মার্ক্সীয় প্রগতির কী অদ্ভুত নমুনা! বিশেষ করে যখন প্রাচীনকালের পশ্চাৎমুখিনতাকে রীতিমত সংরক্ষণ করা হচ্ছে, লালন করা হচ্ছে!

www.pathagar.com

"একজন মানুষ অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করতে বাধ্য। হয় তাকে প্রকৃতি এবং বস্তু-সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, নতুবা প্রকৃতি তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলবে, না, কখনই না, সত্য সর্বদাই উদার। কী চমৎকার! ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী একজন বশংবদ, অসংখ্য বশংবদ, স্বনামখ্যাত বিশ্বনেতৃবৃন্দ — সবাই, একদিনেই তাদের হাতুড়েগিরির সাহায্যে উন্নয়নের প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে। এটা একটি জাল ব্যাংক-নোটের মতই; তাদের মূল্যহীন হাত দিয়ে পার করে দেয়, কিন্তু তা' অন্যদের কোন কাজেই লাগে না। প্রকৃতি তীব্র অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করছে ফরাসী বিপ্লব ও অন্যান্য বিপ্লবের বহ্নি শিখার মত, কণ্ঠে সশংকিত সত্য-উচ্চারণ ঃ জাল নোট সব সময়ই জাল।"[৬]

প্রাচীন গ্রীসের সবচাইতে জ্ঞানী ইউরোপীয়দের কাছে গ্রীক কর্তৃক অ-গ্রীকদের দাস বানানোর বিষয়টি একান্তই স্বাভাবিক ছিলো। বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়দের কাছে 'জালনোটের' এই নিপুণ জালিয়াতি দৃশ্যমান হয়নি। সপ্তম শতকে ইসলামী আদর্শই এটাকে তার কালজয়ী নৈতিক শিক্ষা এবং শরীয়তের বিধিবিধানের মোক্ষম আঘাতে বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তবুও গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিতরা অন্ধকারেই রয়ে গেলো — ঠিক যেমন দিনের আলো বাদুড়ের কাছে অপছন্দনীয়।

অমানবিক দাস-প্রথাকে যেভাবে স্বাভাবিক আইন-সিদ্ধ বলে সদম্ভে ঘোষণা করা হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই মার্ক্সীয় বালখিল্যতাকে "বৈজ্ঞানিক" এবং এমনি নানা অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।

এই 'লাল জালনোট' ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েছে ইন্দোনেশিয়া, মিসর, সুদান, সোমালিয়া, জ্যামাইকা, জাম্বিয়া, গিনি, পোল্যান্ড, আফগানিস্তান এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু গণতান্ত্রিক দেশে। যদি রুশবাসীদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, নিজেদের পছন্দকে শ্রদ্ধা করার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে খোদ রাশিয়াতেই তা' ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। এই লাল আনাড়িতন্ত্র সর্বপ্রকার অপ-তৎপরতা এবং বর্বরোচিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে তার আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। প্রকৃতি এই লাল আনাড়িদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলে — না! না! না! কিন্তু যতক্ষণ সেই হাতুড়েরা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথাই কানে তোলে না। প্রকৃতির এই নেতিবাচক ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরে গ্রীকরা তাদের শেকড়হীন দাসত্ববাদের জাল কারবারকে জোরদার রেখেছে। এখন, এই বিংশ শতাব্দীতে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর সব দেশ থেকেই তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়েছে।

কিন্তু মার্কসবাদী হাতুড়েপনার ধ্বংস সাধনে প্রকৃতি অত্যন্ত তৎপর।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে সে তার ট্যাংক, হেলিকাপ্টার, যুদ্ধজাহাজ, সশস্ত্র সৈন্যবাহী গাড়ি, ট্রাক, রাশিয়ান পাইলট এবং সৈন্যদের খতম করছে। রাশিয়ার প্রলেতারিয়ান জারবাদ ফুটন্ত পাত্রের ওপর ঢাকনা চাপিয়ে রেখেছে এবং তা এঁটে রাখছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের এইসব ভণ্ডদের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় আক্রোশের অগ্নিশিখায় জ্বলে ওঠা থেকে প্রকৃতিকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না; পৃথিবীর কোন শক্তিই পারবে না ভুঁইফোঁড় গুল্মকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে। যদিও সময়ে সময়ে নররক্তে সিক্ত হয়ে তারা নিজেদেরকে সজীব করেছে; তবুও তাদের শুকিয়ে যাওয়া এবং ঈর্ষাপরায়ণ সত্তার ধ্বংস পূর্ব-নির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

একমাত্র সেই বস্তু, যা প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে এসে সেই স্বাভাবিক নিয়মের সাথে অভিন্নভাবে মিশে যায়, কেবল তাই-ই প্রকৃতির সাথে চিরকাল বেঁচে থাকে।

"এমনি একজন মানুষ — মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী প্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত একটি অবিনাশী স্রোত। এই বাণী মানুষকে দুর্বার আকর্ষণে আকৃষ্ট করে; কোন প্রতিকূল ঝঞ্ঝাই তাদের নিবৃত্ত করতে পারে না।"[৭]

ইসলামী ভাবধারা বা আদর্শের তুলনায় মার্কসবাদ একান্তই অস্থির 'বাতাস' মাত্র। রাশিয়ান প্রলেতারীয় জারবাদ এই 'বাতাসকে' লালন করেছে, যা' রূপান্তরিত হবে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে। এর প্রবল ঝাপটা রুশ দখলদারিত্বের অধীনস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে, যারা হয় পশ্চিম ইউরোপীয় মোসাহেব কিংবা নব্য-জারবাদী সাম্রাজ্য কর্তৃক জোরপূর্বক দখল করা খ্রীস্টান ও মুসলিম উপনিবেশসমূহ অথবা আফগানিস্তান ও ইরিত্রিয়া প্রভৃতির মত সদ্য আক্রান্ত দেশসমূহ।

নশ্বর মার্কসবাদের এই ঝোড়ো-হাওয়া এখন একটি মতবাদ, পদ্ধতি, ধারণা ও বিশ্বাসের লেবাস পরেছে।

মার্কসবাদী অসত্যের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে আসুন আমরা আজকের এই মার্কসবাদী ঝোড়ো-হাওয়ার সংক্ষিপ্ত অথচ ঐতিহাসিক বিবরণ উপস্থাপন করি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নশ্বর মার্কসবাদের চিৎকার থেমে যাচ্ছে

বেশিরভাগ মানুষের চরিত্রই অনেকটা ভেড়ার চরিত্রের মত, যা সদা-পরিবর্তনশীল। তারা যেকোন শখ, আদর্শ ও রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের ওপরই রয়েছে বিশ্বাসের অভাব। তারা যূথবদ্ধ হওয়ার জন্য সবেগে ধাবিত হয়, ভেড়াদের মত সবশেষজনই তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়। তাদের চেতনার এই গোলামি-বৈশিষ্ট্য সত্যাসত্য বিচার না করেই তাদেরকে নির্বিচারে বাধ্য করে ক্ষণস্থায়ী, অমিতাচারী এবং সুবিধাবাদী স্বভাবের বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে। অপ্রতিরোধ্য পাগলামির বল্গাহীন স্রোতে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা নিজেদের উন্নতি করতে চায়। ক্ষুদ্র কুয়ার মধ্যে সাঁতার কেটেই তারা মনে করে এটা মহাসাগরেরই অংশ।

যখন বন্যার পানি সরে যায়, তখন সেই নকল পুকুরও যায় শুকিয়ে। সময়ের আবর্তনে বল্গাহীন পাগলামিও একদিন অন্তর্হিত হয়; আর জঞ্জালের মত পেছনে ফেলে রেখে যায় শেকড়হীন, হতবুদ্ধি মানুষগুলোকে।

১. ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশ

এমন এক সময় ছিলো, যখন মার্কসবাদের ঝোড়ো-হাওয়া এই দু'টি দেশে (ফ্রান্স এবং ইন্দোনেশিয়ায়) তারস্বরে তর্জন-গর্জন শুরু করেছিল। জনগণ যদি এই মতবাদে বিশ্বাসী না হয় এবং লাল ভেড়ার পালে যোগদান না করে, তাহলে 'বোকা'-র ব্যাজ পরানো হবে বলে তারা আশংকা করতো।

কিন্তু আজ সেখানে কি সেই লাল মতবাদের তর্জন শোনা যায়? না। সময় একদিন ঝোড়ো হাওয়ার অনুকূলে ছিলো বটে; কিন্তু তা তো চিরকালের জন্য নয়।

"তিনি (ভ্লাদিমির ভলকফ; জন্ম-ফ্রান্সে, রাশিয়া থেকে ফ্রান্সে হিজরতকারী পিতা-মাতার সন্তান) ষাটের দশকে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ফ্রান্স ত্যাগ করেন। (তিনি লিখেছেন) যদি তুমি মার্কসবাদের অনুসারী না হতে, তাহলে তাদের চোখে তুমি ছিলে একটা নিরেট বোকা। বুদ্ধিজীবী মহলে তুমি কাউকে বলতে পারতে না যে, তুমি মার্কসবাদের অনুসারী নও এবং বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রহণ করা হতো।"

"অতঃপর যখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, তিনি (ভ. ভলকফ) তখন বলেন — তোমরা এখন পারো নিজেদের মতামত নিঃসংকোচে ব্যক্ত করতে। আমার মনে হয়, মানুষের বিবেক অল্প হলেও ক্রমশঃ জাগ্রত হচ্ছে।"[৮]

"নতুন আদেশ (ইসলামী শরীআতী আইন) জারী হওয়ার আগে ইন্দোনেশিয়াবাসীরা নামায পড়তে লজ্জা পেতো কিংবা কেউ যদি তা করতে চাইতো, তবে তাকে তা করতে হ'ত গোপনীয়ভাবে।"[৯]

১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কসবাদী হীন কৌশলের যখন দ্বিতীয়বারের মত ভরাডুবি হয়, তখন সে দেশের ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত, বিচলিত মুসলমানরা

www.pathagar.com

নিজেদেরকে রক্ষা করেন মার্কসবাদের সর্বনাশা ঝঞ্ঝা থেকে। দেশবাসী নিজেদেরকে রক্ষা করে মার্কসবাদের তীব্র ঝড় থেকে। আর মার্কসবাদের অশুভ প্রেতাত্মা উড়ে চলে যায় অন্য কোন গোরস্থানের খোঁজে।

২. একদা মস্কো ছিলো মার্কসবাদের 'পবিত্র' সদর দফতর (ইটালী, স্পেন এবং অন্যান্য দেশ এখনও বিপরীতমুখী)

দুনিয়ার সব কম্যুনিস্ট পার্টিই ছিলো মস্কোয় অবস্থিত সদর দফতর থেকে নিয়ন্ত্রিত "কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল"-এর শাখা মাত্র। ১৯৪৩ সালের মে মাসে তার বিলোপ সাধন করা হয়। মস্কোতে মার্কসবাদের "বাঁশীওয়ালা" বাঁশীতে সুর তুলত; আর 'লাল-শিশুরা' তার পিছু নিত।

কিন্তু আজ মার্কসবাদের কপট হাওয়ার স্পর্শে কাউকে আর ভোলানো কিংবা জাদুমন্ত্র দ্বারা সম্মোহিত করা সম্ভব নয়। প্রমত্ত বাতাসের সেই গগনবিদারী হুংকার কি চিরস্থায়ী হয়েছে?

"সোভিয়েট-মাতব্বরীর মামা-বাড়ির আবদারকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছে ইটালিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি। জাতীয় দলগুলোও তাদের নিজস্ব যুক্তিতে অটল। আমরা সবাই আমাদের নিজ নিজ পথে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এগিয়ে যাচ্ছি, ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি পরিবেশ-প্রেক্ষিত যার ভিত্তি-ভূমি নির্মাণ করেছে এবং যার মূল কথাই হলো—গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রকে যূথবদ্ধ হতে হবে। সমালোচনা করার কোন অধিকার সোভিয়েতবাসীদের ছিলো না এবং ভিন্ন মত প্রকাশের কোন সুযোগই তাদের দেওয়া হতো না। পৃথিবী আজ বদলে গেছে। নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হচ্ছে, এবং কম্যুনিস্ট পার্টি 'একটি মোড়ল-রাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব লাভের মানসিকতা ও উচ্চাশা থাকবে' — এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে।"[১০]

"স্পেনীয় কম্যুনিস্টরা লেনিনবাদকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছে। মিঃ ক্যারিলো বলেন যে, মিশ্র অর্থনীতির উদ্ভব, কল্যাণ-রাষ্ট্রের উন্নতি, তৃতীয় বিশ্বের পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা লাভ এবং একটি ঔপনিবেশিক যুদ্ধের মাধ্যমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা বর্জন করে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের ফলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বেশ কিছু ধারণা অপাংক্তেয় হয়ে গেছে।"[১১]

৩. মিসর, সুদান এবং সোমালিয়া

মার্কসবাদের ঝড়ো হাওয়া এসব দেশেও এক সময় জোরে-সোরে বইতো বিভিন্ন রূপে, যখন রাশিয়ানরা বন্ধু, পরামর্শক এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেসব দেশে অবস্থান করত। তা' মানুষকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করছিল, নিস্তেজ ও প্রাণহীন করে ফেলছিল। একদিন এইসব দেশের নেতৃবৃন্দ যখন রাশিয়ান মিত্রদের এই

www.pathagar.com

গুরুসুলভ আচরণের ছদ্মাবরণ খসাতে সক্ষম হলেন, তারা তখন রাশিয়ানদের সে সব দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন।

তারা হুঁকো-কল্‌কে সব গুটিয়ে পাড়ি দিল নিজ দেশে। তারা বিতাড়িত হওয়ার সাথে সাথে সেখানে মার্কসবাদের ঝড়ও থেমে গেলো চিরতরে।

৪. জাম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্তান

মার্কসবাদ ছিনতাইকারীর ছদ্মবেশে মাঠে নেমেছে, ছিনতাই করছে জাতির অবিনাশী সত্তা-শক্তিকে।

"জাম্বিয়ায় ব্যর্থ অভ্যুত্থানে পরাজিত মার্কসবাদী নেতারা আত্মগোপন করেছিল। স্যার দাওয়াদা জাওয়ারার অনুগত সেনাবাহিনী এবং সেনেগালের ছত্রী সেনারা রাজধানী বান্‌জুলের শহরতলীর প্রতিটি বাড়িতে তন্ন তন্ন অভিযান চালিয়েছিল।"[১২]

"ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট সশস্ত্র বাহিনীর দখল করা সে দেশের কেন্দ্রীয় বেতার কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় তার স্টেশন, টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-গুলো অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সিলিওয়াংগী নামক ঝটিকা বাহিনীর একটি ডিভিশন কর্তৃক কম্যুনিস্ট দখল-মুক্ত হয়, যে-বাহিনী তৎকালীন দক্ষ সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সুহার্তোর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেয়েছিল।"[১৩]

"আফগান-প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ খানকে হত্যার পর মার্কসবাদী অশুভ চক্র ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে। তার লালমুখো উত্তরাধিকারী নূর মোহাম্মদ তারাকী এবং হাফিজ উল্লাহ্ আমিন পর্যায়ক্রমে কৃত পাপের মূল্য পরিশোধ করে। ১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রাশিয়া সরাসরি দেশটি আক্রমণ করে। কারণ, হাজার হাজার উপদেষ্টা এবং অপরিমেয় সমরাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদী শয়তানী-চক্র সমগ্র আফগান জাতিকে আতংকিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

কুখ্যাত রাশিয়ান হাইজ্যাকারদের মুখমণ্ডলে প্রতিদিন লাগছে রক্তের ছোপ; আর অন্যদিকে অকুতোভয় আফগানরা তাদের জীবনকে স্বৈরাচারের হাতে জামিন রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

৫. গিনি এবং অন্যান্য দেশ

কয়েকটি দেশের নেতাদের কাছে মার্কসবাদ অনেকটা আফিমের মতই হয়ে গেছে। সেই আফিমের প্রভাবে সৃষ্ট অসাড়তা সংশ্লিষ্ট দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে। এক অথবা দুই দশক পরে, এই স্থবিরতার ভিত কঠোর এবং তিক্ত বাস্তবতার আঘাতে কেঁপে উঠবে। তখন শখের অভিনেতারা পেছন দরজা দিয়ে কেটে পড়বে।

www.pathagar.com

"গিনি আজ সগৌরবে বিশ্বের বুকে ঠাঁই করে নিয়েছে। ১৯৫৮ সালে ফরাসীরা সে দেশ ত্যাগ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিলো খুবই সামান্য। সর্বত্রই সামরিক বাহিনীর আনাগোনা। সোভিয়েতরা সেখানে হারিয়েছিল আনুকূল্য। সেখানে তাদের সাহায্য ছিলো অতি সামান্য এবং ব্যয়কুণ্ঠ। বছরের পর বছর ধরে তারা তাদের বক্সাইটের জন্য বাজারদরের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধ করত। এখন কোনাক্রীর কাছেই একটি অতীব সুন্দর মসজিদ তৈরী হচ্ছে।"[১৪]

৬. জ্যামাইকা

মুক্ত নির্বাচন-ব্যবস্থা মার্কসবাদী ঝড়ো-হাওয়াকে কোন জাতির জীবন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে, যেমন একটি নেকড়ে বিতাড়িত হয় রাখাল বালকদের দ্বারা। এ কারণেই মার্কস মানবিক স্বাধীনতাকে ভয় পেতেন, ঠিক যেমন চোর পুলিশকে ভয় পায়।

"জ্যামাইকার নতুন প্রধানমন্ত্রী সমাজতন্ত্রকে রুখতে তৎপর। 'একটি আশার কথা হল, পৃথিবীর প্রত্যেক ছোট দেশই দু'টি দলের কোন একটিতে থাকে এবং তুমি যদি এ দলের সাথে না থাক, তাহলে অবশ্যই অপর দলের সঙ্গে আছ।' — কিংসটনে শপথ বাক্য পাঠ করার আগে এডওয়ার্ড সীগা কথাগুলো বলেন। আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশও নই, পুঁজিবাদীও নই। ফলে আমরা এই দুই পথের মধ্যে অবস্থান করছি, যেটা আমাদের জন্য সবচাইতে উত্তম স্থান। ডানে যাও আর বাঁয়েই যাও, দু'দিকেই তুমি পচা নর্দমা খুঁজে পাবে।

"নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাজতান্ত্রিক ফাঁকাবুলি এবং কিউবার সাথে বন্ধুত্ব বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেয় এবং দেশের নিবেদিতপ্রাণ হাজার হাজার দক্ষ শ্রমিকের চাকুরীচ্যুতির কারণ হয়। এতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। খাদ্য-সংকট এবং বেকারত্বের কারণে দেশে দাংগা-হাংগামা ছড়িয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি হ'ল রুদ্ধ। নতুন প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন, তখন রাজকোষ একেবারে শূন্য।"[১৫]

৭. আর্জেন্টিনা, ইতালী, ভারত এবং অন্যান্য দেশ

যখনই কোন দেশের কিছু সংখ্যক খাঁটি কম্যুনিস্ট অথচ আদর্শভ্রষ্ট মানুষের মনে মার্কসবাদের উদ্দেশ্যহীন পাগলা হাওয়া অশান্ত হয়ে উঠে, তখনি তা সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়।

"১৯৭০ সালে বামপন্থী গেরিলাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আর্জেন্টিনীয় সশস্ত্র

www.pathagar.com

বাহিনীর নোংরা যুদ্ধে" যে হাজার হাজার লোক নিখোঁজ হয়েছিলো, তাদের লাশের স্থান হয়েছে কবরেই।"[১৬]

ইতালীতে 'লাল-বাহিনী' সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে; কারণ শ্রমজীবী শ্রেণী পর্যন্ত তাদের সমর্থন করেনি, তাদের দলে ভেড়েনি।

ভারতে তেলেংগানা এবং নকশালপন্থী সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ ভারতের নিপীড়িত শ্রেণীর সকলেই সন্ত্রাসী তৎপরতায় বিশ্বাসী নয়।

৮. পোল্যাণ্ড (জেনেভায়)

মার্কসবাদের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী মুখোশাবৃত কপট মনোভাবের নাজুক-রশি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলনে।

"মিঃ ওয়ালেসা আই.এল.ও. সম্মেলনে পোল্যান্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে সারিবদ্ধ অভ্যর্থনাকারীদের নিকট থেকে মাত্র দু'মিনিটের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন।"

অথচ সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের তিনজন সদস্য সেই হলঘরেই ছিলেন। তাঁরা এ দৃশ্য দেখেও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের প্রতিনিধিদের মতই একদম চুপচাপ যাঁর যাঁর আসনে বসে ছিলেন।

আই.এল.ও-র একজন মুখপাত্রের মতে মিঃ ওয়ালেসাকে প্রদত্ত নিরুত্তাপ অভ্যর্থনার মত লজ্জাজনক ঘটনা ১৪৫টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী আই.এল.ও-র গত ষাট বছরের ইতিহাসে আর ঘটেনি। তাঁদের সম্মানিত করা হয়েছিল যে কারণে, তা হলো ঃ "আমরা চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।"[১৭]

আর এটাই হচ্ছে শ্রমিক-স্বাধীনতা এবং মর্যাদার নমুনা, যাকে মার্কসবাদী পাগলা-হাওয়া এক প্রচণ্ড আঘাতে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে চায়।

৯. গায়ানা, মাদাগাস্কার, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশ

মার্কসবাদী ঝড়ো-হাওয়া সম্পদশালী দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে ফেলে।

"ব্রাজিলের সন্নিকটবর্তী গায়ানা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। এখানে বক্সাইট, সোনা, তেল, ইউরেনিয়াম ও পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন উপযোগী নদীর সংখ্যা পর্যাপ্ত। ১৯৮২ সালের বাজেট ছয় হাজার সরকারী কর্মচারী ছাঁটাইয়ের হুঁশিয়ারী দেয়। গায়ানা গির্জা পরিষদ একটি জাতীয় সরকার ঘোষণার ডাক দেয় যাতে কোন দল এককভাবে শাসন চালাতে না পারে।"[১৮]

www.pathagar.com

"সমাজতন্ত্র মালাগাছিকে ধ্বংস করেছে। মাদাগাস্কার ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬০ সালে। সমাজতন্ত্র ক্রমাগতই তার জান নিয়ে টানাটানির বিপাকে পড়ছে। জনসাধারণ কর্তৃক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বা সংহতিবাদ উৎপাদনকে একদম নিম্নতর পর্যায়ে এনে ফেলেছে।"[১৯]

"একশ দশ মিলিয়ন জনসংখ্যার জাপানীরা ৭.৫ মিলিয়ন একর জমিতে পর্যাপ্ত ধান উৎপাদন করছে। ছয় শ' মিলিয়ন ভারতীয় তিন শ' পঞ্চাশ মিলিয়ন একর জমি চাষ করছে। এক হাজার মিলিয়ন চীনবাসী কোন খাদ্যশস্য আমদানী করে না। আমেরিকানরা তিন শ' নব্বই মিলিয়ন একর জমি চাষ করে নিজেদের পেটতো ভরাচ্ছেই, সাথে সাথে বিশ্বের অন্য দেশেরও।"

কিন্তু দুই শ' ষাট মিলিয়ন রুশবাসীর তিন শ' মিলিয়ন একরের খাদ্যতো রয়েছেই, এর সাথে আরো খাদ্য তাদের আমদানী করতে হয়।

সোভিয়েট কৃষকরা বিকেল পাঁচটার আগেই নিজেদের ট্রাক্টর ছেড়ে বাড়ি গিয়ে ওঠে। আর এটাই তাদের পিছিয়ে থাকার কারণ।

মাও সে তুং গ্রামবাসীদের মধ্যে সরঞ্জাম ভাগাভাগি করে নেওয়ার আইন বলবৎ করেছিলেন। তাদেরকে সীমিত খাদ্য দেওয়া হ'ত সাধারণ লংগরখানা থেকে; আর সেটাই হচ্ছে প্রজাসভা বা কমিউন। এটা মূলতঃ মাও-এর বিফলতারই প্রমাণ বহন করে। তিনি পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"[২০]

১০. গ্রানাডা

মার্কসবাদ কোন দেশের তার শক্তি নিরূপণ করার পর প্রথমে নিজের মুখোশের আড়ালে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, তারপর প্রদর্শন করে তার সামরিক আয়োজনের ভয়াবহ চেহারা। এই আয়োজনের পক্ষে তার যুক্তি হলো, সে নাকি শত্রুর আক্রমণের আশংকায়ই নিজের প্রতিরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছে। তার শত্রু রয়েছে কারণ — (১) সে জনসাধারণের অনুমতি ছাড়াই ক্ষমতার মসনদ দখল করে; (২) পেছনের দরজা দিয়ে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে, এবং (৩) আশপাশের প্রতিবেশী এবং অন্যদেরকে সে বলপূর্বক মার্কসবাদে দীক্ষিত করতে চায়।

তার ফলে উন্নতি-অগ্রগতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত আয়োজন আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে এবং সুন্দর পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধই মার্কসবাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর কতদিন এ ভয়াবহ গর্জন শুনতে হবে?

"মশলার দ্বীপ গ্রানাডা কিউবার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। একশ' তেত্রিশ

www.pathagar.com

বর্গমাইল আয়তনের এই দেশে এক লক্ষ মানুষের বাস। তার মধ্যে বিশ হাজার সেনাবাহিনীর সদস্য। কিউবা তাকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে।”[২১]

১১. জাপান

বুদ্ধিমান জাপানীরা ভেড়ার পালের মত হুজুগ-তাড়িত হয়ে কচি ঘাসের নতুন নতুন চারণভূমির লোভে ছোটে না। মার্কসবাদের পদচিহ্ন তাই সেখানে একদম পড়তে পারেনি। জাপানী কম্যুনিস্টরা জাতীয়তাবাদী এবং গণতন্ত্রী। আর জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র হলো সাঁড়াশীর দু'টি তীক্ষ্ণ দাঁত — যা মার্কসবাদকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও জাপান শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমেরিকাকে ডিংগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে অর্থনৈতিক শক্তির পালাবদল জাপানের অনুকূলে। একজন জাপানী শ্রমিক মার্কসবাদী শ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি উন্নত এবং সুখী জীবনের অধিকারী।

জাপান রাশিয়াকে ঋণ প্রদান করছে। যদি সে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার অনুসারী হ'ত, তাহলে রাশিয়ার কর্ণধার ব্রেজনেভের মতবাদের ধাক্কায় নিশ্চয়ই এতদিন তার দফা রফা হয়ে যেত।

“জাপানের সরকার-নিয়ন্ত্রিত আমদানী-রফতানী ব্যাংক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বাণিজ্য-ঋণের পরিমাণ তিন বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়ানোর ক্ষমতা লাভ করেছে।”[২২]

১২. পোল্যান্ড, চীন এবং অন্যান্য দেশ

পরিবর্তনের হাওয়া মার্কসবাদের ভূতকে ঝেটিয়ে বিদায় করছে।

“পোল্যান্ডে পরিবর্তনের জোয়ার জেগেছে। পোল্যান্ড একদলীয় শাসনের দেশ, কিন্তু সে কম্যুনিজমের পশ্চাৎমুখী মতবাদের বাইরে গিয়ে অনেক বড় সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেখানে তার নীতি-নির্ধারণ ও নেতা-নির্বাচন সবটাই মস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতো। (এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে) গণতান্ত্রিক পন্থায় পার্টির সর্বোচ্চ পদ ফার্স্ট সেক্রেটারী পদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যা এ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হলো।”[২৩]

“পোল্যান্ডের নবায়ন শুরু হয়েছে। মিঃ কানিয়ার বিজয় প্রকৃতপক্ষে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, যেখানে তিনি তাঁর চাকুরী পর্যন্ত হারাতে বসেছিলেন, যখন পার্টির প্রভাবশালী সদস্যরা তাদের পরামর্শদাতা ও বিজ্ঞ বন্ধু মস্কোর আদেশে তাঁকে চাকুরীচ্যুত ও উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন; কারণ তিনি আন্দোলনকারী শ্রমিকদের উপরে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেননি। গত মাসে

www.pathagar.com

ক্রেমলিন থেকে পাঠানো একটি পত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলায় মিঃ কানিয়ার অক্ষমতার জন্য মস্কোর অব্যাহত ধৈর্যচ্যুতির কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সবই মিঃ কানিয়ার অবস্থানকে অধিকতর মজবুত করতে সাহায্য করেছিল।

এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেসের পর পোল্যান্ড পূর্ববৎ একই কাজ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই নতুন এবং তাঁদের বেশির ভাগই 'অডনোয়া' বা পুনর্গঠন এবং পুনর্নিরীক্ষার পক্ষে।"[২৪]

চীন দেশে বর্তমান সংস্কার-নীতি পার্টি নেতৃত্বের 'নির্ভুল তত্ত্ব'কে চ্যালেঞ্জ করেছে। চার 'কুচক্রীর' বিচার এবং প্রকাশ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নিন্দাবাদের ঘটনা কম্যুনিস্ট পার্টিকে গণহত্যা এবং অর্থনৈতিক গোঁজামিলের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে।

১৩. রাশিয়ার আর্থিক সহায়তায়ই মার্কসবাদ টিকে গেছে

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, কোন দেশে যদি মার্কসবাদী ঝড়ো-হাওয়ার তাণ্ডব নৃত্য দৃশ্যমান হয় অথবা তর্জন-গর্জন শোনা যায়, তাহলে সহজেই বুঝতে হবে যে, রাশিয়া তার দখলীকৃত উপনিবেশসমূহ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ঐ দেশকে দিয়েছে।

"কিন্তু (ন্যাটো) পর্যবেক্ষণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে — ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মস্কোর সামর্থ্যের স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ক্রেমলিনের ইচ্ছা, স্বদেশে কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করতে হবে; কারণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিকে তো অস্বীকার করা যাবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব-মূল্যহারের চেয়ে ৪২% বেশি দামে কিউবা থেকে চিনি ক্রয় করেছিল এবং ঐ একই দেশের কাছে ৪০% কম দামে তৈল বিক্রি করেছিল।"[২৫]

১৪. এমনকি রাশিয়াতেও 'উন্মত্ত হাওয়ার' তর্জন চিরস্থায়ী নয়

যেসব নাগরিক মার্কসবাদী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, যারা যুদ্ধের নির্মম যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং মৃত্যুবরণ করছিল, তাদের সর্বব্যাপী বোধোদয়ের কারণেই তারা (মার্কসবাদী চেলাচামুণ্ডারা) সেখানে তারস্বরে তর্জন-গর্জন করছে। কোনো পাশবিক শক্তিই চিরস্থায়ী নয়।

"পশ্চিমা শক্তিবর্গ ক্রেমলিনের শর্ত মোতাবেক রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটাছড়া বাঁধলে এবং পূর্বাপর বিচার-বিবেচনা না করে তার সাথে হাত মেলালে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ — ডঃ শাখারভ পশ্চিমা শক্তিবর্গকে এই মর্মে হুঁশিয়ার

www.pathagar.com

করে দেয়ার পর তিনি সোভিয়েত সংবাদপত্র সমূহের সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন।"[২৬]

মার্কসবাদী অসত্যের দুষ্ট চক্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অপচয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা, অগণিত মানুষকে বাস্তুচ্যুৎ, স্বাধীনতার সেনানীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য হাজার হাজার ট্যাংক ব্যবহার, অসত্য-প্রত্যাখ্যানকারী জাতিসমূহের বিরুদ্ধে হাজার হাজার বুলেটের অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ এবং শত শত মিগ জংগী বিমান ও হেলিকপ্টার দ্বারা দেশে মৃত্যু আর ধ্বংসের বীজ ছড়ানোর মাধ্যমেই তার এই নয়া দাসত্ববাদকে যেখানে টিকিয়ে রেখেছে, সেখানে সত্য কি পারবে কিছু করতে!

বর্তমান, নিকট-অতীত কিংবা দূর-অতীতে অসত্যের এই সর্বগ্রাসী হায়েনার যে বিকট গর্জন শোনা গেছে, তাদের সংখ্যা কত? আজ তারা কোথায়?

এমন কি দুনিয়ার প্রতিটি অংশেই এই মার্কসবাদ আজ প্রহৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, সমূলে উৎপাটিত, নিঃগৃহীত এবং বিতাড়িত। এমন কি রাশিয়ার জনগণও এর বিপক্ষে। তাদের পক্ষে যখনই সম্ভব হচ্ছে, তখনই তারা এই লৌহজাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র 'অমিত ক্ষমতাশালী' লাল-একনায়কবৃন্দ এবং তাদের চেলাচামুন্ডারা (পার্টি সদস্যরা) একে স্বাগত জানাচ্ছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডাঃ ফাউস্টাস

মার্কসবাদী জাল-নোট সম্পর্কে প্রকৃতির সুস্পষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তা রাশিয়ায় প্রবর্তিত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে, নিম্নবর্ণিত প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাগুলিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা সংগত কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

অংশ-১ (ক) ইউরোপ
(খ) এর তমসাচ্ছন্ন উনবিংশ শতাব্দী

অংশ-২ (ক) উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং তাত্ত্বিকবৃন্দ
(খ) তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবেশিক পটভূমি

অংশ-৩ রাশিয়া এবং আরও কতিপয় গোবেচারা সহজ সরল দেশ ছাড়া মার্কসবাদ আর সকলের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অংশ-৪ এগারোশ' বছর আগে প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে রাশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীন দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদেরই ইতিহাস। মার্কসবাদ শুধুমাত্র তার শাসকের জন্যই উপযোগী, জনগণের জন্য নয়।

অংশ-৫ ডাঃ ফাউস্টাস। পৃথিবীতে তার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা এবং তার ক্রীড়নক মোসাহেববৃন্দ। একমাত্র রাশিয়াই তার ঐতিহাসিক শিষ্য — রঙ্গমঞ্চে নয়, বাস্তব জীবনে।

অংশ-১ (ক) ইউরোপ

"কুৎসিত মন
করে গো যতন
ভালোরে করিতে তারই মতন।"[১]

২—

www.pathagar.com

প্রাচ্যের শান্তিকামী অ-সামরিক খ্রীস্টবাদ ইউরোপের মাটিতে পরিণত হলো সামরিক-গীর্জায়। বিজ্ঞানী ও সংস্কারকদের যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়ন এবং এর ভীতিজনক জেরা; রাজার উত্থান-পতন এবং পাপীদের জন্য এর আনুকূল্য (ক্ষমা) বিতরণের ক্ষমতা ইউরোপীয় ইতিহাসের এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

বিশুদ্ধ এবং অ-সামরিক খ্রীস্টবাদ গোটা ইউরোপ মহাদেশকে মুক্ত করেছিল এর আত্ম-অবমাননা, আত্ম-কলংক এবং গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীর অমানবিক পূজা-অর্চনার হাত থেকে। এর ফলে উদ্ভব হলো খাঁটি পিউরিটান (মৌলবাদী) খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের এবং তা ল্যাংল্যান্ড, মিল্টন, লক্, লিংকন, কার্লাইল, রাস্কিন, ভলটেয়ার, গ্যেটে এবং শ'-এর মত মানব-জাতির বহু স্বর্ণ-সন্তানদের প্রভাবিত করেছিল।

ইউরোপের মুসলমান সমাজ এবং বিশুদ্ধ খ্রীস্টানগণ ছাড়া অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয়রা একে (বিশুদ্ধ অ-সামরিক খ্রীস্টবাদকে) মানবজাতির অভিশাপ হিসেবে প্রমাণ করেছে। "কিন্তু তোমার নিজ বক্তব্য থেকে আমি যা' বুঝেছি এবং অনেক কষ্টে যে-জবাব আমি তোমার কাছ থেকে আদায় করেছি, তাতে তোমার অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর দেখি না; কারণ আমিতো এমন কোনো মারাত্মক ভয়ংকর ঘৃণ্য খর্বকায় কীটের বংশধর হতে পারি না, যারা মাটির ওপর বিচরণ করে অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির হৃদয়কে করেছে ক্ষত-বিক্ষত।"[২]

"আমি যখন যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে খুঁটিনাটি অবহিত হতে যাচ্ছিলাম, আমার প্রভু তখন আমাকে নীরবতা পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, কেউ যদি (জোনাথন সুইফ্‌ট-এর গালিভার্স ট্র্যাভেলস-এ বর্ণিত) ইয়াহু নামক ইতর মানবের স্বভাব অনুধাবন করতে পেরে থাকে, তাহলে সে সহজেই বিশ্বাস করতে পারত যে, যদি তাদের অপকারেচ্ছা তাদের শক্তি ও চাতুর্যের সমান হত, তাহলে যেকোন অপকর্ম করা এহেন ঘৃণ্য পশুর পক্ষে একান্তই সম্ভব হত।"[৩]

ইউরোপীয় 'ইতর মানব' (ইয়াহু) এবং অনিষ্টকর "ঘৃণ্য কীট-পতংগদের" অপকর্মের বিরুদ্ধে কে নালিশ জানাতে যাচ্ছে?

"... আর প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুরই এর বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার অধিকার নেই।"[৪]

ভলটেয়ারের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র তাঁর কল্পিত স্বর্গরাজ্যেই স্বাধীনতা ও শান্তির প্রত্যাশা করা যায়। "কিন্তু এই মনোরম স্বাপ্নিক জীবন যে বাস্তব ব্যবস্থার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব ছিলো, তা হচ্ছে বাস্তব দুনিয়াকে "ইউরোপীয় সশস্ত্র গুপ্ত-ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দুর্গম পর্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন রাখা।"[৫]

www.pathagar.com

ইউরোপীয় এসব "গুপ্ত-ঘাতকদের" কি মানবজাতিকে পথ নির্দেশনার কিংবা ধ্বংসের ক্ষমতা আছে?

"এই প্রচলিত কাহিনীটি থেকে আমরা আরও জানতে পারছি যে, ম্যারাটন নামক জনৈক অতি-কল্পনা প্রবণ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ-দর্শনের ক্ষমতা ছিলো; তার সাহায্যে তিনি দেখতে পেতেন ঐ সব যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার আবাসস্থল, যেগুলো মৃত্যুর পরে পাপীদের আবাসস্থানের অংশ হয়; কাহিনীটিতে অনেকগুলো গলিত স্বর্ণের সাগরেরও উল্লেখ আছে, যেখানে বর্বর ইউরোপীয়দের আত্মাকে জোর করে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল — যারা আমেরিকার হাজার হাজার অসহায় দরিদ্র রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল শুধুমাত্র ঐ মহামূল্যবান ধাতুটির (স্বর্ণের) লোভে।"[৬]

প্রাচ্যের সভ্য-সংস্কৃতিবান মানুষকে কি এসব অসভ্য ইউরোপীয় বর্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে?

"একজন একটু নড়েচড়ে বসল;
চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হলো তার চোখ দু'টি
সমস্ত জানা-অজানা অধ্যায় দৃশ্যমান হলো চোখের সীমানায়,
স্থবির মস্তক অবশেষে সমুন্নত হয়
বুদ্ধির বিজয়ে।"[৭]

"স্ফিংক্স নামক (মিসরের) নারী-সিংহ মূর্তিটি" ইউরোপের আগ্রাসী আচরণের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ইউরোপীয় বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জয়োল্লাস মানব জাতির জন্য অভিশাপ হিসেবেই দেখা দিয়েছে। "পৃথিবীতে বর্তমানে প্রত্যেক নর-নারী এবং শিশুর জন্য প্রায় ১৫ টন টিএনটি (অতীব শক্তিশালী বিস্ফোরক বিশেষ) মওজুদ আছে — প্রত্যেককে চল্লিশ বারেরও বেশী উড়িয়ে দেয়ার জন্য যা' পর্যাপ্ত।"[৮]

শিক্ষার প্রকৃত মূল্য নিহিত রয়েছে সুষ্ঠুভাবে তা' প্রয়োগের মধ্যে, নিছক ভালোভাবে জানার মধ্যে নয়।

"এ জন্য এরিস্টোটল বলেন, বায়বীয় জ্ঞান নয়, প্রায়োগিক কর্মই নিশ্চিত সাফল্যের চাবিকাঠি।"[৯]

ইউরোপীয় রেনেসাঁ শয়তানের ছলনার ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, আত্মপ্রকাশের পর বিশ্বে এর ধোতা মুখ ভোঁতা করে দিন। সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদ ছিলো এরই কয়েকটি শাখা-প্রশাখা। আগ্রাসী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশের জনগণের সঙ্গে এমন আচরণ করেছিল, যেমনভাবে কিছু বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণী তাদের উদ্ভাবকদের লাভের জন্য লাভজনক ব্যবহারের অপেক্ষায় থাকে। এদের মধ্য থেকে যেগুলো অলাভজনক ও ক্ষতিকর বলে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হবে, সেগুলো অবশ্যই অবাঞ্ছিত হিসেবে উৎপাটিত, পরিত্যক্ত হবে।"[১০]

নেতিবাচক ক্রমবিকাশ

"৩৩৭ খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটিনীয় খ্রীস্টবাদ আবির্ভূত হওয়ার পরে"[১১] ইউরোপীয়রা গৌরবান্বিত হলো। কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্যই তারা তাদের সেই গৌরবের শীর্ষ-চূড়ায় অবস্থান করতে সক্ষম হয়। তাদের অধঃপতন শুরু হলো। তাদের হীন কার্যকলাপ তাদেরকে অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করল। মানুষ এবং তাদের স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ব্যাপক। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব পর্যন্ত তারা ছিলো "অধমেরও অধম"।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা যদি "ইতর মানব" এবং "দুষ্ট কীট" হয়ে থাকে তাহলে এই শতাব্দীতে তাদের পরিচয় "অন্তঃসারশূন্য মানুষ", "পোড়ো-জমির মালিক" প্রভৃতি হিসেবে; তার সাথে যুক্ত হয়েছে যুদ্ধংদেহী এবং সন্ত্রাসী মতাদর্শের সবরকম প্রকরণ-প্রক্রিয়া এবং পাঁচশত পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়ার মত সর্বগ্রাসী শক্তি — অবশ্য যদি তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার এত সংখ্যক পৃথিবীর আঞ্জাম দেয়ার মত পর্যাপ্ত ধৈর্য থাকে।

আজকের ইউরোপ টি.এস. এলিয়টের* "জেরোনশন" বা "জনৈক খর্বকায় বৃদ্ধের" প্রতীকে পর্যবসিত হয়েছে।

"নও তুমি যৌবনের ধ্বজাধারী, অথবা বৃদ্ধের শিথিল অস্থি, কথা একই —
যখন রাতের খাবারের পর ঘুমিয়ে পড়
দু'জনেই স্বপ্নের রাজ্যের হও পর্যটক।"

স্পেংলারের "পাশ্চাত্যের অবক্ষয়" ত্বরান্বিত হচ্ছে। কোনো সদিচ্ছাশীল চেতনাই ইউরোপের পাশ্চাত্যমুখী চলাকে থামানোর জন্য এগিয়ে যাচ্ছে না — ঐ গন্তব্যেই তার সূর্যাস্ত (পতন) অপেক্ষমান। এই নির্বোধ জেরোনশন ফাঁকা স্থানে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুতোহীন মাকু দিয়ে হাওয়ার কাপড় বোনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এ নির্বোধ "অপগণ্ডগুলো" কি মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম?

"আমার ঘর এখন একটি বিধ্বস্ত ঘর,
আর জানালার গোবরাটে বসে আছে মালিক —
এখনকার মালিক যে, সে ইয়াহুদী।"

---

* টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫ খ্রীঃ) ঃ সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ইংরেজী কবি। ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে — প্রুফরক এন্ড আদার অবজারভেশন, দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড, দ্য হলো-মেন, এ্যাশ ওয়েনেসড়ে, দ্য রক ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

.... "ঘরের ভাড়াটেরা হচ্ছে
শুষ্ক মস্তিষ্কের শুষ্ক ভাবনারাজি
নিষ্প্রাণ-শুষ্ক নিদাঘের।"

ইউরোপীয় কৃষ্টি-সভ্যতা ইয়াহূদী এবং বিত্তবান প্রভাবশালী মহলের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপীয়রা এখন ইউরোপে সামান্য রায়ত মাত্র। এর প্রকৃত মালিক এখন ইয়াহূদীরা, যারা প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে; এর সাহায্যেই তাদের ধ্যান-ধারণা, মতামত দৃঢ়ভিত্তি পাচ্ছে।

সম্প্রসারণবাদী ইয়াহূদীতন্ত্র

সব ইয়াহূদীই খারাপ নয়; আবার সকলেই জায়নবাদীও* নয়। কিন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যকার জায়নবাদী চেতনা আমেরিকার নির্বাচনসমূহের ফলাফল নির্ধারণ করছে। কিছু সংখ্যক নির্বোধের দৃষ্টিতে সেখানে (আমেরিকায়) লিংকনের গণতন্ত্রের** ছায়া দৃশ্যমান হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমেরিকা শাসিত হচ্ছে সম্প্রসারণবাদী ইয়াহূদীতন্ত্র দ্বারা, — ইয়াহূদীবাদীদের কল্যাণার্থে ইয়াহূদী-বাদীদের মাধ্যমে।

"কোন্সে-শিকড়, যা' মাটিকে আঁকড়ে ধরেছে শক্তভাবে
কোথায় গজিয়েছে শাখা-প্রশাখা
এই নোংরা পাথুরে-আবর্জনার বাইরে?"

ইউরোপের এই "মস্তকাবৃত যাযাবর দল" এখন ইঁদুরের গর্তে লুকিয়েছে, যেখানে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে মরা-মানুষের হাড়গোড়।

বিশ্ব তাদের পথ-নির্দেশনা চায় না। এখন তারাই আবার প্রাচ্যের কাছ থেকে তীব্রভাবে তা' কামনা করছে।

অংশ-১ (খ) ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন উনবিংশ শতাব্দী

প্রতিষ্ঠিত অভিজাততন্ত্র ক্ষমতাচ্যুত হলো। ক্ষমতার পাল্লা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দিকে ঝুঁকল। নতুন শ্রমদাসের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি করে শিল্প-বিপ্লব সমাজে বিপুল পরিবর্তন আনল। কারখানার মালিক এবং পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছিল; আর অন্যদিকে দিন-মজুর এবং কারখানা-শ্রমিকরা অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল।

---

* জায়নবাদী ঃ প্যালেস্টাইনে ইয়াহূদীদের পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলনকারী ব্যক্তিবর্গ; আধিপত্যবাদী। — অনুবাদক।

** আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৫ খ্রীঃ) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ "জনগণের কল্যাণার্থে, জনগণের জন্য, জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে।" — অনুবাদক কর্তৃক উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

"ইংল্যান্ডের খনি এবং কারখানা-শ্রমিকদের অবস্থা ছিলো মর্মন্তুদ। মহিলা এবং শিশুসহ সকল শ্রমিককে দিনে ষোল ঘন্টারও বেশী কাজ করতে হতো; তাদের মজুরী ছিলো অত্যন্ত কম, দু'মুঠো অন্নও তাতে জুটত না। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মজুরদের মধ্যে তিন মিলিয়ন ছিলো শিশু; তাদের মাথাপিছু আয় ছিলো সপ্তাহে মাত্র এক শিলিং। অপরদিকে চার মিলিয়নেরও বেশি বয়স্ক পুরুষ, সংখ্যায় যারা সর্বাধিক, সপ্তাহে আয় করত মাত্র আট থেকে বার শিলিং। সমবায় আইন তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও ধর্মঘটে অংশগ্রহণের অধিকার বন্ধ করল। কর্মক্ষেত্রে চুক্তির লংঘন ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কারাবাসও ছিলো সেই সঙ্গে। ১৮৩৩ সালে কার্লাইল* লিখেছেন ঃ ছোট ছোট শিশুরা দিনে ষোল ঘন্টা কাজ করে, তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণ তুলার কণা; তারা কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে তাদের চরকার ওপর এবং জেগে ওঠে তাদের পিঠের ওপর চাবুকের প্রচণ্ড আঘাতে কিংবা ছোট্ট মাথায় পাষণ্ড মালিকের নিষ্ঠুর চপেটাঘাতে।"[১২]

এই তমসাচ্ছন্ন শতাব্দীর অর্থনীতিবিদগণ "অর্থনীতি-মানব" সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে রক্ত মাংসের মানুষ থেকে কতই না আলাদা ছিলো! হৃদয়হীন পুঁজিপতি, তুলা উৎপাদনকারী, লৌহ শিল্পের মালিক, ব্যাংকার এবং অর্থলগ্নিকারিগণ এমন একটি মতবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল, যার বহিরাবরণ হবে বিজ্ঞানভিত্তিক; কিছু ভুয়া-বিজ্ঞানী তৈরি হয়েই ছিলো একনিষ্ঠভাবে তাদের সেবাদানের জন্য।

"............ স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, স্বতন্ত্র অর্থ-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব, যেমন একটি জটিল যন্ত্রের একটি মাত্র অংশ সমগ্র যন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না — যার সমস্ত যন্ত্রাংশ এবং তাদের কাজকর্ম যোগাযোগ ও পারস্পরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সদা-সম্পর্কযুক্ত।"[১৩]

কিন্তু জন-বিচ্ছিন্ন অর্থনীতি-বিজ্ঞানের চালকেরা সাধারণ মানুষের (শ্রমজীবী মানুষের) ঐক্যে কিছুটা বিরক্ত হলো। যে মতবাদ এই ঐক্যের আন্দোলন বেগবান করছিল, তা' ছিলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। সে সময় সরকারের দায়িত্ব ছিলো শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি পরিচালনা করা এবং বহিঃশত্রুর হামলা থেকে দেশকে বাঁচানো। বেকারদের কর্মসংস্থান, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, বৃদ্ধ এবং সহায়-সম্বলহীনদের কল্যাণে ব্যবস্থা গ্রহণ, কদর্য বস্তি ভেঙ্গে আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী মানুষদের কষ্ট লাঘব তাদের দায়িত্বের আওতাভুক্ত ছিলো না।

---

* কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১ খ্রীঃ) ঃ ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখক।—অনুবাদক

www.pathagar.com

......."যখন দরিদ্র নর-নারীদের একত্রে সংকীর্ণ নোংরা কুটিরে আবদ্ধ করা হয় এবং খেদানো হয় শূয়রের পালের মত .... আর রুটির বদলে গরীবদের কাছে বিক্রি করা হয় চক, ফিটকিরী এবং প্লাস্টার এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খুনের নেশা উন্মাতাল, তখন গাঁটকাটাদের দু'টি হাত লোভাতুর হয় পরধন গ্রাসে; এবং তাদের নীতি হয় ডাণ্ডা মেরে সেই লালসাকে চরিতার্থ করা।"[১৪]

শ্রমদাস এবং বর্ণবাদ

টেনিসনের* 'MAUD' কবিতার নায়কের মানসিক চেতনারাজি হয়তো অসূয়া-আকীর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এটাই হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রম-ধনবাদ এবং এর তথাকথিত 'গৌরবময়' ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল বাস্তবতা। সেখানে দুর্দমনীয় ছিলো সম্পদ ও ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা। শক্তিমদমত্ততার অদম্য স্পৃহা সেই সব দুষ্কৃতকারীকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে স্বজন হত্যায় প্ররোচিত করছিল। তখনকার দরিদ্র লোকদের বাস্তব অবস্থা ছিলো শূকর এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর অবস্থার মতই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খুনের নেশা দৃশ্যমান ছিলো। একদা যা' ছিলো সুন্দর, তা' হয়ে গেলো অচ্ছুৎ; আর যা ছিলো অচ্ছুৎ, নোংরা, কলুষিত, তা-ই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলো সুন্দরের অভিধায়।

"ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই সর্বোত্তম আমাদের মাঝে;
এখন প্রকৃতি অথবা পুস্তকের কোনো মনোরম বিষয়ই পারে না আমাদের আনন্দিত করতে।
লুণ্ঠন, ধনলিপ্সা এবং অপব্যয় আজ পরিণত হয়েছে আমাদের বিনম্র ভক্তিতে;
আর এগুলোকেই আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজো করছি।"[১৫]

ইউরোপীয়রা কিছু মূর্তি এবং তাদের পূজা-অর্চনা ছাড়া স্বস্তি অনুভব করত না। 'লুণ্ঠন, ধনলিপ্সা এবং ব্যয়বাহুল্য'-কে তারা তাদের নতুন উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। এই সব "ঈশ্বরের" উপাসনা আবারও তাদেরকে অমানুষে পরিণত করল। তাদের জড়বাদী চেতনা প্রাচ্যের মৌলিক খ্রীস্টবাদকে বিতাড়িত করল। ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধাচরণে নিয়োজিত তাদের চিরাচরিত সংস্কার এখনও তাদের কল্পনাশক্তিকে করে রেখেছে তমসাচ্ছন্ন। আবার কে আসবে তাদের এই অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে? কেউ-ই-না! তাদের নেতিবাচক ক্রমবিকাশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব, কিন্তু সম্পূর্ণ থামানো সম্ভব নয়।

---

* টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২ খ্রীঃ) ঃ বিখ্যাত ইংরেজী কবি। ১৮৫০ থেকে ১৮৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত বৃটেনের রাজকবি ছিলেন। ইন মেমোরিয়াম, দি প্রিন্সেস, ইডিল্স অব দি কিংস, ইউলিসিস প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্য সৃষ্টি। — অনুবাদক

www.pathagar.com

এগুলোই ছিলো ঐ শতকের সহজাত অবস্থা, যা' মার্কসবাদের পরগাছাকে শেকড় গাড়তে সক্ষম করেছিল। এই সব অর্বাচীন পরগাছার অন্তঃসারশূন্য চমক মাত্র গুটিকয়েক মানুষের মন কাড়তে সক্ষম হয়েছিল; পক্ষান্তরে, নিন্দিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল বহুজনের দ্বারাই। ইউরোপের উদ্বেল মাটি সামগ্রিকভাবেই একে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এই মহাদেশের মাটিতে প্রচণ্ডতম আঘাতের অপেক্ষা-ই সে করছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মাটিই একে সাদরে বরণ করে নিল; কারণ কথায় বলে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। অভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছাচার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদ যথাক্রমে রুশ ইতিহাস ও মার্কসবাদের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তখন একের কাছে অন্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। আজ উভয়েই একে অপরের পরিপূরক; উভয়ের কাছেই পরস্পরের মনোরঞ্জন করা আজ অবধারিত কর্তব্য বলে বিবেচিত।

অংশ-২ (ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ ও সংস্কারকবৃন্দ

একজন বিবেকবান মানুষ অমানবিক পরিস্থিতিতে বিচলিত হবেন, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। অধিকন্তু পূর্ববর্তী শতাব্দীতে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের আন্তর-চেতনা বহু মানুষের হৃদয়ে প্রত্যাশার দীপ প্রজ্বলিত করেছিল। চিন্তাবিদ ও শ্রমিক, সংস্কারক ও মজলুম সকলেই ক্ষতি-বিক্ষত হচ্ছিল অশান্তি ও অস্থিরতায়: শোষণের দুর্গ, উৎপীড়ন এবং স্বেচ্ছাচারের অচলায়তনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা অনেককেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বহু চিন্তাবিদকে শ্রম-সভ্যতা ও পুঁজিবাদের লাগামহীন নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানকল্পে তাঁদের মতাদর্শ ও চিন্তা-ভাবনাসহকারে অগ্রণী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

"যাই হোক, বিপ্লবের তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করানো মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিচিত্র রূপভেদই এ ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এদের কেউ কেউ পূর্বে প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে দিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু মার্কসবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণে এরা এদের উপযোগিতাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলো।"[১৬]

ভিলহেল্‌ম ওয়েটলিং নামের জনৈক জার্মান শ্রমিক ছিলেন মার্কসবাদের অন্যতম আদর্শিক বিরুদ্ধবাদী। পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ-র সমাজতন্ত্র মার্কস কর্তৃক আক্রান্ত ও পরিত্যাজ্য হয়।

"চল্লিশের দশকের শেষার্ধে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবতত্ত্বের মূলনীতিসমূহ জার্মানীর তথাকথিত 'খাঁটি সমাজতন্ত্রী'দের নগ্ন হামলার শিকার হলো। মার্কসবাদের

www.pathagar.com

স্থপতিরা 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের' সমর্থক একটি জার্মান বুদ্ধিজীবী গ্রুপকে উপহাস করতে লাগল। এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের চেতনায় এই ধারণা লালন করতেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত স্ববিরোধিতার মূল একদিন উৎপাটিত হবেই।"[১৭]

এ পর্যন্ত ঐ শতকে বিচিত্র মতবাদ, দর্শন এবং নিয়ম-পদ্ধতির কোনো আকালই হয় নি। সমস্যার সমাধান বাতলাতে নানান হুজুর নানান ফিকিরে ছিলেন তৎপর। চিন্তা, কর্ম এবং অন্বিষ্টের ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ব্যবধান ছিলো দুস্তর। নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আপন আপন প্রচেষ্টায় আন্তরিক।

ঐ সময় রবার্ট ওয়েন নামক জনৈক মনীষী তাঁর সম্পদের সিংহভাগই বিলিয়ে দিয়েছিলেন একটি বৈরী সমাজের অবদমন এবং দুর্নীতিপরায়ণতার হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার কাজে। তাঁর প্রচারিত সমাজতন্ত্র 'ইউটোপিয়ান' বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত।

ইংল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রী সমাজের সংস্কারসমূহ

ইংল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রী সমাজের একটি কর্মসূচী ছিলো গণতান্ত্রিক এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের গতিসঞ্চার করা। সমাজ সংস্কারকরা ছিলেন বিপ্লববাদের ঘোর বিরোধী। তাদের মতে, শতাব্দীকালের দুষ্ট ক্ষতগুলো নিরাময়ের জন্য তথা সমস্ত অশুভ শক্তিগুলোকে মুকাবিলা করার জন্য শান্তিপূর্ণ সংস্কারের মাধ্যমে সাধারণ সংসদীয় রীতিই অবলম্বন করতে হবে। সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য পুরো শতাব্দী ধরেই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো; আর এর পেছনে সক্রিয় ছিলেন ঐ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারক এবং চিন্তাবিদগণ।

জন রাস্‌কিন ছিলেন একজন অন্যতম চিন্তাবিদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির সমালোচনায় তাঁর 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য সংস্কারককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়ার কাজে সফল হন। তাঁর প্রস্তাবিত প্রতিটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশসমূহে দেশীয় আইনের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে শ্রমিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে তাঁর বই ছিলো অন্যতম প্রধান শক্তিশালী নিয়ামক। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাকুরী পরিবর্তন, ট্রেডবোর্ড, ন্যূনতম মজুরী, স্বাস্থ্য-বীমা, বার্ধক্য-পেনশন এবং বেকার-বীমার জন্য ইংল্যান্ডে আইন প্রণয়ন ছিলো রাস্‌কিনের চিন্তাধারারই অবচেতন পরিপূর্ণতা।

সমাজতন্ত্রের বহু প্রকারভেদ ছিলো, যেমন—সংঘ-সমাজতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্রবাদে বিশ্বাসীর সমাজতন্ত্র, সংহতিবাদী অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক উৎপাদন ও

www.pathagar.com

বন্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসীর সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। সেখানে 'সুপারম্যান' বা অতিমানব তৈরীর জন্য 'জোর যার মুল্লুক তার' মতের সমর্থক নীটশে-ও* ছিলেন।

ঐ শতাব্দীতে সেখানে ছিলো হেগেলীয় চিন্তাধারার উপস্থিতি। আমাদের কালে সৃষ্ট এই চিন্তাধারার বাস্তব রূপ হেগেল** দেখতে পাননি। হেগেলীয়রা হেগেলকে তাঁর স্বেচ্ছাচারী নীতির জন্য ভুলে যেতে কিংবা ক্ষমা করতে পারে; কিন্তু হিটলারবাদের (নাৎসীবাদ) নির্মম শিকার যারা, তারা এ-দু'য়ের (হিটলার ও নাৎসীবাদ) কাউকেই ভুলতে পারে নি।

উনবিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; কারণ এর রাশিয়ান 'মডেল' আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের ওপর মৃত্যু এবং ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। রাশিয়ার প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রবাদের নির্মম শিকার যারা, তারা কখনই ভুলতে পারবে না সেই তথাকথিত বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী কার্ল মার্কসের হৃদয়হীনতার কথা, যাঁর প্রবর্তিত প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রবাদ নব্য রুশীয় জারবাদকে পুনর্জীবিত এবং শক্তিশালী করেছে, পুরনো রাজকীয় জারবাদের চাইতে যা' লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি কঠোর সম্প্রসারণবাদী।

লেখকেরা তাঁদের দেশ ও কালের ফসল। তাঁরা যুগের দর্পণ হিসেবে কাজ করেন। সততার খাতিরে তাঁদের কেউ কেউ এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। আবার কেউ কেউ যুগের চিত্র অংকন করেন কায়েমী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্টের*** স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদের সমর্থনে হব্‌স তাঁর 'লেভিয়েথান' গ্রন্থটি রচনা করেন স্বেচ্ছাচারী সরকার-ব্যবস্থাকে রক্ষার মানসে। প্রুশীয় রাজতন্ত্র এবং এর স্বৈরাচারী মতবাদকে বৈধ করার জন্যই হেগেল তাঁর দর্শনকে ব্যবহার করেছিলেন। কার্ল মার্কস-এর মত কিছু কিছু লেখক খ্যাতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণের আকাঙক্ষায় উচ্চাভিলাষী চেতনার দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন। আবার কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা দ্বারাও চালিত হচ্ছেন কেউ এবং এ ক্ষেত্রে একমাত্র আন্তরিকতাই তাঁদের সম্বল।

---

* নীটশে — ফ্রিডারিক উইলহেল্‌ম্ নীটশে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রীঃ) ঃ জার্মান দার্শনিক। 'বিওন্ড গুড এন্ড এভিল', 'দি উইল টু পাওয়ার' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। — অনুবাদক।

** হেগেল — জর্জ উইলহেল্‌ম্ ফ্রিডারিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রীঃ) ঃ জার্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক। 'ফেনোমেনোলজী অব স্পিরিট', 'লজিক এন্ড ফিলোসফি অব রাইট' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। — অনুবাদক।

*** জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রীঃ) ঃ বৃটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে — 'এ সিস্টেম অব লজিক', 'প্রিন্সিপল্‌স অব পলিটিক্যাল ইকোনমী', 'অন লিবার্টি' প্রভৃতি। — অনুবাদক

www.pathagar.com

এসব উচ্চাভিলাষী লেখক অতীতের গহীন গুহায় মাথা সেঁধিয়ে দিচ্ছেন, বর্তমানের চারণক্ষেত্রে খুঁড়িয়ে চলছেন এবং ভবিষ্যতের দিকে লাফিয়ে চলছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শিক উর্ণাজাল বোনার অভিপ্রায়ে। এটাই হলো বিশেষ ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের অভিজ্ঞতাই এখন বিশ্বমানবের অভিজ্ঞতা। যে মঞ্চে তারা আজ ভাঁড় সেজে ছন্দহীন লক্ষ-ঝক্ষ দিচ্ছে, বালখিল্য আচরণ করছে, নিরর্থক বাক-বাহুল্যের তুফান তুলছে, কৃত্রিম ভংগিমায় বিচরণ করছে এবং পদবিক্ষেপ করছে সদর্পে বুক চিতিয়ে, সেই মঞ্চই আজ সকল মহাদেশের সকল মানুষের 'পুণ্যতীর্থ'। তাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাবলী সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য। 'মানবেতর' এবং 'অন্তঃসারশূন্য' মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত অবশ্যই সমগ্র বিশ্ববাসীকে মেনে চলতে হবে; নতুবা তারা প্রাচ্যবাসীদের ওপর বর্ষণ করবে অবিরাম বোমা-বৃষ্টি। ইউরোপীয়-চেতনার মজা-পুকুরে সন্তরণশীল এইসব ভাঁড় সাঁতারুরা নিজেদেরকে সবজান্তা মহামুনী বলে দাবি করছে।

মার্কসবাদের সর্বধ্বংসী আদলে এই ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য "নিম্নতম" স্তরে পৌঁছে গেছে। যারা একটি পুকুরকে সাগর বলতে, ইউরোপীয় মজা-পুকুরে অর্বাচীন সাঁতারুকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বজ্ঞ আবিষ্কারক হিসাবে আখ্যায়িত করতে এবং মানবজাতির মহান ত্রাণকর্তা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে, তাদের সকলের ওপর সে বোমাবর্ষণ করছে, ধ্বংস করছে সবাইকে।

ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের "অন্ধের হাতি দেখা"

অন্ধের হাতি দেখা

হিন্দুস্তানে বাস তাদের
অন্ধ ছ'টি লোক
অজানাকে জানতে তাদের
বেজায় ছিলো ঝোঁক।
যদিও সবাই অন্ধ তারা
কিন্তু ক্ষতি নাই।
দেখবে হাতি প্রাণটি ভ'রে —
দীল হবে রোশ্‌নাই।

প্রথম অন্ধ হাত বুলিয়ে
বিরাট হাতির গায়,
সবিস্ময়ে হলো যেন
চিৎপটাং-এর প্রায়;

www.pathagar.com

চেঁচিয়ে বলে — খোদার কসম,
দেখ্‌ছি হাতি ভাই,
এ যেন এক বিরাট দেয়াল
তুলনা তার নাই।

দ্বিতীয় জন হাত বুলালো
হাতির লম্বা দাঁতে,
আঁৎকে ওঠে; 'ওমা, আমার
ঠেকলো কি রে হাতে!
গোলাকৃতি, মসৃণ আর
বড়ই তীক্ষ্নধার, —
মনে হচ্ছে পানির মত
সবই পরিষ্কার;
বল্লমেরই মতই হাতি,
ঠিক কি-না বল্‌ ভাই,
হাতি দেখা শেষ হলো চল্‌
এবার বাড়ি যাই।'

তৃতীয় জন ধীরে ধীরে
হাতির কাছে গেলো,
লম্বা-মোটা শুঁড়টিকে সে
তার নাগালে পেলো।
চড়া গলায় তক্ষুণি সে
বল্‌লো ছেড়ে হাঁফ —
'হাতি দেখি বিলকুল ভাই
ইয়া লম্বা সাপ!'

চতুর্থ জন এগিয়ে গেলো
কৌতূহলী মনে,
মনের মাঝে খুশির তুফান
বইছে ক্ষণে ক্ষণে;
হাতির হাঁটুর ওপর হঠাৎ
হাতটি পড়লো তার,
অমনি বলে উঠলো জোরে —
'এইতো পরিষ্কার।

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই আরতো মনে,
নেই তো আগু-পাছু,
হাতি হলো দেখতে যেন
মস্ত একটা গাছ।'

পঞ্চম জন দৈবক্রমে
ধরলো হাতির কান,
বাঁধনহারা পুলকে তার
উঠলো নেচে প্রাণ।
'যদিও আমি অন্ধরে ভাই,
বুঝতে তবু পারি,
হাতি — সে তো পাখার মতো,
লাগছে মজা ভারি!'

ষষ্ঠ জনা এগিয়ে গেলো,
সয়না দেরি তার,
হাত্‌ড়ে মরে, সামনে যে তার
সবি অন্ধকার।
হঠাৎ লেজে পড়লো যে হাত —
'এ কী চমৎকার!
হাতি যে ভাই লম্বা দড়ি,
সন্দেহ নেই আর।'

এম্‌নিভাবে ছ'জন অন্ধ
তর্ক জুড়ে দিলো,
চুলোচুলি, হট্টগোলের
ঝড় যে বয়ে গেলো।
কেউ মানে না যুক্তি কারো,
কেউ মানে না হার,
নিজের নিজের মতে সবাই
অটল, নির্বিকার।
যদিও তারা খণ্ড-সঠিক,
পূর্ণ-সঠিক নয়;
ভুলের গুহায় বাস যে ওদের
তাই তো এমন হয়।

— 'জে.জি. স্যাক্স'

www.pathagar.com

ইউরোপীয়দের অবস্থা এই হাতি-দেখা অন্ধদের মতই। হিন্দুস্তানের ঐ অন্ধ লোকগুলো তাদের 'আংশিকভাবে সঠিক' সিদ্ধান্তগুলো একমাত্র সত্য হিসেবে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। তারা তারস্বরে তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতণ্ডা করেছে, কিন্তু একের ওপর অন্যের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার জন্য পরস্পরকে খুন করেনি।

পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও তারা শান্তিতে বসবাস করেছে।

কিন্তু ইউরোপীয় 'অন্ধগুলো' নিজেদের 'আংশিকভাবে সঠিক' জ্ঞানকে বিশ্বের একমাত্র পরিপূর্ণ, নিখুঁত জ্ঞান হিসেবে মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য যুদ্ধের হানাহানিতে মেতে উঠত। চোখ থাকতেও অন্ধ, প্রাণ থাকতেও নিষ্প্রাণ এবং জীবন্মৃত এইসব অথর্বরাই অর্জন করেছে মানবজাতিকে পথনির্দেশনা দেবার একচ্ছত্র অধিকার। যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ওপর নেমে আসে বোমার নির্মম আঘাত; তাদেরকে তারা অধমেরও অধম হিসেবে বিবেচনা করে।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ অনেক ভুগিয়েছে বিশ্বকে; এখন রক্ত ঝরছে এর মতাদর্শিক দুষ্ট ক্ষত থেকে, ধ্বংসোন্মুখ ইউরোপের অসার, "নিষ্ক্রিয় মগজ" থেকে। আজ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের রক্ত পানির স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ইউরোপীয় দুষ্ট-পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ এবং ইয়াহূদী আধিপত্যবাদের কারণেই। সর্বনাশা এই মতবাদগুলো ইউরোপের কলংকিত উনবিংশ শতকেরই অভিশপ্ত ফসল।

অংশ-২ (খ) উনবিংশ শতাব্দীর লেখকদের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি

জন রাস্কিন এবং কার্ল মার্কস সমসাময়িক কালের মানুষ ছিলেন, বাসও ছিলো একই মহাদেশের একই দেশে। উভয় মনীষীর অন্তরই শ্রম-দাস এবং শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থা ও বস্তুতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মর্মন্তুদ নিপীড়নের দৃশ্য দেখে ব্যথাতুর হয়েছে।

কিন্তু দু'জনে চিন্তা-চেতনা এবং কাজ-কর্মে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কুকুর যদি মানুষকে কামড়ায়, তাহলে মানুষও কি উল্টো কুকুরকে কামড়াবে?

কেউ যদি একটি ভুল করে, তাহলে প্রত্যুত্তরে আমরা কি তার চেয়েও বড় ভুল করব? অথবা তার সমান ভুল করব, কিংবা তাকে সবাই মিলে ক্ষমা করে দেবো?

এখানে প্রতিশোধের কয়েকটি ভিন্নমাত্রিক রকমফের তুলনামূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হলো ঃ

www.pathagar.com

পশুর প্রতিশোধ ঃ সর্বাধিক ক্ষতিকারক — সীমাহীন — চরম;
দরবেশের প্রতিশোধ ঃ ক্ষতিকারক নয় — সীমাহীন — চরম;
মার্কসবাদীদের প্রতিশোধ ঃ সর্বাধিক ক্ষতিকারক — সীমাহীন — চরম;
মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিশোধ ঃ মহৎ — ভারসাম্যপূর্ণ — নমনীয়।

চরম পথ অর্থাৎ পাশবিক, সাধুসুলভ এবং মার্কসীয় পথই সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। পক্ষান্তরে, একজন ব্যক্তি কিংবা.একটি জাতির জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

ধ্বংস, অবক্ষয় এবং নৈরাজ্য সেখানে চরম আকার ধারণ করেছে। বাইরের দৃশ্যমান এসব নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা তাদের মানসিক এবং আত্মিক বিশৃঙ্খলার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যারা ভারসাম্য রক্ষায় দৃঢ়-প্রত্যয়ী, তারা আত্মিক ও বাহ্যিকভাবে শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। সেই শান্তি ও পরিতৃপ্তি শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়; সমষ্টিগতভাবেই তারা উপভোগ করে।

রাস্কিন, মার্কস এবং তাঁদের অনুসারীরা

রাস্কিন ও মার্কস এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রতি আলোকসম্পাত করলে দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের যুগের নিষ্ঠুর পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলেন নি। তাঁরা দু'জনই সংগ্রামের জন্য মনস্থির করেন, রাস্কিনের যুদ্ধ তাঁকে উৎকর্ষের দিকে চালিত করে। তাঁর এই অগ্রগতি তাঁর প্রচার, শিক্ষা, লেখা এবং কতিপয় বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে ফলবতী হয়, যেগুলো তাঁর সামাজিক ও আর্থনীতিক চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসেবে কাজ করে।

দরিদ্রদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের জন্য তাঁকে প্রচুর পয়সা ব্যয় করতে হয়। সমবায় ভিত্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি আদর্শ শিল্প এবং কৃষি-সম্প্রদায় গঠনের কাজে তাঁকে তাঁর জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময়ই নষ্ট করতে হয়েছিল। মানব-প্রেমের বিস্তর কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি তাঁর রচিত পুস্তকসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহে বাধ্য হয়েছিলেন।

তিনি একটি ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে সক্ষম হতে পারেন নি। কিন্তু সেখানে ব্যাপক দিক-নির্দেশনা ছিলো, যেগুলো সম্পদ বন্টন, শ্রমিকদের পেনশন এবং পুঁজিবাদের 'দুঃখময় বিজ্ঞান'-এর নিন্দাবাদের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করে। এসব দিক্-নির্দেশনা বৃটেনের অগণিত সমাজকর্মী, সংস্কারক এবং রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, সন্তর্পণে বৃটিশ-জীবনব্যবস্থায় প্রবেশ করে। সেগুলো বৃটিশ সাংবিধানিক আইনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়।

www.pathagar.com

"এ.সি. রিকেটের মতে ঃ একদা টলস্টয় ঘোষণা করেন যে, রাস্কিন সমসাময়িক যুগের অন্যতম ক্ষণজন্মা মানুষ ছিলেন ..."।[১৮]

রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" পুস্তকটি ভারতীয় স্বাধীনতার স্থপতি মিঃ গান্ধীর নিকট অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হিসেবে কাজ করে, যে দেশের জনসংখ্যা আজ পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার $\frac{১}{৭}$ অংশ। ১৯৪৬ সালে তিনি বলেন, "এই পুস্তক আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত করেছে।" এই পুস্তকে বিধৃত মতাদর্শ অনুসারে অচিরেই তিনি তাঁর জীবনাদর্শ পাল্টানোর জন্য মনস্থির করে ফেলেন।[১৯]

গান্ধীর জীবনের এই পালাবদল ছিলো প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইতিহাসেরই পালাবদল। এই পুস্তকের আদর্শে তাঁর জীবনে যে পরিবর্তন এলো, তা কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনেও নিয়ে এলো বিরাট পরিবর্তন। এটাই ছিলো গান্ধীর ব্যক্তিত্ব এবং নেতাসুলভ চরিত্র, যা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নিয়ামক হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিলো। এখন ভারতবর্ষ বিশ্বের অনেক দেশেরই অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। আমরা-ভারতীয়রা রাস্কিনের নিকট ঋণী, যাঁর মতাদর্শ আমাদের স্বাধীনতার জনককে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে, তিনি (গান্ধী) মার্কস এবং কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। এ কারণে ভারতবর্ষকে কোটি কোটি কয়েদীর কয়েদী-জীবন ব্যবস্থা, অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত বিশাল কারাগার বলে মনে হতে পারে।

মার্কস এবং তাঁর রচনাবলী কেন গান্ধীকে প্রভাবিত করেনি? তাঁদের দু'জনের অবস্থান ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে; প্রথমজন টিকে ছিলেন উৎপীড়ন এবং বর্বরের আইন দ্বারা মানুষকে শাসন করে; পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়জন পছন্দ করতেন 'মানুষের আইন' অর্থাৎ অনাক্রমণ।

ঐ সময় রাস্কিন-রচনাবলী কিভাবে গান্ধীকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলো? একটি প্রদীপ আরও অনেক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। তাঁদের ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত পটভূমির মধ্যে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব ছিলো বিস্তর। অহিংসা ও অনাক্রমণ নীতিতে গান্ধীর যে বিশ্বাস, তা ছিলো পরিবেশগত এবং বংশগত। তাঁর নিজ প্রদেশ গুজরাটে জৈন ধর্মমতের প্রভাব অত্যধিক। রাস্কিন-পরিবার শুধু শুদ্ধাচারী, নীতিনিষ্ঠই (পিউরিট্যান) ছিলো না; নির্ভীক, সাহসীও (স্পারট্যান) ছিলো। গান্ধী লালিত পালিত হয়েছিলেন হিংসা-দ্বেষহীন এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে। রাস্কিনের বেলায়ও তাই ঘটেছিল। তাঁরা দু'জনেই পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। যারা পাপকে ঘৃণা করেন, তাদের মন থাকে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, শান্তিময় এবং তাঁরা হন হাংগামা-বিরোধী, অহিংস। সৎ-উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা তাঁদেরকে মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে

www.pathagar.com

উজ্জীবিত করে, যে শক্তির বলে তাঁরা পাপীকে করুণার পাত্র মনে করেন। তাঁরা পাপের নোংরা পংকিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষটির গভীরে অর্থাৎ পাপের মর্মমূলে আঘাত হানেন। তাঁরা তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন, যখন সে পাপের দুঃসহ আগুনে জ্বলছিল। এক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য মানবজাতির জন্য এক শাশ্বত আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কিন্তু যারা পাপীকে ঘৃণা করে, তারা হয় অস্থির, বিশৃঙ্খল এবং সহিংস। নিজের প্রতি তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে; অতঃপর পাপীদের প্রতি তারা হয়ে ওঠে অসহিষ্ণু। তাদের অসহিষ্ণুতা এবং বিশৃঙ্খলতা পাপীকে দারুণভাবে আঘাত করে, যে মুহূর্তে তার মন থেকে পাপ মুছে যাচ্ছিল দ্রুত। তারা তার পাপকে তাদের নিজস্ব নব নব পাপের আংগিকে পুনঃস্থাপিত করে। এ ধরনের লোকদের সাফল্য বাস্তবিকই একটি অভিশাপ যার স্থায়িত্ব অল্পদিন, অথবা বহু মাস, বহু বছর, বহু দশক।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে মার্কসের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে একটি নাজুক পরিস্থিতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ — দুষ্কর্ম এবং সহিংসতা যে পরিস্থিতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি (মার্কস) পাপীকে ঘৃণা করতেন, পাপকে নয়।

বিচ্ছিন্ন এবং একক "নিপীড়ন"

অবিচার, শোষণ এবং নিপীড়ন এক হাজার উৎপীড়কের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে অত্যাচার-উৎপীড়ন-শোষণের মাত্রা কিছুটা কম হয়। সেটা কিভাবে? অত্যাচারিত-শোষিত মানুষের পক্ষে এই বিচ্ছিন্ন নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সহজ হয়। এখন এক হাজার নিপীড়নকারী একটি অখণ্ড ইউনিটে দলবদ্ধ হয়েছে, যা দুর্বল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন এক হাজার নিপীড়নকারীর চেয়েও অধিকতর অত্যাচারী, মারাত্মক। এই একক মহাশক্তিশালী, সর্বদর্শী এবং সর্বত্র-বিদ্যমান নিপীড়নকারীকে হটানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। মার্কসবাদের ফসল মাও এবং স্টালিন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। পোল্যান্ডে পুনঃ পুনঃ রক্তের যে হোলীখেলা চলছে, তা প্রমাণ করে যে, এই মহা-বলবান জালিমকে নড়ানো কত কষ্টসাধ্য। রুশ জারবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পর হাংগেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, এই মহা-বলশালী উৎপীড়কের গায়ে সংস্কারের ছোঁয়া লাগানো যে কত কঠিন, সে কথা প্রকাশ করেছে। রাশিয়ান হাইড্রোজেন বোমার জনক ডক্টর শাখারভ সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছেন, এর মহাশক্তিশালী উৎপীড়কের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে সামান্য প্রশ্ন তোলাও কতখানি কঠিন কাজ। শয়তানের কি মাত্র একটি রং, একটি আকার এবং একটি নাম থাকে? একের পর এক শয়তানের আবির্ভাব ঘটানোর মধ্যে কি কোনো বাহাদুরী আছে? শ্রমিক এবং

www.pathagar.com

শোষিত মানুষের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে মার্কসের অসহিষ্ণুতা এবং পাপীদের ব্যাপারে তাঁর অনুদারতার কারণে তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি জার্মানী থেকে পালিয়ে ভবঘুরের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে রিফিউজি (বাস্তুত্যাগী) হিসেবে বসবাস করতে হয়েছে। স্বদেশে টিকে থাকবার মত পর্যাপ্ত সহিষ্ণুতা রাস্কিনের ছিলো, যেমন ভারতে ছিলো গান্ধীর। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু বৃটিশ-ভারতের পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। সুতরাং তাঁকেও ভারত ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

শারীরিক গঠন, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক কর্মদক্ষতা এবং জীবনের লক্ষ্যের স্বাতন্ত্র্যের কারণে প্রত্যেক মানুষেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে ওঠে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে, তা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্বের ওপর। শক্তি খাটিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কাজে এই প্রতিক্রিয়া, পলায়নী মনোবৃত্তি, আপস সংস্কার এবং ক্রোধের রূপ নিতে পারে।

ক্রোধ = "(ক্রোধ হলো) অসন্তোষ এবং সাধারণতঃ বিরুদ্ধাচরণের তীব্র অনুভূতি। প্রচণ্ড ক্ষোভ সাধারণতঃ ক্রোধ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীনতা, বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত অপরিমেয় হতাশা প্রতিশোধপরায়ণতা বা সাময়িক উন্মত্ততার ধারণার সাথে যুক্ত হয়। ক্রুদ্ধ এবং পাগলরা প্রকারান্তরে জানোয়ারের মত; বিশেষ ক্রুদ্ধ ভীমরুল, পাগলা ষাড়, অমঙ্গল সূচক প্রাকৃতিক বস্তু, ক্রুদ্ধ ঝোড়ো মেঘ এবং ঝলসানো অগ্নির মতো।"[২০]

যখন একটি মানুষ কর্কশ কথা বলে, তখন সে সামান্য বিচলিত হয়। তার মধ্যকার স্বাভাবিকতাও কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং অপ্রকৃতিস্থতা তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন একটি মানুষ বেশ কিছু সময় ধরে তার ক্রোধকে জিইয়ে রাখে। এটা আরও বৃদ্ধি পায় যখন সে বহু দিন ধরে ক্রুদ্ধ থাকে, অথবা কারো সাথে ক্রুদ্ধভাবে ঝগড়া বা মারামারি করে। এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে যখন ভুল পথের অনুসারী, ভুল কার্যব্যবস্থা অথবা যার উপস্থিতি এবং কার্যকলাপ তার জন্য বিপদজনক এমন পূর্ব-শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করে, তখন বিশৃঙ্খলাই তার চালিকা-শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই প্রভুত্বকারী বা আধিপত্যকামী ক্রোধ ঘৃণা, রাষ্ট্র-বিপ্লব, প্রতিহিংসা, শত্রুতা এবং সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়।

"অন্ধ ভাবাবেগ" সম্পর্কে প্লেটো

কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তি, লেখক এবং চিন্তাবিদের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তা' তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না, তবে 'অত্যধিক প্রভুভক্তি'-র মাধ্যমে তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করে যা' তার সত্তায় ব্যাপক বৈপরীত্বের ঝড়

www.pathagar.com

তোলে। অবশেষে 'প্রভুভক্তি'-রই চূড়ান্ত বিজয় হয়—যা' অন্যান্য উপাদানের কর্মক্ষমতাকে অবৈধভাবে কব্জা করে নেয়।

"আত্মার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন উপাদান একে অন্যের কাজকর্ম পণ্ড করে দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করুক, খাঁটি মানুষ তা' কখনও বরদাস্ত করেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির মত, যিনি শান্তিতে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আপন ক্ষমতা বলে একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনটি অংশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করেন — যেমন সংগীতের স্কেলের ক্ষেত্রে থাকে তাল-লয়ের আনুপাতিক সীমারেখা, উচ্চগ্রাম ও নিম্নগ্রামের সুর এবং সমস্ত মধ্যবর্তী বিরতিসহ তাদের মধ্যকার সংগতি।"[২১]

চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস মানুষ কার্ল মার্কসেরই অপরিহার্য ফলশ্রুতি। ব্যক্তি যদি বিপ্লবী হয়, তা'হলে তার চিন্তা-চেতনাও বিপ্লবাত্মক হবে। ব্যক্তি যদি ক্রুদ্ধ মেজাজের হয়, তা'হলে তার কথা-বার্তা, অংগ-ভংগি কাজকর্ম এবং লেখায় অনুরূপ মেজাজ প্রতিভাসিত হবে। তার আত্মার ভেতরকার কিছু উপাদানের কাজকর্ম যদি বিশেষ কোনো একটি উপাদান দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তার আত্মার রাজ্য থেকে ঐক্য, শান্তি, ন্যায়বিচার তথা সার্বিক সুশৃঙ্খলা চিরতরে বিদায় নেয়। তার রচনাবলী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অবিচার এবং বিশৃঙ্খলার জীবাণু বহন করবে।

প্লেটো অন্যায়কে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ঃ "তিনটি উপাদানের মধ্যে নিঃসংশয়ে তা (অন্যায়) ব্যাপক বিরোধের সৃষ্টি করবেই, যা' দ্বারা এগুলো অবৈধভাবে একে অন্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে এবং আত্মার কোনো একটি অংশ সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে আপন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে যার প্রতি তার কোনো অধিকার নেই; কারণ, তার প্রকৃতিই তাকে প্রচলিত নিয়ম-নীতির তাঁবেদার করে রেখেছে। এ রকম নাজুক, গোলমেলে অবস্থা এবং বিপথগামিতাকে আমরা অন্যায়, অসংযম, ভীরুতা, অজ্ঞতা—এককথায় পাপাচার বলে অভিহিত করব।"[২২]

অংশতঃ মার্কসের জীবনভিত্তিক তথ্য এবং অংশতঃ তাঁর রচনাবলী থেকে মার্কসের মানসিকতা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব। মার্কসবাদী আদর্শপুষ্ট রাশিয়া এই ধারণা লাভের ব্যাপারে ব্যাপক সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক সমস্যা মানব-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এটাই জীবনের সবটুকু নয়, যেভাবে মার্কসবাদ আমাদের মনে বিশ্বাস-সৃষ্টি করতে চায়। কারণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মার্কস ক্রমশঃ ভাবাবেগ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর নিজের চেতনা-রাজ্যে এটা প্রথম ঘটেছিল, "যখন আত্মার একটি অংশ সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।" মানব দেহের একটি

www.pathagar.com

অংশকে সমগ্র দেহ এবং আত্মা বলে ঘোষণা করা হলে অন্ধ-সংস্কার আপন অস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া কোথাও কিছু দেখতে পায় না। তার মাত্র একটি স্বরগ্রামের সাথেই পরিচয় আছে, আর তা'হলো উচ্চগ্রাম। তার সৃষ্ট ব্যবস্থার অন্বিষ্ট মাত্র একটাই; তা' হলো "অর্থনীতি"। এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই সমস্ত কিছু আবর্তিত হয়। সেই ব্যক্তি ইউরোপের অন্যতম অন্ধ, কুসংস্কারই যার প্রকৃত অন্ধত্ব।

"মার্কস এবং এংগেলস জোর দিয়ে বলেছেন যে, কম্যুনিজম মূলতঃই অর্থনীতি-সম্পৃক্ত।"[২৩]

মানবজাতির সর্বরোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার কোনো অধিকার কি এহেন ব্যক্তির আছে? যার আত্মিক বিশৃঙ্খলা ও পদস্খলন তাকে সকল নষ্টামির হোতা বলে চিহ্নিত করে? মানবজাতির সকল রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার কথা বলার কোনো যোগ্যতাই তার নেই।

মার্কসবাদী কায়দায় রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের হাতে আফগানিস্তান এবং অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। এভাবে মার্কসবাদের তীব্র হেমলক যদি আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, তা'হলে বহু বহু কোটি মানুষকে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে হবে; বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা হবে হুমকির সম্মুখীন।

"অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা" সম্পর্কে প্লেটো

আজ যেখানেই মার্কসবাদ ক্ষমতার মসনদ দখল করে বসেছে, সেখানেই "অভ্যন্তরীণ হাংগামা-কোন্দল-পাপাচার, অন্যায়-অবিচার এবং বিরোধ" আসন গেড়েছে; কারণ মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা নিজেই এ সমস্ত উপাদান-উপকরণের ধারক ও বাহক। এই মতবাদ উল্লিখিত বৈরী-উপকরণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। কারণ, যিনি এই মতবাদের প্রবক্তা, তার মনই এগুলোর লালনস্থল।

ফল দিয়েই একটি গাছের পরিচয়; বীজ যেমন, গাছও হবে তেমনি। রাশিয়ায় কম্যুনিজমের বিষবৃক্ষে মাত্র একই ধরনের ফল ধরে, আর সেই ফল হচ্ছে যুদ্ধবাদ, স্বৈরতন্ত্র, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সন্ত্রাসবাদ, প্রলেতারিয়ান জারবাদ, দেশের ভেতর ও বাইরের মতবাদের ঠকামি এবং রুশবাসীদের অসহ আর্থিক ক্লেশ। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের অবস্থার সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, মানবিক অধিকার হারিয়ে মানবেতর জীবনের অসহ ঘানি টেনে চলাই যেন মার্কসবাদী শ্রমিকদের নিয়তি। দীর্ঘ ছয়টি দশকের রক্তস্নান এবং অবৈধভাবে বশীভূত উপনিবেশসমূহের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ — যেমন, সোনা, তৈল, লৌহ আকরিক এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের পর উৎকর্ষের কী চরম শিখরেই না তারা আরোহণ করেছে!

www.pathagar.com

"শরীরের উপাদান-উপকরণ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের স্বাভাবিক সুসম্পর্কের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং আনুগত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সুস্বাস্থ্য গড়ে ওঠে; ঠিক এমনিভাবেই ন্যায়বোধ জন্ম নেয় আত্মার গভীরে। পক্ষান্তরে, অন্যায় হলো সেই অশুভ ব্যাধি, যা এই প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে উল্টে দেয়।"[২৪]

আপন সত্তার গভীরে সর্বপ্রথম যে ন্যায়বোধের জন্ম হয়, মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ একজন আদর্শ সৈনিক, নিজস্ব দর্শনের অনুরাগী একজন চিন্তাবিদ এবং একজন সংস্কারকের জন্য তা থেকেই পাঠ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। যদি তাঁর কর্ম ও চিন্তা-চেতনা ন্যায়নীতির স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান থাকে, তাহলে যারা তাঁকে তাদের পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ হিসেবে মনোনীত করেছে, তারা শান্তি, প্রগতি এবং ন্যায়নীতির সুমিষ্ট সুধা পান করে ধন্য হয়। যদি তার আত্মার মধ্যকার উপাদান-উপকরণসমূহের স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটে, তাহলে তার আত্মা, চিন্তা ও কাজকর্মে — সর্বত্রই সর্বনাশা ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাধি, মৃত্যু এবং রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের ধ্বংস-বিস্তারী মার্কসীয় আদর্শ মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা এবং এর মূলের একেবারে গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যা' মার্কসের নিজের আত্মার মধ্যস্থ উপাদান-উপকরণসমূহের স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকেই পণ্ড করে দিচ্ছে।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে প্লেটো

যদি এই বৈপরীত্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংঘটিত হয়, তা'হলে এর প্রভাব শুধুমাত্র তার এবং তার পরিবারের ওপরই পড়ে। যদি তা' একজন চিকিৎসক বা একজন আইনজীবীর ক্ষেত্রে ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কষ্ট ভোগ করে। যদি তা' একজন দেশ-নেতার ক্ষেত্রে ঘটে, তা'হলে তাঁর দেশ সংকটে পতিত হয়। কিন্তু তা' যদি একজন চিন্তাবিদের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, যার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা সদা-সম্প্রসারণবাদী রুশ উপনিবেশবাদকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিই সংকটে পতিত হতে বাধ্য। মানবজাতির বিরুদ্ধে এর প্রথম আগ্রাসী পদক্ষেপের নজীর হলো আফগানিস্তান।

"কিন্তু অন্যদের ধ্বংস করে স্বৈরাচারী শাসক যত তাড়াতাড়ি তার নির্বাসিত শত্রুদের ঘৃণার পাত্র হয়েছে, তত তাড়াতাড়ি সে একের পর এক যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে জনগণ একজন নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ... এ সমস্ত কারণের জন্য স্বৈরাচারী শাসক সর্বদাই বিরক্তিকর যুদ্ধের কারণ হিসেবে প্রতিভাত হবে। সে সবসময় সাহসী অথবা দৃঢ়চিত্তের বুদ্ধিমান কিংবা ধনী মানুষের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। কেউ যুদ্ধ

www.pathagar.com

পছন্দ করুক বা না করুক, সকলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এবং সকলের বিরুদ্ধে পরিকল্পনার ফাঁদ পেতে রাখা তার জন্য খুশির বিষয় — যতক্ষণ না তাদের সম্পদরাশি তার হস্তগত হয়।"[২৫]

বিশ্বের মধ্যে রাশিয়াই একটি মাত্র দেশ, যে ৮৮২ খ্রীস্টাব্দে জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই তার প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সে এমন এক মতবাদের প্রয়োজন অনুভব করল, যা একের পর এক পররাজ্য দখল এবং সেগুলো নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেয়ার ঐতিহাসিক আকাঙক্ষাকে নিয়মসিদ্ধ করবে। গোলযোগপূর্ণ ইউরোপ মহাদেশ একটি মাত্র মতবাদ তাকে উপহার দিতে পেরেছিল, আর তা হলো মার্কসবাদ; যার লক্ষ্যই হচ্ছে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া — যতক্ষণ না পৃথিবী শক্তি, বেপরোয়া হত্যা, যুদ্ধ, হাংগামা এবং খুনোখুনি দ্বারা বশীভূত হয়। মার্কসবাদকে এমনিভাবে অব্যাহত যুদ্ধ এবং বিপ্লবের শিক্ষা প্রচার করতে হয়েছে; কারণ এর স্রষ্টা মার্কসও তা' করতে বাধ্য ছিলেন।

একজন স্বৈরাচারী যেমন অব্যাহতভাবে যুদ্ধের উত্তেজনা বিস্তারে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে, উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত একজন চিন্তাবিদও তেমনি স্থায়ীভাবে একটি অন্তঃসারশূন্য রাষ্ট্র তথা শ্রেণীহীন সমাজের হাস্যকর সান্ত্বনাদায়ক প্রতিশ্রুতি অব্যাহত নিয়োজিত রাখতে বাধ্য থাকে। তার মতবাদ, তার চিন্তা-ভাবনা তার আত্মারই প্রতিফলন মাত্র।

"ইউনেস্কো হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছে ঃ মানুষের মনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সর্বনাশা যুদ্ধ।"[২৬]

"সর্বাগ্রে বিবেচ্য একটি রাষ্ট্র — তা'কি একজন স্বৈরাচারীর অধীনে স্বাধীন, না দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ? সম্পূর্ণভাবেই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ (যদি তা' স্বৈরাচারের অধীনে স্বাধীন থাকে)।"

"আত্মার একটি অংশে বিকৃতি" সম্পর্কে প্লেটো

সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের প্রতিরূপ হয়, তা'হলে রাষ্ট্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বা ধ্যান-ধারণার মতই হবে তার কাজকর্ম, ধ্যান-ধারণা। ঘৃণ্য দাসত্বের নিগড়ে নিষ্পিষ্ট আত্মার একটি অংশ যা কি-না সমস্ত উপাদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তখন অনুগত গোলামে পরিণত হয়ে যায়; অন্য দিকে একটি নষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র অংশই তখন প্রধান ভূমিকা পালন করে। আত্মার এহেন অধঃপতিত অবস্থার নামই দাসত্ব।

ঠিক যেমনভাবে স্বৈরাচারী শাসকের কবজাকৃত একটি রাষ্ট্র তার অভীষ্ট দায়িত্ব পালন করতে পারে না, অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাচারের গোলামে পরিণত

www.pathagar.com

একটি আত্মাও সার্বিকভাবে তার অন্তরঙ্গ ইচ্ছাকে ফলবতী করতে ব্যর্থ হয়। কামনার তীক্ষ্ণ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সদিচ্ছার বিরুদ্ধে তাড়িত হলে তা (আত্মা) বিশৃঙ্খলা এবং অনুতাপে পূর্ণ হয়ে যায়। রাষ্ট্রের বেলায়ও তাই ঘটে অর্থাৎ এ ধরনের রাষ্ট্র তখন অবশ্যই দারিদ্র্য-পীড়িত থাকবে, ধূমায়িত হবে অসন্তোষের আগুন, চারদিকে বিরাজ করবে ভীতিজনক থমথমে অবস্থা।

স্বৈরাচার-শাসিত দেশ এবং ক্রোধ ও লোভের নিপীড়নে পর্যুদস্ত আত্মা ছাড়া অন্য কোথাও এত দুঃখ-বিলাপ, এত তীব্র, এত দুঃসহ যন্ত্রণা নেই।[২৭]

স্বৈরাচারী প্রলেতারীয় জারবাদ রুশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং কার্ল মার্কসের মধ্যে একটি নিখুঁত মিল রয়েছে, যে-কার্ল মার্কসের আত্মার একটি বিকৃত অংশ দ্বারা সমগ্র আত্মা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। রুশ আদর্শ এবং কার্ল মার্কস এ দু'য়ের মাঝে মার্কসবাদের অবস্থান, যা অত্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পন্থায় 'চিত্তাকর্ষক নোংরা আইন'কে প্রাধান্য দিয়ে দু'য়ের মাঝে সংযোগ রক্ষা করেছে; যা' অপরাধী স্বৈরতন্ত্রকে একদিন ইতিহাসের ঘূর্ণমান চক্রের আবর্তে সজোরে নিক্ষেপ করবে চরম অবজ্ঞার সাথে, এই আকর্ষণীয় নোংরা আইনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার সমস্ত প্রচেষ্টা এবং "ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী", "ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম সম্পর্কে সে পূর্ণ পরিজ্ঞাত" ইত্যাদি দাবিতে তীব্রকণ্ঠ চিৎকারে ফেটে পড়া সত্ত্বেও ইতিহাস কখনও স্বৈরাচারীকে ক্ষমা করবে না। অনেক স্বৈরশাসকই নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে দাবি তুলেছে, কিন্তু সমস্ত বাঁধা বুলি, নাম-যশ-পদ, আকর্ষণীয় শব্দাবলী ইত্যাদি ডিংগিয়ে একমাত্র স্বৈরতন্ত্রই স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়; হোক তা' বৈজ্ঞানিক মোড়কে আবৃত অথবা জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার ইত্যাদিতে সজ্জিত।

"বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত স্বেচ্ছাচারী শাসক আন্তরিক এবং উদারমনা লোকদের সবসময় অপছন্দ করে। সে নিজেকেই একমাত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে; যদি কেউ কখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজকে তার সামনে উপস্থাপিত করে এবং সত্য কথা বলার অধিকার দাবি করে, তখন তার মনে হয়, স্বেচ্ছাচারী শাসকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অখণ্ড আধিপত্য বুঝি খর্ব হয়ে গেল। এভাবে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে তার যে বিরূপ মনোভাব, তার মূলে রয়েছে ভয়; (সে ভয় হচ্ছে) এ ধরনের লোকেরা তার আইন-কানুনের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকিস্বরূপ।"[২৮]

যদি রাশিয়ার মাটিতে স্বাধীনতার চেতনা উদ্বেল হয়ে ওঠে তাহলে সঙ্গীহারা মার্কসবাদী আদর্শ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এর ভিত্তিই হচ্ছে উৎপীড়ন, আগ্রাসন। অন্যায় এবং পাপ এর খুঁটি। সুতরাং সে তার ধ্বংসকারীদের ভয়ে ভীত থাকে সর্বদা। এ কারণেই মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস উদারমনা

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে 'জনসাধারণের স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনিও আশংকা করতেন, যদি তাঁর এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা (অর্থাৎ মার্কসবাদ) মাত্র গুটিকয়েক দেশে কার্যকর থাকে, তা'হলে তা'ধ্বংস হয়ে যাবে; পক্ষান্তরে, অন্যান্য স্বাভাবিক, প্রতিনিধিত্বশীল, হাংগামা-বিরোধী এবং পূর্ণ-সফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর ব্যবস্থার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করবে। তাই প্রয়োজনে কোটি কোটি মানুষ হত্যার মাধ্যমে হলেও, বিশ্বব্যাপী তাঁর ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মানসে তাঁর ব্যবস্থায় বিশ্বাসীদের জন্য তিনি মার্কসবাদকে বাধ্যতামূলক করেন।

"উৎপীড়ক-ভীতি" সম্পর্কে প্লেটো

এভাবে ভয় 'আদর্শবাদী' মার্কসকে সর্বদা তাড়া করে ফিরেছে। মার্কসবাদের প্রতিটি রন্ধ্রপথেই ভয়ের আনাগোনা, এবং ভয় তার (মার্কসবাদের) মানস-প্রতিমা রাশিয়াকে বজ্রমুষ্ঠিতে ঠেসে ধরেছে। মার্কসবাদী আদর্শের অনুসারী স্বেচ্ছাচারী শাসকের নিপীড়নের স্বরূপ, মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার নিপীড়নকারী স্বভাব এবং যার আত্মার একটি বিকৃত অংশ সমগ্র আত্মাকে কব্জা করে রেখেছে, এমনি তথাকথিত আদর্শবাদীর স্বৈর-চরিত্র উদ্ঘাটনের সাথে ভয়ের একটি সুগভীর যোগসূত্র রয়েছে।

"ভাবাবেগ-সৃষ্ট ভয়ই সবচেয়ে জঘন্য, অভিশপ্ত।"[২৯]

আজকের পৃথিবীকে ওপরে বর্ণিত মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি সম্পন্ন একজন লেখকের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, যে লেখক উনবিংশ শতকে একটি সংকটের কারণে ইউরোপ মহাদেশের কয়েকটি দেশের ইতিহাসের সংকটকালে ভুল করেছিলেন — বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য সম্ভবতঃ এই সংকট ছিলো ভয়াবহ।

তার আত্মার বিকৃত, অসুস্থ অংশ সমগ্র আত্মার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক বিষয়, যা' কি-না মানবজীবনের একটি অংশ মাত্র, তা তার কাছে একক এবং অপরিহার্য গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হলো। সে তার "অন্ধ ভাবাবেগ"-এর স্বেচ্ছাচারের ছত্র-ছায়ায় অসার মতবাদের ঊর্ণাজাল বুনেছিল, যা তার জরাগ্রস্ত কল্পনার মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল বিশ্বের একমাত্র সত্য মতবাদ হিসেবে। 'আত্মার বিকৃত অংশ' দ্বারা শাসিত তার চিন্তা-ভাবনা সমগ্র মানবজাতির জন্য ভবিষ্যতের এক নয়নাভিরাম চিত্র অংকন করল। বিকৃতির এই প্রবল প্রকোপের ফলে নিজের মতবাদ কার্যকরী রাখার মানসে আইন প্রণয়নের জন্য সে মানবজাতির সমগ্র অতীত ইতিহাস মুছে ফেলল। অন্ধ আবেগ মানবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে।

"কম্যুনিস্ট লীগের সদস্য জার্মান সাংবাদিক ওয়েলহেল্‌ম পাইপার ১৮৫১

www.pathagar.com

সালের জানুয়ারি মাসে মার্কসের সাথে সাক্ষাতের পর এংগেলসের কাছে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, 'মার্কস অত্যন্ত নিভৃতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন ... যখন আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তখন তিনি একান্ত পরিমিত, নিরুত্তাপ মেজাজে সাক্ষাৎদান করেন — সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার কোনো স্পর্শই থাকে না।"[৩০]

মার্কসবাদী ভবিষ্যৎবাণী মার্কসের আত্মার "উন্মত্ততা" প্রমাণ করেছে

মার্কসবাদী ভবিষ্যৎবাণীর ব্যর্থতা মার্কসের মনের উন্মাদগ্রস্ততা এবং তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থার জরাগ্রস্ততাই প্রমাণ করে।

১. (মার্কসবাদের মাধ্যমে) বর্তমানের হত্যা, ষড়যন্ত্র, হাংগামা এবং রক্তপাতকে বৈধ ও যুক্তিসংগত বলে চালিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যের সোনার হরিণের লোভ দেখানো হয়েছে।

"বিপ্লব-পূর্ব সময়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে এক সময় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ধ্বংসাবশেষ দূরীভূত হয়েছে, শেষ হয়েছে রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তা। তা হয়েছে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং তা অবশ্যই ঝরে যাবে ঝরা পাতার মত।"[৩১]

মার্কসবাদী আদর্শের মানস-প্রতিমা রাশিয়ায় রাষ্ট্র এমন কিছু নয়, যা ঝরাপাতার মত শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মার্কসবাদী ভবিষ্যৎবাণী দাঁড়িয়ে আছে 'লাল ঘাতক'দের সজ্ঞান প্রবঞ্চনা, বদ্ধ সংস্কার এবং ভ্রান্ত-বিজ্ঞানের নড়বড়ে ভিত্তির ওপর। কাল্পনিক স্বপ্নবিলাস কখনও বাস্তবতার মুখ দেখে না; এর কারণও খুব সহজ, আর তা হলো "প্রমত্ত ভাবাবেগ" দ্বারা সম্মোহিত কেউ কেউ সে-রকমই চেয়েছে।

বিশাল প্রলেতারীয় জারবাদী সাম্রাজ্যের প্রতি-ইঞ্চি জমির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। নজর রাখা হয় প্রতিটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের ওপর। বলা, পড়া, লেখা, শোনা কিংবা গাওয়া হচ্ছে — এমন প্রতিটি শব্দই রেকর্ডভুক্ত এবং পরীক্ষা করা হয়। নাগরিকদের প্রতিটি পদক্ষেপই (সরকার কর্তৃক) মনোনীত, নির্বাচিত, নির্ধারিত, নির্দেশিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

পৃথিবীর কোনো কারাধ্যক্ষই (পীড়নের ক্ষেত্রে) এমন সন্ত্রাসী ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। এই-ই হলো রুশ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা; এমন কি 'লাল শাসন'-এর ছয়টি দশক এবং দু'টি নতুন প্রজন্মকে প্রতিপালন করার পরও ঐ অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

এই মতবাদ নিজেকে নিজেই অস্বীকার করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্ট্যালিন কারো সাথে শত্রুতা রাখেন নি। পুঁজিবাদীরা ছিলো তাঁর মিত্র। বৃটিশ

এবং আমেরিকান নেতাদের কাছে তিনি ছিলেন "প্রিয় চাচা"। রাশিয়ার অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গুরুত্বহীন অবজ্ঞাত হয় নি। এটি ছিলো তাঁর মৃত্যুঘন্টা বাজার সময়।

কিন্তু মার্কসবাদী ব্যবস্থা নিজ হাতেই মার্কসীয় ভবিষ্যৎবাণীর মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছে। সাম্রাজ্যের বশীভূত মানুষদের কৃতদাসে পরিণত করে রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন হলো। এর আরও উদ্দেশ্য ছিলো প্রকৃত রুশবাসীদের পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক উদারতা সম্পর্কে ধারণা পোষণ বন্ধ করা, লাল মোসাহেবদের চাবকানো, পৃথিবীর প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকায় আরও অধিক পরিমাণে রক্তপাত ঘটানো এবং সবশেষে, রুশ জারবাদকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করা।

কিভাবে মার্কসবাদ তার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কসের ভবিষ্যৎবাণীর মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছে? 'লাল রাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়নি; কারণ, প্রথমতঃ এর পত্তনই হয়েছে জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে, শক্তি এবং হাঙ্গামার মাধ্যমে। যে-মুহূর্তে তারা (জনগণ) মুক্তিলাভের সামান্য সুযোগ পাবে, তখনই তারা সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং হাঙ্গামা-বিশৃঙ্খলার চিহ্ন পর্যন্ত ঝেটিয়ে বিদায় করে দেবে। মুক্ত আলোচনা এবং নির্বাচনের পর বেরিয়ে আসবে কল্যাণকর নতুন কিছু। দ্বিতীয়ত, এ কারণেই রাষ্ট্রের প্রাণঘাতী মারণাস্ত্রসমূহ কোটি কোটি (মার্কসবাদে) অনিচ্ছুক মানুষকে স্থায়ীভাবে দমনের জন্য প্রয়োজন হবে। তৃতীয়ত, যতদিন না মার্কসবাদ তার বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করে, ততদিন পর্যন্ত তার যুক্তিকে বলবতী রাখার প্রয়োজন আছে এবং চতুর্থত, তখনই এর সফলতা নিশ্চিত হবে, যখন পুঁজিবাদ পৃথিবী থেকে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। পঞ্চমত, অন্ধকারাচ্ছন্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর বদ্ধ সংস্কারবাদী চিন্তানায়কদের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী পুঁজিবাদ তার কার্যকারিতা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি, এবং শেষতঃ মার্কসের অবাস্তব স্বপ্নরাজ্য নয়, পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদের মধ্যকার পারমাণবিক ভীতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পারস্পরিকভাবে নিশ্চিত (অর্থাৎ যার জন্য উভয় পক্ষই দায়ী) ধ্বংসই আজ একমাত্র বাস্তব সত্য।

বহু দুষ্ট স্বপ্নবিলাসী পৃথিবীকে জয় করার স্বপ্ন দেখেছে। পাপের পরিণতি জঘন্য মৃত্যু। পাপ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্থানীয়, জাতীয়, মহাদেশীয় এবং বিশ্বকেন্দ্রিক হতে পারে। এই পাপের শাস্তিও রয়েছে অনুরূপ আনুপাতিক হারে।

২. "অধিকন্তু, কার্ল মার্কস যেভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্নয়নের গতি সম্পর্কে আগাম অভিমত পোষণ করতেন, বাস্তবে তা' ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তিনি মনে করতেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাঁর আমলেই ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল।"[৩২]

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ হচ্ছে জড়বাদী, সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী এবং নারকীয়। এতদসত্ত্বেও তা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি, হারায়নি তার কার্যকারিতা। কারণ, তা অবাধ নির্বাচন, জনসংযোগ, বিচারব্যবস্থা ও আইন সভার মাধ্যমে অবাধ, সুপরিবর্তনীয়, সংস্কারোপযোগী এবং গণতান্ত্রিক রাখা যায়। এই স্বাধীন বিধিবিধানসমূহ পুঁজিবাদী স্বেচ্ছাচারের নিষ্ঠুরতাকে রোধ করে, ভিয়েতনামে যেমনটি ঘটতে দেখা গেছে। তারা অবশ্যই নিজেদেরই কল্যাণে সংস্কারের সুবাতাস শরীরে মেখেছে, অন্য প্রাচ্যবাসীদের জন্য নয়। চিকিৎসকই তাদের মুক্ত সমাজের প্রতিভূ, যে রোগীকে মরতে দেবে না।

এটাই হলো মার্কসবাদ, যা তার নিজ চিকিৎসককে হত্যা করে — যখনই সে (চিকিৎসক) রোগীর রোগ নির্ণয় এবং কিছু ব্যবস্থাপত্র দেয়ার সাহস করে।

"হত্যা কর তোমার চিকিৎসককে, এবং (তার) পারিশ্রমিক রাখ নোংরা ব্যাধির ওপর।"[৩৩]

এভাবেই মার্কসবাদ "প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র"-এর ফাঁসের সাহায্যে নিজেই নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে, যা কি-না সর্ব প্রকার স্বাধীনতা ও সংস্কারকে ঠেকিয়ে রাখে। এর লেজ-গুটানো স্বভাব অনেক দেশেই পরিদৃষ্ট হয়েছে। কোনো দেশে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ যখনই কিছুটা শিথিল করা হচ্ছে অথবা তাকে বাধ্য হয়ে নির্বাচনে যেতে হয়েছে, অথবা বঞ্চিত হতে হয়েছে রুশ সাহায্য থেকে, তখনই তার সচল কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে, ব্যর্থতার দুঃসহ অভিশাপে সে হয়েছে পর্যুদস্ত, যার সবকিছু আসে গোপন-পথে, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাতের মাধ্যমে, তা' ঠিক যেন একটি স্বল্পায়ু গুল্মের মত, যা শুষ্ক, নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য, যেমনভাবে প্রকৃতির কোন শক্তিই (যেমন—মাটি, আলো, বাতাস, পানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি) অপুষ্ট, রুগ্ন গুল্মকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের অবস্থান্তর সম্পর্কে ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্রী সমাজের ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিবর্তনকালে গণতান্ত্রিক এবং বিবর্তনবাদী নিয়মকানুন সম্পর্কে তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের মতবাদ ঘোষণার জন্য শূন্য কলসী বাজান নি — যেমনভাবে মানব জাতির কল্যাণের জন্য নব-আবিষ্কৃত "বিজ্ঞান" করেছে।

এটা বিকৃতমনা মার্কসের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল, নিজের খেয়াল-খুশিমত ইতিহাসের ধারা পাল্টে দেয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে বলে যিনি দাবি করতেন।

আজ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ইউরোপের বেশির ভাগ স্বাধীন দেশ শাসন করছে। বিবর্তনশীল রীতি-নীতি মানব-কল্যাণী; পক্ষান্তরে বিপ্লবী রীতি-নীতি সেই সব অসভ্য বর্বরদের মত, সমস্যা সমাধানে যাদের না আছে ধৈর্য, না আছে প্রজ্ঞা।

www.pathagar.com

যেমন —

"প্রজ্ঞা এবং কল্যাণ ইতরের কাছে নোংরাই মনে হয়
ভালো-মন্দ পরখ করে, শুধু নিজেদের ছাড়া।"[৩৪]

৩. ..."রাজনৈতিক ক্ষমতায় সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণীর উত্থানের নীতিও মার্কসবাদী নীতির বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কস যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে বশীভূত রাখার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকগণ সর্বদা সরকার ও আইনবিষয়ক রীতি-নীতির ওপর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বৃটেনে শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল পালাক্রমে সরকার গঠন করেছে।"[৩৫]

নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে মার্কসের অনুশোচনাবোধ ছিলো না, এই ক্ষুদ্রত্ব তাঁর নিজের কাছে হিমালয়ের সু-উচ্চ চূড়ার মত আকাশচুম্বী এবং আকর্ষণীয় প্রতীয়মান হয়েছে; কিন্তু আজকের দিনের মার্কসবাদীরা কেবল, হয় সহজ আন্তরিকতা কিংবা দুষ্ট স্বার্থপরতার দরুন মার্কসবাদের মায়াবী রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে।

৪. "মার্কসের দর্শন রাশিয়ায় প্রয়োগ হতে পারেনি, যেমন তিনি পূর্ব থেকে ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রলেতারিয়ান বিপ্লব জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের মত শিল্পোন্নত দেশে সংঘটিত হবে (কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উল্টো)। রাশিয়া ছিলো একটি কৃষি নির্ভর দেশ।"[৩৬]

তাঁর অবাস্তব দর্শনের অসার ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এবং তাঁর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবতার কঠিন উপলখণ্ডের সাথে ধাক্কা খেয়েছে প্রচণ্ডভাবে; কারণ মার্কস একজন অগভীর বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। তিনি বহু বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়েছেন, কিন্তু এর ইতিহাস তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন নি।

মার্কসবাদী চশমার মধ্য দিয়ে তিনি বৃটেনের ইতিহাসকে অবলোকন করেছেন। এটা কি তাঁর কাছে বিশ্বের "নব-রূপায়ন"-এর জন্য বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ এবং ব্যাখ্যা ছিল?

"চতুর্দশ শতাব্দীতে কমন্স্ সভা অধিক পরিমাণে ক্ষমতার দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে কিন্তু অবধারিতভাবে পার্লামেন্ট অধিক পরিমাণে ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছিল। পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোনো কর আদায় করতে পারতেন না। জুসেরান্ডের ভাষায় ঃ "চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই একজন ইংল্যান্ডবাসী বলতে পারত, আমার কাজ রাষ্ট্রের কাজ নয়; কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ আমার কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৩৭]

স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অধিকারী বৃটেনবাসী কি মার্কসকে অনুসরণ করবে এবং গ্রহণ করবে

www.pathagar.com

তাঁর প্রলেতারীয় একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র? এমন কি ইউরোপের সভ্যতার আলোক-বিবর্জিত উনবিংশ শতাব্দীতেও এই মহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংল্যান্ড ছিলো অধিকতর উদারপন্থী। মার্কস তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর বসবাস করা সত্ত্বেও ইংল্যান্ডবাসীরা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা এবং নিজেদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় আস্থাশীল ছিলো। তারা জানতো যে, এই ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে তিনি (মার্কস) তাঁর বদলে মার্কসবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিশ্রম করছেন, চালনা করছেন তাঁর লেখনী, যে ব্যবস্থাকে একজন মার্কসবাদ-বিরোধী চিন্তাবিদ তেত্রিশ মিনিটের জন্যও বরদাশ্‌ত করতেন না।

কে টিকে থাকে অথবা ধ্বংস হয়ে যায়? কে অর্জন করে মূল্যবান বিশ্বাস অথবা মূল্যহীন অবিশ্বাস?

মার্কস জানতেন না যে, তাঁর ব্যবস্থা (অর্থাৎ মার্কসবাদী ব্যবস্থা) ছলনাময়ী প্যান্ডোরার অশুভ বাক্স থেকে সকল 'ইউরোপীয় শয়তানদের' সর্দারকে মুক্ত করে দেবে — যে বাক্স উন্মুক্ত হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর স্পর্শে। আর এই সর্দার-শয়তান রাশিয়া ছাড়া আর কোথাও তার আশ্রয় খুঁজে পাবে না — রাজতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র, এরপর পুঁজিবাদ, এর পর মার্কসবাদী বিপ্লব, এভাবেই তার যুক্তির নশ্বর দুর্গ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়ে যায়। রুশ পুঁজিবাদ "বৈজ্ঞানিক" মার্কসবাদকে স্বাগত জানানোর জন্য পূর্ণগতিতে ছুটতে সক্ষম হয়নি।

পূর্ণগতি, অর্ধ-গতি অথবা গতিহীনতা, যা-ই হোক, ১৯১৭ সালে রাশিয়া এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুধাবন করেছিল, যে-ব্যবস্থা বিজ্ঞান, প্রগতি, বিপ্লব, বন্ধন-মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাদির বর্ণাঢ্য মুখোশ পরে ইতিহাসে বর্ণিত এ যাবত কালের স্বৈরশাসনের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করবে।

ক্রুশ্চেভের শাসনকালে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যেই ইউরোপীয় কম্যুনিজম বা গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। চীনে মাও-পরবর্তী যুগের পরিবর্তন এবং সংস্কারসমূহ মার্কসবাদী আগাছার শুষ্ক পাতার ঝরে পড়াকেই দৃশ্যমান করেছে। পোল্যান্ডের বীর জনগণ সেখানকার প্রকৃত এবং নিষ্ঠাবান শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে ইতোমধ্যেই তাদের দেশ থেকে এই আগাছাকে সমূলে উৎপাটন করেছে। কিন্তু পাশবিক শক্তির ছত্রছায়ায় তা' আবারও ফলে-পুষ্পে শোভিত হয়ে উঠছে এবং তার গোড়ায় সেচন করা হচ্ছে মানুষের রক্তধারা। কতদিন এই আগাছার অস্বাভাবিক জীবন অব্যাহত থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না।

www.pathagar.com

বন্য জীবন-বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ

"....... মানুষের আইনের ভিত্তি যেমন অহিংসা, সুশৃঙখলা, তেমনি পশু-রাজ্যের আইনের ভিত্তি হলো হিংসা-হানাহানি, সংঘর্ষ।"[৩৮]

সবধরনের মানুষের কাছেই একথা সুবিদিত যে, মার্কসবাদের ভিত্তি হচ্ছে হিংসা-হানাহানি-বিশৃঙ্খলা। এটা নিজকে বিজ্ঞানসম্মত বলেও দাবি করে। বন্যদের বিজ্ঞান হিসেবে তা' যথার্থই বিজ্ঞান ভিত্তিক; তবে মানব-বিজ্ঞান হিসেবে কখনই নয়, যেমনটি নৃ-বিজ্ঞান।

১. যে আইন দ্বারা চালিত হচ্ছে, তা দিয়েই মানুষ এবং পশুর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপিত হয়। কেন? এটা অন্যদের সাথে ভাববিনিময় বা আলাপ-আলোচনা করতে পারে না, প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে আপস করতে পারে না; পারে না নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরকে প্রভাবিত করার মত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে। আকাশের তীক্ষ্ণ-নখর বাজ আর সাগরের হিংস্র হাঙ্গর কি পারে ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে? জঙ্গলের চিতা আর সিংহ কি কখনও আলোচনা ও বিতর্কে মিলিত হয়? শহরের সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা কি দৃঢ় মত ও বিশ্বাসে আস্থাশীল হয়? যে-মুহূর্তে একটি পশু ক্ষিপ্ত হয়, তখন সে তার সহিংস আচরণ প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই জানে না। একটি মানুষ কি এ ধরনের একটি পশু থেকে পৃথক নয়?

ভারতে গান্ধী এই অহিংসা আর অনাক্রমণ-নীতি অনুসরণ করে 'বৃটিশ জারকে' পরাভূত করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের সরকার তার জনগণকে ভয় করে না, কারণ সরকারও তার জনগণের প্রতি অহিংস, সদিচ্ছাশীল। এভাবেই তা' হয়েছে মানব-কল্যাণী, দয়াবান।

লেনিন অনুসরণ করতেন মার্কসীয় হিংসা, হাঙ্গামার নীতি এবং তার মাধ্যমেই রাশিয়ার রাজকীয় জারতন্ত্রকে উৎখাত করেছিলেন। কিন্তু রুশ সরকার তার জনগণের ভয়ে সর্বদা আতঙ্কিত; কারণ সে-ও তাদের প্রতি অনুরূপ সহিংস, নির্মম। তার মনোযোগের অর্ধেকই সর্বপ্রকার অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী তৎপরতাসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর এভাবেই তা পাশবিক।

একজন সৎ মানুষ কখনও মার্কসীয় সন্ত্রাস বা ভায়োলেন্সকে অস্থায়ী, ক্রান্তিকালীন ইত্যাদি রূপে সমর্থন অথবা নিজের অধঃপতন ডেকে আনবে না। মার্কসবাদী আদর্শের প্রতীক রাশিয়া এখনও, এই ছয়টি দশক পরেও তার এই তথাকথিত ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে পারেনি। পৃথিবীকে "নবরূপদানের" মার্কসীয় বাধ্যবাধকতার কারণে সে তা' কখনই অতিক্রম করতে পারবে না। পৃথিবী বিজয় একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন সমগ্র পৃথিবী পরিণত হবে ভয়াবহ পারমাণবিক গোরস্থানে।

www.pathagar.com

মার্কসীয় পশু-বিজ্ঞান কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংসের মানসে হাজার হাজার সহজ-সরল মানুষকে পশুসদৃশ করে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। (মার্কসবাদের তুলনায়) অসভ্য মোঙ্গলীয়দের হত্যা ও ধ্বংসলীলা অপেক্ষাকৃত কম পাশবিক ছিলো; কারণ যেহেতু তারা কোনো পাশবিক মতবাদের তাগাদা ছাড়াই এই স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিল। এই মার্কসীয় আগ্রাসী নীতি শহর এবং গ্রামগুলোকে জঙ্গলে রূপান্তরিত করে ফেলেছে, যেখানে দু-পেয়ে (দ্বিপদ) পশুরা নিষ্ঠুর থাবা বিস্তার করে ইতস্ততঃ বিচরণ করছে, যার আঘাতে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে মানুষের টাটকা রক্ত।

২. গণমানুষের ওপর "প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের" স্টীম রোলার চালানোর মাধ্যমেই মার্কসীয় পশুজীবন বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রমাণিত হয়েছে। মার্কসবাদী শাসনের অধীনে কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করেই জনসাধারণ একনায়ককে মান্য করতে বাধ্য। এ ব্যাপারে যদি কেউ দুঃসাহস দেখায় (অর্থাৎ কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্ন একনায়কের কাছে করে বসে) তাহলে এই ব্যবস্থার বশংবদ স্ট্যালিন-মাও-সে-তুং-এর প্রেতাত্মারা তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। এর সোজা অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, তারা তাদের নেতাকে অন্ধভাবে মেনে চলবে — ছবির তিমিগুলো যেমনভাবে করে।

"তাদের (তিমিদের) নেতা সম্ভবত কানের ক্ষতজনিত যন্ত্রণায় ভুগছিল। এই ক্ষতের কারণে তার সঠিক পথে চলাচলের জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। ফলে দিশা হারিয়ে সে গিয়ে উঠল সমুদ্র-সৈকতে। নেতার প্রতি দ্বিধাহীন, অন্ধ আনুগত্যের কারণে সাধারণ তিমিগুলো নেতাকে অনুসরণ করল তাঁদের আত্মহত্যা নিশ্চিত করার জন্য।"[৩৯]

মানুষকে কি তার মানবীয় অনুভূতির বিনাশ ঘটিয়ে তার পরিবর্তে হিংস্র, পাশবিক অনুভূতিকে লালন করতে হবে??? আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদম সন্তানের এ কেমন শোচনীয় অপমান! আমেরিকার মাটিতে যদি মার্কসীয় পশু-জীবন বিজ্ঞান শেকড় গাড়তে পারত, তাহলে তাদের নেতা নিক্সনকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এ পর্যন্ত অর্ধেক আমেরিকানের জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হতো ভিয়েতনামের মাটিতে। আর এখন, এই মার্কসীয় বিজ্ঞান নিরপরাধ রুশবাসীদের আফগানিস্তানে তাদের নেতার আদেশ পালন করাচ্ছে জোর করে, বাধ্য করছে তোপের মুখে জীবন বিলিয়ে দিতে। হিংস্র, পাশবিক অনুভূতির বদলে যদি কেউ মানবিক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা করে, তাহলে তাকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেয়া হয়। ডঃ শাখারভের মত একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ মানুষকে যেখানে মানুষের জীবনে এই পশু-জীবন বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে সামান্য প্রশ্ন তোলার অপরাধে শাস্তি পেতে হচ্ছে, সেখানে রুশ সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

উপনিবেশগুলোর আদিম অধিবাসীদের ভাগ্যে কি ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে? পশু-জীবন বিজ্ঞানের কাছে যা সত্য, তা হলো ঃ ডঃ শাখারভ এবং তাঁর সহযোগীরা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করুন, মার্কসবাদ তাই আশা করছিল, যে-বোমা পাশবিক ভায়োলেন্সকে শক্তিশালী করবে। ডঃ শাখারভ যখন সেই প্রত্যাশিত কাজ করলেন, তখন তাঁর ওপর প্রশংসা ও সম্মানের ধারা বর্ষিত হলো। পশু-জীবন বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাঁকে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে কাজ করার আদেশ দেয়া হলো। এর বাইরে কিছু করার চেষ্টা করা তাঁর এবং তাঁর পছন্দের জন্য ছিলো বিপদে পরিপূর্ণ।

৩. প্রবঞ্চনা ও মুনাফিকীর ইতিহাসে মার্কসীয় পশু-জীবনবিজ্ঞান সর্বাধিক প্রতারণাপূর্ণ এবং চতুর ও ধুরন্ধর। মেকিয়াভেলী সিংহ ও শৃগালের ধর্ম তথা শক্তি ও প্রবঞ্চনাকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন।

এটা একেবারে সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে, ক্ষমতা দখলের পূর্বে মার্কসবাদী সিংহ শৃগালরূপী জনতাকে প্রতারণা করে। তারা ঝোঁপের মধ্যে ওঁৎ পেতে থাকে, অথবা গুপ্ত কক্ষে লুকিয়ে থাকে এবং এমন সুনিপুণ দক্ষতার সাথে সমস্ত গোপন খেলা চালিয়ে যায় যে, ক্ষমতার লাটিম ঘুরতে ঘুরতে তাদের হাতেই চলে আসে। আফগানিস্তান হলো তাদের প্রতারণার সর্বশেষ নিদর্শন; সেখানে প্রথমে গোপনভাবে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে; তারপর সামরিক বাহিনীতেও তাদের লোক ঢোকানো হয়েছে; তৎপর জহীর শাহ্কে ক্ষমতার মসনদ থেকে ছুঁড়ে ফেলার কাজে দাউদকে সাহস যুগিয়েছে; এরপর ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে দাউদের সাথে দর কষাকষি করেছে এবং তারপর তখনই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, যখন রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের দাবার ছকের ওপর তিনি ঘুঁটি হিসেবে নিজের উপযোগিতাকে অধিককাল স্থায়ী করছিলেন।

ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাফল্যের বিচারে তারা পশুরাজ সিংহকেও অতিক্রম করেছে। তারাকী এবং তার মার্কসবাদী উত্তরসুরিরা তাদের প্রতিরোধকারীদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি সংখ্যক আফগানকে হত্যা করেছে। এই সংখ্যা এত বেশি যে, ভারতের সবগুলো সিংহের দশ হাজার বছর লাগতো এত মানুষ হত্যা করতে।

এভাবেই শৃগাল ও সিংহের প্রতিনিধিত্বকারী, শক্তিমত্ত এবং প্রতারণাপূর্ণ মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা পাশবিক ছাড়া কখনই মানবিক নয়।

এই পাশবিক আইন-কানুন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কি মানুষ গ্রহণ করবে? যদি তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের কি কসাইয়ের ছুরির নিচে ঘাড় পেতে দিতে হবে?? এটা কি প্রস্তর-যুগের অগ্রগতি, না অধোগতি???

www.pathagar.com

৪. মার্কসবাদ এমনই একটি বন্য-জীবন বিজ্ঞান, যা' করুণার অনুভূতি জাগ্রত করা বা অনুশোচনা প্রকাশের মত মানবীয় সদ্‌গুণরাজির সমস্ত উৎসকে ধ্বংস করে ফেলে। তা মানব-হৃদয়ের প্রেম-সহানুভূতির সমস্ত প্রস্রবণগুলোকে উষর মরুর মত শুষ্ক করে ফেলছে। আফগানিস্তানের মাটিতে উড়ে এসে জুড়ে-বসা মার্কসবাদী ঘাতকরা জঙ্গলের যে-কোনো মানুষ-খেকো বাঘের মতই নির্দয়, সহানুভূতিহীন।

পশুর হৃদয়ে মানুষের জন্য কোনো দয়া বা সহানুভূতি থাকে না; এমনিভাবেই আফগানিস্তানে মার্কসবাদী রুশ দখলদার বাহিনী বিজিত দেশের মানচিত্র থেকে গ্রামের পর গ্রামের অস্তিত্ব মুছে ফেলছে। তেরো মিলিয়ন আফগানের হৃদয়ে মহাত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একই সাথে তারা বোমাবর্ষণের মত হীন উপায়ও অবলম্বন করছে। এই 'ভদ্রলোকেরা' কী অসীম বীরত্বের অধিকারী! তারা কেনেডীর একটি মাত্র চরমপত্র পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, বিনয়ে মাথা নত করে কিউবা থেকে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। যে ব্যক্তি তাদের হুমকি দিত, তারা তার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করত। কিন্তু এই "ভদ্রলোকেরা" তরবারি ও রাইফেলধারী আফগান মুজাহিদীদের বিরুদ্ধে তাদের বোমারু বিমানগুলো লেলিয়ে দিয়ে তাদের এবং তাদের গৃহপালিত পশু-পাখিদের পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করছে।

জঙ্গলের লোলুপ-জিহবা মানুষ-খেকো বাঘ যেমন নিহত শিকারের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া প্রদর্শন করে না, পশু-জীবন বিজ্ঞানের অনুসারী মার্কসবাদীরা তাদের 'মানুষ-শিকার'-এর প্রতি তেমনি আচরণই করে থাকে।

তাদের হৃদয়, মন ও হাত যান্ত্রিক এবং যন্ত্রের মত অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে। এই পাশবিক মতবাদের জন্মই হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-যুগে।

"এই যুগ সম্পর্কে কার্লাইল লিখেছেন ঃ 'আমাদের এই যুগকে আমরা যে-নামে, যে-ভাবেই দেখতে চাই না কেন, আমরা একে বীরত্বমণ্ডিত, কল্যাণে নিবেদিত, নীতি-দর্শনের যুগ বলতে পারব না; সার্বিকভাবেই তা যান্ত্রিক যুগ। এটা ছিলো যন্ত্র-যুগ, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যেভাবেই বলি না কেন ... মানুষ ক্রমশঃ আপাদমস্তক যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে।"[৪০]

যেমনভাবে একটি হিংস্র মানুষ-খেকো বাঘ তার শিকারের ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে তার জীবনের মূল্য সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তাও করে না, তেমনিভাবে মার্কসীয় বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার জন্য তার অনুসারীদের তালিম দিয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞ ততদিন চলবে, যতদিন পর্যন্ত না মার্কসবাদ শুধু একটি দেশের অথবা একটি মহাদেশের নয়, সমগ্র পৃথিবীর প্রধান মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হোক, কুছ

www.pathagar.com

পরোয়া নেই; প্রয়োজন নেই লক্ষ লক্ষ নিহত হতভাগ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার; কখনও জীবনের মূল্য এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না, মার্কসবাদী আগুনের লক্‌লকে শিখা ছড়িয়ে দাও বিশ্বময় — যতক্ষণ পর্যন্ত না মার্কসবাদী পতাকা পত্‌ পত্‌ করে ওড়ে একটি মাত্র ঘরের ছাদে কিংবা গোরস্তানে; আর যদি অন্য সকল ঘর-বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবুও ক্ষতি কি!

ইতিহাসে বহু নরঘাতকের কথা আছে, কিন্তু তারা কখনও তথাকথিত বিজ্ঞান ও প্রগতির চাতুরীপূর্ণ মতবাদের খোলস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কলঙ্কিত করেনি। মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করে তার পতাকাকে সারা বিশ্বে উড্ডীন করার উদ্দেশ্যে — এমন কি সমগ্র পৃথিবী যদি নিথর গোরস্থানে পরিণত হয়, তা-ও। এ কাজে একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী পারমাণবিক শক্তি। মার্কসের বৈজ্ঞানিক পূর্ব-দৃষ্টি অনুযায়ী পুঁজিবাদ ধ্বংস হতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো — পুঁজিবাদ অদ্যাবধি বহাল তবিয়তে শুধু টিকেই নেই; খাদ্যশস্য রপ্তানীর মাধ্যমে তা রাশিয়ানদের বাঁচিয়ে রেখেছে, ধারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে সাহায্য করছে এবং উচ্চতর প্রযুক্তিগত জ্ঞান দান করে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

নিকট ও দূরবর্তী ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখা যায় — উক্ত বিখ্যাত 'বিজ্ঞানী'-র অকাট্য বৈজ্ঞানিক পূর্ব-দৃষ্টির এ কেমন শোচনীয় পতন, কি মর্মান্তিক ব্যর্থতা!

৫. একজন উৎপীড়কের নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত হওয়া সম্পর্কিত প্লেটোর বর্ণনা থেকে বন্য-জীবন বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদকে বোঝা সহজ। এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, স্বৈরতন্ত্রের চিতাবাঘ তার শরীরের ডোরাদাগ পরিবর্তন করে না, কারণ 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী' কার্ল মার্কস এর নাম দিয়েছেন "প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র।" "নন্দিত জননায়ক কিভাবে একজন স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত হয়? জননায়ক জনসাধারণকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনার পর নিজের স্বার্থে তার একজন ভাইকে পর্যন্ত মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে, পারে তাকে নির্মম আঘাতে রক্তাক্ত করতে; তার অপবিত্র জিহ্বা এবং ঠোঁট দিয়ে মানুষের তাজা রক্ত শুষে নিয়ে তাকে পুরোপুরি হত্যা করতে পারে; সে মানুষকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর ভয়াল গহ্বরে অথবা প্রতিশ্রুত ঋণ বাতিল এবং তার সহায়-সম্পত্তি অন্যের মধ্যে পুনঃবন্টন করে দিয়ে তাকে দিতে পারে অভিশপ্ত নির্বাসনদণ্ড। অতঃপর শত্রুকর্তৃক বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া অথবা সর্বময় ক্ষমতা দখল করে মানুষ থেকে হিংস্র পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়াই কি তার অমোঘ নিয়তি?"[৪১]

www.pathagar.com

যখন তাঁর বহুসংখ্যক 'অপরিহার্য আইনের' বিস্তার ঘটছিল, তখন স্বৈরতন্ত্র, তার ভ্রান্ত মতবাদ এবং যে-সব গোমরাহীর বুনিয়াদ গড়ে উঠছিল, মার্কস সেগুলোর অমোঘ নিয়তি সম্পর্কে বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিলেন। নিজেদের দেশ, দল এবং পোলিট ব্যুরোর অভ্যন্তরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মার্কসবাদীরা যেভাবে পরস্পরকে হটিয়ে দেয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে, তা আজ 'ওপেন-সিক্রেট'। হিংসা-হানাহানির বীজ শুধুমাত্র হিংসা-হানাহানিরই জন্ম দিতে পারে। তখন প্রলেতারীয় একনায়ক তার "মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তরের" ক্ষমতাকে আরও কঠিন করে। কী তাজ্জব 'বিজ্ঞান' এই মার্কসবাদ! কত সহজে এর মোহিনী জাদুদণ্ড মানুষকে পশুতে পরিণত করে ফেলে, আর তা' করছে এই সভ্যতাদীপ্ত আধুনিক যুগে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য যুগে নয়।

৬. বন্য-জীবন বিজ্ঞানের প্রতীক মার্কসবাদ তার আপন হাতে গড়া প্রলেতারীয় একনায়ককে পশুতে পরিণত করছে। ভুল মানুষেই করে। সমস্ত মানুষের বেলায়ই এটা বিশ্বজনীন সত্য। কিন্তু কোনো পশু ভুল করে না, কারণ সে-সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ-সম্পর্কে সে যদি জ্ঞাত থাকেও, তবুও সে জানে না কিভাবে নিজেকে সংশোধন করা যায়। যদি কোনো মানুষ এই পশুকে থামাতে অথবা তাকে সংশোধনের চেষ্টা করে তাহলে সে তাকে ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে। সুতরাং পশু তার ভুলসহই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এভাবেই স্টালিন, মাও এবং অন্যান্য একনায়করা তাঁদের দুঃখজনক ভুলের বোঝা কাঁধে নিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

পাপ পাপকে চালিত করে। ফিতরত-বিরোধী মার্কসবাদ তার অনুসারীদের জন্য এই একনায়কতন্ত্রের মাকাল ফল উপহার দিয়েছে। এই পাশবিক একনায়কতন্ত্রের স্থায়িত্বের ওপরই এর টিকে থাকা নির্ভর করে। একনায়ক একবার যদি ক্ষমতার স্বাদ পায়, তখন সে আগাগোড়াই কলুষিত হয়।

ভুল সংশোধন করা একটি মানবীয় গুণ। ভ্রম স্বীকার মানবচরিত্রের একটি সুমহান বৈশিষ্ট্য। মার্কসবাদে অনিচ্ছুক লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর ভুলকে সত্য বলে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা জঙ্গলের সমস্ত পশুর আচরণকে অতিক্রম করেছে। এটা হয়েছে নিজের মতবাদ সম্পর্কে মার্কসের লাগামছাড়া দম্ভোক্তির জন্য। এর ফলশ্রুতিতে মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের অভ্যন্তরেও অনুরূপ সীমাহীন আত্মদম্ভের উদ্ভব হয়েছে। দুটোই মানবীয় গুণাবলী-বহির্ভূত। দুটোরই স্বভাব ভুল-ত্রুটি আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক সম্মতি এবং পরিবর্তনকে অস্বীকার করা!

এই মার্কসীয় বন্য-জীবন বিজ্ঞানের কি কোনো প্রয়োজন আছে মানুষের কাছে? না! কিন্তু এই কলংকিত মার্কসবাদী 'জানোয়ারতন্ত্র' লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, দরিদ্র মানুষকে হত্যা করে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে করে ভিটেছাড়া, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটে — যতক্ষণ না সারা পৃথিবী এই মার্কসবাদী বর্বর জীবন-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নেয়।

www.pathagar.com

এই সর্বনাশা শনিকে পৃথিবী যত বেশি সহ্য করবে, সে তার হাতে তত বেশি বিপর্যস্ত হবে।

অংশ-৩ দু'-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত গোটা বিশ্বে মার্কসবাদ প্রত্যাখ্যাত

"রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সম্ভবতঃ ১৪.৫ মিলিয়নের বেশি সদস্য নেই, আর ফ্যাসীবাদী (সমাজতন্ত্র-বিরোধী দলের লোক, ফ্যাসীবাদের জন্মস্থান ইটালীতে) দলের সদস্য সংখ্যা ছিলো তিন মিলিয়নের মত। নাৎসী (হিটলার-প্রতিষ্ঠিত) দলের সদস্য-সংখ্যাও ছিলো প্রায় তিন মিলিয়ন।"[৪২]

ছত্রিশ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে পোল্যান্ডে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য মাত্র তিন মিলিয়ন। এক হাজার মিলিয়ন জনঅধ্যুষিত চীনে মাত্র চল্লিশ মিলিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টি-সদস্য রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পৃক্ত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও এসব সদস্যের কোনো স্বাধীনতা নেই এই 'লাল একনায়কের' সমালোচনা করার — যেখানে একজন মানুষ হিসেবে যে কোনো ভুল করা তার পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক বলে সে বিশ্বাস করে। প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সমস্ত হুকুম অবনত মস্তকে মেনে চলার জন্য তারা যেন মানবাকার যন্ত্র-মানব। এভাবেই দেশ শাসিত হচ্ছে এক অথবা তিন, অথবা ছয় ব্যক্তির দ্বারা।

তা'হলে, মার্কসবাদী দেশসমূহের পদানত নাগরিকদেরকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে গণ্য করা কি সংগত? যখন একজন বিমান ছিনতাইকারী দাবি করে, ছিনতাইকৃত বিমানের সমস্ত যাত্রীই তার একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী, কারণ তারা সবাই সবিনয়ে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে এমন কি ক্রীতদাসের মত অবনত মস্তকে তার আদেশ পালন করছে, তখন এই অপহরণকারীর দাবির মধ্যে কি বিন্দু পরিমাণ মহত্ত্ব থাকে?

মার্কসবাদীরা তাদের প্রতিভূসহ ছিনতাইকারীরূপে

বিমান দস্যুতার সমস্ত উপাদানের সাথে জড়িত রয়েছে বিমান ছিনতাই, গোয়েন্দাদের ঘুষ প্রদান, আইন লংঘন, গোপনীয়তা, রক্তপাত এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায় ও অমানবিক কাজ করার জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ। সে একটি বিমান দখল করে এবং তাকে তার ইচ্ছামাফিক চালাতে চালককে নির্দেশ দেয়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম অবাধ্যতা অথবা মতভেদ অথবা প্রশ্ন তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। বিমানবন্দরে যদি অধিকতর শক্তিশালী কেউ তাকে পরাভূত করতে চেষ্টা করে এবং তার আদেশ অমান্য করে, তাহলে সে বিস্ফোরকের সাহায্যে তার চারপাশের সমস্ত কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন, ধ্বংস করে দেয়।

www.pathagar.com

এর সাথে (বিমান ছিনতাই) কি কোন পার্থক্য গোচরীভূত হয়, যখন দেখি মাত্র গুটিকয়েক চক্রান্তকারী ক্ষমতা দখল করে সমগ্র দেশবাসীকে তাদের নির্দেশিত পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেয়? জাতি যদি তার প্রতিরোধ করে, তা'হলে তারা তাকে সমূলে ধ্বংস করে। যদি তারা কখনও হুমকির সম্মুখিন হয়, তখন অগ্নিবর্ষী গোলাবারুদ নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তারা তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতাদের আহ্বান জানায়। আফগানিস্তান হলো সন্ত্রাসবাদের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত।

মার্কসের মতে, "পূর্বের সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলনই ছিলো সংখ্যালঘুদের আন্দোলন। গণ-আন্দোলন হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে নিবেদিত বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন।"[৪৩]

কী রকম 'বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা' পরাভূত আফগানিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান মানুষ তা জানে। দেশের কোনো শ্রেণীর মানুষই সেখানে 'লাল কসাইদের' সাথে নেই। সরকারী সৈন্যরা পর্যন্ত পর্যুদস্ত হচ্ছে। অন্য কেউ নয়, শুধুমাত্র কয়েক হাজার কম্যুনিস্ট পার্টি-সদস্যকে মার্কসবাদী সংখ্যালঘুর স্বেচ্ছাচারী সন্ত্রাসবাদের নিষ্পেষণকারী চাকার দাঁত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছে, আপন রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় তারা লিখে গেছে সেই পশু-জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থনহীনতার কথা। অবশিষ্ট মানুষ প্রতিদিন অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। যে ছিনতাইকারী তার প্রতিভূকে বন্দুক, গ্রেনেড এবং বিস্ফোরকের ছত্র-ছায়ায় নিরাপদে রাখে, তাকে সে পছন্দ করবে। একইভাবে পরাভূত দেশের অনিচ্ছুক অধিবাসীরা দেশ ও জাতির 'লাল ছিনতাইকারী'দের প্রতি ঘৃণার তীব্র হেমলক উদ্গীরণ করে। এই সন্ত্রাস-পীড়িত মানুষগুলোকে কি মার্কসবাদে বিশ্বাসী বলে গণ্য করে সম্মান জানানো হয়?

তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ কতিপয় চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী এবং নেপথ্য-নায়কদের মাধ্যমে জাতির জন্য ভয়াবহ এই ছিনতাইকে ডেকে আনে; তারা "বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের আন্দোলন"-এর নামে জাতীয় স্বার্থকে তাদের পালের গোদা রুশ জারবাদের নিকট জলাঞ্জলি দেয়।

মার্কসবাদী ছিনতাইকারী সরকারের অধীনস্থ অল্পসংখ্যক পার্টি-সদস্য তাদের সদস্য-কার্ড প্রত্যর্পণ করে তাদের জ্বি-হুজুর সত্তার অবসান প্রমাণ করে। আর সেই মুহূর্তে স্বাধীনতার সুবাতাস সামান্য হলেও প্রবাহিত হয়।

"১৯৮০ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত পোল্যান্ডের এক লক্ষ ষাট হাজার কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্য তাদের পার্টি সদস্য-কার্ড প্রত্যর্পণ করে।" ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে এ খবর জানা যায়।[৪৪]

www.pathagar.com

তখনই পোল্যান্ডে 'লাল শাসনের' অবসান ঘটেনি। পোল্যান্ড-সীমান্তের চতুর্দিকে রাশিয়া তার বিশাল সেনাবাহিনী মোতায়েন করছিল। এর উদ্দেশ্য ছিলো পোল্যান্ডবাসীদের ভয় দেখানো যে, মার্কসবাদের অবাধ্য হলে ভয়ানক প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এ সময় পোল্যান্ডে কেবল সামান্য পরিমাণ অনুকূল হাওয়া বইছিল, আর কম্যুনিস্ট পার্টি-সদস্যরা প্রত্যর্পণ করলেন তাঁদের সদস্য-কার্ড। পোল্যান্ড যদি সত্যিকার পোল্যান্ডই হয়, তাহলে কতজন কম্যুনিস্ট সত্যিকার কম্যুনিস্ট থাকবে, তা' সহজেই অনুমেয়।

মার্কসবাদী বিশৃঙ্খলার কথা পাঠ করে, লাল ছিনতাইকারীদের প্রতিভূ জাতি ও দেশের সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়ে, পোল্যান্ডে মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদের কবর খননের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে অবিসংবাদীরূপে একটি কথাই প্রমাণিত হয় যে, মাত্র সামান্য সংখ্যক 'লাল একনায়ক' মার্কসবাদে বিশ্বাস করে, যা তাদেরকে অসীম ক্ষমতাশালী বলে স্বীকার করে।

মার্কসবাদের অনুসারী সকল দেশে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত পার্টি-সদস্যরা, যাদের সংখ্যা মাত্র কয়েক মিলিয়ন, তাদের লাল একনায়কের ক্ষণস্থায়ী সহযোগী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মহা ক্ষমতাশালী আন্তর্জাতিক লাল জারবাদের ইচ্ছার বলী হয়ে তাদেরকে দেশীয় শক্তিমত্ত প্রভুর পতনের দায়ভাগ বহন করতে হয়। সাধারণ মানুষ, যাদের সংখ্যা একশত কোটিরও বেশি, মার্কসবাদ দিয়ে কিছুই করার নেই তাদের। তারা প্রতিভূ মাত্র। কোনো ছিনতাইকারীই তাদের মতামত গ্রহণ করে না কিংবা তাদের সম্মতির অপেক্ষা করে না। তারা শুধু প্রভুর হুকুম তামিল করবে এবং তাদের বন্য-অধিকার নিয়েই জীবন যাপন করবে, এই-ই তাদের নিয়তি।

ভায়োলেন্স, একনায়কতন্ত্র, ব্রেজনেভের মতাদর্শের ছাতা মাথায় ধরে রাখা অবিরত লড়াই ও বিদ্রোহ বিক্ষোভ পরিত্যাগ এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা, ভোটাধিকার, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, আইন বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ঘোষণা প্রদানের ব্যাপারে মার্কসবাদীদের অক্ষমতার কারণেই তারা দেশ শাসনে জনগণের ম্যান্ডেট লাভে ব্যর্থ হচ্ছে। মার্কসবাদের স্রষ্টারা তাঁদের ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা ও অসারতার কথা জানতো যা জনগণ কর্তৃক কখনই গৃহীত হবে না। সুতরাং তারা সকল মানবিক বিধি-বিধান অস্বীকার করে পাশব শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো। তারা শক্তি প্রয়োগ করেছিল অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য, তাকে অব্যাহত রাখার জন্য, অনিচ্ছুক জনগণ কর্তৃক তাকে গ্রহণ করানোর জন্য, এই সব লক্ষ লক্ষ মানুষকে কবজা করে রাখার জন্য, তাকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত করে সারা পৃথিবীকে পদানত করার জন্য।

www.pathagar.com

তাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ তাদের অন্তঃসারশূন্যতারই দর্পণ। পাশব শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাসের সাথে খুনী, ডাকাত এবং চোরাচালানীদের বিশ্বাসের কোনো পার্থক্য নেই।

প্রচার-প্রপাগান্ডা, ওয়াদা এবং সর্বময় রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সম্ভাব্যতা ও রুশ সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে কিছুসংখ্যক সহজ-সরল মানুষকে মার্কসবাদে দীক্ষিত করা সম্ভব।

গান্ধীকে নিয়ে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার একটি মহোত্তম প্রচেষ্টার ফলে আমেরিকায় গান্ধীর কর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে। "হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধীর ওপর ব্যাপক চর্চার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"[৪৫]

রুশ উপনিবেশগুলো থেকে লুণ্ঠিত সম্পদরাজি মার্কসবাদী আগাছাকে বাঁচিয়ে রাখছে

সোনা, তেল, হীরক, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সহ রুশ সাম্রাজ্যের লুণ্ঠিত ধন-সম্পদরাজি ব্যবহৃত হচ্ছে — হয় সুদৃঢ় সামরিক আয়োজনে, নতুবা মার্কসবাদের প্রচার-প্রপাগান্ডায়, কিংবা জনপ্রতিনিধিত্বহীন টলটলায়মান 'লাল-পুতুল', পার্টি, নেতৃবৃন্দ এবং সারা বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদ বিস্তারের লক্ষ্যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য অর্থানুকূল্য প্রদানের কাজে। একশত মিলিয়নেরও বেশি বই (মার্কসবাদের স্বপক্ষে) প্রকাশিত হয়েছে। "রাশিয়ার বন্ধু" হিসেবে হাজার হাজার পর্যটক রাশিয়ার অভ্যন্তরে ভি. আই. পি-র মর্যাদা পায়। উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো ঃ ঐ সব পর্যটক নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তার (রাশিয়ার) প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, গাইবে তার মুক্তকণ্ঠ স্তব-গীতি।

একজন গণপ্রতিনিধিত্বহীন, মিথ্যা-শঠতা, প্রতারণার সেবাদাস ও গণ-ধিকৃত শাসক, নেতা অথবা চিন্তাবিদের দ্বারা আত্মপ্রশংসা ক্রয়ের এ এক ঘৃণ্যতম পন্থা। এটা "অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাকে অগ্রিম দক্ষিণা দিয়ে নিজের জন্য সম্মান-মুকুট বাগিয়ে নেয়ার"[৪৬] মতই কাজ।

সমস্ত অপকৌশল কাজে লাগিয়ে মার্কসবাদের উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য প্রতি সপ্তাহে ব্যয় করা হয়েছে হাজার হাজার সম্প্রচার ঘন্টা, মুদ্রিত করা হয়েছে হাজার হাজার শব্দ, প্রতিদিন খরচ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ ডলার, প্রতি সপ্তাহে খুন করা হয়েছে শত শত মানুষ, হাজার হাজার শরণার্থী সৃষ্টি করা হয়েছে ফি-সপ্তাহে, যখন-তখন দখল করা হয়েছে হাজার হাজার মাইল জমি।

এ সবই করা হয়েছে এজন্য যে, মার্কসবাদের কোনো ক্ষমতা নেই নিজগুণে জনগণের মন জয় করার। এটা এমন কোনো সুগন্ধী নয়, যা এর অভ্যন্তরীণ গুণ

ও বিশুদ্ধতা প্রকাশ করবে; কিন্তু উচ্চকণ্ঠ, বন্দুকবাজ এবং ডলার অপব্যয়কারী দোকানী তার নিজের প্রতিধ্বনিকে ক্রয় অথবা নিয়ন্ত্রণ করে, যা তার নিজের কথাকেই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে।

অসত্য যদি জোর করে চাপিয়ে না দেয়া হয়, যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টি না করা হয়, তাহলে তা অপ্রয়োজনীয় আগাছার মতই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অসত্যের এই অকাট্য প্রমাণকে কেবল সেসব দূরাচারেরাই অস্বীকার করে, যারা মার্কসবাদের পংকিল পুকুরে একই 'ঝাঁকের কই'।

মার্কসীয় ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি একনিষ্ঠ এইসব মানুষের মধ্যে কিছুসংখ্যক হচ্ছে বিপথগামী তরুণ, যারা সমাজের নানা ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, তারা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ এবং যত্র-ছত্র খুনখারাবিতে লিপ্ত হয়। কয়েক বছর পর তাদের ইপ্সিত ফল লাভের ব্যর্থতা তাদেরকে ভায়োলেন্স এবং দীর্ঘমেয়াদী ভয়াবহ পরিণতির দিকে টেনে আনে। সমাজ তাদের প্রতি কোনো সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। এমন কি শ্রমিক শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত এ সব তরুণের সাহচর্যে আসতে অস্বীকার করে।

"ইটালীয় রেড ব্রিগেডের প্রধান সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন।"[৪৭] তাদের লক্ষ্যের দিকে ইটালীয় শ্রমিক শ্রেণীকে পুনঃ একত্রিত করতে তাদের ব্যর্থতার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে এক সময় সশস্ত্র কম্যুনিস্ট সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে নক্সালীদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এখানে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষণীয় যে, ভারতে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে অধিকাংশই শুদ্রজাতীয়, যারা মার্কসবাদের বিষফল মুখে তুলে নেয়নি। যদি তারা এটা করত, তাহলে ভারতের শাসনক্ষমতা দখলে এই লাল-নেকড়েরা সফল হতো। এইসব নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলোর হাজারো দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা ভায়োলেন্সকে অত্যন্ত ঘৃণা করেছে। এটা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সাময়িক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শান্তিপূর্ণ চেষ্টা চালানো অমানবিক ও পাশব হানাহানির তুলনায় উত্তম; এই পাশব হানাহানি প্রতিটি মানুষকে পশুতে পরিণত করে ফেলে এবং তা' পরিশেষে চূড়ান্ত ভায়োলেন্সে পর্যবসিত হয়।

বর্তমান ভারতীয় মার্কসবাদী লাল-নেকড়েরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তবে সে যুদ্ধ বন্দুক-যুদ্ধ নয়, ভোট-যুদ্ধ। ভায়োলেন্সের সর্বনাশা নীতি পরিত্যাগ করে এই পন্থা অবলম্বন করা তাদের বিশেষ কৌশল, না এটা তাদের মনের পরিবর্তন, সে-বিতর্ক অনাবশ্যক। এখানে যেটা প্রণিধানযোগ্য, তাহলো বিশৃঙ্খল মার্কসবাদী নীতির ব্যর্থতা, যদিও সে নীতি শূন্য মাকুতে 'বাতাসের সূতোয়

www.pathagar.com

কাপড় বোনার' ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম 'নিষ্ফল' ঊনবিংশ শতাব্দীর শুষ্ক মস্তিষ্ক-প্রসূত। এই মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে মার্কসবাদের লাল-চেলারা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধী এবং বুদ্ধের দেশ ভারতে তারা মার্কসবাদী লাল-চেলা হয়েও ভারতীয়, রুশীয় নয়। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার অসহায় মানুষেরা তাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত যে মানবিক সাহায্য পাচ্ছে, সে জন্য তাদের কাছে তারা কৃতজ্ঞ।

একই রকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে ইউরোপীয় মার্কসবাদী চেলাদের মধ্যে। মার্কসবাদে একনিষ্ঠভাবে আস্থাশীল কিছু লোক যখন পেছন ফিরে তাকাতে চাইছে, তখন তারা দেখতে পাচ্ছে স্টালিনবাদের বেয়াড়া ভূত তাদের দলের মধ্যেই আসন গেড়ে বসেছে। মার্কসবাদী আদর্শপুষ্ট রাশিয়া এবং তার 'লাল-জারতন্ত্রের' প্রভাব থেকে কারও কারও মোহমুক্তি ঘটেছে। হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং আফগানিস্তানের ওপর অবৈধ আগ্রাসন সম্পর্কিত নির্জলা মিথ্যাচারকে তো তারা নীরবে হজম করে নিতে পারে না। বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রের সাথে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং মিশ্র অর্থনীতির অভাবনীয় সাফল্য মার্কসবাদী বিভ্রম এবং বিশৃঙ্খলাকে তছনছ করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অথবা মার্কসের কম্যুনিজমের অগ্নিস্রাবী মুখ থেকে তা প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। মার্কসবাদী তথাকথিত সমৃদ্ধি আর বিজ্ঞানের তীব্র চিৎকার অচিরেই জনসাধারণকে বধির করে ছাড়বে। নিম্নবর্ণিত বাস্তবতার নিরীখে বিচার করা সহজ হবে যে, কী অসাধারণ চাতুর্যের সাথে ভ্রান্ত মার্কসবাদ ইতিহাসের চাকাকে উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছে!

ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছে কে?

১. মধ্যযুগের ইউরোপবাসীদের কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হতো। সামন্তবাদ ও গির্জা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। মধ্যযুগের আচার-আচরণের কঠোর পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও ছিলো ভয়ানক সংঘাতপূর্ণ। এই প্রতিক্রিয়ার নামই রেনেসাঁ বা নব-জাগরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকৃতপক্ষে ছিলো মধ্যযুগের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

এই অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কসবাদ ব্যক্তিকে পুনঃপ্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের শক্তি-নিগড়ে শৃঙ্খলিত করে এই প্রাগ্রসর বিংশ শতাব্দীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগকেই পুনর্জীবিত করেছে। মার্কসবাদী নিপীড়ন-নির্যাতন বর্ণনাতীত অমানবিক, পাশব।

www.pathagar.com

এটা কি ইতিহাসের চাকার পশ্চাৎগতি, না সম্মুখগতি?

২. ভবিষ্যতের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের যে প্রতিশ্রুতির কথা মার্কসবাদ ঘোষণা করেছে, তা অরণ্যচারী কতিপয় উপজাতি অথবা উত্তর আমেরিকার অসভ্য ইন্ডিয়ানদের আদিম সমাজ-ব্যবস্থারই পুনরুজ্জীবন। কল্পনাশক্তির এই অবাধ পাখাবিস্তার কেবল যে নিষ্ফলতাকেই লালন করে তাই নয়, মার্কসবাদীদের দ্বারা সংঘটিত খুন-খারাবিকে বৈধ করে নেয়ার তা এক সুচতুর ফন্দি, যা' এই লাল-খুনীদের অনুপ্রাণিত করছে যত মিলিয়ন প্রয়োজন তত মানুষ হত্যায়; কারণ এই সময়টাতো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। সামনেই রয়েছে সেই কাল্পনিক কাঁচের স্বর্গ।

আমাদের বর্তমানটা বাঁধা পড়ে আছে মধ্যযুগীয় স্থবির খুঁটির সাথে।

আমাদের ভবিষ্যৎ বাধা পড়ে আছে নীরব-নিয়ন্ত্রক অতীতের হাতে, প্রস্তর যুগ এবং আদিম উপজাতীয় সমাজের হাতে।

এটা কি ইতিহাসের চাকার পশ্চাৎগতি না সম্মুখগতি?

৩. "প্রাগ্রসর সভ্য সমাজ অনেক পুরনো আবেগানুভূতির প্রতি আস্থাশীল।"[৪৮]

আদিম সমাজে মানুষের প্রয়োজন ও ইচ্ছা সন্তোষজনকভাবে পূর্ণ হতো একান্ত সরল-সহজ উপায়ে, নির্বিঘ্নে। কামজ এবং যুদ্ধবাজী প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়া হতো না। শুধু বর্তমান সভ্যতাই তাদের সামনে তুলে দিয়েছে বাধার প্রাচীর।

একমাত্র মার্কসবাদই হলো সেই মতাদর্শ, যা আধুনিক মানুষকে বর্বর পশুতে পরিণত করছে এবং পদ্ধতিগতভাবে তার যুদ্ধংদেহী প্রবৃত্তিকে বাঁধনছাড়া করে দিচ্ছে। একজন মার্কসবাদী ঘাতক যত বেশি সংখ্যক মানুষ খুন করতে পারে ক্ষমতার মই বেয়ে তত বেশি উপরে সে উঠতে পারে।

আধুনিক মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নর-পশুতে রূপান্তরিত করাই মার্কসবাদের 'অনন্য কৃতিত্ব'। এটা কি ইতিহাসের চাকার পশ্চাৎগতি, না সম্মুখগতি?

৪. একে অপরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে প্রতিহত করার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করেছে। প্রত্যেকের মধ্যেই এই সচেতনতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো যে, সে নিজেই একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাদের প্রত্যেকেই এই বৃহৎ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' থেকে ক্ষুদ্রতর পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের' চেতনা তারা ইতিহাসের স্বৈর শাসকদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল — যারা নিজেদেরকে "রাজাদের রাজা" অথবা "দেশের রাজা" অথবা এই বিশ্বে যা কিছু আছে সকল কিছুরই রাজা বলে মনে করত।

www.pathagar.com

কিন্তু ১৯৪৫ সালে পুঁজিবাদী আমেরিকা ব্যতীত উপরে বর্ণিত মনোভাবের অধিকারী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ই.ই.সি. বা 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' গঠন।

প্রকৃত বিজ্ঞানের এই যুগে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-চেতনা' একেবারে সেকেলে, ভব্যতাহীন, সহিংস, অযৌক্তিক, বর্বরোচিত এবং আদিম।

কিন্তু মার্কসের ভ্রান্ত সামাজিক বিজ্ঞান মার্কসবাদী একনায়ককে প্রাচীন কালের বর্বর স্বৈরশাসকদের যুগে টেনে নিয়ে গেছে এবং 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বজোড়া রাষ্ট্র'-এর কন্টক-মুকুট পরিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। বৃহত্তর বিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকে থাকার সজ্ঞান বাসনা নিয়ে আজকের পৃথিবীর সভ্য দেশগুলো এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে; পক্ষান্তরে, অসভ্য মার্কসবাদী মতাদর্শ তার উদ্দেশ্য এবং কর্মধারা পৃথিবীকে পদানত করতে নভোমণ্ডলের নিচে যা কিছু আছে সকল কিছুর ওপর স্বৈর একনায়কত্ব চালাতে মানুষকে পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; এমন কি ৭৫ শতাংশ মানুষকে যদি এই নিয়মে হত্যার প্রয়োজন হয়, তবুও।

এটা কি ইতিহাসের চাকার পশ্চাৎগতি, না সম্মুখগতি?

৫. প্রতিক্রিয়াশীল মার্কসবাদ নিজেকে প্রধানতঃই অর্থনীতি ভিত্তিক মতবাদ বলে দাবি করে। চারটি দেশে বিভক্ত দু'টি জাতি (জার্মান এবং কোরিয়ান) পুঁজিবাদী ও মার্কসবাদী অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে। দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিম জার্মানী* বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো যুদ্ধের মারণাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাদের সমৃদ্ধিও অত্যন্ত বিস্ময়কর।

মার্কসবাদী রাশিয়া তার জনগণকে বাঁচাবার জন্য পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করে; লাভ করে ধারে বিক্রয়ের সুযোগ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা। অভ্যন্তরীণ স্বৈরশাসনের অবাধ দাপট এবং অপরিমেয় সম্পদরাজি থাকা সত্ত্বেও সে তার প্রতিপক্ষ দেশসমূহের পেছনে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

কিন্তু মার্কসবাদ 'মৃত্যু-শিল্প' এবং সামরিকতন্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে। আর ইতিহাস কখনও সামরিকতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী বলে স্বীকার করে না — হোক তা লাল, সাদা, হলুদ, কালো কিংবা সবুজ।

এটা কি ইতিহাসের চাকার পশ্চাৎগতি, না সম্মুখগতি?

৬. সংস্কার ও পরিবর্তনমূলক কাজের জন্য প্রায় সময়ই ভায়োলেন্স, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা এবং ক্রোধাত্মক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একটি হাঙ্গামার

* বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী একীভূত হয়ে অখণ্ড জার্মানী হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

পরিণাম ফল হিসেবে ওগুলোর পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন হয়। প্রতিক্রিয়াশীল মার্কসবাদ সামগ্রিকভাবে, এককভাবে একটি ভায়োলেন্স-হিংসা-হানাহানির ভাণ্ডার। জ্ঞান এবং প্রগতি হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন লেবেল কপালে এঁটে সর্বনাশা মার্কসবাদ তার আসল চরিত্রকে ঢেকে রাখতে পারছে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো সীমা বেঁধে দেয়া নেই। মার্কসবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইন বিভাগের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে বিকশিত হয়। এ সকল স্বাধীন রীতি-নীতিকে মার্কসবাদ একান্ত অবজ্ঞার সাথে ধ্বংস করেছে। পুঁজিবাদী দেশে যা কিছু দেখা যায়, করা যায়, বোঝা যায়, অর্জন করা যায়, মার্কসবাদী দেশে তার সবটাই পরিবর্তিত, শৃঙ্খলিত হয়।

মার্কসবাদের পথচলা সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে। এটা যদি পুঁজিবাদের তুলনায় প্রতিক্রিয়াশীল না হয়, তবে কি?

প্রগতির নামে তা প্রকৃতপক্ষে অধোগতি—যা' 'মৃত্যু-শিল্প' ও সামরিকতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে নিয়ে যায় সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে, বন্ধ করে রাখে তার মুখ, শৃঙ্খলিত করে শরীর, জীবনকে বন্দী করে দাসত্বের বন্ধনে, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে বের করে নেয়।

পৃথিবীর প্রতিটি সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশই কিছু বস্তুগত উন্নয়ন সাধন করে—যেমন, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, শিল্প-কলকারখানা, কৃষি ইত্যাদি। যদি কোনো একদলীয় মার্কসবাদী দেশ একইভাবে অথবা উন্নততরভাবে এগিয়ে চলে, তবে কারো কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কারণ, এর সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে সামরিকতাবাদের দিকে, যার জন্য তার অনেক শত্রু। এই শত্রু সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, সে শক্তি খাটিয়ে তাদের ধ্বংস করতে চায় এবং জোর করে তাদের মার্কসবাদে দীক্ষিত করতে চায়। তারা শক্তির জোরে তাদের মার্কসবাদে দীক্ষিত করতে চায় একটি কারণে, আর তা হলো ঃ মার্কসবাদী স্বৈরতন্ত্র এবং শক্তিমত্ত সম্প্রসারণবাদ জারবাদী স্বৈরতন্ত্র এবং সম্প্রসারণবাদের সাথে পৃথিবী রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হতে বাধ্য — যতক্ষণ না তা কবরস্থান এবং পারস্পরিকভাবে সংঘটিত নিশ্চিন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ইতিহাসের চাকাকে সামনে এবং পেছনের দিকে ঘোরানোর কলকাঠি রয়েছে মার্কসবাদের হাতে। তার নিষ্ফল তারস্বর-চিৎকার খুব কম লোককেই আকৃষ্ট করতে পারে। এরা সেই সব লোক, যারা মার্কসবাদের আলেয়ার পেছনে ছুটে গলদঘর্ম হয়।

এসব বাস্তব সত্যের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, সব দেশের মানুষই

www.pathagar.com

মার্কসবাদীদের প্রত্যাখ্যান করছে। তারা বিধি-নিষেধের কালো ছায়াময় সর্বনাশা রুশ-ছাতার নিচে দাঁড়াতে ঘৃণাবোধ করে, যে ছাতা ব্রেজনেভের নিয়ম-নীতি নামে অভিহিত। সম্পূর্ণভাবে লাল-সাম্রাজ্য কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বোমাবর্ষণ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা — এ সবই ছিলো আইনসিদ্ধ। লাল-সাম্রাজ্য কায়েম হয়ে যাওয়ার পর এর ভাগ্য প্রলেতারীয় জারবাদী মোসাহেবদের হাতের মুঠোয় বন্দী হয়ে যায়; ব্রেজনেভের নিয়ম-নীতির মধ্যে তাদের জন্য যতটুকু সীমিত পরিমাণ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়েছে, ঠিক ততটুকুই তাদের দেয়া হয়। যদি কোনো মার্কসবাদী দেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে লাল-শোষণের বিরুদ্ধে এবং চেষ্টা করে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার, তাহলে রাশিয়ার দানবীয় ট্যাংকসমূহ সে দেশের অধিবাসীদের নির্মম থাবায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। চীনের মত একটি বিশাল সংস্কারকামী কম্যুনিস্ট দেশ যদি জারবাদী রীতি-নীতির প্রভাবকে প্রতিহত করতে চায়, তাহলে, কম পক্ষে দশ লক্ষ রুশসৈন্য চীনসীমান্তে জমায়েত হয়ে চীনাদের মর্মান্তিক পরিণতির হুমকি দেয়।

জঘন্য স্বার্থপরতা দ্বারা তাড়িত হওয়া ছাড়া কোনো দেশপ্রেমিক সেনা অফিসারই তাঁর দেশকে ধ্বংস করতে চাইবেন না, হত্যা করতে চাইবেন না নিজ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে এবং তারপর তাদের চিরতরে রুশ নিপীড়নকারী জারবাদের গোলামে পরিণত করতে চাইবেন না। কোনো আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিই এই রক্তপাতনীতি ও তার মতাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।

মার্কসবাদী 'অস্ত্রনীতিকে' প্রত্যাখ্যান করে মানব জাতির নিকট 'ব্যালট-নীতিই' গৃহীত ও আদৃত হয়েছে।

বর্তমানে মার্কসবাদী কুশাসন মাত্র গুটিকয়েক দেশে কার্যকরী রয়েছে শুধুমাত্র প্রাণঘাতী বিস্ফোরক এবং ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদের জোরেই।

খাঁটি মার্কসবাদী এবং তাদের গুরুতর ভুল

অধিকাংশ খাঁটি মার্কসবাদী মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাস করে সবচেয়ে গুরুতর ভুলটি করে বসে — যে মতবাদ শুধুমাত্র রাশিয়া ১৯১৭ সালে তাদের জন্য মনোনীত করেছিল বলেই টিকে রয়েছে। ইতিহাসের সার্বিক চড়াই-উৎরাইয়ের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় রাশিয়াই একমাত্র দেশ, যে-দেশ অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই দু'টি অমানবিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া সে টিকে থাকতে পারে না এবং একমাত্র মার্কসবাদই সেই ব্যবস্থা, যা এই দু'টি পাশবিক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ এবং একত্রীভূত করে।

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি অবজ্ঞার কারণেই সহজ-সরল জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূলে হয় যে, দুনিয়ার সকল দেশই মার্কসবাদী

www.pathagar.com

রাশিয়াকে অনুসরণ করতে পারে। এ যেন এক আশ্চর্য সম্মোহনী। কারণ পৃথিবীর কোনো দেশেরই এমন কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই যে, কোনো বুদ্ধি-কৌশলেই এই দু'টি বৈশিষ্ট্যকে একীভূত করতে পারতো।

ঐ সহজ-সরল ভদ্রমহোদয়গণ আরও একটি অপরাধজনক ভুল করেন, আর তা' হলো ঃ প্রলেতারীয় জারবাদের বিজিত উপনিবেশগুলোর প্রতি তাদের অবহেলা প্রদর্শন। রাশিয়ার লাল-ঢাকের তীব্র শব্দ তাদের কর্ণকে বধির করছে। এই শব্দ দাসত্বের নয়, ঐ সব ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের জন্য তা স্বাধীনতার আশ্বাসবহ। পৃথিবীর কোনো আত্মমর্যাদাশীল মানুষই একসেট পার্থিব বস্তুর সাথে তার স্বাধীনতাকে বিনিময় করবে না। উল্লেখিত ভদ্রমহোদয়গণ বোধ হয় শেষোক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

"যদি কোনো ডাকাত আমার বাড়িতে ঢুকে আমার গলায় ছোরা ঠেকিয়ে আমার সমস্ত বিষয়-আশয় তাকে দলিল করে দিতে বাধ্য করে, তাহলে এই কাজের জন্য সে কি কোনো খেতাব পাবে? একজন বেআইনী বিজেতা তার তরবারীর জোরেই কেবল এমন খেতাব লাভ করেছে, যে আমাকে বাধ্য করেছে তার বশ্যতা স্বীকারে।"[৪৯]

একজন মর্যাদাশীল ব্যক্তি এই প্রলেতারীয় জারবাদী উপনিবেশবাদের প্রশংসায় কখনও স্তবগীতি গাইবে না, যা' জাপানের কুরীল দ্বীপপুঞ্জ থেকে কাবুল, সেখান থেকে ক্রিমিয়া, সাইবেরীয়া এবং সেখান থেকে পুনরায় কুরীল দ্বীপপুঞ্জ — কোনো দিকেই ভৌগোলিক সীমারেখার ধার ধারে না। সে এসব অঞ্চলের এগারগুণ বেশি অঞ্চলসহ সমগ্র পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ-ভূ-ভাগের ওপর অধিকার দাবি করে। এই নিত্য-সম্প্রসারণশীল নজীরবিহীন জঘন্য এবং সবচেয়ে পাশবিক রাক্ষুসে উপনিবেশবাদ অন্যান্য ছোট ছোট কলোনীওয়ালাদের ভয় দেখিয়ে বিশাল ডংকায় নিনাদ তোলে। নির্বোধ ব্যক্তিরা কেবল তার শব্দটাই শুনতে পায়। উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিনাদিত এই শব্দকে তারা অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। তাদের মনে যদি সামান্য পরিমাণ বিবেচনা-শক্তি থেকেও থাকে, তা এইসব বিশাল ঘন্টার তারস্বর চিৎকারের নিচে চিরতরে হারিয়ে যায়।

মার্কসবাদী আগাছার দ্বিতীয় মুরব্বী — 'সাধু' আমেরিকা

পল্লবিত মার্কসবাদী আগাছা আজকের দুনিয়ার দুই পরাশক্তির উদারতার মাধ্যমে তার কৃত্রিম অস্তিত্বকে জাহির করছে। মধ্যপ্রাচ্যে অফুরান রক্ত-তৃষ্ণার জন্য পশ্চিমকে বাহ্‌বা পেতে দাও; এবং এই রক্ত-তৃষ্ণাই ঐ অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রসারতা এবং জারবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রধান কারণ। আমেরিকানদের তাদের নিজেদের প্রতি অভিসম্পাৎ দিতে দাও, যদি আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, ল্যাটিন

আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বনাশা জারবাদের প্রসারণকারী হিসেবে এখনও তারা সামান্যতম বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়! দুষ্ট লোকের মন্দ কর্ম বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে তার নিজেরই কাছে; যদি তা সরাসরি না-ও আসে, পরোক্ষভাবে হলেও আসে। উভয় অশুভ শক্তি তাদের দুষ্ট-চক্রকে ক্রমান্বয়ে অলংঘ্য নিয়তির মুখোমুখি দাঁড় করাবার জন্য উত্তেজিত করে। আপাতঃ বিরোধী মনে হলেও এটাই সত্য যে, রাশিয়ার পরে আমেরিকাই হলো মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় দালাল, এজেন্ট এবং উন্নয়নকারী। ইসলাম, দারিদ্র্য এবং আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি তার অবজ্ঞাসূচক মনোভাবই সেখানে মার্কসবাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে; অতঃপর ইয়াহূদীবাদ, দক্ষিণ আফ্রিকীয় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ এবং ল্যাটিন আমেরিকান একনায়কদের অন্ধ, অপরিবর্তনীয় সমর্থনের কল্যাণেই সে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমেরিকার খ্রীস্টানরা তাদের দেশের স্বরূপসত্তার প্রতি পুনঃদৃষ্টিপাত করে দেখুক, যেখানে তারা বসবাস করছে; তা কি মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের আমেরিকা, না কি ইয়াহূদীবাদী আমেরিকা!

আমেরিকার যে সমর-শক্তি এবং সূক্ষ্ম চাতুর্যপূর্ণ দুষ্ট রাজনৈতিক কৌশল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কসবাদের বিস্তার এবং ঐ এলাকায় রাশিয়ানদের স্বাগতঃ জানিয়েছে, তা' চিহ্নিত করার জন্য সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনা কি মাথামোটা, গণমাধ্যম কব্জাকারী গোয়েন্দাদের (মানবাকার পশু) আছে? আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট দেশসমূহে মার্কসবাদের নেপথ্য পৃষ্ঠপোষক কে? — এই "কৃতিত্ব" এককভাবেই আমেরিকার, অন্য কারো নয়।

গ্রহমালা (দূরবীক্ষণ সহযোগে) বারবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা সহজ, কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টিপাত করা কঠিন।

"রিগান-প্রশাসনের অনুরোধে আমেরিকান সিনেট ইয়াহূদী আধিপত্যবাদীদের বর্ধিত সাহায্য অনুমোদন করেছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইয়াহূদী পরিবার ৪,২০০ ডলার সাহায্য পাবে; গত বছরের সাহায্য যেখানে ছিল পরিবার পিছু ৩,৫০০ ডলার।"[৪৯]

অধিকৃত প্যালেস্টাইনে মার্কিন উপনিবেশবাদকে দৃঢ়ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যে কোটি কোটি ডলার অপচয় করা হচ্ছে। এই আমেরিকানরাই ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে অল্প সংখ্যক সাহায্যের চীনাবাদাম ছড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে, হয় শ্বেতাঙ্গ একনায়কেরা জনসাধারণের রক্ত শুষে খাচ্ছে কিংবা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী সম্প্রদায় জোতদার, পুঁজিপতি এবং অন্যান্য সেকেলে অমানবিক প্রথা-পদ্ধতির করুণার ওপর নিজেদের ভাগ্যকে সমর্পণ করেছে।

এ রকম অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিছুসংখ্যক ক্ষুব্ধ মানুষ বাধ্য হয়েই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। আমেরিকা যদি তার উপনিবেশবাদী অশুভ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করে এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের কল্যাণার্থে মনোনিবেশ করে, তাহলে মার্কসবাদ সেখানে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। এভাবে ক্ষণস্থায়ী শক্তিকে অবলম্বন করে নিকৃষ্ট মার্কসবাদী আগাছা কৃত্রিমভাবে টিকে আছে। যেখানেই 'ছিনতাইকারী' মার্কসবাদ শিকড় গাড়তে চেয়েছে, সেখানেই তার "অচল ব্যাংক-নোট" প্রতিনিয়ত ছিন্নভিন্ন হয়েছে প্রতিরোধের কঠোর আঘাতে। কিন্তু বর্তমানে এই 'অচল নোটের' কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাশিয়ায় অবস্থিত।

অংশ-৪ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদের ইতিহাস

"নভগরদের যুবরাজ ওলেগ... কিয়েভ জয় করেন এবং কিয়েভের যুবরাজকে হত্যা করেন। কিয়েভ পরিণত হয় অখণ্ড রুশ রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্রে। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় ৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, যা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন হিসেবে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ে আসছে।"[৫০]

রাশিয়ার রাজ্য বিজয়ের তৃষ্ণা আজও নিবৃত্ত হয় নি — হোক সে রাজ্য প্রাচীন, আধুনিক কিংবা প্রলেতারীয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে যুদ্ধ, দমন-পীড়ন, একের পর এক দেশ অধিকার এবং সেগুলো নিজ দেশের অন্তর্ভুক্ত করার ঘৃণ্য তৎপরতা।

"পর্যায়ক্রমে স্লাভিক উপজাতিগুলোকে রুশ রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করার জন্য দশম শতাব্দীর কিয়েভের যুবরাজবৃন্দ রাশিয়ার প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন ... এই সব যুদ্ধ রাশিয়ার ভৌগোলিক সীমারেখাকে প্রসারিত করে এবং সীমান্তগুলোকে করে শক্তিশালী।"[৫১]

তার প্রতিবেশীদের পদানত করার এই সর্বনাশা তৃষ্ণা এখনও পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি। এই তৃষ্ণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশমিত হবে না, যতক্ষণ না তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ স্বশব্দে স্বজোরে তার পেটকে বিদীর্ণ করে দেবে। তখন এই চির-তৃষ্ণার্ত রোগীটি যা অবৈধভাবে জড়ো করে লোভাতুরভাবে, অধৈর্যের সাথে নির্বিচারে মুখে পুরে দিয়েছে, সেই সব অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিক তরল পদার্থগুলি ভয়ানকভাবে ভেতর থেকে উছলে পড়তে শুরু করবে। দুনিয়ার অন্যান্য উপনিবেশবাদীরা 'ফুটন্ত পাত্র' পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে গেছে, যেমন কোনো শিকারী পাহাড়ী-অরণ্যে শিকার শেষে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু রুশ ঔপনিবেশিক শক্তি সমস্ত 'ফুটন্ত পাত্র' তার পেটের মধ্যেই রেখে দিয়েছে, কারণ তার আশা এগুলো সময়ের পথ-পরিক্রমায় একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গ্রীস, রোম এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশ তাদের মূল ভূখণ্ডের মধ্যেই টিকে আছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন রুশ উপনিবেশবাদ ভেতর থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়বে চারদিকে; তার কোনো চিহ্নই আর কেউ খুঁজে পাবে না। ভেতরে লাভার উদ্‌গীরণ আর বাইরে হাতুড়ীর প্রহার — এটা আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই স্বতঃসিদ্ধ, অবিসংবাদী।

"কোনো জিনিসের ভেতরকার ত্রুটিযুক্ত উপাদানসমূহের জন্যই পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং তার অভ্যন্তরীণ ত্রুটিটাই আসল।"[৫২]

"ভ্লাদিমির তাঁর শাসনের প্রারম্ভকালেই প্যাগান পৌত্তলিক ধর্মমতের সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রাসাদের সম্মুখস্থ পাহাড়ের ওপর ছয়টি কাষ্ঠদেব-মূর্তি স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা ও নৈবেদ্যের প্রথা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।"[৫৩]

রাশিয়ান 'ঈশ্বরদের' একত্রীকরণ

রুশ-শাসক তাঁর 'দেবতাদের' একত্রিত করে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সমতাকরণ স্কীম সফল হয়নি "সমতা এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতবাদ" চালু থাকার কারণেই। ইউরোপীয় অধোগতি নিজকে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণায় পূর্ণ করতে উনবিংশ শতাব্দীর অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি, যা তাকে নিষ্ঠুর সমতাকরণ নীতির অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য মার্কসবাদী বিজ্ঞান ও যুক্তি-কৌশল শিক্ষা দেবে।

কিন্তু সমতাকরণের দুষ্ট জীবাণু রুশ-শাসকের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিলো। ১৯১৭ সালে মার্কসবাদ ছাড়া আর কি কোনো ব্যবস্থা ছিলো, যা একান্ত সুশৃঙ্খল পন্থায় এইসব জীবাণুকে পুষ্ট করতে পারত?

রুশ ক্ষমতাসীন চক্র রুশবাসীদের একতাবদ্ধ রাখতে, কিয়েভের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে এবং যুবরাজের শাসন ও সামন্ত প্রভুদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন 'ধর্মমতের' প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিল।

ভ্লাদিমির প্রধান প্রধান ধর্মের পরিচয়-বিবরণী পরীক্ষা করলেন। "মুসলিম ধর্মমত যেহেতু মদ্যপান নাজায়েয করেছে, সেহেতু তা বাতিল করা হলো। ভ্লাদিমির দেখলেন, মদ্যপান তাদের জন্য একটি আনন্দদায়ক ব্যাপার। আমরা ঐ আনন্দকে ত্যাগ করে বাঁচতে পারি না।"[৫৪]

শাসকের পছন্দ গ্রীক-গির্জার দরজা পর্যন্ত হানা দিলো যা ঐ সময় রাষ্ট্রের একটি বিভাগ ছিলো। কাষ্ঠ-দেবতা, কিংবা যীশুর ক্রুশ যা-ই হোক্‌না-কেন, তা অবশ্যই শাসকের স্বার্থকে সংরক্ষণ করত। শাসক ল্যাটিন-ধাঁচের খৃস্টত্বকে গ্রহণ করেনি; কারণ রোমান ক্যাথলিক গির্জা না ছিলো অনুগত, না ছিলো ক্ষমতাহীন। ইসলামী আদর্শ ছিলো আরও বেশি নীতিনিষ্ঠ এবং শুদ্ধাচারী।

www.pathagar.com

এভাবেই রুশ শাসকদের ব্যক্তিগত মর্জি তাদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারকে পরিবর্ধিত করেছে। যা-কিছুই ঐ সর্বনাশা ঝড়কে থামাবার চেষ্টা করেছে, তা-ই উড়ে গেছে প্রবল ঘূর্ণি দোলায়।

পৃথিবীর সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে কেবল মার্কসবাদই ১৯১৭ সালে তারা গ্রহণ করেছিল; কারণ তা একলাই তার অনুসারীদের অসীম ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ইউরোপের মধ্যে রাশিয়া সর্ববৃহৎ দেশে পরিণত হয়েছিল; .... পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়ার আয়তন ছয়গুণ বর্ধিত হয়েছিল।"[৫৫]

কিয়েভ এবং নভগরদ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য ৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রুশ-রাষ্ট্রের জন্ম হয়। চির আগ্রাসী ও জবরদখলকারী রুশ উপনিবেশবাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বৃহত্তম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অতঃপর ১৬৫০ সালের দিকে এর আয়তন ছয়গুণ বর্ধিত হয়। এই রুশ উপনিবেশবাদ ইতিহাসে বর্ণিত সকল প্রকার উপনিবেশবাদ থেকে পৃথক। বিশ্বের কোন পরাভূত জাতিই এই দুষ্ট উপনিবেশদের ছোবল থেকে রেহাই পায়নি। বৃটিশ, ফরাসী এবং অন্যান্য উপনিবেশবাদী দেশ বহু জাতিকে পরাভূত করে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করেছিল। তারা তাদের সর্বস্ব লুন্ঠন করেছিল, তাদের শোষণ করেছিল, করেছিল অপমান অপদস্থ। কিন্তু অবশেষে তারা নিজেদের উদ্ধত পতাকা অবনমিত করেছে এবং সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের গর্বিত পতাকাকে নিজ হাতেই উড্ডীন করেছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ অধঃপতিত উপনিবেশবাদের কাছে এই তথ্য অজ্ঞাত। তা' শুধুমাত্র একটি দেশকে তার উপনিবেশে পরিণত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার সাম্রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

"এভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক দিয়ে রাশিয়া বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ বহুজাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৫৬]

কত কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম এবং জীবন-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছিল? কতশত জাতিকে মৃত্যুর নির্মম গহবরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? কতশত ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল? কতশত রক্ত-নদী প্রবাহিত হয়েছিল? কত লক্ষ পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছিল? কি দ্রুত এই উপনিবেশবাদ জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল? কত দ্রুত তা লক্ষ লক্ষ মাইল ভূখণ্ডকে গ্রাস করেছিল? নতুন প্রসারিত সীমান্ত সৃষ্টির জন্য কেমন যত্নের সাথে তা পুরানো সীমান্তগুলোকে নিশ্চিহ্ন করছে?

www.pathagar.com

রাশিয়ার ঔপনিবেশিক অস্থিশীলতা কি স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে?

বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরও তার সর্বনাশা অতৃপ্তি কি প্রশমিত হয়েছে, অথবা সে কি স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে? এখনও সে কি দিকে দিকে তার সম্প্রসারণবাদী কালো থাবা বিস্তার করছে না? পৃথিবীর সর্বশেষ টুকরো জমি গ্রাস না করা পর্যন্ত, সাগরের সর্বশেষ বিন্দু পানি না শুষে নেয়া পর্যন্ত এবং সর্বশেষ মানব-শিশুটিকে নিয়ন্ত্রণাধীন না করা পর্যন্ত কি তার এই ঐতিহাসিক লালসা প্রশমিত হবে না? পুরনো ধাচের রাজকীয় জারতন্ত্রের অধীনে এই লক্ষ্যে স্বপ্ন দেখা, পরিকল্পনা ও কাজ করা কি সম্ভব ছিলো? এর অভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছাচার ও বাহ্যিক সম্প্রসারণবাদের স্বপক্ষে ওকালতী করা ও তাকে আইনসঙ্গত করার কাজে সাফাই গাওয়ার জন্য মার্কসবাদই কি একমাত্র অপরিহার্য ব্যবস্থা ছিলো না? রুশ জারবাদই কি ১৯১৭ সালে সর্বজন-ধিকৃত ব্যবস্থাকে চালু করার প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেয়নি? রাশিয়ার মাটি কি শুষ্ক মার্কসবাদী আগাছার মূলে লক্ষ লক্ষ রুশবাসীর তাজা রক্ত ঢেলে দেয় নি? জারবাদী শাসনামল থেকে অধ্যাবধি এই আগাছাকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য কত মানুষকে খুন করা হয়েছে? কমপক্ষে এখন পর্যন্ত রুশ জারবাদী উপনিবেশবাদ নিজে টিকে থাকবে এবং অন্যদের টিকিয়ে রাখবে — এতে কি পৃথিবীর মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোনো অবকাশ আছে? না! সে জন্য স্বস্তির কোনো অবকাশ নেই। কারণ, তা এখনও এই উপনিবেশবাদের কুটিল প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেনি।

ফরাসীরা ফ্রান্সের এককালের উপনিবেশ আলজিরিয়াকে নিজ দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করেছিল। তারা আলজিরিয়ার মাটিতে উপনিবেশবাসীদের স্থায়ী আবাস গড়ে দেয়। কিন্তু সিংহ-হৃদয় আলজিরিয়াবাসী স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে রাহুমুক্ত করার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে ফরাসীরা প্রায় দশলক্ষ আলজিরীয় মুজাহিদকে হত্যা করেছিল।

বহু ফ্রান্সবাসী এই যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং আলজিরীয়ার স্বাধীনতা লাভে সহযোগিতা করে। তারা এজন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল।

পৃথিবীর সকল উপনিবেশবাদীই খারাপ। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে রুশ উপনিবেশবাদ। অন্য উপনিবেশের লোকেরা নিকৃষ্ট জাতি। কিন্তু রাশিয়া নিকৃষ্টেরও অধম। অন্যরা অন্যায় করেছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সীমার মধ্যে থেকেই। কিন্তু রুশ উপনিবেশবাদ জঘন্য অধঃপতনের পংকে হাবুডুবু খাচ্ছে, যা থেকে বেরুনোর কোনো অবকাশ তার নেই। অন্যরা পরাভূত উপনিবেশে এক অথবা দুই মিলিয়ন মানুষ হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা বিজিত জাতির অগণিত মানুষকে হত্যা করতে পারে না, পারে না একটি গোটা জাতিকে তার নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে অন্যত্র নির্বাসিত করতে এবং অবশিষ্ট মানুষকে

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসে বাধ্য করতে। রুশ উপনিবেশবাদ এক অথবা দুই মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় না; আক্রান্ত দেশ আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত চলে তাদের অবিশ্রান্ত হত্যালীলা। এ ছাড়া, একটি সাহসী জাতিকে সে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এহেন পশুবৎ বর্বরতাই রুশ উপনিবেশবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"স্টালিন কর্তৃক নির্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত ক্রিমীয় তাতাররা এখনও পর্যন্ত তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি পায়নি।"[৫৭]

প্রতিটি উপনিবেশেই কিছু ঔপনিবেশিক রুশীয় রয়েছে, এরাই প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। মূল অধিবাসীদের ভালোভাবে খেতে-পরতে দেয়া হয়, সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ার ব্যবস্থাও তাদের জন্য করা হয়। এদের এই যে ভালো বাসস্থান, খেতে-পরতে দেয়া ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা — এগুলো শাসকের জন্য ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগেরই মত, যা সঠিক পন্থায় ঔপনিবেশিক-প্রভুকে সেবা প্রদান করে। রাশিয়ার নব্য-জারবাদী ঈশ্বরের স্তবগায়কেরা এই সত্যটি একেবারে বিস্মৃত হয়েছে — যারা, হয় সময়ে সময়ে স্বার্থ হাসিল করছে অথবা নিয়মিত অর্থ পাচ্ছে ঔপনিবেশিক-প্রভুর কাছ থেকে। এই লাল দু'-পেয়ে, শেখানো-বুলির তোতাপাখিদের বিশ্বজুড়ে সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলে সাফাই গাওয়ার কাজে গলদঘর্ম থাকতে দেখা যায়। জারবাদী অপরাধের দায়ভাগ তাদের ওপরও বর্তায়; কারণ তারা শাসকের কাছ থেকে যে দান-দক্ষিণা লাভ করে, তা' আসে উপনিবেশগুলোর লুণ্ঠিত সম্পদ থেকেই। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্ন থেকে ২৭-১২-১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের ওপর রুশ আধিপত্য বিস্তার পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যানারে, বিভিন্ন শ্লোগানে, বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন ছল-ছুতোয় রাশিয়ার রাজকীয় এবং প্রলেতারীয় জারবাদী চক্র বহু জাতিকে পদানত করেছে।

একটি লুটেরা জাতির তস্কর উপনিবেশবাদ

৮৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত এই চির-আগ্রাসী উপনিবেশবাদ দৈনিক গড়ে কতো মাইল জমি অবৈধভাবে দখল করেছে, একমাত্র কম্পিউটারই তার হিসাব বের করতে পারে। গড়ে প্রতিদিন কত মিলিয়ন ব্যারেল পেট্রোল এবং কত মিলিয়ন টন লৌহ-আকরিক পরাভূত উপনিবেশগুলো থেকে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে, তার হিসাবও একমাত্র কম্পিউটারের পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

নিচের বর্ণনা থেকে রাশিয়া কর্তৃক মুসলিম সম্পদ লুণ্ঠনের সামান্য আভাস পাওয়া যায় ঃ

"এটা অত্যন্ত সাধারণ জানার বিষয় এবং সোভিয়েতরা এটা একান্ত

www.pathagar.com

খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে যে, তুর্কীস্তানই রাশিয়ার জন্য কাঁচামালের প্রধান উৎস। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসেবে এই প্রজাতন্ত্রের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর তুর্কীস্তান নিম্নবর্ণিত হারে পার্সেন্টেজ দাবি করে ঃ কয়লা-আনুমানিক ৪৫%, পেট্রোল ৬০%-এর অধিক; প্রাকৃতিক গ্যাস ৫০%; লৌহ-আকরিক ৭০%; তামা ৭৬%; পারদ আনুমানিক ৯০%; দস্তা ৮৬%; ক্রোমিয়াম ৮০%-এর অধিক; নিকেল আনুমানিক ৮০%; ফসফরাস, গন্ধক, পটাশিয়াম এবং এন্টিমোনি প্রভৃতি ধাতুর রিজার্ভ ৭৫%-এর অধিক। এ ছাড়া তুর্কীস্তানে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম, সোনা, রুপা এবং প্লাটিনামও পাওয়া যায়। তুর্কীস্তানের ধনী ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে একটি সোভিয়েত সংবাদপত্র রাশিয়ার কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছে ঃ "সোভিয়েত কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রে বছরে আনুমানিক ১২০-১৩০ মিলিয়ন টন লৌহ-আকরিক, ১০০ মিলিয়ন টন খনিজ তৈল এবং ৩৫ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব।" শোষণের সাধারণ হার অনুমান করলে দেখা যায়, তুর্কীস্তানে কাঁচামাল হিসেবে যে খনিজ সম্পদ বর্তমান আছে, তা রাশিয়ার সবগুলো শিল্পকারখানায় সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত।

তুর্কীস্তানের কৃষি-সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কেও সকলের জানা আছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ তুর্কীস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বমোট উৎপাদিত তুলার মধ্যে ৯৫% উৎপাদন করে; ৭৫% উৎপাদন করে কাঁচা রেশম; ৬০% ফল; ৬৫% চাউল; ১০০% পাট; ১০০% প্রাকৃতিক রাবার এবং ১০০% কারাকুল পশু-লোম। এই প্রজাতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় শস্য-ভাণ্ডারও বলা হয়। তুর্কীস্তানের অর্থশালী ব্যক্তিদের জন্যেই বিশ্ব-অর্থনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক গতি-প্রবাহ অনুসরণ করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এটা করা তার পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না যদি না তুর্কীস্তানের অর্থনৈতিক প্রাণ-প্রবাহ বেগবান থাকতো।"

"স্বৈরতন্ত্র এবং দাসপ্রথাকে অক্ষত রাখতে এবং পরিবর্তনের প্রবল হাওয়া থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে জারতন্ত্র কোন চেষ্টাই করেনি ... ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়া প্রাযুক্তিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিকভাবেও, পাশ্চাত্যের প্রাগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় মন্থর গতিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১০% শহরে বাস করত; পক্ষান্তরে ৯০% মানুষ নিয়োজিত ছিলো কৃষিকাজে, যে কৃষি-ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে।"[৫৮]

পরিবর্তনের হাওয়া থেকে রুশ সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন রাখা স্থায়ী জারবাদী

www.pathagar.com

নীতিতে পরিণত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পর্যন্ত ভূমিদাসদের নিজ দখলীভুক্ত করা হয়েছে, ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে সাধারণ পণ্যের মত। জারতন্ত্রের প্রধান আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিলো এর স্বৈরতান্ত্রিক বালির বাঁধের এবং নাগরিকদের দাসসুলভ আনুগত্যের প্রাচীরের যে-কোনো ফাটল রোধ করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মন্থরগতিতে খুঁড়িয়ে চলাটা একটি শৃঙ্খলিত, বদ্ধ সমাজের জন্য একান্তই স্বাভাবিক। পরিবর্তনের হাওয়ার বাঁশিতে সে শুনতে পায় সর্বনাশা মৃত্যুঘন্টা। দেশের এবং তার অধিবাসীদের মনের পৃথকীকরণের কাজে মার্কসবাদ একাই একশো।

এহেন স্বেচ্ছাচার ও উপনিবেশবাদের ইতিহাস-সম্বলিত একটি দেশকে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বহু বাধা-বিপত্তি, রাজকীয় জারতন্ত্রের নানাবিধ দুর্নীতি এবং জনগণেই দুঃখ-দুর্দশার মুকাবিলা করতে হয়েছিল।

শুধুমাত্র ১৯১৭ সালে শুষ্ক মার্কসবাদী আগাছা মাটি খুঁজে পায়

প্রত্যাখ্যাত মার্কসবাদের একটি দেশের অভ্যন্তরে শেকড় গেড়ে বসার এটাই ছিলো উপযুক্ত সময় যা' (ক) একনায়কতন্ত্র (খ) বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ (গ) অব্যাহত যুদ্ধ এবং (ঘ) সামরিকীকরণ নীতি অবলম্বন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

"এবং এ সময় থেকেই সে তার স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি-বলয়ে অন্যকে টানার চেষ্টা করেছে এবং সেই সূত্রে একটি যুধ্যমান অবস্থায় নিজেকে সে তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, এটা তার জীবনের ওপর একটি সুস্পষ্ট ছাপ হিসেবে প্রতিভাসিত হয়েছে।"[৫৯]

মার্কসবাদী আদর্শ শুধুমাত্র একটি কিংবা দু'টি জাতি, তিনটি কিংবা চারটি মহাদেশকে আপন প্রভাববলয়ে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে না; সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে সে তার সর্বনাশা স্বৈরতান্ত্রিক শৃঙখলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সংগে নিয়ে সে যুদ্ধের ডামাডোলে জড়িয়ে পড়ে। এটা সমগ্র মানবজাতি ও তার স্বাধীনতা, মানবধিকার এবং মুক্ত জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধঘোষণা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের দেহ-মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে এর যে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-কার্যক্রম রয়েছে, তা' এতই অমানবিক যে, তা' ধারণারও অতীত। এ জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই তা প্রত্যাখ্যান করেছে; কারণ তাদের কারোরই এমনি ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবার মত অমানবিক ইতিহাস নেই।

একমাত্র চির-সম্প্রসারণশীল ঔপনিবেশিক জারবাদী ইতিহাসই ১৯১৭ সালে

www.pathagar.com

এহেন পাশব মতবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল; কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সাথে নিয়ে তারা উভয়ই একটি যুধ্যমান অবস্থায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল।

ভারত, নাইজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা এবং এমনকি পূর্বের উপনিবেশবাদীরা, যেমন, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স — এরাও মার্কসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ রাশিয়ার মত অভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছাচার এবং আগ্রাসী বাহ্যিক সম্প্রসারণবাদের ইতিহাস এদের নেই। রাশিয়ার মত মানবজাতির বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোন রেকর্ড তাদের ইতিহাসে নেই।

একজন সার্কাস ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করুন, তার খাঁচাবন্দী সিংহগুলো মাংসের পরিবর্তে শাকসবজী খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে কী-না। তাদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু জীবন অবশ্যই উৎসর্গ করতে হয়। এভাবে রুশ জারবাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটানোর জন্য কিছু জাতিকেও নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হতে হয়। এই শাতাব্দীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের অম্লান কর্ম প্রচেষ্টার সাথে সেকেলে, গণ-প্রত্যাখ্যাত রাজকীয় জারবাদ একাত্ম হতে পারেনি। একমাত্র প্রলেতারীয় জারবাদই রুশ জারবাদী ইতিহাসের উদ্দেশ্যকে অগ্রগামী করতে পারে।

এভাবেই রুশ ইতিহাস এবং মার্কসবাদী মতাদর্শ তাদের কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ করে এবং নিজেদের একটি একক-সত্তায় একীভূত করে ফেলে, যার ফলে জারবাদ পরিণত হয় একটি দু'ধারী তরবারিতে।

বাজ বাজের সাথে; শকুন শকুনের সাথে, ঘুঘু ঘুঘুর সাথে এবং কাক কাকের সাথে একত্রে বসবাস করে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে সর্বনাশ অনিবার্য।

রাশিয়া এবং পশ্চিমা দুনিয়ার মধ্যকার পার্থক্য

ইউরোপ

পার্থক্যের বিষয়	পাশ্চাত্য	রাশিয়া
দেব-দেবী	গ্রীক এবং রোমান দেব-দেবীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সাথে একীভূত করা হয়নি।	ভ্লাদিমির তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রুশ দেব-দেবীদের সমতাকরণের আদেশ জারী করেছিলেন।
গির্জা	রোমান, স্বাধীন — না; কিন্তু পোপ স্বাধীন।	গ্রীক। স্বাধীন নয়, রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র।

www.pathagar.com

পার্থক্যের বিষয়	পাশ্চাত্য	রাশিয়া
রাজতন্ত্র	স্বেচ্ছাচারী। স্বেচ্ছাচারী শাসকের ক্রমবিনাশ।	স্বেচ্ছাচারী। অক্ষয়। নিত্য স্বেচ্ছাচারী।
সামন্তবাদ	নিষ্ঠুর। নির্দয়। অস্থির—মধ্যবিত্তের উত্থান।	নিষ্ঠুর। নির্দয়। অবিচলিত—ভূমিদাসত্ব।
পুঁজিবাদ	রক্ত-চোষা। সংস্কার। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।	নাই।
মানবতাবাদ	স্থানীয়। মহাদেশীয়। কিন্তু বিশ্বজনীন নয়।	কখনই নয়। না স্থানীয়, না আন্তর্জাতিক।
গণতন্ত্র	জাতীয় কিংবা মহাদেশীয়, কিন্তু বিশ্বজনীন নয়।	কখনই নয়। কখনই নয়। কখনই নয়।
উপনিবেশ-বাদ	রক্ত-তৃষ্ণা। বিশ্ববিস্তারী। না আত্মস্থকারী, না সম্মিলনকারী। প্রায় সকল কলোনীকে স্বাধীনতা প্রদান — ফিলিস্তিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা এমনি দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।	বিশ্বব্যাপী নয়। সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিকারকে কখনও মুক্তি দেয় না। চির-সম্প্রসারণবাদী। তার সর্বশেষ গ্রাস আফগানিস্তান।
মার্কসবাদ	এর অসার ঊর্ণাজালকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্র। তুলনামূলকভাবে সুখকর।	সাদরে গৃহীত। এর স্বেচ্ছাচারবাদ একাই জারবাদকে টিকিয়ে রেখেছে। গণতন্ত্র এবং সংস্কার, মৃত্যুঘন্টা। শ্রম অপেক্ষাকৃত কষ্টকর।
স্বেচ্ছাচারী শাসক ও স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ	স্বেচ্ছাচারী শাসক — শুধুমাত্র নামমাত্র প্রধান হিসেবে। ইউরোপীয়দের কাছে স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ অচল; কিন্তু তা' অ-ইউরোপীয়দের জন্য প্রযোজ্য।	রাজকীয় স্বেচ্ছাচার নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রলেতারীয় জার এবং জারবাদ।
জনগণ	মন্দ। নিকৃষ্টতর ও নিকৃষ্টতম দিনগুলি। অতঃপর সুদিন সৌভাগ্যবান।	দুর্ভাগা। সর্বদাই রাজকীয় অথবা প্রলে-তারীয় জারের চাবুকের নিচে।
কম্যুনিজম	কোনো স্থান নেই।	খাদ্য। আশ্রয়। কাজ। পাশবিক অধিকার।
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র	বহু দেশে সফলভাবে চালু রয়েছে	কোনো স্থান নেই।
ইয়াহুদী আধিপত্যবাদ	সকলের দ্বারা সমর্থিত প্রশ্রয়প্রাপ্ত, আশ্রয় প্রাপ্ত—একে পরিণত করেছে বহুমুখী এবং বহুজাতিক ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে। বিকল্প শ্বেত ক্রুসেড।	প্রথমতঃ প্যালেস্টাইনে ইউরোপীয় ঔপনি-বেশিকদের স্বীকৃতি দান — প্যালেস্টাইন কি বসতিহীন ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের মত ছিলো? বিকল্প লাল ক্রুসেড।

www.pathagar.com

পার্থক্যের বিষয়	পাশ্চাত্য	রাশিয়া
সামরিকতন্ত্র	শান্তিবাদী আন্দোলন। সামরিক বাজেটে গণতান্ত্রিক প্রতিবন্ধক। সৈন্যদের সামরিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি। বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য দলে নাম লেখানো নয়। সামরিক শিক্ষা নয়। নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ মতবাদ নয়, সামরিকবাদী নীতি নয়। পৃথিবীর নব-রূপায়নে বাধ্যবাধকতা নেই। উচ্চতর প্রাযুক্তিক জ্ঞান বিক্রয়ে প্রস্তুত। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রস্তুত — এমন কি তা' পরিচালনা করতে যদি মৃত্যুও আসে।	পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।
পারমাণবিক সন্ত্রাসের ভারসাম্য	রাষ্ট্রের মধ্যে 'গোপন রাষ্ট্র'। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য খৃষ্টান-বিরোধী সংস্থাসমূহ ইউরোপীয় নির্বোধ মানুষগুলোকে বিপথে চালিত করছে। রাশিয়ার চেয়ে ২০ বছর পেছনে	যদি কয়েক ধরনের অস্ত্রের পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্য নিশ্চিত হয়, তাহলে বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সর্বনাশা উদ্যোগ থেকে কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না। রক্তপাতের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় তাদের মতাদর্শগত কর্তব্যের অংগ।
জাতিগত বৈষম্য	দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গগোষ্ঠি দ্বারা উপনিবেশবাদ+জাতিগত বৈষম্যের প্রচলন। অমানবিক। মুনাফেক নয়।	উপনিবেশবাদ — বৈজ্ঞানিক জাতিগোষ্ঠি-গত বৈষম্য চালু। চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকেরাই এশীয়। অমানবিক এবং মুনাফেক।

অংশ-৫ ডাঃ ফাউস্টাস* ও তাঁর ইউরোপীয় প্রতিভূবৃন্দ

ডাঃ ফাউস্টাস একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নিয়মিত দেখাশোনা ও পরিচর্যার কল্যাণে সমগ্র শহর ভয়াবহ মহামারী থেকে রক্ষা পায়। তাঁর সঠিক ব্যবস্থা-পত্র হাজার হাজার নৈরাশ্যকবলিত নর-নারীর জীবন বাঁচিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁর নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারে নি। পৃথিবীতে তিনি সর্বশক্তিমান হওয়ার দুরাশা পোষণ করলেন।

তিনি এমন জ্ঞান আয়ত্ত করতে চাইলেন, যা তাকে সমস্ত মানুষের প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

---

* ডাঃ ফাউসটাস ঃ ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩) রচিত নাটক। প্রকাশিত হয় ১৫৮৮ সালে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

তিনি আইন, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করার মনস্থ করলেন। তিনি জ্ঞানের এই শাখাগুলোর সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করে দেখলেন যে, ওগুলো তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারবে না।

জাদুবিদ্যা দ্বারাই তাঁর উচ্চাভিলাষী কল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব। কিন্তু সেটা ছিলো নিষিদ্ধ। এই জাদুবিদ্যার জ্ঞান ও ব্যবহার ছিলো বেআইনী ও অনৈতিক। এজন্য নরকের শয়তানের কাছে তাঁর আত্মসত্তাকে বিক্রি করতে হবে, যে তাঁকে ২৪ বছরের জন্য নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী করবে। কিন্তু এই নির্ধারিত সময় শেষ হলেই তাঁর আত্মাকে সে (শয়তান) তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে অভিশপ্ত নরকের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে। এবং শয়তানের সাথে ডাঃ ফাউস্টাসের এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হতে হবে তাঁর নিজের রক্তের 'কালিতেই'।

ডাঃ ফাউস্টাস তাঁর এই আইন ও নীতিবিরুদ্ধ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে মনস্থ করেন। ১৯১৭ সালে জার রাজতন্ত্রের পতনের আগে ও পরে ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতির অবতারণা হয়েছিল রুশ নেতৃবৃন্দের সামনেও। ঐ সময় পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিলো। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের 'ঘোড়ার আণ্ডা' কোনো ব্যবস্থাই তাদের থালার ওপর সাজিয়ে দেয়নি। ভেলকিবাজী ছিলো ডাঃ ফাউস্টাসের পছন্দ, যেমন রুশ-নেতৃবৃন্দের পছন্দের মাকাল ফল ছিলো মার্কসবাদ। উভয়ই আইনসংগত বিষয়কে অবজ্ঞা করেছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উভয়ই ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করতে পছন্দ করেছে। ডাঃ ফাউস্টাসকে রক্ত-লেখার জন্য বাহু-কর্তন করতে হয়েছিল। বর্তমানের নরকের কীট মার্কসবাদের অভিশপ্ত বেদীতে নৈবেদ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে রুশ নেতাদেরও লক্ষ লক্ষ রুশ নাগরিকের গলা কাটতে হয়েছিল। তারা উভয়ই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিল, কিন্তু এর শেষ কোথায়?

"হ্যাঁ, এগুলোই একান্ত প্রত্যাশিত বস্তু ডাঃ ফাউস্টাসের।
আহা! কি লাভজনক আনন্দময় পৃথিবী —
শক্তির, সম্মানের, শ্রেষ্ঠত্বের
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে পরিশ্রমী কারিগরের কাছে।
স্থিত দু'মেরুর মধ্যবর্তী সকল বস্তু
আমার আজ্ঞাবহ হবে ঃ রাজা-মহারাজারা
আমার উদ্দেশ্যে নতজানু হবে তাদের স্ব স্ব রাজ্যে।"[৬০]

এই পংক্তিগুলির রসাস্বাদনের জন্য মার্কসবাদ পছন্দ করার কারণে নিজকে সাধুবাদ জানাবার জন্য লেনিন আজ বেঁচে নেই, যে মার্কসবাদ কল্প-কাহিনীর শয়তানের আত্মাকে মার্কসীয় মডেলের জীবন্ত মানুষের আত্মায় রূপান্তরিত করতে একাই একশো। রাজকীয় জারবাদের পক্ষেই কেবল এ ধরনের স্বপ্ন দেখা

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু প্রলেতারীয় জারবাদ আমাদের এ যুগেই তা সফল করে তুলেছে।

বর্তমান বিশ্বে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হয়েছে, যারা ডাঃ ফাউস্টাসের ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র। তাদেরকে তাদের করদাতা জনগণের পয়সায় ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়, জনগণের পয়সায়ই তাদের খাওয়ানো, পরানো ও বেতন দেয়া হয়। কিন্তু বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষাসংক্রান্ত কোনো শিক্ষাই তারা লাল ফৌজের ট্রেনিং সেন্টার থেকে পায় না। তারা শেখে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্দ্বিধায় হত্যা করে ক্ষমতা দখল এবং স্ব স্ব দেশে মহাশক্তিশালী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হতে। এ জন্য তারা আত্মসত্তাকে বিক্রয় করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না; শিক্ষাও লাভ করে অনুরূপ এবং এই অনুসারে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কাজটাও যথাযথভাবে সম্পন্ন করে দেয়া হয়। তারা নিজ নিজ দেশে ঘাতকের ভূমিকা বিশ্বস্তভাবে পালন করবে। প্রলেতারীয় জারবাদী শক্তির স্বপক্ষে জাতীয় স্বার্থের সাথে বেঈমানীর মূল্যই প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজস্ব শক্তির উৎস।

রুশ জারবাদের আশীর্বাদপুষ্ট মার্কসবাদ এমনি পন্থায় পৃথিবীতে বহু ক্ষুদ্র ডাঃ ফাউস্টাস তৈরী করছে। এমন কি এক লক্ষ জন-অধ্যুষিত একটি দেশেও সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করছে এবং জাতিকে লৌহ-শৃঙখলে আবদ্ধ করছে। তাদের আদর্শ ও প্রগতি সম্পর্কিত সমস্ত কচকচানিই নিরর্থক প্রলাপোক্তির মতই। স্বৈর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এটা তাদের অবৈধ বাসনা, যা তাদেরকে অমানুষে পরিণত করছে। বৈধ পন্থায় কখনই তারা নিরংকুশ ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে পারবে না। মার্কসবাদ এইসব স্বার্থপর, জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের সস্তা ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। তার সামরিক অফিসারবৃন্দ বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু মার্কসবাদী পন্থায় হত্যা ও রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মত পাশবিক চিন্তা কখনই তাঁদের মনে উদয় হয় না। এই অফিসারবৃন্দ খাঁটি জাতীয়তাবাদী। বিদেশী আগ্রাসন থেকে নিজ মাতৃভূমিকে কীভাবে রক্ষা করা যাবে, সে বিষয়ে তাঁরা সম্যক অবগত আছেন। তারা কখনই উঞ্ছবৃত্তিধারী হয়ে দেশবাসীকে 'লাল' অথবা 'সাদা' করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর বোমা বর্ষণ করবে না। সুমহান মর্যাদার অধিকারী ভারতীয় জাতি এবং তার অফিসারদের পক্ষে এ ধরনের চিন্তা মনে আনা পর্যন্ত অমানবিক, ঘৃণিত।

সুতরাং বাস্তব ঘটনা এই যে, নিজেদের দেশে যে সকল অফিসার শুধুমাত্র

www.pathagar.com

মিনি ডাঃ ফাউস্টাস হওয়ার খায়েস পোষণ করে, জাতীয় স্বার্থ এবং দেশবাসীর রক্তপাতের ব্যাপারে তারা থাকে অন্ধ। অথচ এই দেশবাসীই তাদের আহার যোগায়, বেতন দেয়। তাদের এই পাশবিক প্রকৃতি তাদেরকে বর্বর হতে এবং আরও বেশি বর্বরদের অনুসারী হতে বাধ্য করে। আফগানিস্তান হলো মিথ্যুকদের যেকোনো চ্যালেঞ্জের মুখে একটি জীবন্ত নজীর।

"স্বর্ণের অন্বেষণে আমি তাদের নিয়ে যাবো ভারতবর্ষে,
উজ্জ্বল রত্নের খোঁজে সন্ধান চালাবো সাগর-বক্ষে
এবং নব-আবিষ্কৃত দেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত কোণে —
উপাদেয় ফলমূল এবং মনোরম সান্নিধ্যের আশায়;
আমি তাদের বলব বিস্ময়কর দর্শনের কথা আমাকে পড়ে শোনাতে
এবং বিদেশী সকল রাজাদের গোপন-কাহিনী বলতে।
সমগ্র জার্মানীকে পেতলের দেয়ালে আবদ্ধ করতে কাজে লাগাবো তাদের আমি।"

মনে মনে যে পরিকল্পনা সে এঁটেছিল, তা-ই আজ বাস্তব সত্য হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তার (ডাঃ ফাউস্টাসের) অবতাররূপী রুশ প্রলেতারীয় জারবাদ আফগানিস্তানকে পরাভূত করার পর ভারতের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রাচ্যের অন্যান্য মূল্যবান খনিজদ্রব্য লুণ্ঠন করা হচ্ছে এবং সেগুলো চালান করে দেয়া হচ্ছে রুশ সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে। নিঃসন্দেহে 'নতুন পৃথিবী' আমেরিকার প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সেখানকার সামরিক ভিত্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য, জনগণের আদর্শিক চেতনায় তুমুল পরিবর্তন সাধনের জন্য এবং স্বার্থপর নেতাদের আত্মসত্তাকে ক্রয় করার জন্য। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা কে. জি. বি. সমগ্র বিশ্বের শাসক এবং জনগণের গোপন তথ্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করে। এমনকি এই সংস্থা আমেরিকার গোয়েন্দা সংগঠন সি. আই. এ.-র অভ্যন্তরেও অনুপ্রবেশ করেছে।

এমনকি ১৯৮৪ সালে অরওয়েলের সময়ের পূর্ব পর্যন্তও 'বড়ভাই'সুলভ একদলীয় শাসকগোষ্ঠি প্রলেতারীয় জারবাদের অধীনে শাসকের পছন্দমাফিক কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা এবং চলা-বলায় জনগণকে অভ্যস্ত করে ফেলেছিল। এমন কি অরওয়েলের জন্মের আগেই মার্কসবাদ মানুষের দেহ-মনের ওপর 'বড়ভাই'-সুলভ একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল; এবং সে বেঁচে ছিলো প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের ছত্রছায়াতেই।

ডাঃ ফাউস্টাস সমগ্র জার্মানীর চারদিকে নিরাপত্তামূলক পেতলের দেয়াল নির্মাণের জন্য শুধু চেতনাকে উদ্বোধিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আজকের

www.pathagar.com

রাশিয়ায় তাঁর মার্কসবাদী চ্যালাচামুণ্ডারা এস. এস-২০ এবং আই.সি.বি.এম. ক্ষেপণাস্ত্রের দুর্ভেদ্য দেয়াল নির্মাণ করেছে, যা' শুধুমাত্র তাদের সাম্রাজ্যকেই রক্ষা করছে না; নিজ দেশের সীমানার বাইরে পৃথিবীর যেকোনো এলাকায় মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালাতেও সক্ষম।

"…. সকল জাতিকে বাধ্য করব আমাদের সাধু বলে মান্য করতে, যেমন ইন্ডিয়ান* মুরেরা** তাদের স্পেনীয় প্রভুদের মান্য করে।"

ডাঃ ফাউস্টাসের সহযোগীরা তাকে এই বলে আশান্বিত করেছিল, শয়তানের কাছে তার বন্দী আত্মা এত শক্তিশালী এবং ভীতি উদ্রেককারী হবে যে, তারা সমগ্র ইউরোপকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সক্ষম হবে। বিশ্বের জাতিসমূহ তাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপবে, যেমনভাবে রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের শাসক স্পেনীয় প্রভুদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত।

পাশ্চাত্যে রুশ প্রলেতারীয় জারবাদ-ভীতি এতই প্রবল যে, বহু মানুষ "মৃত্যুর চেয়ে মার্কসবাদ ভালো" শ্লোগানে বিশ্বাস করে। এই লাল মার্কসবাদের কী ভয়াবহ শক্তিমত্তা! এই নিরংকুশ ক্ষমতা অর্জনের জন্য কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়?

"অতএব ভেল্কি দেখানোর সহজতম পন্থা হচ্ছে
দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করা ত্রি-তত্ত্ববাদকে
এবং ভক্তিভরে প্রার্থনা করা শয়তানের কাছে।"

মার্কসবাদী শিক্ষা এবং শয়তানী শিক্ষা

শয়তান যেমন ডাক্তার ফাউস্টাসকে কুপথে চালিত করেছিল, মার্কসবাদও জনগণকে অনুরূপ শয়তানী শিক্ষা দিয়ে বিপথগামী করছে। নিরংকুশ ক্ষমতা দখলের সহজতম উপায় হচ্ছে কঠিন শাস্তি ও দমনের কৌশল গ্রহণ করা। নৈতিক, মানবিক ও আইনসংগত সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সে একটি হিংস্র নেকড়েবাঘে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সে প্রার্থনা করবে নরকের ঘৃণ্য কীট শয়তানের কাছে। সে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে। এ সমস্ত অমানবিক পদক্ষেপ সে-ই গ্রহণ করবে, — অসীম ক্ষমতাই যার অভিষ্ট।

"অনেক আত্মার ভিড়ে মিশে ছিলাম আমি — আকাশে যেমন অনেক তারা,
শয়তানের জন্য আমি তাদের সমস্ত কিছুই প্রদান করব;
তার কল্যাণেই আমি হবো এ বিশ্বের অধীশ্বর,
চলমান বাতাসের সীমানায় বানাব আমি সুদৃঢ় সেতু
সংগীসাথী সহ পাড়ি দিতে বিশাল বিস্তারী সমুদ্র।"

---

* ইন্ডিয়ান = রেড ইন্ডিয়ান।

** মুর = উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কোর অধিবাসী। — অনুবাদক

www.pathagar.com

স্বার্থপর ও রক্তপিপাসু সেনা অফিসাররা যখন মার্কসবাদী ক্ষমতার লোভনীয় গন্ধ পায়, তখন তারা সকল দেশবাসীর আত্ম-সত্তাকে নির্দ্বিধায় বিক্রি করে দেয়ার স্বগত বাসনা জাহির করে — যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির মতই অগণিত।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র কোনোটাই রুশ জারবাদীদের পৃথিবীর অধীশ্বর বানাতে পারে নি। একটি মাত্র ব্যবস্থা, যা' পৃথিবীকে নব-রূপায়নের নামে নির্দ্বিধায় সমগ্র বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ অংশ মানুষ হত্যা করেছে, তাহলে মার্কসবাদ। রাজকীয় জারবাদ বিশ্বময় অব্যাহতভাবে তার সর্বনাশা থাবা বিস্তার করছে। কিন্তু তার অগ্রগমন ছিলো অত্যন্ত মন্থর। প্রলেতারীয় জারবাদই ছিলো পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। আজ এই উপনিবেশবাদী দেশটি আকাশ-পথে আফগানিস্তানে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র চালান দিচ্ছে মানুষ এবং পশু-পাখি হত্যার উদ্দেশ্যে; ফসল এবং বাড়ি-ঘর ধ্বংসের কাজে; নরাকার হিংস্র নেকড়ে ও বর্বরদের সাহায্যের জন্য এবং তার হেলিকপ্টারগুলো প্রদর্শন করতে, যেগুলো আফগানিস্তানের নির্দোষ, নিরপরাধ সহজ-সরল মানুষগুলোর ওপর জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিগোলা বর্ষণ করছে।

রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের যাত্রাপথে এই দুর্ভাগা দেশটিই (আফগানিস্তান) হয়েছে এর প্রথম ট্রেনিং-ক্যাম্প।

"বেঈমান তুমি ফাউস্টাস, তোমার আত্মাকে বন্দী করব আমি,
কারণ তুমি আমার সার্বভৌম ক্ষমতাকে করেছ অস্বীকার ঃ
ভয়ে ভীত হও, নতুবা খণ্ড খণ্ড করে তুলে নেবো তোমার শরীরের মাংস।
ফাউস্টাস ঃ প্রিয় নরক-রাজ, বিশ্বাস করুন মহামহিম,
আমার অন্যায় ধৃষ্টতা করুন ক্ষমা নিজগুণে,
রক্তের বিনিময়ে আমি আমার পূর্ব-প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করব —
যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আপনার কাছে।"

রুশ-বলয়ের যেকোনো মার্কসবাদী নেতাই জাতীয়তাবাদ, নির্বাচন অথবা পশ্চিমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলবে, অথবা মহাক্ষমতাধর রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের অবাধ্য হয়ে কথা বলবে বা সংস্কারকর্মসূচী হাতে নেবে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তার অপরিহার্য নিয়তি। তার এ ধরনের কাজকর্ম রাজদ্রোহেরই শামিল। রাশিয়ার অনুগ্রহে তাদের ক্ষমতায় আসীন করা হয়েছে। সুতরাং লালামুখো জার কর্তৃক নির্দেশিত 'লালপথ' (মার্কসবাদ) ছেড়ে তারা কিভাবে অন্য পথে হাঁটার সাহস করে!

www.pathagar.com

লালমুখো "বিশ্বাসঘাতক"-দের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, 'লাল-জার' কর্তৃক যাদের শরীরের মাংস টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এদের মধ্যে আফগানিস্তানের হাফিজুল্লাহ্ আমিন একজন। লাল প্রভুর প্রতি অবাধ্যতার বহু নজীর থাকা সত্ত্বেও আমিন লাল-জারকে কাবুল থেকে রুশ দূতকে বদলী করে সেখানে অন্য লোক পাঠাতে বলার মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল।

"গতিহীন হয়ে যাও নভোমণ্ডলের চির-গতিমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,
ঐ সময়ের গতি হবে রুদ্ধ, আসবে না কখনও মধ্যরাত;
আহা! খ্রীস্টের নামোচ্চারণের জন্য বিদীর্ণ কোরো না হৃদয় আমার,
এমন কি, আমি প্রার্থনা করব তার কাছে ঃ হে নরক-রাজন, আমাকে ক্ষমা করুন।
পাহাড়-পর্বতমালা এসো, এসো পতিত হও আমার ওপর,
এবং আমাকে আড়াল করো খোদার অফুরন্ত কোপানল থেকে।
না! না!
তারপর আমি আপাদমস্তকে সেঁধিয়ে যাবো ধরিত্রী-অভ্যন্তরে;
ধরণী, দ্বিধা হও। ওহ্! সে আমাকে দেবে না আশ্রয়।
ওহ্। সে আমাকে আঘাত করছে! আঘাত করছে! এখন দেহ পরিবর্তিত হবে বাতাসে,
আহা! আত্মা পরিবর্তিত হবে সামান্য এক বিন্দু পানিতে
আর মিশে যাবে বিশাল সমুদ্র-স্রোতে — দৃশ্যমান হবে না কখনও।"

পাপের মূল্য পরিশোধের সময় যখন আসে, প্রত্যেক পাপী ব্যক্তি বা জাতিই তখন দুঃসহ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে, যেমন করে ডাঃ ফাউস্টাস শয়তানের সাথে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষে আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল।

বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিমা কলোনীওয়ালারা তার (ডাঃ ফাউস্টাস) মতই ক্রন্দন করেছে। রুশ প্রলেতারীয় জারবাদও হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে বেদনার্ত আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল। অসংখ্য দাউদ, তারাকী এবং আমিনরা ডাঃ ফাউস্টাসের মতই ক্রন্দন করেছে। প্রলেতারীয় জারবাদ কর্তৃক প্রেরিত হাজার হাজার নিরপরাধ রুশ সৈন্যকে আফগানিস্তানের মাটিতে শোচনীয় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ডাঃ ফাউস্টাসের মতই অসহ যন্ত্রণায় ক্রন্দন করতে হয়েছে। ইতিহাসের অলংঘ্য নিয়ম পাপীর ওপর বিলম্বে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু কখনও তাকে ক্ষমা করে না।

পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ মার্কসবাদ, জারবাদ, ইয়াহূদী আধিপত্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং

www.pathagar.com

তাদের উপনিবেশবাদের পাপের প্রতিদানের শেষ কিস্তি হিসেবেই আসবে।

"ওহ্! সে আমাকে আঘাত করছে, আঘাত করছে। এখন দেহ পরিবর্তিত হবে বাতাসে" — যা ছিলো নিছক কাল্পনিক, তা আজ বাস্তব সত্য হিসেবে প্রতিভাসিত হয়েছে। ইউরোপীয়দের দুষ্কর্মের ফলে সম্ভাব্য পারমাণবিক প্রলয়-রাত্রির আগমনের আশংকায় সমগ্র বিশ্ব আজ আতংকিত।

"পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারী সংকেতের মহাপ্রলয়-ঘড়ির কাঁটা এ পর্যন্ত বিশ্ব-বিপর্যয়ের আরও এক মিনিট সময়-ব্যবধানে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু এখন তা' মধ্যরাতেরও তিন মিনিট পরের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রলয়-ঘড়ি ১৯৪৭ সালে যে ঘটনার জন্ম দিয়েছিল, তা' মানবতার জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী ভয়াবহ পারমাণবিক প্রলয়-রাতেরই প্রতীক।"[৬১]

অবাস্তব কল্পকাহিনীতেও যা ঘটা অসম্ভব ছিলো, তা-ই আজ বাস্তব সত্য। ডাঃ ফাউস্টাস ভেবেছিলেন, তার আত্মা যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তা' নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবে না।

কিন্তু সাগরের কোনো সুগভীর তলদেশই আজ আর নিরাপদ নয়। ইউরোপীয়দের আবিষ্কৃত এবং উৎপাদিত অভিশপ্ত নরকাগ্নি তাদের ঝল্সে ফেলবে, এমন কি সাগরের গভীর তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেও রেহাই নেই। পুড়িয়ে ছারখার করার জন্য এই পৃথিবী তাদের কাছে একান্তই ক্ষুদ্র। এমন কি মহাশূন্যও তাদের এই লেলিহান শিখা থেকে মুক্ত নয়। চন্দ্র-ঘাঁটি থেকেও তারা বোমাবর্ষণে সক্ষম। তাদের মহাশূন্য ল্যাবরেটরী ও মহাশূন্য স্টেশনসমূহ কি তাদের অবকাশের আনন্দ আর বনভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়?

ইউরোপীয় এহেন অমানবিক মতাদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা শুধু বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য জীবন-সংহারক বিছাই নয়; সেগুলো এমনই সংক্রামক মহামারী যে, পৃথিবীর প্রতিটি চারণভুমির শ্যামল তৃণরাজি, বিচরণশীল পোকামাকড়, আনন্দে সন্তরণশীল মাছ, আকাশে ডানা-মেলা পাখি এবং জীবন্ত অথবা প্রাণের চিহ্নবাহী সমস্ত কিছুকেই তারা বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংস করে দেয়। পৃথিবীর কোনো অভিধানই তাদের নজীরবিহীন পাশবিকতার বর্ণনা দিতে পারবে না। ডাঃ ফাউস্টাস সম্পর্কিত সমবেত অন্তিম সুরটি জ্ঞানীদের জন্য সূচনা-সংলাপ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে ঃ

"তার ভয়াবহ পতনের কারণে
যার শোচনীয় নিয়তি শিক্ষণীয় হতে পারে জ্ঞানীদের কাছে
শুধুমাত্র বিস্মিত হতে অবৈধ জিনিসে
যার গভীরতা এমনি প্রাগ্রসর জ্ঞানের প্রতি হয় প্রলুব্ধ
সম্পাদন করতে স্বর্গীয় কর্তপক্ষের অনুমতির চেয়েও বেশি কাজ।"

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
উদ্বৃত্ত মূল্য

"এংগেল্‌স বলেছেন, মার্কসের বিখ্যাত আবিষ্কার ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা পরবর্তীকালে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিস্তৃত থিওরীর সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং সমাজতন্ত্র পরিবর্তিত হয় একটি 'বিজ্ঞানে'।[১]

'বিজ্ঞান' হিসেবে সমাজতন্ত্র দু'টি শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর একটি হচ্ছে "ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা"; এবং দ্বিতীয়টি "উদ্বৃত্ত মূল্য" নামে পরিচিত।

আমরা ইতিহাস সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এখানে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে পুঙখানুপুঙখ আলোচনায় না গিয়ে এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে দু'-একটি কথা বলতে পারি।

"এখানে এই সম্পর্ক ১০০% সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অত্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে যে, এ সময় থেকে একজন শ্রমিক দিনের অর্ধেক তার নিজের জন্য এবং বাকি অর্ধেক পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করেছে।"[২]

এটা অত্যন্ত সাধারণ জানার বিষয় যে, মার্কসের আমলে মার্কসবাদীরা শ্রমিকদের ঠকায়নি, কিন্তু তাদের রক্ত শুষে নিয়েছে। তাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ছিলো নজীরবিহীন। তারা ছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী যান্ত্রিকতার দয়ামায়াহীন পাশবিক ফসল।

ঐ সময়কার পুঁজিবাদী পাশবিকতাকে মার্কস একাই ঘৃণা করেন নি; আরও অনেকের হৃদয়েই এ ব্যাপারে ঘৃণার ঝড় উঠেছে। তাঁরা যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন, তা পুঁজিবাদী পাশবিকতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আঘাত ছিলো না। সার্বিক অবস্থার উপযোগী পূর্ণাংগ প্রতিক্রিয়াও সেখানে সমুপস্থিত ছিলো না। তাদের বিবর্তনবাদী এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রই ছিলো প্রকৃত সংশ্লেষ, যার উদ্ভব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিস্থিতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তর্ক-যুদ্ধের মাধ্যমেই।

www.pathagar.com

যদি তারা তাদের অগুনৃতি ঘুমন্ত পশু-সত্তাকে পুঁজিবাদী পাশবিকতার বিরুদ্ধে খাঁড়া করত, তাহলে তা একটি সাধারণ পশুর ক্ষণস্থায়ী পাশবিকতার বিরুদ্ধে সুপ্রশিক্ষিত একটি বড় জানোয়ারের স্থায়ী সাধারণ প্রতিক্রিয়ার মতই হতো।

মানুষের সংস্কার-ক্ষমতা সম্পর্কে নেতিবাদী মনোভাবই দুঃখবাদীদের প্রণোদিত করে নরাকার পশুদের বিরুদ্ধে ছলচাতুরীর কৌশল গ্রহণ করতে। কিন্তু আশাবাদ কখনও গুটিকয়েক নরপশুর বিষয়কে সারা বিশ্বের মোটা মানব জাতির নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করে না; এর সাথে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্পৃক্ত করে না।

মানুষের চিরন্তন পাশবিক আচরণ সম্পর্কিত দুঃখবাদ নরাকার পশুর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউরোপে অধ্যাত্মবাদ মানুষকে জন্মগত পাপী হিসেবে ঘোষণা করেছে। কি অস্বাভাবিক দৃষ্টিভংগি এটা! ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের নিজস্ব পন্থা অনুসরণ করে। তারা বলে যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খারাপ। তার পাপের নিষ্কৃতির জন্য কেউ একজন তাকে এর প্রতি বাধ্য করেছিল। অন্যরা তাকে রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্র অথবা স্বৈরতন্ত্র অথবা স্বেচ্ছাচারের কঠোর শৃঙখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে ফেলেছিল। এই দৃঢ়বদ্ধতাই ইউরোপীয় মানসের ভিত্তিমূল।

এই শতাব্দীর চতুর্থ ভাগ ঊনবিংশ শতকের দুঃখবাদী, পাশবিক সমাধানে অভ্যস্ত চিন্তাবিদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বাতিল করে দিয়েছে।

এখনকার পুঁজিবাদ পূর্ববর্তী শতকের পুঁজিবাদ থেকে ভিন্নতর প্রকৃতির। আজকের শ্রমিকেরা, তাদের পূর্ববর্তীরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-পদ্ধতিতে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে, সেভাবে দুর্ভোগের শিকার হয় না। তথাপি শোষণ-নির্যাতন-বঞ্চনা আজও রয়েছে। কে উৎপীড়ক আর কে উৎপীড়িত, পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে তার যথার্থ প্রমাণ মিলবে।

সংশ্লিষ্ট যুগের কোনো সচেতন চিন্তাবিদই মার্কসীয় থিওরী ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঙখানুপুঙখভাবে নির্দেশ করা সহজ। এগুলোর অপসারণ কিংবা মূলোৎপাটনের জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়াও সহজ। যারা ভুল করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানানো এবং এই প্রতিক্রিয়াকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক শাশ্বত বিজ্ঞান হিসেবে দাবি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। রোগের চেয়ে 'নিরাময়ের প্রস্তাব করা খারাপ — সংস্কারাচ্ছন্নদের জন্য এটা আরও সহজতম।

মার্কসের 'ওষুধ' একটি রোগ আরোগ্য করে; পক্ষান্তরে সৃষ্টি করে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা মানুষকে জীবন্ত রোবটে পরিণত করে। কোনো হৃদরোগ

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ, অস্থি বিশেষজ্ঞ অথবা কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞের সাধ্য নেই যে ঘোষণা করে, মানব শরীরের নানাবিধ ছোটখাট রোগের মধ্যে তাঁর বিষয়ের বিশেষ রোগটিই এককভাবে প্রধান এবং ঐ বিশেষ রোগের বিশেষ ওষুধটি ছোটখাট রোগগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে এককভাবে সেই প্রধান রোগকে নিরাময় করতে সক্ষম।

একজন খাঁটি বিজ্ঞানী এহেন একটি উচ্চাভিলাষী অথচ অযৌক্তিক দাবি তুলতে সাহস করেন না; কারণ তা' বিশ্বের সকল দেশে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে, একজন ভ্রান্ত সমাজবিজ্ঞানী গণবিচ্ছিন্ন চাটুকারদের সামনে অথবা হীন স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের সামনে অথবা প্রলেতারীয় জারতন্ত্রের পরাভূত উপনিবেশগুলো লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধযাত্রার প্রচার-কাজে অভ্যস্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সামনে আজেবাজে ও অসার কথার ফুলঝুরি ছোটাতে পারে।

মার্কসবাদী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রাচীনপন্থী আদর্শ দ্বারা। রাশিয়া কখনও মার্কসবাদী শ্রমিকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য কেড়ে নেয় না। এই প্রখ্যাত আবিষ্কারকের মতে, মার্কসের আমলে একজন শ্রমিক "দিনের অর্ধেক তার নিজের জন্য এবং বাকি অর্ধেক পুঁজিপতির জন্য" কাজ করত।

বর্তমান মার্কসবাদী শাসনের অধীনে শুধুমাত্র সে তার নিজের জন্য কাজ করে। কিন্তু কোথায় সে?

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
ইতিহাস

ভূমিকা

ইতিহাস বিকৃতকারীর সংখ্যা ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীর মতই অসংখ্য। শাসক, স্বৈরশাসক, উপনিবেশবাদী চিন্তাবিদ, মতবাদ-বিজ্ঞানী—প্রত্যেকেই ইতিহাসকে নিজ নিজ সময়ের প্রয়োজন মাফিক ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নেয় এবং তাদের এই পেঁচানো-ইতিহাসের নানারকম সুন্দর নামও দেয়। ইতিহাস তাদের হাতের খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

"যে-কোনো যুগে, যে-কোনো সমাজে অন্যান্য সামাজিক কাজ-কর্মের মতই ইতিহাস-গবেষণা স্থানকালের মুখ্য প্রবণতা দ্বারাই চালিত হয়।"[১]

মার্কসের ঐতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা সুস্পষ্টভাবেই তাঁর "স্ব-কালের স্ব-সমাজের" "মুখ্য প্রবণতা দ্বারা চালিত" হয়েছে। এটা তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পায়িত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে; পাশবিকতা এবং যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

একজন ইউরোপীয় হিসেবে ইউরোপের ক্ষুদ্র জলাশয় সমূহের অভিজ্ঞতাকে সার্বিকভাবে জাহির করার ইউরোপীয়-বৈশিষ্ট্যকে তিনি (মার্কস) পরিহার করতে পারেন নি, যে সকল জলাশয়ের পানি কোথাও কোথাও কখনও কখনও স্বচ্ছ, পরিষ্কার বলে প্রতীয়মান হয়েছে, আবার কখনও কর্দমাক্ত এবং তৈলাক্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে। যে-সকল চোখ কেবল পংকিল, দূষিত এবং ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ পানি দেখে অভ্যস্ত তা পংকিল বিষয়ে চিন্তা করতে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চালিত এই জন্য যে, পংকিল-মস্তিষ্ক ইউরোপীয়রা এবং তাদের প্রাচ্যের চ্যালা-চামুণ্ডারা তাদের মার্কসবাদী মাকাল ফল (তাদের ভাষায় অলৌকিক, সুস্বাদু খাবার, মান্না) প্রত্যাখ্যানকারী লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করতে পারত।

রেনেসাঁর সূচনালগ্ন থেকে ইউরোপীয়-জলাশয়ের ভেককুলের চাটি খেয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী।

www.pathagar.com

ভিয়েতনামের চরম ভরাডুবি থেকে মার্কিন পুঁজিবাদ কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করে নি। এর প্রতিভূ-উপনিবেশবাদ প্যালেস্টাইনে নিরপরাধ মানুষের রক্ত-বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ঘটনা-প্রেক্ষিতের চাহিদানুসারে এই সর্বনাশা উপনিবেশবাদ যে-কোনো ছোট জাতির কলজের ওপর নখর বসাতে সদা প্রস্তুত।

অন্ততঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস সদস্যদের নির্বাচনকেন্দ্রিক সংকট এবং রক্ত-পিপাসা তাদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিলম্বে হলেও বন্ধ করা সম্ভব হতে পারত, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে সামনে নিয়ে একদা যেমনটি তারা করেছিল। এই বিষয়টি ব্যতীত তাদের পুঁজিবাদ একটি মতবাদ ও ইতিহাসের কাল্পনিক ধারণা লাভ করেনি; এর সাথে ছিলো গোঁড়া পরিশুদ্ধতার অপরিবর্তনীয় জ্যোতিমণ্ডল, যে-কোনো সংস্কার, নমনীয়তা এবং পরিবর্তনকে যা' অপমানকরভাবে নাকচ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে, মার্কসবাদী মতাদর্শ ভিন্ন জিনিস। এর প্রতিটি অসত্যই একটি বিজ্ঞান, একটি মতবাদ এবং একটি দৈববাণী। ইতিহাস তার হাতে একটি বিশাল ঢোল ছাড়া আর কিছুই নয়।

অংশ-১ ঃ আমাদের নাকের ডগায় ইতিহাসের ঘোর-প্যাঁচ।

অংশ-২ ঃ নির্ভুল ইতিহাসঃ নিপীড়ন কোনো শ্রেণী কিংবা নাম-ধামের ধার ধারে না।

অংশ-৩ ঃ ইতিহাসের ভ্রান্ত-বৈজ্ঞানিক খসড়াচিত্র।

অংশ-১ আমাদের নাকের ডগায় ইতিহাসের ঘোর-প্যাঁচ

"সাম্রাজ্যবাদ আফগান বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি সত্যিকার অঘোষিত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। এতে আমাদের উত্তর-সীমান্তের নিরাপত্তার প্রতিও সরাসরি হুমকি সৃষ্টি হয়েছিল। এমনি পরিস্থিতিতে আমরা ঐ মিত্র দেশটিকে সামরিক সাহায্য দানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"[২]

পরাভূত দেশের প্রতিটি স্তরের জনগণ যদি প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল নির্মাণ না করে এবং এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী লড়াই যদি পাকিস্তান ও ইরান-সীমান্ত বরাবর পরিচালিত হয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে বুখারা, তাসখন্দ এবং সমরখন্দে হিজরত করতে হবে। পাকিস্তান এবং ইরানে প্রবেশের আগেই বিপজ্জনক পার্বত্য পথে বলদ-টানা গাড়িতে চলার সময় জারবাদী সৈন্যদের মাইনের আঘাতে জীবন খতম, এর হেলিকপ্টারসমূহের নির্বিচার গোলার শিকার এবং স্থানীয় লালমুখোদের আক্রমণের উপলক্ষ হওয়ার পরিবর্তে ওঁৎ পেতে থাকা রুশ জারবাদীদের "বন্ধুসুলভ বাহু-বন্ধনে আশ্রয় লাভের আশায়" তাদেরকে অক্সাস নদী অতিক্রম করতে হবে।

www.pathagar.com

সমকালীন ইতিহাসের এই 'লাল বৈজ্ঞানিক' মিথ্যা ভাষণ গলাধঃকরণ করার মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন একটি মানুষও কি আছে? যেভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও গোঁড়া রুশী আদর্শ মার্কসবাদী ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছে, সেভাবে তা যদি সকলে গ্রহণ করত, তাহলে ভারতকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত যুদ্ধ পরিচালনা করতে হত; কারণ ঐ দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য হিজরত করেছিল।

এটা কি পাকিস্তানী শাসকচক্রের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস ছিলো না যা' শরণার্থীদের দেশ ত্যাগ করতে এবং বন্ধুপ্রতীম, মানবতাবাদী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল?

এটা কি রুশ জারবাদের মদদপুষ্ট আফগান সন্ত্রাস নয়, যা আফগান শরণার্থীদের স্বদেশ ত্যাগ করে বন্ধুপ্রতীম, মানবতাবাদী দেশগুলোতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করছে?

পূর্ণ একটি দশক পার হওয়ার পরও ইতিহাস কি এমনি নিষ্ঠুর পরিবর্তনের মুখোমুখি হবে? প্রলেতারীয় জারবাদের মদদপুষ্ট কম্যুনিস্টরা যদি এই নিষ্ঠুর যুক্তির দায়ভাগ বহন করে, তাহলে তারা ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু কতিপয় তথাকথিত নিরপেক্ষ নেতার মার্কসবাদী "জী-হুজুরে" পরিণত হওয়াটা অত্যন্ত অসম্মানজনক, গ্লানিকর।

রুশ আগ্রাসনের শিকার হওয়ার সূচনালগ্ন থেকে ভারতেও আফগানরা রুশ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। মুহুর্মুহুঃ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির মাধ্যমে তারা তাদের স্বাধীনতা-সূর্যকে রাহু-মুক্ত করার অংগীকারকে নবতর ব্যঞ্জনা দান করছে। আগ্রাসনের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে শত শত আফগান পুরুষ মহিলা এবং শিশু দিল্লীতে সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রর্দশন করে। তারা সোভিয়েত পতাকা ভস্মীভূত করে, তারা উদ্ধত মুষ্ঠিতে বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দেয় — "কম্যুনিজম ধ্বংস হোক", "কে.জি.বি ধ্বংস হোক", "ইসলাম জিন্দাবাদ"। বিশেষ একটি দীর্ঘ ব্যানারে লেখা ছিলো — ক্রেমলিনের শয়তান লোকগুলোর অবশ্যই জানা উচিত যে আফগানিস্তানে কোনো আমেরিকান বা অন্য কোনো জাতির লোক নেই। তারা একটি অকুতোভয় প্রতিষ্ঠিত জাতির মুখোমুখি হয়েছে।"[৩]

অতঃপর ভারতও কি আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করছে? পৃথিবী সম্পর্কে রাশিয়ার 'বৈজ্ঞানিক' ধারণা এবং মার্কসবাদী ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বাস্তবের কঠিন আঘাতে ছিন্নভিন্ন, যা' বিশ্বের সর্বত্রই দৃশ্যমান হচ্ছে।

মিথ্যা বা অসত্যের দাঁড়াবার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু তাকে যদি বন্দুকের নলের ওপর বসানো যায়, তাহলে সে কিছু সময়ের জন্য জবর খেলা দেখিয়ে দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

একে টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই অগুনতি মিথ্যে বলতে হবে। প্রয়াত রুশ প্রেসিডেন্টের মত আফগান পরিস্থিতি রাশিয়ার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছিল। আই.সি.বি.এম.* এস.এল.বি.এম.* এস-এস-২০,* এফ.ও.বি.এস.*, ব্যাকফায়ার বোম্বার** এবং মহাশূন্য উপগ্রহ সমৃদ্ধ একটি দেশ কস্মিনকালেও রুশপন্থী একটি দরিদ্র স্বাধীন দেশের সামান্যসংখ্যক পুরনো ধাঁচের রাইফেলধারী মানুষের ভয়ে ভীত হবে না।

১৯৬০ সালে আমেরিকার ইউ-২ গোয়েন্দা-বিমান যখন পেশোয়ার থেকে উড্ডয়ন করেছিলো, তখন কিন্তু রাশিয়ার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়নি। ইরানে যখন একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েম হলো, তার নিরাপত্তা তখন সংকটাপন্ন হয়নি।

রাশিয়ার শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারবৃন্দ যখন আফগানিস্তান শাসন করছিল, তখন তার নিরাপত্তা হয়েছিল সংকটাপন্ন; যখন তার নিজস্ব সামরিক উপদেষ্টাবর্গ আফগানিস্তানে ক্ষমতার প্রতিটি কলকাঠি নিয়ন্ত্রণ করছিল, তার নিরাপত্তা তখন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছিল; ধীরে কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে পতনমুখী আফগানিস্তান যখন রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের বশংবদ মোসাহেবে পরিণত হয়ে গেছে, তখন তার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

এই নিয়মে সমসাময়িক ইতিহাস যদি আমাদের একেবারে নাকের ডগায় বিকৃত হতে পারে, তাহলে মার্কসবাদীদের হাতে পড়ে বিশ্ব-ইতিহাসের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে, তা' সহজেই অনুমেয়।

আফগানিস্তানে উপনিবেশ স্থাপনে রাশিয়ার ঐতিহাসিক তৃষ্ণা

রুশ জারেরা আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ অবৈধভাবে দখল করার পাঁয়তারা কখনও পরিত্যাগ করেনি। ১৯৬০ সালে শতাব্দীর পুরাতন স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার মানসে প্রয়াত ক্রুশ্চেভ কতিপয় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

আফগান সমাজ থেকে ইসলামের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরদার দাউদের অভিযানকে তিনি (ক্রুশ্চেভ) অনুমোদন করেছিলেন। কাবুলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় তিনি সমবেত মহিলাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, "তাদের এই মহৎ লক্ষ্যের সাফল্য লাভে তিনি তাদের শুভকামনা জানিয়েছিলেন।"[8]

তাঁর সফরের পূর্বে কান্দাহারে সরকারের অনৈসলামিক নীতির বিরুদ্ধে

* অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের নাম।

** অত্যাধুনিক ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন বোমারু বিমান। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

গোলযোগ তীব্র হয়ে উঠেছিল ঃ জনগণকে 'ঠাণ্ডা' করার জন্য তখন সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হলো। এতে অনেক মানুষ নিহতও হলো। ঐ সমস্ত গণ-বিরুদ্ধ, গণতন্ত্র-বিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরতান্ত্রিক নীতিসমূহ বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হলো; সরদার দাউদ তাঁর গণ-বিরুদ্ধ সংস্কার কর্মসূচীর বিরোধিতাকারী আফগানদের ওপর উৎপীড়নের দায়িত্বটা সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যার যথার্থতা সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিলো; কিন্তু বাস্তব ইতিহাস তাঁর সাথে ভিন্নরূপ আচরণ করেছে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর পাপের প্রতিদান দিয়েছে।

১৯৬০ এবং ৭০ এর দশকে আফগানিস্তানে রুশপন্থী নীতি আরও বেশি প্রকট হয়েছিল। আফগান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো রাশিয়ায় — যেখানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তারা মার্কসবাদী নীতির নানা অন্ধিসন্ধি এবং মস্কোর 'পালের গোদা'র পক্ষে ভূমিকা পালনের ব্যাপারেও শিক্ষালাভ করত।

জহীর শাহ রুশপন্থী তাঁবেদার বাদশাহ ছিলেন। ১৯৫৯ সালে মিসরে নাসের কম্যুনিস্টদের স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে ক্রুশ্চেভের চাপ প্রয়োগকে প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু আফগান বাদশাহ তা' পারেন নি। পি.ডি.পি.এ-কে দেশের অভ্যন্তরে খোলাখুলিভাবে কাজ করতে দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

এতদসত্ত্বেও তিনিই দাউদের মাধ্যমে উৎখাত হলেন, যিনি আরও বেশি পরিমাণে রুশ স্বার্থরক্ষায় প্রতিশ্রুত ছিলেন। যখন তিনি তাঁর উপযোগিতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, তখন সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ের রুশ-বশংবদ ব্যক্তিরা তাঁকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সমন্বিত কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ জনতা ইসলাম-বিরোধী যেকোনো ব্যবস্থার বিপক্ষে; তবুও নূর মোহাম্মদ তারাকী এইসব লক্ষ লক্ষ অনিচ্ছুক মানুষের ওপর অনৈসলামিক ব্যবস্থাসমূহ চাপিয়ে দেয়। গ্রেট বৃটেন এবং পাশ্চাত্য জীবন-ব্যবস্থা আফগানিস্তানের মাটিতে চাপিয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম বাদশাহ আমানুল্লাহ্র মত দেশীয় তাঁবেদার ও দালাল-শাসকদের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদীনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। আফগান-আদর্শ বিরোধী সকল মতাদর্শ, দেশীয় তাঁবেদার অথবা দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের প্রাণপণ জিহাদ ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বিদেশী সর্বনাশা মতবাদ এবং লালমুখোদের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন পুরনো রাইফেল। মার্কসবাদী পরগাছাদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রলেতারীয় জারবাদ আফগানিস্তানের বুকে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিল হাজার হাজার উপদেষ্টা। প্রতিরোধ সূচনা করে অব্যাহত বিজয়ের। দুর্বিনীত হাফিজুল্লাহ আমিন হত্যা করে তারাকীকে। মার্কসবাদের প্রতি তার আনুগত্যের শিথিলতা ও মুক্ত নীতির কারণে প্রলেতারীয় জারেরা আফগানিস্তান পদানত এবং তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়।

এতে মুজাহিদরা শংকিত হন নি, তাঁরা প্রলেতারীয় জারদের সরাসরি মুখোমুখি হতে পেরে বরং খুশিই হয়েছিলেন, যে আগ্রাসী জারদের পিতা-প্রপিতামহরা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। মার্কসবাদ, তার অবাস্তব ইতিহাস, অন্ধ অনুসারী, ট্যাংক-হেলিকপ্টার এবং পুরানো ও নব্য-জারদের লালিত স্বপ্নকে চরম ঘৃণায় পদদলিত করতে পেরে তাঁরা আজ পরম উল্লসিত।

কিন্তু মার্কসবাদী কুচক্রী ইতিহাসকারেরা এই বলে বদনাম ছড়াচ্ছে যে, তাঁদের জাতীয় সংগ্রামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদ রয়েছে। লোভী নেকড়ে কর্তৃক নিরপরাধ মেষশাবক হত্যাসদৃশ এই নিষ্ঠুর যুক্তির অবতারণা একটি অন্যতম পরাশক্তির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

অতঃপর জায়েদীয় ছিঁড়ে ফেলে নেকড়ের হিংস্র চোয়াল

অতঃপর জায়েদীয় এই নিষ্ঠুর নেকড়ের রক্ত-পিপাসু তীক্ষ্ণ দন্তরাজি দৃশ্যমান করার জন্য তার চোয়াল দু'টি ছিন্ন করেছিল, যার সারাদেহ আবৃত ছিলো বিরাট মেষ চর্মে; মুখে ছিলো ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং প্রগতি সম্পর্কে সস্তা শ্লোগান।

"সংবাদ শোনার পরিবর্তে জায়েদীয় তার বাই-সাইকেলে চেপে বেরিয়ে গেলো। ১৫ মিনিট পর ফিরে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে। সে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'শহরে প্রতি দশ ফুট ব্যবধানে রুশ সৈন্যরা পজিশন নিয়েছে। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। সর্বত্র গর্তের মধ্যে অসংখ্য কামান সজ্জিত। রাশিয়া বিনাযুদ্ধে আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ — নিঃসন্দেহে ভয়াবহ।"[৫]

এটা ভারতের একজন মহৎ লেখকের মহৎ পুত্রের লেখা এক নির্জলা সত্য ইতিহাস। ইনি ১৯৭৬ সালের মে মাস থেকে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত কাবুলে বসবাস করেছিলেন। অনির্বাণ মাহাত্ম্য ইতিহাসের হীন কচকচানি থেকে সর্বদা মুক্ত থাকে।

সে (রাশিয়া) আফগানিস্তানের কল্যাণে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে নি; বরং বিনাযুদ্ধে আফগানিস্তানকে পদানত করার পাঁয়তারায় রত ছিলো।

আফগানিস্তান রুশ বাহিনীর পদানত হওয়ার পর কাবুলে একজন গাড়োয়ান জায়েদীয়র মাকে যে কথা বলেছিল, তা' ছিল মস্কো কর্তৃক কথিত, লিখিত এবং প্রচারিত কোটি কোটি বাক্যের চেয়েও অধিক মর্যাদাব্যঞ্জক সত্য। গাড়োয়ানের

www.pathagar.com

উক্তি ঃ "আমাদের আফগানিস্তানের আজ মৃত্যু ঘটেছে। এখন এই দেশ পরিণত হয়েছে শোহারিস্তান"-এ — পার্সিতে যার অর্থ, রাশিয়ানিস্তান।"[৬] (রুশ ভূমি, রুশদের দেশ)

বোম্বাইয়ের জনৈকা গৃহবধূ বারবাক কারমালের পার্টি-কর্মী কাসসামকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। (এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়) "সে (গাড়োয়ান) অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকালো", তারপর বলল ঃ "এটা সংগত নয়। এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। শুধুমাত্র সাধারণ আফগানবাসীই নয়, কাসসামের মত পার্টি-কর্মীরাও রুশ উপস্থিতিতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আতংকিত হয়ে পড়েছিল।"[৭]

এমন কি কারমালের "পিতাও ঘোষণা করলেন যে, ছেলের সংগে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।" রুশ সৈন্যরা তাঁর বাসভবন প্রহরার জন্য পজিশন নিলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। তিনি সবিস্ময়ে মন্তব্য করেন ঃ "আমাদেরই দেশে আমাদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত হয়েছে রুশ সৈন্য! কী নিদারুণ অপমান!"[৮]

কে বলবে সত্য ইতিহাস — নির্যাতিত আফগানিস্তানবাসী, না জালিম রাশিয়ানরা? হিংস্র নেকড়ে, না নিরপরাধ মেষশাবক? স্বার্থান্ধ ঔপনিবেশিক শক্তি, না পরাভূত উপনিবেশবাসীরা?

"আমি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মধ্যে ছিলাম। দু'জন রুশ সৈন্য হাজির হলো অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে। যথাশীঘ্র সম্ভব তারা ভেতরে প্রবেশ করল, স্টোরের অভ্যন্তরে একদম সুমসাম। তাদের ভারী বুটের তীব্র শব্দে সুগভীর নীরবতা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেংগে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমস্ত ক্রেতারা পুনরায় মুষ্টি বাগিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলো — বলা বাহুল্য, তাদের কথাবার্তা এবং আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল বিস্ময় এবং ক্রোধ।"[৯]

সন্ত্রাস-বিধ্বস্ত অসহায় ক্রেতাদের চোখে-মুখে ক্রোধ এবং বিস্ময়ের তীব্র উৎসারণ, তাই-ই যথার্থ ইতিহাসের স্মারকবাহী, পক্ষান্তরে মার্কসবাদী সন্ত্রাসীরা বহন করছে অসত্য ইতিহাসের নোংরা কীট। ক্রেতারা (এখানে সাধারণ আফগানবাসী) এই মিথ্যা ইতিহাসকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশের জন্য সোনা, তেল, হীরক এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্যাস ভেট হিসেবে হাতিয়ে নেয় না, লালমুখো গোয়েবলসকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তারা বেতার-সম্প্রচারের সুযোগও পায়না, কিংবা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের 'ঠাণ্ডা' করার জন্য তারা ক্ষেপণাস্ত্রও কবজা করে না।

"একদিন বিকেল বেলা। একজন রুশ সৈন্যের নেতৃত্বে কতিপয় আফগান সৈন্যকে দেখা গেলো জনৈক হকারকে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। আশ-পাশের দুই শো'রও বেশি পথচারী ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হকারটি চিৎকার

www.pathagar.com

করে কাঁদছে এবং সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে, কিন্তু সৈন্যরা হতভাগ্য হকারকে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এটুকু পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে কেউই এগিয়ে এলোনা। আমার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।"[১০] এই পবিত্র অশ্রু আছে বলেই মানুষ আজও পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি।

মানুষ এহেন স্বার্থপর, পাষণ্ড, ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তবাজ মার্কসবাদী ঘাতকদের সহবাসে বাঁচতে পারে না; মানব জাতিকে অবশ্যম্ভাবী পতন ঠেকাতে পারে একমাত্র প্রেম-প্রীতি-করুণাসিক্ত এই পবিত্র অশ্রু।

মানুষের চোখ থেকে যদি এই মহৎ অশ্রু-ধারা শুকিয়ে যায়, তাহলে আমাদের সবগুলো শহর প্রকম্পিত হবে নরমাংসভোজী হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের পদচারণায়। অমানুষিক দৃশ্যাবলী দর্শন করে এ সব পবিত্র হৃদয় যদি যন্ত্রণায় বিচলিত না হয়, প্রকৃতিও তাহলে তার স্বাভাবিক কার্যধারা বন্ধ করে দেবে; কারণ মানুষের কল্যাণই তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, পশুর জন্য নয় — হোক না সে চতুস্পদ অথবা দ্বিপদ।

পবিত্র অশ্রু — যা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে উচ্চে তুলে ধরে

মানুষের এই যে নিরবচ্ছিন্ন টিকে-থাকা, এই যে সমৃদ্ধমান অগ্রগতি, এটা নির্দয় মার্কসবাদী ঘাতকদের কল্যাণে হয়নি, হয়েছে এই প্রীতিস্নিগ্ধ অশ্রুর কল্যাণেই, যা পরস্পরের নিকট অপরিচিত সকল মানুষকে এক মোহনায় দাঁড় করায়; যা একে-অপরের ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়কেতন উড্ডীন করে; যা' মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিবিড় করে, হোক্না তারা একই দেশের কিংবা ভিন্ন দেশের বাসিন্দা।

তাদের প্রত্যেকের নির্মল অশ্রুই ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়কে অনাবৃত করেছে। অন্যদিকে প্রতিটি জালিম সৈন্যই ইতিহাসের কালিমাময় অধ্যায়কে উন্মুক্ত করেছে।

আফগানিস্তানে প্রলেতারীয় জারবাদী ঔপনিবেশিক পশু-শক্তি গ্রামের পর গ্রাম মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। কারণ, তারা এই মিথ্যে চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে যে, আফগান মুজাহিদরা এসব গ্রামবাসীর নিকট থেকেই সাহায্য পায়।

রাশিয়ানরা যদি আফগান জনগণের সাহায্যকারীই হবে, তাহলে কেন তারা দু'একটি মাস জনগণের সাথে কাটায় না এবং তাদের বুঝিয়ে দেয় না যে, তাদের মুক্তি সংগ্রামী মুজাহিদরা আসলে বিশৃঙখলা সৃষ্টিকারী দস্যু? জনগণ তাদের কথা শুনবে এবং তাদের ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করবে। মার্কসবাদী দেশীয়-চেলা-চামুণ্ডারাই তাদের দোভাষীর কাজ করবে। সীমান্ত অতিক্রমকারী সম্মানিত অতিথি হিসেবে গ্রামবাসীরা তাদের স্বাগতম জানাবে,

www.pathagar.com

যারা "লাল আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহায্য-কার্যসূচী" বাস্তবায়নের জন্য সেখানে গিয়েছে।

ইতিহাসের কুখ্যাত মিথ্যুক এবং দস্যুদল জানে যে, তারা যদি সেখানে বন্ধুত্বের আবরণে ঘৃণ্য উপনিবেশবাদের মাকাল ফলের সওদাগরী করার চেষ্টা করে, তাহলে গ্রামবাসীদের হাতে তারা নিমেষেই কচু-কাটা হয়ে যাবে। এই 'গান্ধা' মাকাল ফল তারা সহজে গছিয়ে দিতে পারে তাদের বশংবদ চামচাদের, তাদের নপুংসক দালাল মোয়াক্কেলদের; গছিয়ে দিতে পারে তাদের আদর্শিক ক্রীতদাসদের, যাদের শারীরিক দাসত্বের চেয়ে মানসিক দাসত্ব অধিকতর জঘন্য। পরাভূত এবং ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে পিষ্ট দেশসমূহের জনগণের রক্ত ঝরিয়ে এই মাকাল ফল তারা লাল-প্রভুদের নিকট থেকে দক্ষিণাপ্রাপ্তদের কাছেও বিক্রি করতে পারে।

রুশ জারবাদের সর্বময় ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী গ্রামবাসীদের শাস্তি দেয়ার জন্য প্রলেতারীয় জারবাদীরা 'পোড়ামাটি' নীতি অবলম্বন করেছে।

মিগ, হেলিকপ্টার, ট্যাংক এবং জালিম সৈন্যবাহিনী ঘর-বাড়ি আর ফসল ধ্বংস করছে, হত্যা করছে নিরীহ জনগণ এবং তাদের গবাদিপশু।

যে কেউ মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে চায়, তাকে অবশ্যই এই পোড়া জমি থেকে পালিয়ে যেতে হবে —

যেখানে সে একদিন জন্মগ্রহণ করেছিল;
যেখানে সে একদিন ঘর বেঁধেছিল;
যেখানে একদা তার একটি সংসার ছিলো;
যেখানে সে একদা শ্যামল মাঠের মালিক ছিলো;
যেখানে একদা তার নিজস্ব একটি সমাজ ছিলো।

কিন্তু এখন খোলা আকাশের নিচেই তার আশ্রয়, সেখানে প্রখর সূর্যালোক তাকে দগ্ধ করছে, হিমশীতল হাওয়া তাকে হিমায়িত করে ফেলছে; রাক্ষুসে ক্ষুধা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, কঠিন খাঁড়া পাহাড় তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে এবং হিংস্র শিকারী মার্কসবাদ তাকে বিষাক্ত তীরের ফলায় ক্ষত-বিক্ষত করছে।

প্রলেতারীয় জারবাদী সন্ত্রাসী কলা-কৌশল আলজিরিয়ায় ফরাসীদের এবং ভিয়েতনামে মার্কিনীদের কৌশল থেকে ভিন্ন ধরনের। "তারা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক সৈন্য পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজেরাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে পংকিল আঁস্তাকুড়ে।"[১১]

জারবাদী ইতিহাস এবং মার্কসবাদী মতাদর্শ — উভয়ই নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং পাশবিক। যতো বেশি পরিমাণ রক্তই মানুষের দেহ থেকে ঝরুক না কেন,

www.pathagar.com

তা কখনই তাদের বর্বরতাকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করতে পারবে না, পারবে না আরও অধিক রক্ত-স্রোত বন্ধ করতে। যত লক্ষ মানুষই তারা হত্যা করুক না কেন, তা' তাদের নিষ্ঠুর হৃদয়কে বিন্দুমাত্র কোমল করতে পারবে না। কোনো ভয়াবহ ধ্বংসের কাজই তাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে না।

এ "দু'য়ের" কি যোগ্যতা আছে মানবজাতিকে পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব দিতে, স্বাধীনতার রক্ত-সূর্য ছিনিয়ে এনে দিতে এবং তাকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগাতে? তারা কি পারে ইতিহাসকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে?

"যদি আজ আফগানিস্তানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ৯৯% জনগণ সেদেশে রুশ উপস্থিতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে এবং যদি অলৌকিক উপায়ে রুশ সৈন্যরা এদেশ ত্যাগ করে, তাহলে অবিলম্বে মিঃ বারবাক কারমালের নেতৃত্বাধীন সরকারের ভরাডুবি হবে এবং সাংগ-পাংগরা কাবুলের রাস্তায় পাইকারী হারে কচু-কাটা হবে।

"সোভিয়েত দখলদারীর একমাসের মধ্যে, জানুয়ারি মাসে যখন আমি কাবুলে ছিলাম, তখন দেখেছি, আফগানিস্তানের মাটিতে জুড়ে-বসা রাশিয়ান স্যাঙ্গাত এবং ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণা আরও গভীর হয়েছে, তীব্র হলাহল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।"[১২]

জনৈক ভারতীয় লেখকের বর্ণনায় আফগানিস্তানে লাল-আগ্রাসনের সঠিক ইতিহাস

এটি জনৈক সম্মানিত ভারতীয় লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে বিবৃত ইতিহাস। এই সাংবাদিক, লেখক এবং চিন্তাবিদ একজন নিপীড়িত আফগান নন; তিনি রুশ নিপীড়নকারীও নন। তিনি একজন খাঁটি মানুষ, যিনি শত্রুকবলিত ঐ দেশটিতে মানবতার যে চরমতম দুর্ভোগ, তার বর্ণনা দিয়ে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

আফগানিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে সোভিয়েত টেলিভিশন তার প্রথম বিস্তারিত রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, হাফিজুল্লাহ্ আমিন সোভিয়েট ইউনিয়নের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী-বন্ধনকে সুদৃঢ় করার কাজে ওকালতি করেছেন।"[১৩]

এর আগে রুশ নেতৃবৃন্দ আমিনকে একটি অভিনন্দন-বার্তা পাঠায়। বার্তায় দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করে বলা হয় যে, দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে।

কিন্তু যখন আমিন নৃশংসভাবে নিহত হন, তখন তিনি প্রকাশ্যে নিন্দিত ও ধিকৃত হন; নিন্দিত হন সি.আই.এ-র এজেন্ট নর-ঘাতক, খুনী এবং কসাই হিসেবে।

www.pathagar.com

এটা তাদের কি ধরনের ইতিহাস? প্রলেতারীয় জারবাদী এবং মার্কসবাদীরা সামান্য ক'টি মাসের মধ্যেই ইতিহাসকে পাল্টে দিল! এটাই তাদের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস, যা কেবল বোকাদের ঠকাতে পারে।

"রাশিয়ানরা আফগান উপজাতীয়দের এই বলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে যে, ১৯৭৮ সালের এপ্রিল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাবুল থেকে যে শাসকগোষ্ঠিকে উৎখাত করা হয়েছিল, "কুরআনের মৌলিক বিধানের সংগে তাদের সুদূরপ্রসারী সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।" কাজাখস্তানের একজন সোভিয়েত মুসলিম কর্মকর্তা ইউসুবখান শাবিরভ আফগানিস্তান সংক্রান্ত এক সম্প্রচারে এই দাবি করেন। সুমহান এপ্রিল-অভ্যুথানের পূর্ব পর্যন্ত আপনাদেরকে যারা শাসন করেছিল, তারা একান্ত বিদ্বেষবশতঃ কুরআনের শাশ্বত বিধানসমূহ বিকৃত করেছিল," .. "সত্য, জ্ঞান, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার এবং সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সুখ-সমৃদ্ধি স্থাপনের চেষ্টায় নিবেদিত পবিত্র ইসলাম ধর্ম যা' প্রচার করেছে, নতুন শাসক গোষ্ঠি তা-ই বাস্তবায়িত করছে।"[১৪]

এটা মার্কসবাদী ইতিহাসের নবতর দিক-বদল। শয়তান তার শয়তানী-কাজকর্মকে জায়েয করার ফিকিরে বাইবেল থেকেই সহায়ক-উক্তি উদ্ধৃত করে।

এপ্রিলের লাল অভ্যুত্থান-পূর্ব শাসন-ব্যবস্থা কুরআন-বিরোধী ছিলো, আর অভ্যুত্থান-পরবর্তী লালবাদী শাসন-ব্যবস্থা কুরআন সম্মত — লাল শাসকের টাকায় পোষা 'লাল-শেখের' বক্তব্যের এটাই হলো সারমর্ম।

দাউদ তার ইসলাম বিরোধী সংস্কার কর্মসূচীর কারণে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সে একজন ইসলাম-বিরোধী 'শয়তান' হিসেবে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছিল।

আফগানিস্তানে বহুরূপী গিরগিটিসদৃশ মার্কসবাদী ইতিহাস

এই বহুরূপী লাল ইতিহাস থেকে বর্তমানের ক্ষুদে লালমুখো নেতারা হুঁশিয়ারী-সংকেত পেতে পারে। তাদের বোঝা উচিত যে, প্রলেতারীয় জারবাদের প্রশংসা-অভিনন্দন-অভ্যর্থনা এবং কপট ভালবাসা তাদের অবশ্যম্ভাবী ভরাডুবিরই পূর্বাভাস বহন করছে; যখনই সেই লাল-দাবার কোর্টের সর্বক্ষমতাধর খেলোয়াড় কোর্ট থেকে ঘুঁটি পরিবর্তনের ইচ্ছা করবে, তখনই তা' পরিবর্তিত হয়ে যাবে; আর ওরাই সেই বিশাল দাবার ছকের এক-একটা হতভাগ্য ঘুঁটি। অভিষেক-মঞ্চে মাল্যভূষিত হওয়ার আগেই তাদের ভরাডুবি হয়। টিটো, মাও, সাদাত, নিমেরী, সাঈদ বারী মাত্র এই ক'জন ভাগ্যবান নেতা নব্য জারবাদীদের কপট ভালোবাসার ছোবল থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এমন কোনো দক্ষ রং পরিবর্তন-কুশলী পৃথিবীতে নেই, যে ইতিহাসকে পরিবতর্ন এবং বিকৃত করার কাজে রুশ প্রলেভারীয় জারবাদীদের সমকক্ষ হতে পারে।

আফগানিস্তানের কম্যুনিস্ট শাসন ইসলামসম্মত বলে প্রশংসিত; পক্ষান্তরে খোদ রাশিয়াতেই ইসলাম নিন্দিত, অপদস্ত। আফগানিস্তান সংক্রান্ত সরকারী সম্প্রচারে বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম ধর্ম প্রগতি ও জ্ঞানের পক্ষে; পক্ষান্তরে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইসলাম প্রতিনিয়তই হিংস্র হামলার শিকার হচ্ছে।

"প্রচার মাধ্যম এবং বিদ্যালয়সমূহে ইসলাম বিরোধী বাস্তব বিধি-নিষেধ একটি চেতনাগত হামলার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যা নাস্তিক্যবাদ এবং মার্কসবাদী-লেলিনবাদী ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটায়। এই ধ্যান-ধারণা ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে বৈরীভাবাপন্ন করে তোলে এবং এর জন্য দায়ী করা হয় সোভিয়েত শাসন-পূর্ব সময়ের মধ্য এশিয়ার দারিদ্য, নিষ্ঠুরতা এবং পশ্চাৎপদতাকে।"[১৫]

'আফিম' অধ্যায়ে ভুঁইফোঁড় লাল জান্তাদের সম্পর্কে দাঁতভাংগা জবাব দেয়া হয়েছে। এখানে ইতিহাসের রংগমঞ্চে 'লাল ঢাকের' অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র গুটিকয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

একটি চিরস্থায়ী উপনিবেশবাদের অপরিণামদর্শী হিসাব-নিকাশ

উটপাখি সদৃশ অপরিণামদর্শী বিচার-বিবেচনা কি কখনও ইতিহাসের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা হতে পারে?

১. অন্যান্য মুসলিম দেশসহ মধ্য এশীয় অঞ্চলের দেশগুলি পুরানো ও নব্য জারদের হাতে পরাভূত হয়েছিল, কারণ তারা একটি ধর্মীয় অবক্ষয়ের যুগে প্রবেশ করেছিল। মুসলমান জাতি যদি ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তারা যে-কারো দ্বারাই মার খেতে বাধ্য।

তাদের তুলনায় আফগানরা আজ ইসলামের অম্লান ও আন্তরিক অনুসারী হিসেবে অনন্য। কখনও কখনও তারা পরাজিত হতে পারে, কিন্তু নিরংকুশ বিজয় একমাত্র তাদেরই পদতল চুম্বন করবে।

২. মধ্য এশীয়রা তাদের সময়কার পরাশক্তিকে পরাভূত করতে পারে নি। এমন কোনো উপযুক্ত যোদ্ধাও তাদের যুবসমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় নি।

আফগান জাতি বৃটিশদের কাছ থেকে বিজয়ের স্বর্ণকেতন ছিনিয়ে আনতে পারায় গর্বিত। ট্যাংক এবং এ.পি.সি.* সজ্জিত সাদা রাশিয়ানদের জন্য আফগান যোদ্ধা ছেলেরা যুদ্ধের ময়দানে সুতীব্র বারুদের বিস্ফোরণের চেয়েও

* এ.পি.সি. = অত্যাধুনিক বোমারু বিমান।

www.pathagar.com

ভয়াবহ। দখলদার দস্যুবাহিনী তাদের ট্যাংকের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে অকুতোভয় আফগান তরুণদের প্রতিরোধ করতে সাহস করে না।

৩. হিটলারের পর বিশ্বের আর কেউই নব্য জারবাদীদের খতম করে নি। বর্তমানে একমাত্র আফগান মুজাহিদরাই তাদের ধিকৃত শোণিতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত করছে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ হিসেবে তারা নির্দোষ। তারা আমাদের ভাই। কিন্তু নব্য জারবাদীদের খুন-খারাবীর হাতিয়ার হিসেবে তারা উল্লেখিত দণ্ড পাওয়ারই উপযুক্ত।

৪. "রুশ কর্তৃপক্ষ জুন মাসে বিমান ও ট্যাংক বিধ্বংসী কামান এবং ক্ষেপণাস্ত্র ইউনিট-সজ্জিত ছয় হাজার রুশ সৈন্যকে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ আফগানিস্তানের চলমান যুদ্ধে তাদের সম্পৃক্তি ছিলো নাকি সামান্যই।"[১৭]

আফগানিস্তান দখলের আনুমানিক ছয়মাস পরে এই পরাশক্তি বুঝতে পারে যে, তার গণনা অভ্রান্ত নয়। সে আরও বুঝতে পারে যে, এহেন উদভ্রান্ত অবস্থার মুকাবিলা করতে এবং ভ্রান্ত সমরকৌশলকে টিকিয়ে রাখতে একটি তৃতীয়-শ্রেণীর সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা চলবে না। উল্লেখিত সৈন্য-প্রত্যাহার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী ব্যবস্থার চরম শয়তানীই প্রকটিত হয়েছে। যে সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ঐসব সেনা ইউনিটসমূহের সংগে এসেছিলো, তারা লাল-মুখোদের ভ্রান্ত প্রচারণায় যথার্থই আস্থাশীল ছিলো যে, আমেরিকাই আফগানিস্তানে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কলকাঠি নাড়াচ্ছে। কিন্তু অসত্যের কুহেলিকা ভেদ করে আসল সত্য যখন তাদের সামনে স্পষ্ট হতে শুরু করল, তখন তাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়া হলো।

৫. প্রলেতারীয় জারবাদী দখলদারিত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্যই উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমেরিকার নামটি ব্যবহার করা হয়। এই দুই পরাশক্তি কখনও কি তাদের অমুসলিম দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলিম-আশ্রিতদের সাহায্য করেছে? কখনই না। যদি কোনো মুসলিম দেশ অপর কোনো ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনই তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। যেভাবেই হোক, মুসলিম আশ্রিতরা এই দুই পরাশক্তির ক্রীড়নক হয়ে থেকেছে, কখনই তারা সাফল্যের মুখ দেখেনি।

৬. আফগানিস্তানে রুশ দখলদারিত্বই আমেরিকার কাম্য। আফগান মুজাহিদদের কপট ও চাতুরীপূর্ণ সাহায্যের আশ্বাসে ভুলিয়ে সে রুশ দখলদারিত্বকে সমর্থন যোগাচ্ছে।

অসাধারণ নিপুণ যোদ্ধা এই আফগান মুজাহিদরা যদি মার্কিনীদের নিকট থেকে সত্যি সত্যি সাহায্য পেতো, তাহলে ইতোমধ্যেই তারা শতশত হেলিকপ্টারকে পর্যুদস্ত করে নিজেদের দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হতো।

www.pathagar.com

ভিয়েতনামীরা রাশিয়া থেকে যে-পরিমাণ সাহায্য পায়, তার অর্ধেক সাহায্য যদি মুজাহিদরা আমেরিকা থেকে পেতো, তাহলে তারা মধ্যএশিয়া স্বাধীন করতে সক্ষম হতো।

ইয়াহূদীবাদ-শাসিত আমেরিকার কাছে কি এহেন মুসলিম-বিজয় কাম্য? আফগানিস্তানে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যার এ কেমন জঘন্য ঢোলসহরত!

এই সেই আমেরিকা, যে আফ্রিকার সোমালিয়া এবং ইরিত্রিয়ায় সর্ব প্রকার সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার অবাধ আধিপত্যের পথ প্রশস্ত করে। যদি তাদেরকে সাহায্য করা হতো, তাহলে কিভাবে রাশিয়ানরা লোহিত সাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এবং মধ্যপ্রাচ্যের চতুর্দিকে তাদের সামরিক শক্তি বিস্তৃত করতে পারত?

তেল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলোকে ভয় দেখিয়ে 'সাদা ছাতার' নিচে একত্রিত করার মানসেই আমেরিকা 'লালমুখোদের' এই বিজয় চেয়েছিল। কিন্তু অকুতোভয় আরবরা আদৌ ভীত হয়নি।

আমেরিকানদের জন্য সৌভাগ্যের কথা এই যে, রাশিয়া আফগানিস্তান পদানত করেছে। আমেরিকা চায় যে, রাশিয়া তার আগ্রাসী থাবা আফগান-সীমান্তের বাইরে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিক, যাতে সে এই অঞ্চলে তার আধিপত্যবাদী শক্তির ঘৃণ্য ছাতা দ্রুত প্রসারিত করতে পারে — তেল উৎপাদনকারী সমগ্র আরব বিশ্ব তা পছন্দ করুক চাই না করুক। অতঃপর এই দুই পরাশক্তি অঞ্চলটিকে নিজেদের মধ্যে সংগোপনে ভাগাভাগি করে নেবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পরবর্তী কোনো পরিবর্তনের কারণে এই দু'টি এলাকা পুনঃ বিভক্ত হয়ে যায়।

এই দুই পরাশক্তির মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় এবং ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে তারা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ।

সমসাময়িক ইতিহাসকে যদি এভাবে জটপাকানো হয়, তাহলে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মার্কসবাদের সুনিপুণ চাতুর্যপূর্ণ খেল্ কেমন হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

৭. যে অবিনাশী সত্তাশক্তি জিহাদকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাকে উপেক্ষা করা অন্যায়। মুজাহিদরা নিজ হাতেই তাদের হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে। যুদ্ধাহত সৈনিকেরা, গ্যারিসন এবং রেজিমেন্টসমূহ তাদের এসব অস্ত্র নিয়ে আসে। রাশিয়ানরা হাশিশ এবং আমেরিকান সিগারেটের বিনিময়ে, অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরাই একাজে তাদেরকে সাহায্য করে। এতদভিন্ন প্রত্যেক খাঁটি আফগান জাতীয়তাবাদী অথবা

৭—

www.pathagar.com

খাঁটি মুসলমানই একেকজন যোদ্ধা। এভাবে গোটা জাতিই নিজকে দখলদারের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা করছে।

রুশ ইতিহাসের ঘোর-প্যাঁচের নায়করা বর্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকেও অবহেলা করছে, যে পরিস্থিতি ১৯২০-র দশকে যখন তারা মধ্য এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামীদের দমন করছিল, তার চেয়ে আলাদা।

৮. চীন তখন ছিলো এক ঘুমন্ত দানব। কিন্তু আজ সে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী অসীম ক্ষমতা বিস্তারের লক্ষ্যে নব্য-জারবাদী পয়লা পদক্ষেপকে অবশ্যই বিজিত দেশের সীমানায় থামিয়ে দিতে হবে।

৯. তখন ইসলামী বিশ্ব ছিলো পরিচয়হীন অপাংক্তেয়। আর আজ তা' একটি শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১০. রিগানের মাধ্যমে আগ্রাসন মার্কিন সামরিকতন্ত্রকে নবজীবন দান করেছে যিনি উক্তি কর্মসূচীর ভিত্তিতেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। এই মার্কিন সামরিকতন্ত্রকে নবজীবন দানের জন্য রুশদের তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের জীবন-ব্যবস্থাকে বাহবা জানাতে দিন — যে সামরিকতন্ত্র তার সর্বনাশা পারমাণবিক কুঠারের আঘাত হানবে আপন স্কন্ধেই। আমেরিকা রাশিয়া থেকে বিশ বছর পেছনে ছিলো। জারবাদ কি দশ বছরাধিক কাল ধৈর্যধারণ করতে পারত? বিশ্ব বিজয় সম্ভব করে আমেরিকার ওপর এর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ সে সম্পন্ন করত। কিন্তু পাপাচার কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। অলংঘ্য নিয়তির ফাঁদে পা দেবার জন্য সে নিজকে নাজুক পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেবেই।

১১. পররাজ্য গ্রাসের পর দখলদারের রাক্ষুসে পেটের চারদিকে অগ্নিবৃত্ত তৈরি হয়।

১২. সারা পৃথিবী এর নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ প্রমাণ করেছে যে, সমগ্র মানবজাতি একবাক্যে এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। লৌহজালে আবদ্ধ দেশসমূহের নাগরিকদের যদি স্বাধীনতা প্রদান করা হত, তাহলে তারাও আফগানিস্তানে পাশবিক মার্কসবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করত।

১৩. আগ্রাসনের কারণে প্রতিদিন ডলার এবং রক্তের বিনিময়ে তাকে যে মর্মান্তিক মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে, স্বদেশে তা' ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। ডঃ শাখারভই রাশিয়ার একমাত্র ব্যক্তি নন, যারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। সত্বর হোক কিংবা বিলম্বেই হোক, তাদেরকে একদিন গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবেই।

১৪ রুশ সাম্রাজ্যের শৃঙখলিত মুসলমানদের অন্তরে বিক্ষোভের যে তীব্র

www.pathagar.com

আগুন সুপ্ত ছিলো, জালিমদের ওপর আফগান জনগণের বিজয় থেকে তা'শক্তি সঞ্চয় করছে। রাশিয়ানদের ব্যাপকহারে হতাহত হতে দেখে জালিমদের সমূলে খতম করার সংকল্প তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বেগবান হচ্ছে। একটি ছিনতাইকৃত বিমান কিংবা কারাগারের অভ্যন্তরস্থ নিরবতার নাম শান্তি নয়। মুসলমান সৈন্যরা আফগানিস্তানে এসেছেন, সব কিছু দেখেছেন এবং নবতর ইসলামী জোশ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

১৫. নির্যাতনকারীরা সব সময় তাদের নিরাপত্তা নিরূপণের ক্ষেত্রে উটপাখি নীতি অনুসরণ করেছে।

তারা ভেবেছে, সময়ের বিবর্তনে পরাভূত জাতিসমূহের স্বাধীনতার আকাঙক্ষার জ্বলন্ত অংগার শীতল হয়ে যাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক নির্যাতনের অধীন নব নব প্রজন্মের স্বাধীনতার তৃষ্ণা ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতরই হতে থাকে। আলজিরিয়ার পুরাতন প্রজন্ম ফরাসী উপনিবেশবাদীদের টলাতে পারেনি, কিন্তু নতুনরা তা পেরেছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ভারতেও। আজকের সিংহ-হৃদয় তরুণ ফিলিস্তিনীরা যেভাবে আগ্রাসী ইয়াহূদীবাদকে খতম করছে, পুরাতনরা সেভাবে পারেনি। আগামী প্রজন্ম এই জালিমদের খতম করবে, তাতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এই সাদৃশ্য বিশ্বজনীন, শাশ্বত। অধিকৃত ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক জান্তার সংখ্যা যা-ই হোক্ না কেন এবং দখলদার সৈন্যরা যত নির্যাতনই চালাক-না-কেন তা স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙক্ষার অনির্বাণ শিখাকে নির্বাপিত করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৬. "গত বছর জানুয়ারি মাসের এক মনোরম দিন। আমি এবং আমার স্ত্রী ভারতের একটি পাঁচতারা হোটেলের আংগিনায় বসে আছি। সেখানে কয়েকজন নবাগতও ছিলেন। তারা উজবেকিস্তান থেকে আগত একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য। একজন তরুণ উজবেক আমাদের টেবিলের সামনে এলেন।

"আপনি কি মুসলমান?"

"জ্বি। কিন্তু উজবেকিস্তানে এখন ইসলামের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আপনাদের মত নয় — আমাদের দেশ একটি ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।"

তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন ঃ

"কিন্তু মধ্য এশিয়ার ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-শশীর উদয় একদিন হবেই।" তাঁর কণ্ঠে ক্ষোভ এবং তিক্ততার হলাহল।

"সে জন্য আপনারা লালায়িত কেন? আপনারাতো এখন উন্নতি লাভ করছেন?"

আমার তরুণ বন্ধুটি চতুর্দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন সামান্য দূরে একটি টেবিলের সামনে উপবিষ্ট একজন বয়স্ক উজবেক তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। সকলেই নীরব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

"কমরেড, পরিবর্তনের পক্ষে যারা কথা বলে আমি তাদেরকে ঠিক এ কথাগুলোই বলে থাকি। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে।"

"আপনার নাম?"

"আমরা নামহীন।" তিনি এ কথা বলে আমার দিকে চোখ টিপে তাকালেন।

রাশিয়া ১৮৮৪ সালে মধ্য এশিয়া বিজয় সম্পন্ন করে। কিন্তু আজও সেখানে ইসলামী জোশ অম্লান। এটা একদিন বারুদের ন্যায় বিস্ফোরিত হয়ে রুশ সাম্রাজ্যের হিমাদ্রিকঠিন অবয়বে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে।"[১৮]

এই হলো রাশিয়ার একটি উপনিবেশের এক দীপ্তপ্রাণ তরুণের অন্তরের প্রচণ্ড জোশ আর সুতীব্র অন্তর্দাহ। প্রকৃতি যখন বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ছে, তখনও এই উপনিবেশবাদী উটপাখিকে তার খোড়া-যুক্তির তপ্ত বালুরাশির মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতে দাও। প্রকৃতি যত দিন তার স্মিতহাস্যে ভরিয়ে দিতে সক্ষম হবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বুক, মানবীয় মর্যাদা এবং স্বাধীনতার জন্য অদৃশ্য তৃষ্ণাও অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত।

সে তার পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে অধিকতর লেলিহান। তার সন্তান অথবা সন্তানের সন্তানেরা উপনিবেশবাদী দস্যুকে তাদের সংগ্রামের উত্তপ্ত কড়াইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে খতম করবেই।

প্রগতি? এটা এমন একটি প্রশ্ন যা নির্বোধ ব্যক্তিদের হতবুদ্ধি করে দেয়।

একজন খামার মালিক যখন তার গরুগুলোকে সুচারুরূপে যত্নআত্তি করে, তখন এটা কি তার উদার হৃদয়ের পরিচয় বহন করে? একজন কসাই যখন তার ভেড়াকে ভালো দানাপানি খাওয়ায়, এটা কি তার দয়ার্দ্র চিত্তের পরিচায়ক? একজন স্বেচ্ছাচারী এবং জালিম উপনিবেশবাদী যখন তার শৃঙখলিত প্রজাদের জন্য সামান্য আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, তখন কি বলতে হবে যে, তাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে?

ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের সুযোগ কি কখনও স্থায়ী স্বাধীনতার সমান হতে পারে? এহেন সমীকরণ কি কখনও প্রকৃত বিজ্ঞান হতে পারে? দ্বিপদ চাটুকার তোতার কণ্ঠের এই বাঁধা স্তবগীতি কি কখনও ইতিহাসের অমোঘ আইন হতে পারে?

আলজিরিয়া এবং ভারতের মত প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর বর্তমানের স্বাধীনতা এই নির্বোধগুলোর উভয় গালে তীব্র চপেটাঘাতেরই সমতুল্য। রুশ উপনিবেশ তাদের সন্তানদের হাতে সূতীক্ষ্ণ বল্লমের মত অগ্নিস্ফুলিংগ ছড়াবে যা উপনিবেশবাদের শবাধারকে চিরতরে কবরের অন্ধকার গুহায় শুইয়ে দেবে। জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিশ্বের সকল পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন বেঈমান উপনিবেশবাদীদের জন্য মৃত্যু-পরোয়ানাতুল্য।

www.pathagar.com

১৭. এটাই আগ্রাসন — এককভাবেই আগ্রাসন, যা আমেরিকান পুঁজিবাদকে উপহার দিয়েছে ধারালো নতুন দাঁত; এর বলেই পর্যুদস্ত করা হয়েছে গ্রানাডাকে। রিগান-পূর্ব আমেরিকা কিউবাকে মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু রুশ-দখলদারিত্বের প্রতিভূ রিগান গ্রানাডা-পরিস্থিতিকে বরদাশত্ করেন নি। তিনি রাশিয়াকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নমনীয় পন্থায়। এমন কি, রাশিয়া যেভাবে বর্বরোচিত পন্থায় আফগানিস্তান কবজা করেছে, অনুরূপ পন্থায় কিউবা পদানত করতে তিনি শংকান্বিত, যদিও রুশ বিরোধী আফগানিস্তান রাশিয়ার কাছে যতটা ভয়ের নয়, তার চেয়েও বেশি ভয়ের মার্কসবাদী কিউবা আমেরিকার কাছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আমেরিকার দুষ্টচক্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার খাওয়ার পর সংযত হয়েছে। পক্ষান্তরে, রুশচক্র আফগানিস্তানে ভিয়েতনামের রক্তাক্ত খেলার পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে।

দখলদার কর্তৃক সৃষ্ট এ সমস্ত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তা আফগানদের একটি জাতি হিসেবে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত করেছে।

"সোভিয়েট হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। এটা কম্যুনিজমের বিপরীতে জাতীয়তাবাদের নবতর অস্ত্র যূথবদ্ধ করেছে, যে-অস্ত্র ধর্মের চেয়ে অধিক বলবান বলে বিবেচিত হচ্ছে। এক লক্ষ সৈন্যের আফগান বাহিনী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক-তৃতীয়াংশে এসে দাঁড়িয়েছে, বিমান বাহিনীর আকার ঠেকেছে অর্ধেকে। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই দেশত্যাগ করেছেন কিংবা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়েছেন, যাঁরা তাদের ছাড়া সেনাক্যাম্পে কিংবা পেশোয়ার, পিন্ডি অথবা পাকিস্তানের অন্যান্য শহরের রাস্তায় যেন নেতাহীন জনতা।

যে ছাত্ররা একদা কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রাণশক্তির মূল উৎস ছিলো, তারা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। এতটা হয়েছে এ জন্য যে, ১৯৮০ সালের ২৮শে এপ্রিল তারা একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিল। পুলিশ বিনাবিচারে সেখানকার বহু ছাত্র-ছাত্রীকে হত্যা করে।"[১৯]

আর্মি, বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্রসমাজ, "খাল্‌ক পার্টি" এবং জনসাধারণ আগ্রাসন প্রতিরোধ করছে; ১৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার একটি জাতির মধ্য থেকে অনূর্ধ ৫০ হাজার দেশীয় লালমুখো চামচা এবং অল্প ক'জন সরকারী কর্মচারীই কেবল দখলদার চক্রের সংগে আছে।

নির্বোধ ছাগলের বাচ্চা প্রসব করে পৃথিবী ইতিহাস-বিকৃতিকারীদের কোনো মংগল করতে পারবে না। তারা তাদের নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছে। এখনও তারা তাদের অন্তঃসারশূন্য জয়ঢাক জোরেসোরেই বাজিয়ে চলেছে।

কিন্তু দেশবাসীর কাছে পর্যন্ত তারা ইতিহাস বিকৃত করে। আফগানিস্তান আক্রমণের অব্যবহিত পরের ঘটনা। (যুদ্ধে নিহতদের) বদ্ধ ধাতব কফিনসমূহ পৌঁছুচ্ছে রাশিয়ায়। একটি সার্টিফিকেটসহ কফিন হস্তান্তর করা হচ্ছে নিকটতম

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনের কাছে। সার্টিফিকেটে লেখা রয়েছে ঃ "মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"[২০]

আত্মীয়-স্বজনরা জানে যে, আফগানিস্তান তাদের মাতৃভূমি নয়। কিন্তু দেশের নির্ধারিত সীমারেখা এবং নিরাপত্তার গণ্ডীর বাইরে টু শব্দ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

নিজ মাতৃভূমির নিরাপত্তার স্বার্থে যদি একজন রুশ সৈন্য আফগানিস্তানে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি প্রত্যন্ত কোণে, সাগরের প্রতিটি গভীর তলদেশে এবং মহাশূন্যের প্রতিটি কন্দরে সে মরতে পারবে। কারণ, রাশিয়ানদের মাতৃভূমির সীমারেখা সমগ্র পৃথিবী এবং মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত! এই কারণে মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রলেতারীয় জারবাদকে একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র ও মতাদর্শে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবী জয় ও তাকে ক্ষত-বিক্ষত-রক্তাক্ত করছে।

আকাঙ্ক্ষা যত সীমিত হয়, ঝুঁকিও তত কম থাকে।

আকাঙ্ক্ষা যদি অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তাহলে ঝুঁকিও কিছুটা বেশি থাকে।

আকাঙ্ক্ষা যদি আকাশচুম্বী হয়, তাহলে মৃত্যু হয় নিকটবর্তী।

ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে একটি উপদেশ-কণা আহরণ করে 'নির্বোধ' ইউরোপীয়দের জ্ঞাতার্থে এখানে পেশ করা হলো।

"সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্রই একটি আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হতে পারে, সেখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উভয় বিষয়েই তারা নিজেদের প্রভাবকে প্রসারিত করতে থাকবে। এ রকমটি ঘটবে তাদের নিজ নিজ অস্ত্রশক্তি সম্পর্কে তাদের একগুঁয়ে মনোভাবের কারণেই। ক্রমবর্ধমান সামরিক নিরাপত্তার অন্বেষণে সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক কল্যাণকে অবহেলা করে, তাহলে আফগানিস্তানে এঁদো ডোবায় পড়ে এবং নিজ গৃহদ্বারে এক দরদী দানবের সামনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়ে সে পোল্যান্ড-স্টাইলের অভ্যন্তরীণ সামাজিক অস্থিরতার কাছে কমজোর প্রতিরোধহীন বলে গণ্য হতো।"[২১]

উভয় পরাশক্তির সামরিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা মহাশূন্যসহ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। কারণ, তারা উভয়েই প্রভুত্বকামী, জড়বাদী এবং মানবিক সহানুভূতি-বর্জিত। আমেরিকান প্রভুত্বকামিতা একজন নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা অপসৃত হওয়া সম্ভব, কিন্তু বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব কায়েমের জন্য রাশিয়া সীমাহীন, প্রশ্নাতীত এবং অনমনীয় আদর্শিক বাধ্যবাধকতার দেয়াল তুলে রেখেছে, যা পরিবর্তনের কোনো সুযোগই নেই। প্রলেতারীয় জারবাদের সংগে জারবাদী ঐতিহাসিক ও মার্কসবাদী

www.pathagar.com

আদর্শিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাধ্যবাধকতা একত্রিত হয়ে কখনই বিশাল সামরিক নিরাপত্তা-সীমানাকে হ্রাস করতে পারবে না। শুধুমাত্র চাঁদ এবং মংগল গ্রহে ঘাঁটি সম্প্রসারণ করতে পারলেই বুঝি তাদের নিরাপত্তা নিরংকুশভাবে নিশ্চিত হয়!

"কম্যুনিস্ট শাসনের অধীনে ১৯৫৬ সালের ২৮শে জুন তারিখে পোল্যান্ডের শ্রমিক, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী সর্বপ্রথম পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয় যার নাম রক্তাক্ত পোল্যান্ড বিদ্রোহ।"

সলিডারিটি শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হওয়ার পর পোল্যান্ডে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফলশ্রুতিতে "১৯৮১ সালের ২৮শে জুন তারিখে পোজনান শ্রমিক-উত্থানের ২৫তম স্মৃতি-বার্ষিকী পালনের জন্য পোজনানে ১ কোটি ৫ লক্ষ পোল্যাণ্ডবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে পোল্যাণ্ড সরকার, গির্জা এবং সলিডারিটির নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।"

কম্যুনিস্ট শাসনের ৩৫ বছর কালের মধ্যে সংঘটিত সবগুলো বিদ্রোহে যেগুলো ১৯৬৮, ১৯৭০ ও ১৯৭৬ সালে সংঘটিত হয়, এবং যেগুলো সাম্রাজ্যবাদী হাংগামাকারী বা গুণ্ডাদের দুষ্কর্ম বলে নিন্দিত হয়, গত আগস্টের শ্রমিক-বিপ্লবের সময় থেকে তা' নির্ভেজাল সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পোজনান স্মারণোৎসব আধুনিক পোল্যান্ডের মার্কসীয় আদর্শ-পুষ্ট ইতিহাসে কালিমাময় অধ্যায় সংযোজনের একটি পর্যায় সম্পন্ন করে।"[২২]

পোল্যান্ডে মার্কসবাদের কবর

একটি মতবাদ হিসেবে পোল্যান্ডে মার্কসবাদের কবর তখনই রচিত হয়, যখন পোল্যান্ডের সিংহ-হৃদয় শ্রমিকশ্রেণী সন্ত্রাস এবং একনায়কতান্ত্রিক অস্বাভাবিক ব্যবস্থার মুখমণ্ডল থেকে সমস্ত মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে। মার্কসবাদ টিকে আছে শুধুমাত্র রুশ প্রলেতারীয় জারবাদের সংগে সম্পৃক্তির কারণেই। এই সত্যকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে মানব-প্রজ্ঞাকে অবমাননা করারই নামান্তর।

মার্কসবাদী শাসকচক্র পোল্যাণ্ডের শ্রমিক বিদ্রোহকে 'গুণ্ডামী' বলে আখ্যায়িত করেছিল। শ্রমিকদের দুঃসহ অবস্থা এবং অবর্ণনীয় দুর্ভোগ দেখেও তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি, কারণ আদর্শই তাদের এমনটি করার তালিম দিয়েছে। তাদের মতাদর্শ তাদের এহেন শিক্ষা দিয়েছে; কারণ এই আদর্শের স্রষ্টা মার্কস তাঁর বস্তুবাদ, জ্ঞান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে ইতিহাসের একটি অভিনব সূত্র উদ্ভাবন করেন — যেইমাত্র প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র শিকড় গেড়ে বসে, তখনই সে তার কার্যক্রম জোরদার করে কিংবা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

www.pathagar.com

কম্যুনিজমের পরবর্তী সামন্ত শ্রেণী এবং রাষ্ট্রহীন সমাজ ঐ একই কর্মপন্থা অনুসরণ করে।

মার্কসবাদী মতাদর্শের বালখিল্যতা, প্রকৃতিবিরুদ্ধতা এবং অসারতা তাঁর মতাদর্শিক বিবর্তনের এই বাস্তব স্তরটিতে দৃশ্যমান। লাল-একনায়কতন্ত্র তার নিষ্ঠুর যাঁতাকলে পিষ্ট লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষকে কখনই মুক্তির অমৃত-স্বাদ গ্রহণ করতে দেবে না। এর ক্ষণস্থায়ী চোখ ধাঁধানো রঙে পৃথিবীকে "নতুন রূপে চিত্রিত" করার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আদর্শিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও সে নিজের আসনকে চিরস্থায়ী করতে হাজারো ছল-চাতুরী অন্বেষণ করবে। এই হাজারো বাধ্য-বাধকতা তার নিজেরই মৃত্যু-দূত স্বরূপ। এটাই তাকে একদিন হত্যা করবে।

বুর্যোয়াঁ যুগ সম্পর্কে মার্কস যে-উপমা ব্যবহার করেছিলেন, মার্কসবাদী একনায়কতান্ত্রিক যুগ সম্পর্কেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য, যা' "ঠিক এমন একজন জাদুকরের মতো, যে চোখের নিমিষে প্রেতশক্তি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, যাদেরকে সে তার জাদুশক্তির সাহায্যে হাজির করেছে।"[২৩]

সমগ্র বিশ্ব জয়ের নেশায় প্রলেতারীয় মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র অভ্যন্তরীণভাবে তার নিজের জনগণেরই রক্ত শুষে নেবে এবং বাহ্যিকভাবে তাদের শরীরের অবশিষ্ট রক্ত-ধারায় স্নাত করবে নবনব ভূখণ্ডের বিধ্বস্ত মাটি।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার স্বপ্নরাজ্য মার্কসবাদ-এর চূড়ান্ত স্তর কখনই অতিক্রম করতে পারবে না; কারণ ঃ

(ক) এর এক-চোখা গোঁয়ার মতাদর্শ একে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দেবে। পৃথিবীও তো আর বিরাণভূমি নয়; সেখানে আছে মানবজাতির অস্তিত্ব-বিধ্বংসী এই সর্বনাশা যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত বহু শক্তি।

(খ) স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার লোভনীয় স্বাদ গ্রহণের পর কখনই কোনো বস্তুবাদী এর লালসা সংবরণ করতে পারবে না। ইতিহাস সম্পর্কে বস্তুবাদীর যে যথার্থ ধারণা, এটা তার বিরোধী, যেমনভাবে সে ক্ষমতা কবজা করেছিল সন্ত্রাস, চক্রান্ত এবং অন্যান্য সকল অবৈধ পন্থায়। যদি সে ক্ষমতা ত্যাগ করে, তাহলে তার এতোদিনকার সন্ত্রাস-সহিংসতার অশুভ দৈত্য তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে অনিবার্য মৃত্যু-গুহার দিকে। সুতরাং আমৃত্যু সে একে আঁকড়ে ধরে রাখবে, যদিও বার্ধক্যহেতু তার চলাফেরার শক্তি থাকবে না, কর্ণের শ্রবণ ক্ষমতা হবে ক্ষীণ এবং দুর্বলতাহেতু নিজের ভার বহন করার মত শক্তি থাকবে না।

কেন সে ক্ষমতার মসনদ ত্যাগ করে না? কারণ সে যাদেরকে তার পথের কাঁটা হিসেবে মনে করে, এ রকম বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সে ইতোমধ্যেই সরিয়ে দিয়ে আপন পথ নিষ্কন্টক করেছে এবং তৈরি করেছে একটি অথর্ব চাটুকার

www.pathagar.com

গোষ্ঠি; এভাবেই সে তার ক্ষমতার মসনদ আমৃত্যু নিষ্কন্টক রাখে এ জন্য যে, তার প্রাণহীন দেহও যেন সমাধিস্থ অথবা অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এমন কি, একনায়কের গলিত শবদেহও একনায়কসুলভ মর্যাদা পাবে। মার্কসবাদ কি ধ্বংস হওয়ার জন্য এসেছে অথবা তা কি স্বৈরশক্তির বলে নিজকে সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করার জন্য উপরোক্ত মানবিক দুর্বলতা? তার ওপর 'ইতিহাসের স্বনামধন্য আবিষ্কারক এবং সমাজ বিজ্ঞানী' মার্কস কর্তৃক অর্পিত স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার কাজে সে অধিকতর লোভ ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেবে। একজন গান্ধী কিংবা গান্ধীপন্থী একজন কামরাজ একে পরিহার করতে পারে; কিন্তু একজন মার্কস এবং একজন মার্কসপন্থী স্টালিন কখনই এমনটি করতে পারবে না।

(গ) মার্কসবাদী সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে যদি জনগণকে মুক্ত নির্বাচনের অধিকার দেয়া হতো তাহলে তারা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সমস্যার আলোকে তাদের মত ও পথ খুঁজে নিত। কেন তারা অবক্ষয়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্বাভাবিক, সেকেলে ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে? যে ব্যবস্থা একান্তই ভুঁইফোঁড়, একটি মহাদেশের গুটিকয়েক দেশের ইতিহাস ছাড়া বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় যার কোন অস্তিত্বই নেই।

মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের "বিশাল পদাতিক বাহিনী" পোল্যান্ডের গোমুল্কা ও গিয়েরেক, চীনের 'চার কুচক্রী' এবং অন্য অনেকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ, তাঁরা এমনই এক কল্যাণী ব্যবস্থার সুতীক্ষ্ণ কুঠার শানিয়েছিলেন, যা অন্যায়-অবিচার-সন্ত্রাসের ভয়ালদর্শন মহীরুহ সমূহকে ভূমিসাৎ করেছিল।

পোল্যান্ডের অকুতোভয় বীর শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পোল্যান্ডের সত্যিকার ইতিহাস যথার্থ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে এবং মিথ্যা ও কাল্পনিক মার্কসবাদী ইতিহাসের কবর রচিত হয়েছে। ঐ শ্রমিক সম্প্রদায় জীবন বাজী রেখে লাল-সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে এসেছেন।

এককালে নেহেরু এবং গান্ধীও সন্ত্রাসবাদী, পাশবিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কারাগারের দেয়ালে দেয়ালে কারারক্ষকের ইতিহাস লেখা ছিলো। যারা সেই ইতিহাসের বক্তব্যের সাথে একমত হলেন তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। যাঁরা সেই ভ্রান্ত ইতিহাস প্রত্যাখ্যান করলেন, তাঁদের আটক রাখা হলো আরও কিছুদিনের জন্য।

কল্পকাহিনী, মিথ্যা ও অসত্য কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইতিহাসের অমোঘ

www.pathagar.com

ও শাশ্বত বিধান জালিমদের ধ্বংসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে, আর মজলুমদের প্রতিষ্ঠিত করে সাফল্যের স্বর্ণ-চূড়ায়।

পোল্যান্ডে মার্কসবাদী ইতিহাসের গুণ্ডামী প্রমাণিত

ইতিহাসের এই অমোঘ বিধান মার্কসবাদী একনায়কদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, সর্বনেশে মার্কসবাদী ইতিহাস সর্বাংশেই মিথ্যা। তারা আরও ঘোষণা করেছিল যে, তাদের বিদ্রোহ-বিপ্লব, হাংগামা এবং প্রতিরোধ ছিলো "নির্ভেজাল সামাজিক প্রতিবাদ"। ইতিহাসের এই বাস্তব বিধান মার্কসবাদী ইতিহাস এবং মার্কসীয় একনায়কদের 'গুণ্ডামী' প্রমাণ করেছে।

১৪৩১ সালে ৩০শে মে রোয়েনের বাজারে সামরিক গির্জা কর্তৃপক্ষ জোয়ান অব আর্ককে* আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। তাঁর তেজস্বী চেতনা অম্লান থাকে এবং ভালো-মন্দ যে উদ্দেশ্যেই হোক, বিশ্বব্যাপী প্রটেস্ট্যান্টবাদ ও জাতীয়তাবাদ বিস্তৃতি লাভ করে। যত দিন না পররাজ্য জয় ও প্রভুত্ব করার মত কোনো মানুষ অবশিষ্ট থাকবে, এই চেতনা ততদিন পর্যন্ত তার উপযোগিতা প্রমাণের জন্য বিদ্যমান থাকবে। ১৯২০ সালে তাঁকে (জোয়ান অব আর্ক) 'পুণ্যবতী জোয়ান অব আর্ক' খেতাবে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয়।"[২৪]

যেকোনো সামরিক একনায়কের মত গির্জার কর্তৃত্ব তিরোহিত হয় নি; কারণ অনুতপ্ত হওয়ার মত মানসিক অবস্থা তার আছে। মার্কসবাদী শক্তির সন্ত্রাস এবং দুষ্কর্ম ছাড়াই সে পৃথিবীতে অদ্যাবধি একটি শক্তি হিসেবে বিদ্যমান। পোল্যান্ডে তা একটি বেগবান সঞ্জীবনী শক্তি। মার্কসবাদ এমনই একটি অনুশোচনাহীন, অনড় এবং সংস্কারবিমুখ ব্যবস্থা, যার ভরাডুবি অবধারিত। সমস্ত বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসের বিকৃতি পোল্যান্ডের গির্জা কর্তৃপক্ষ, নিষ্ঠাবান শ্রমিক শ্রেণী এবং সহৃদয় শাসকদের পদতলে নিষ্পিষ্ট, পর্যুদস্ত। কিন্তু ইতিহাস-বিকৃতির আসল নায়ক বসে আছে মস্কোর মসনদে।

"১৯৮১ সালে ফরাসী মন্ত্রীসভায় কম্যুনিস্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে ফ্রান্স এবং সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের জন্য তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে রাশিয়া কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। দলীয় সংবাদপত্র "সোসিয়ালিসটিকেসক্যায়া

---

* জোয়ান অব আর্ক ঃ ফ্রান্সের অসম সাহসী তরুণী যোদ্ধা। ১৪২৯ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ফরাসী সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি অরলিন্স থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। তাঁর জন্ম ১৪১২ সালে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৪৩১ সালে তাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। ১৪৩০ সালে ইংরেজদের মিত্র বার্গাণ্ডীর সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত হন। তিনি সাধারণ গৃহস্থ কন্যা ছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

ইন্ডাসট্রিয়া" মন্তব্য করে ঃ এই সমৃদ্ধমান পদক্ষেপের ফলে ফরাসী বুর্যোয়াঁ (মধ্যবিত্ত) সম্প্রদায়ের কঠিন প্রতিরক্ষা-দেয়ালে একটি সুড়ংগ ক্ষোদিত হয়েছে যে বুর্যোয়াঁ গোষ্ঠি দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবত জনপ্রিয়তম একটি দলের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি।

ফ্রান্সবাসীদের সৌভাগ্য যে, তাদের নিজস্ব সমস্যাবলীর সমাধান এখন ওয়াশিংটনের বদলে প্যারিসেই হবে।"[২৫]

পোল্যান্ডবাসীরাও কেন এই সৌভাগ্য ভাগাভাগি করে নিতে পারবে না? তাদের সমস্যাবলীর সমাধান কেন ওয়ারশ'র পরিবর্তে মস্কোয় হবে? মস্কোর কঠোর চিঠি কেন পোল-শাসকদের হুমকি দেবে? কেন লালমুখোদের ট্যাংকবহর পোল্যান্ড-সীমান্ত বরাবর চক্কর দেবে?

সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়ানোর জন্য মিঃ কানিয়া তাঁর সরকারে চারজন পুঁজিপতি মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। মার্কসবাদের সর্বনাশ ডেকে আনতে তিনি সরকারী গোপন কলা-কৌশলের সাথে ন্যাটোপন্থী এবং আমেরিকাপন্থী পুঁজিপতিদের সম্পৃক্ত করেন নি।

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত থেকে কে লাভবান হচ্ছে? সে কি আত্মপ্রত্যয় আর পাশ্চত্যের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অধিকারী? অথবা সে কি প্রলেতারীয় জারবাদের যথেচ্ছাচারী এককেন্দ্রিকতা ব্যতীত মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মত বিশ্বাস অর্জন করতে পারে? সাধারণ জনগণ কি ঐতিহাসিক সত্য বিকৃতির এই মোড়লীপনার রহস্য বুঝতে পারে? মার্কসবাদের কাছে যা অসম্মানজনক, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের সংগে তা গাঁটছড়া বেঁধে একীভূত হয়েছে। কোনো ভেলকিবাজ কি তাদেরকে ফাঁকিবাজিতে হারাতে পারবে?

মার্কসবাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যাপারে সবসময় অসহিষ্ণু, শংকিত। এই ভয়-বিহবলতাই অবশেষে তার মর্মান্তিক পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। গণতন্ত্র তার বিপক্ষ আদর্শ জীবন-ব্যবস্থা এবং মতামতের ব্যাপারে সর্বদা সহিষ্ণু। এই সহিষ্ণুতাই পরিণামে তার দীর্ঘস্থায়িত্বকে অপরিহার্য করে তোলে।

মার্কসবাদের প্রেমে যারা দিওয়ানা, তারা প্রথমেই সমসাময়িক ইতিহাসের বিকৃতি সম্পর্কে অবহিত হোক। এরপর মার্কসের হাতে পড়ে মধ্যযুগীয়, প্রাচীন এবং আদিম যুগের ইতিহাসের কিরূপ শোচনীয় দশা হয়েছে, তা তারা বিচার করতে পারে। মার্কসের নামতো কেবল ঐ রাশিয়ার ঐতিহাসিক জারবাদই বাঁচিয়ে রেখেছে, যার উপনিবেশ সমূহের লুণ্ঠিত সম্পদরাজি নিয়োজিত করা হয়েছে বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদী ভায়োলেন্স আর প্রচার-প্রপাগান্ডার কাজে।

"লক্ষ লক্ষ পোল্যান্ডবাসী চার ঘন্টা যাবত ধর্মঘট পালন করে। বিগত ৩৬ বছরের কম্যুনিস্ট শাসনামলের মধ্যে এটাই ছিলো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সুসংগঠিত

www.pathagar.com

শ্রমিক-বিক্ষোভ; যার ব্যাপ্তি ছিলো সাইলিসীয় কয়লা-ক্ষেত্র থেকে বাল্টিক শীপ-ইয়ার্ড পর্যন্ত। ইউনিয়ন* নেতাদের প্রতি ঘৃণ্য পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদেই এই ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছিল। শ্রমিকদের দমনের জন্য সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল — যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৫৬, ১৯৭০ ও ১৯৭৬ সালের শ্রমিক-বিক্ষোভের সময়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্মঘটে যোগ দেয়। ওয়ারশ ধর্মঘট কমান্ড থেকে প্রচারিত একটি বুলেটিনে বলা হয় ঃ "তিক্ত ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াও তিক্ত, আমরা এখন একত্রিত হচ্ছি।"[২৬]

পোল্যান্ডের ঐ বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট মার্কস, তাঁর ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের মধ্যকার দুর্বলতার গোপন জট খুলে দেয়।

"কম্যুনিজমের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা একটি বুর্যোয়াঁ ধারণা, ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদ উভয়েই একে অতীতের বস্তাপচা ধারণা বলে মনে করত।"[২৭]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা নস্যাৎকারী হিসেবে বাম এবং ডানপন্থী একনায়কতন্ত্রের ভূমিকা অভিন্ন ছিলো।

মার্কস জানতেন যে, পশু-শক্তিকে পুঁজি করে সৃষ্ট তাঁর এই মতবাদ যা কতিপয় নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী নেতা কর্তৃক পল্লবিত — জন সাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবেই। এ কারণেই তিনি মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রাচীনপন্থী বুর্যোয়াঁ ধারণা হিসেবে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এটা তাঁর ঘৃণা থেকে উদ্‌গত অন্তরংগ শক্তিমত্তার পরিচায়ক ছিলো না। এটা ছিলো তাঁর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, যা তাঁর বাহ্যিক ঘৃণা ও অহংকার এবং ষণ্ডামার্কা আচরণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছিল।

তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা অস্বীকৃত এই অন্তরংগ দুর্বলতা পোল্যান্ডে স্বমূর্তিতে উদ্ভূত হয় এবং মার্কসবাদ-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়নের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। মার্কস জানতেন যে, পুঁজিপতি সম্প্রদায়কে নয়, বিতাড়িত পুঁজিপতিদের সন্তানদেরকেও নয়, শুধুমাত্র যদি তাঁদের ব্যানারেরই খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহলে তার এই গণ-বিচ্ছিন্ন লাল-একনায়ক এবং তাদের গণ-প্রত্যাখ্যাত মার্কসবাদী নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এ কারণেই পাশবিক প্রবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিয়ম-কানুন সমূহ মানবাধিকারের প্রয়োগকে অস্বীকার করেছে।

ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দ দ্বিপদ নেক্‌ড়ে বাঘে রূপান্তরিত হয়ে পশুসত্তাকেই বরণ করে নেবেন বলে আশংকা করা হচ্ছে; কিন্তু সাধারণ শ্রমিক-জনতা কখনই

---

* ইউনিয়ন ঃ পোল্যান্ডের লৌহমানব, শ্রমিক নেতা লেস ওয়ালেসার নেতৃত্বাধীন 'সলিডারিটি ইউনিয়ন'। ওয়ালেসা পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

নিজেদেরকে পশুতে পরিণত করবেন না—এমন কি এইসব আগ্রাসী নেকড়েদের অধীনে থেকেও নয়।

পোল্যান্ডে পুনঃ পুনঃ গণ-উত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য মানবীয় তৃষ্ণা প্রকাশিত

পোলিশ-শ্রমিকদের পুনঃ পুনঃ উত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য মানুষের অদম্য তৃষ্ণাই প্রতিভাসিত হয়েছে। এই চাতুরীপূর্ণ মতাদর্শের কোনো ভ্রান্তিই একে মুছে ফেলতে পারবে না। তৃষ্ণার্ত মানুষের স্বাভাবিক তৃষ্ণা যেমন নিবৃত্ত করতেই হয়, মানবজাতির এই স্বাভাবিক তৃষ্ণা (স্বাধীনতার তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা) সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

স্বাধীনতার জন্য মানুষের এই অদম্য তৃষ্ণা একটি শাশ্বত বাস্তবতা, যা' কতিপয় ইউরোপীয় দেশের উনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের উপজাত নয়। তা কোনো বয়স, ভাষা, মহাদেশ, সীমান্ত এবং ইতিহাস বিকৃতির তোয়াক্কা করে না। পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, ততদিন তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে এবং সর্বশেষে বিজয় অর্জন করবে। সর্বপ্রকার ঘৃণ্য চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও নিপীড়নকারীর সার্বিক ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীনতার এই মৃত্যুঞ্জয়ী তৃষ্ণা যদি জালিমের কঠিন কারা-প্রাকারে মারণ আঘাত হানার জন্য পোল্যান্ডবাসীকে সক্ষম করে তুলত, তাহলে তা আফগানিস্তানের অকুতোভয় বীর মুজাহিদদেরও নব্য-জারবাদী দখলদারিত্বের মাত্র নয় দিন পরেই কাবুলের রাস্তায় নেমে পড়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতো।

মিগ বোমারু বিমানগুলো প্রতিরোধ সংগ্রামীদের ৩০০ ফুট ওপর দিয়ে তীব্র গর্জনে উড়ে গিয়েছিল। হিংস্র হেলিকপ্টারগুলো তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী আফগানদের ওপর দিয়ে বিকট শব্দে অতিক্রম করেছিল। ট্যাংক এবং সাজোয়াঁ গাড়ির বহর কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় বজ্র-নির্ঘোষে পরিক্রমণ করেছিল।

আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল অসংখ্য বোমারু বিমানে। বিশাল ট্যাংক বহরের দানবিক পদচারণায় মাটি হয়েছিল কম্পিত। দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান প্রতিরোধকারীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে শহরের আকাশের একদম নিচু দিয়ে উড়ে যায়।

কিন্তু আফগান মুক্তিযোদ্ধারা কোনো কিছুতেই আতংকগ্রস্ত হননি। তাঁরা তাঁদের ক্ষুব্ধ মুষ্ঠি উর্ধ্বে তুলে ধরে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি তুলেছেন ঃ "আল্লাহু আকবর", "রাশিয়ানরা নিপাত যাক", "সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীরা নিপাত যাক"।

সিংহ-হৃদয় আফগান মুজাহিদরা অসত্যের কোনো ভয়াল-ভ্রূকুটিতে আতংকিত হননি যে অসত্যের ধ্বংস অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু পবিত্র কুরআনের

www.pathagar.com

আয়াত-লেখা প্রাণদীপ্ত ইসলামী ঝাণ্ডা দর্শনে নশ্বর অসত্য হাড়ে হাড়ে কম্পিত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলী তীব্র শব্দে গর্জন তুলেছিল। ট্যাংকবহর বিপ্লবীদের তাক করে কামান দাগে। এতে তাঁদের শত শত সহযোগী শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁদের নিজ মাতৃভূমির মাটিতেই মার্কসবাদী অসত্য এইসব নিরপরাধ মানুষের তাজা রক্ত পান করে সর্বনাশা তৃষ্ণা নিবারণ করে। আফগানিস্তানের মাটিতে অশুভ অন্ধকার স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে।

"ইসলামী সবুজ ব্যানারবাহী অসংখ্য মানুষ এ সপ্তাহে সোভিয়েত আশীর্বাদপুষ্ট বারবাক কারমাল শাসকচক্রের একেবারে নাগের ডগায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় যে সোল্লাস শোভাযাত্রা বের করেছিল, তা তার জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত শবাধারে আরও একটি পেরেক এঁটে দেয়।"[২৮]

এটা ছিলো হাজার হাজার আফগান বিপ্লবীদের জন্য ঐক্য-চেতনার সঞ্জীবনী উৎস। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির সমবেত ঐক্যতানে যারা মুখর হয়েছিলেন অশুভ মার্কসবাদী অসত্য তাদের ওপর খড়গহস্ত হয়।

কাবুলে মার্কসীয় আকাশ ছোঁয়া বস্তুতন্ত্র ও আর্তনাদের নাটক

মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের দাপট আফগানিস্তানের আকাশ-বাতাস সীমাহীন আর্তনাদে ভরিয়ে তুলছিল। এর প্রত্যুত্তরে আফগান মুজাহিদরা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন? বস্তুগতভাবে কিছুই না। তাঁদের সম্বল ছিলো সেই অবিনাশী বজ্র-নিনাদ ঃ আল্লাহু আকবর অর্থাৎ আল্লাহ্ই সবকিছুর ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই শ্লোগানের মর্মবাণীর প্রতি অবিচল বিশ্বাসই তাঁদেরকে শারীরিক শক্তিতে বলবান করে আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করেছে, যে বিশ্বাস একাকীই মানবেতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করছে; কারণ, এই ইতিহাস বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের ন্যায় ধ্বংসশীল নয়। এই অবিনাশী শক্তির ওপর নির্ভর করে তাঁরা নশ্বর বস্তুতান্ত্রিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন; পক্ষান্তরে, বস্তুবাদীরা শুধুমাত্র নশ্বর বস্তুবাদী শক্তির ওপরই নির্ভরশীল এবং তাকেই কেবল ব্যবহার করে।

মক্কার অবিশ্বাসী কাফির দখলদার সৈন্যবাহিনী ইসলামকে নির্মূল করার জন্য মদীনায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের সাথে বহু নর্তকী ছিলো। তাদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল বিপুল সম্পদরাজি। আত্মরক্ষার জন্য তাদের ছিলো দুর্ভেদ্য বর্ম। তাদের পরিচালনার জন্য ছিলো বাঘা বাঘা সেনানায়ক ও যোদ্ধা। বস্তুবাদী আগ্রাসী শক্তির জন্য যা যা দরকার, সবই তাদের আয়ত্তে ছিলো।

www.pathagar.com

মহানবী (স)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মদীনার মুসলমান সৈন্য বাহিনীর এই সংকটময় পরিস্থিতি মুকাবিলা করার মত সর্ব প্রকার বস্তুগত সম্পদের অভাব ছিলো। তাঁদের দারিদ্র ছিলো প্রকট। যার জন্য সকল সৈন্যকে একটি করে পুরানো তরবারী পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হয় নি। ছয়শত বর্মাচ্ছাদিত হানাদার মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তাঁদের সম্বল শুধুমাত্র নির্ভেজাল আল্লাহ্-প্রেম। জড়বাদীদের একশত সৈন্যের শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর মুকাবিলায় তাঁদের ছিলো মাত্র দু'টি অশ্ব। সুশিক্ষিত, দক্ষ সেনা বাহিনীর মুকাবিলায় স্বল্পসংখ্যক কৃষক। জড়বাদ, অসত্য ও আগ্রাসনের এক সহস্র মশালবাহীর মুকাবিলায় মাত্র ৩১৩ জন এলোমেলো, প্রশিক্ষণহীন সত্য-সৈনিক।

কাফিরদের প্রত্যেকেই ছিলো পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, ভালোভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাদের জন্য ছিলো পর্যাপ্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা।

মদীনার তিন জন তরুণ, যারা কাফির বাহিনীর অধিনায়ক উৎবা, তার ভাই এবং ছেলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে উৎবা জিজ্ঞেস করে ঃ 'তোমরা কে?'

মক্কাবাহিনীর অধিনায়কের প্রশ্নের জবাবে তারা বলে ঃ "আমরা মদীনার মুসলমান।"

সাধারণ কৃষক শ্রেণীর সাথে যুদ্ধে অনিচ্ছুক শ্রেণী-সচেতন উৎবা তখন বলেছিলো ঃ "আমরা আমাদের পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদের সাথেই মুকাবিলা করতে চাই।"

উৎবা যখন জানতে পারল যে, মক্কার মুহাজিরদের মধ্য থেকে এই তিন জন নতুন যোদ্ধাকে মহানবী (স)-এর পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তখন সে বলল ঃ "হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান।"[২৯]

বদর ঃ মানবেতিহাসের সবচাইতে চূড়ান্ত যুদ্ধ

"যে দিনটিতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, পবিত্র কুরআন তাকে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দিন হিসেবে বর্ণনা করেছে। কারণ, মানবেতিহাসে এটা এই অর্থে চরমতম এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিলো যে, বস্তুগত সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার বস্তুগত সম্পদ ও গৌরবে সমৃদ্ধ অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিরংকুশ বিজয় অর্জন করে।"[৩০]

কি সেই স্বাতন্ত্র্য? দুই শ্রেণীর মধ্যে নয়, ধনী-গরীবের মধ্যে নয়, বিত্তবান এবং নিঃস্বদের মধ্যে নয়, স্বাতন্ত্র্য হক ও বাতিলের মধ্যে; সত্য ও মিথ্যার মধ্যে; অত্যাচারী জড়বাদ ও নির্যাতিত অধ্যাত্মবাদের মধ্যে; অন্ধকার ও আলোর মধ্যে; অর্থনৈতিক শোষণ ও আত্মমুক্তির মধ্যে।

"এই যুদ্ধে আবূ উবায়দা তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। মূসা ইব্‌ন উমায়ের তাঁর ভাইকে এবং উমর তাঁর চাচাকে হত্যা করেছিলেন।"[৩১]

www.pathagar.com

রাসূল (স)-এর ঐসব সত্যনিষ্ঠ সাহাবীগণ কেন তাদের আপনজনদের হত্যা করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে কি সম্পত্তি নিয়ে কোনো কোন্দল ছিলো? এর মূলে কি কোনো অর্থনৈতিক কারণ জড়িত ছিলো? একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কি কোনো 'বৈষম্য' ছিলো?

তাহলে কেন তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন?

জড়বাদী স্বাতন্ত্র্য সেদিন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে নির্মূল করতে চেয়েছিল। নির্যাতন, অসহিষ্ণু অস্থিরতা, বল প্রয়োগ এবং অসত্যের অশুভ শক্তি ঈমান, সত্য, সহিষ্ণুতা এবং সত্যিকার সৌভ্রাতৃত্বকে সমূলে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল।

"১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন। দুশমনদের পক্ষে মারা গেলো ৭০ জন। ৭০ জন বন্দী হলো। মক্কার বাকি ঘাতক সৈন্যরা বদরের প্রান্তরে তাদের বাঘা বাঘা সেনাধ্যক্ষ, যোদ্ধা এবং নেতাদের লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো। তাদের উদ্ধত মেরুদণ্ড একেবারে ভেংগে গেলো।"[৩২]

এই বিজয় মানবজাতির জন্য কিরূপ চূড়ান্ত এবং উপকারী প্রমাণিত হয়েছিলো, আফিম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের বিস্ময়কর অবদানের কথা চিন্তা করলে তা বোধগম্য হবে।

বদর যুদ্ধ ঃ

মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত যুদ্ধ — ভারসাম্যহীন যুদ্ধের খতিয়ান

আস্তিক্যবাদ বনাম জড়বাদ			মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য		
৩১৩	সৈন্য	অপর্যাপ্ত অস্ত্রসজ্জিত আক্রান্ত বাহিনী	আক্রমণকারীদের পর্যাপ্ত অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী	সৈন্য	১০০০
৭০	উট			উট	১০০০-এর বেশি
২	ঘোড়া			অশ্বারোহী বাহিনী	১০০
৬০	বর্ম			বর্ম	৬০০
অল্প কয়েকটি	তরবারী বল্লম			সুসজ্জিত পদাতিক বাহিনী	৩০০ এরও বেশি

তা'কি শুধুমাত্র জড়বাদ ও আস্তিক্যবাদ কিংবা সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার মুখোমুখি লড়াই ছিলো? তা কি জীবনের দু'টি পথ — হক ও বাতিলের মধ্যে সামনাসামনি মুকাবিলা ছিলো না?

www.pathagar.com

কুরআন এবং হাদীসের মহান শিক্ষাই মুসলমানদের নির্ভিকতার প্রধান উৎস। মার্কসবাদী অসত্যের বিরুদ্ধে আফগান-বীরত্বের দীপ্ত-রশ্মি উত্থিত হচ্ছে কাবুলের রাস্তায় রাস্তায়, আবর্তিত হচ্ছে ট্যাংকে, হেলিকপ্টার, গানশীপ এবং মিগ ও জংগী বিমান বহরের চতুর্দিকে; ঐ দীপ্ত রশ্মি থর গিরি-গুহাকে স্পর্শ করে বদরের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংগে মিলিত হওয়ার জন্য মদীনার দিকে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

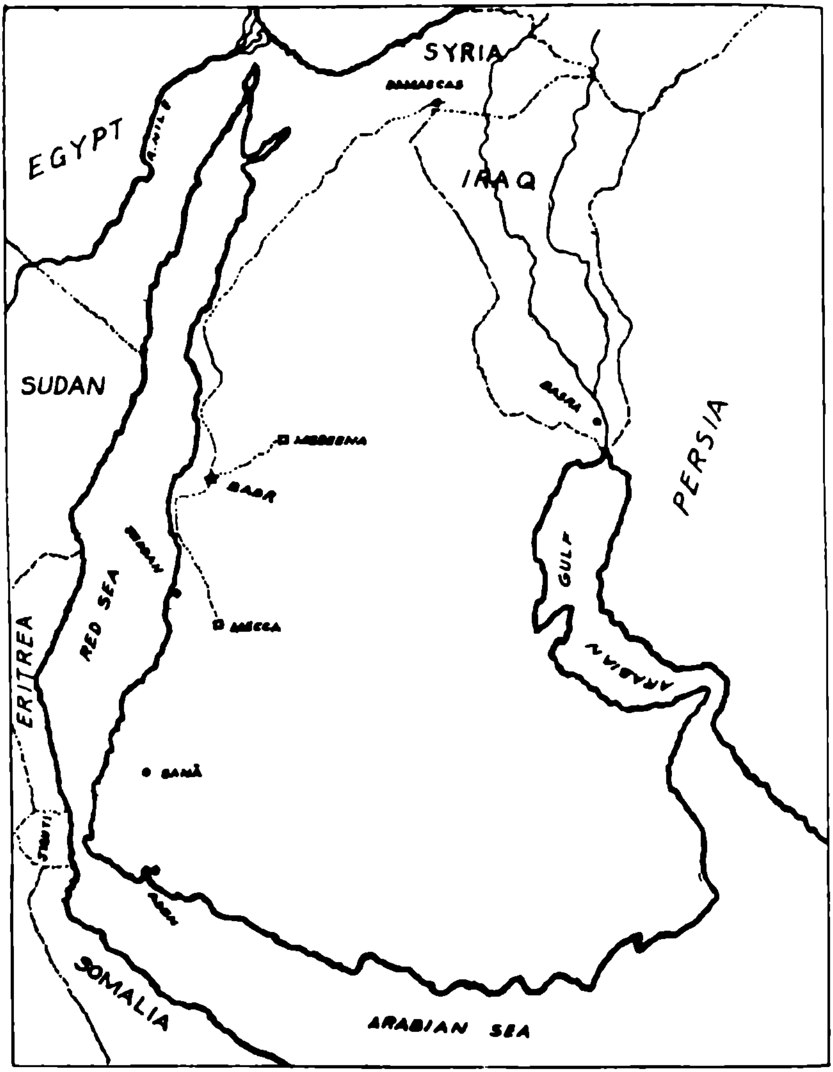

www.pathagar.com

"মহানবী (স) যখন মুসলমান সৈন্যদের বাছাই করছিলেন এবং তাদের রণ-ব্যূহ সোজা করছিলেন, তখন সাওয়াদ বিন গাজিয়্যার নিকট দিয়ে তিনি অতিক্রম করছিলেন, সে সেনা সারিতে দাঁড়ায় নি। রসূল (স) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে সাওয়াদের গায়ে টোকা দিয়ে বললেন ঃ 'সাওয়াদ, সারিতে এসে দাঁড়াও।' এ কথা শুনে সাওয়াদ নবীজীকে বাধা দিয়ে বলল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র নবী আপনার লোক আমাকে আঘাত করেছে, এবং এই বলে সে নবীজীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করল। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (স) বিনাদ্বিধায় সেই আঘাতকারী সৈনিকটিকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাওয়াদের নিকট সমর্পণ করলেন। সাওয়াদ কিছু বলার আগেই সে তার শরীর অনাবৃত করে দিল এবং বলে উঠল ঃ তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর; আমাকে আঘাত কর, যেমন ভাবে আমি তোমাকে আঘাত করেছিলাম।"[৩৩]

এই যুদ্ধ কেন চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিলো?

আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্-প্রদত্ত অভূতপূর্ব অনন্য জীবন-বিধান কায়েমের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়েছিল বদর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমেই; একারণেই এই যুদ্ধ মানবেতিহাসের সুবিস্তৃত ঘটনা-প্রবাহে এক অনন্য, চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিলো। ইতিহাসের সেই চরম সংকটকালেও বদর যুদ্ধের সময় একান্ত নির্ভুলভাবে এই ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের আদর্শকে যেভাবে সমুন্নত রাখা হয়েছিল, সে সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করা যায়। এরূপ সত্যিকার উন্নতির কণামাত্র অর্জন করতে গলাবাজ মার্কসবাদী গুমরাহ্‌দের কত শতাব্দী লাগবে! এদের সত্যিকার উন্নতি তো আসলে সত্যিকার অধোপতনেরই নামান্তর, যা' তার 'সমষ্টি-ব্যবস্থা'-র শৃঙখলে মানুষের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে এবং বর্বর মধ্যযুগীয় কায়দায় শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নির্মমভাবে শুষে নেয়।

এ কারণেই মহানবী (স) এভাবে মুনাজাত করতেন ঃ "হে আল্লাহ্! মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটি যদি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে তোমার যমীনে তোমার ইবাদতের জন্য আর কেউ থাকবে না।"[৩৪] খাঁটি মুসলমান ছাড়া আল্লাহ্-প্রদত্ত এই জীবন-বিধানের আনুগত্য অন্য কেউ করবে না।

দুনিয়ার কোনো সেনাবাহিনীর কোনো অধিনায়কই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তার লোককে অন্যের নিকট সমর্পণ করবেন না।

বদর যুদ্ধের সময় চরম সর্বনাশ ও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যেভাবে সত্যিকার সৌভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের অনন্য ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করা হয়েছিল, সে রকম আর কেউ-ই পারবে না।

www.pathagar.com

এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ন্যায়পরায়ণতা তার সঠিক বৃত্তে স্থির থাকতে সক্ষম হবে না।

কেন এটা চরমতম, চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিলো?

মুসলমানদের লোকবল ও অস্ত্রের ঘাটতি ছিলো।

কিন্তু কোথা থেকে তারা লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করবেন?

হাজিফা বিন আল্লামান এবং হুসাইল নামক দু'জন মুসলমান মক্কার জালিম কাফিরদের হাতে ধরা পড়লেন। কাফিররা তাদের জিজ্ঞেস করল কেন তারা রাসূল (স)-এর সেনাদলে যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁরা কোনো জবাব দিলেন না। পরে তাঁরা যখন ওয়াদা করলেন যে, তাঁরা আর রাসূল (স)-এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না, কেবল তখনই তাঁদের মুক্তি দেয়া হলো। অতঃপর তাঁরা বদর প্রান্তরে হাযির হয়ে মহানবী (স)-এর নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন এবং তাঁদের সেনাবাহিনীতে শামিল করে নেয়ার জন্য আবেদন জানালেন।

মহানবী (স) মুসলমান দু'জনকে বললেন ঃ "যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদা পূরণ করব।"[৩৫]

অতএব, বদর যুদ্ধের দিনটি কি "অনন্য দিন ছিলো না?" এটা কি সকল যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের দ্বারা উড্ডীন 'যুদ্ধকালে সবই নির্দোষ' নীতিবাক্যের ঝাণ্ডা ছিলো না? সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো মতাদর্শ এবং জীবন-বিধান কি আছে, মন্দ অবস্থায়, এমন কি প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতেও যার সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ অটুট রাখার নিদর্শন আছে? কেউ কি একে ইউরোপের সর্বাধিক চাতুরীপূর্ণ মতবাদের সংগে তুলনা করতে পারে, যা সর্ব প্রকার অবৈধ পন্থায় প্রলেতারীয় জারবাদ কর্তৃক (মার্কসীয় আদর্শ গ্রহণে) অনিচ্ছুক লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে?

ইসলামী আদর্শ কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি ও প্রলোভন ছাড়াই দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং এর নিষ্কলুষ, বিশুদ্ধ ফিতরতধর্মিতার কারণেই তা' সকল বয়সের দেশ-মহাদেশের লক্ষ লক্ষ নও-মুসলিমের হৃদয় জয় করছে।

কেন তা' একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিলো?

"মদীনাবাসীদের প্রশংসা করে" জনৈক যুদ্ধবন্দী পরবর্তীকালে বলেছিল, "তাঁদের অপর্যাপ্ত খাবার থাকা সত্ত্বেও নিজেরা শুধু শুকনো খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হতেন এবং আমাদেরকে খেতে দিতেন গমের রুটি।"[৩৬]

এই যুদ্ধবন্দীরা কারা? মক্কার রক্ত-পিপাসু জালিম। শান্তি ও কল্যাণের পতাকাবাহী মুসলমানদের ওপর চরম নিষ্ঠুরতার হোতা। তবুও সত্যের কল্যাণী

www.pathagar.com

আদর্শ তাদের নির্মূল করে নি, তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে নি, যেভাবে মার্কসবাদ করছে আফগানিস্তানে।

তাদের প্রতি কেন এমন মানবিক সদাচরণ করা হয়েছিল? তারা ছিলো আল্লাহ্‌র গুমরাহ্‌ বান্দা। তারা ছিলো পুঁজিবাদী, তারা ছিলো জড়বাদী, তারা ছিলো নিপীড়নকারী। তবুও তারা বর্বর মার্কসবাদী প্রলেতারীয় জারবাদ যেভাবে চিন্তা ও কাজ করে, সেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি। তারা ছিলো মুসলমানদের ভাই এবং তাদেরই মত মানুষ। তারা শত্রু ছিলো বলে তাদের প্রতি মুসলমানদের মানবতাবোধের অফুরন্ত করুণা-ধারার ঘাটতি হয় নি।

আবারও বলছি, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছে গাণিতিক নিয়মে। বিজেতা সৈন্যরা সামান্য খেজুর খেয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন, কারণ রাসূল (স) তাদেরকে বন্দীদের প্রতি ইসলামী শরীআত মুতাবিক আচরণ করার হুকুম দিয়েছিলেন।

কেন তা একটি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত চূড়ান্ত লড়াই ছিলো?

যে সকল যুদ্ধবন্দী জিজিয়া কর দিতে অসমর্থ ছিলো, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। সম্পদশালীরা যার যার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী জিজিয়া প্রদান করে। রসূল (স)-এর চাচা আব্বাসও কর পরিশোধ করেন। নবী করীম (স)-এর জামাই আবুল 'আস মক্কায় তার স্ত্রীর কাছে জিজিয়া দেয়ার জন্য খবর পাঠায়। নবী-কন্যা একটি মূল্যবান হারসহ জিজিয়ার অর্থ প্রেরণ করেন।

যখন তা রাসূল (স)-এর চোখে পড়ল, তখন তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। এটা তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) — রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বে যাঁর সমস্ত সম্পদ, অবিচল ঈমান এবং আন্তরিক আনুকূল্য নিবেদিত হয়েছিল ইসলামের খিদমতে — উপহার দিয়েছিলেন মেয়ে জয়নবকে।

রসূল (স) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ করে বললেন, "তোমরা যদি এই হারটা তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সম্মতি দাও, তাহলে তাই করা হবে।" তাঁরা রাযী হলেন। তাঁদের এই সম্মতির মধ্যে অবিনশ্বর আদর্শেরই বিদ্যুৎ-শিখা প্রতিভাসিত হয়েছিল।"[৩৭]

মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র নিজের ব্যর্থতা ও পরাজয়কে ঠেকানোর জন্য নানা ছল ছুতো অন্বেষণ করছে।

ফিতরত-বিরোধী মার্কসবাদী আগাছারা মানবীয় আচরণ বিবর্জিত; তাদের আচরণ পশুর মত। সভ্য মানুষের মধ্যে বর্বরদের অবস্থান কখনও চিরস্থায়ী হয়

www.pathagar.com

না। এটা এমনই একটি সর্বনাশা মহামারী, যা তার সময়কালের মধ্যেই সুদে-আসলে উসুল করে নেয়।

সুদীর্ঘ ১৪শ বছর পরও আফগানিস্তানে মহানবী (স)-এর মু'মিন উম্মতেরা মানবেতিহাসের জঘন্যতম উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছেন; যে পশুশক্তি শুধুমাত্র তাঁরা সত্য ও ফিতরতের ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তাঁদেরকে নির্মূল করে দিতে চায়।

মার্কসবাদ এবং বস্তুবাদ আফগান মুজাহিদদের কাছে আদৌ আহামরি কিছু নয়; কারণ ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ মিথ্যার চোরাবালিতে। একটি গাছের ডালে স্থূলভাবে ওড়ানো ইসলামী পতাকা মার্কসবাদীদের জড়বাদী অন্তঃকরণে মহাভীতির সঞ্চার করে। এর গর্বিত, দৃপ্ত শোভা দেখেই তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। এটা কি একটি বিশাল রকেট, বোমারু বিমান, হেলিকপ্টার কিংবা একটি ট্যাংক ছিলো যা ধ্বংস করা সম্ভব ছিলো না? যদি তা সম্ভব হতো, তাহলে নব্য-জারবাদীরা খুশিতে আটখানা হতো এবং বিশালাকার বস্তুসমূহ ধ্বংস করার জন্য তাদের অস্ত্রাগার থেকে আরও অধিকতর সাংঘাতিক যুদ্ধাস্ত্রের সমাবেশ ঘটাতো। কিন্তু তা' সত্য, স্বাধীনতার জন্য মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এবং পথভ্রান্ত জালিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। অবিনশ্বর সত্য নশ্বর অসত্যের ভিত্‌কে কাঁপিয়ে তোলে, কারণ মানুষের স্বভাব এবং সত্য ধ্বংসশীল জাগতিক বস্তু নয়। এভাবেই মার্কসের নশ্বর বস্তুবাদ অবিনশ্বর আস্তিক্যবাদের সামনে ভয়ে কম্পমান থাকে।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্য অংশে মার্কিন বস্তুবাদের প্রতিভূ সক্রিয় রয়েছে বৈরুতে।

"প্রতি মিনিটে এক ডজনের বেশি গোলাগুলী বর্ষিত হয়েছে নৌবাহিনীর গানবোট ও পদাতিক বাহিনীর তরফ থেকে এবং বোমারু বিমানগুলো চক্রাকারে উড়ে উড়ে তীব্র শব্দে বোমা বর্ষণ করেছে আবাসিক ভবনসমূহে।"[৩৮]

"কান-ফাটানো বিস্ফোরণের সাথে আকাশে শত শত অগ্নি-গোলকের বিচ্ছুরণ এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে-পড়া আবাসিক দালান-কোঠা ও বিস্ফোরিত মোটর গাড়িসমূহের দৃশ্যসহ পদাতিক বাহিনী অবিচ্ছিন্ন গুলীবর্ষণের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকাকে ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত করেছে।"[৩৯]

"পি.এল.ও. বলছে, ইসরাইলী বাহিনী রোববারের ১৪ ঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধে অধিকৃত শহরে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার গোলা বর্ষণ করেছে এবং বোমা বর্ষণের জন্য উড়িয়েছে দুইশত বোমারু বিমান।"[৪০]

"সোমবার বৈরুতে সাতজন ইতালীয় সাংবাদিক কর্তৃক গৃহীত এবং রোমে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে পি. এল. ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত বলেন,

www.pathagar.com

'দীর্ঘ ৭৯ দিন ধরে মহিলা ও শিশুসহ আমরা এক নারকীয় জীবন যাপন করেছি এবং কোনো শক্তিই এই অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেনি।' সমগ্র বিশ্ব জনমতের জন্য এটা ছিলো একটি চরম লজ্জার বিষয়।

১২ আগস্টে মাত্র এক দিন এটম বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানী শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ব্যবহৃত বিস্ফোরকদ্রব্য দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বৈরুতের ওপর আঘাত হানা হয়।"[৪১]

অত্যাধুনিক নৌবাহিনী, সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীসহ তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু অকুতোভয় বীর মুসলমানরা আত্মসমর্পণ করেন নি। আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সুপ্রশিক্ষিত ১ লক্ষ পাকিস্তানী সৈন্য ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেছিলো, কিন্তু ফিলিস্তিনী গেরিলারা আত্মসমর্পণ করেনি। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে এক বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মাত্র হাতে-গোনা কয়েক হাজার ফিলিস্তিনী এবং লেবাননী মুসলমান সামান্য সম্বল নিয়ে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁরা নিজেদেরকে রুশদের চেয়ে অধিকতর সাহসী হিসেবে প্রমাণ করেছেন, যে রুশরা শুধুমাত্র তাদের মিত্র শক্তিসমূহের সহায়তায় হিটলারের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং যারা শুধুমাত্র ছোট ছোট দুর্বল জাতিসমূহ কিংবা গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত মার্কিনীদের সাথে লড়াই করার সাহস তাদের কখনও হয় নি।

বৈরুতের বীর সেনানীরা কাপুরুষ আমেরিকানদের চেয়ে অধিক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছেন, যে আমেরিকানরা শুধুমাত্র দুর্বল জাতিগুলোকে সর্বস্বান্ত করে; কখনই তারা তাদের সমপর্যায়ভুক্ত রুশদের মুখোমুখি হয় না।

পুঁজিবাদী এবং মার্কসবাদী বস্তুতন্ত্র বনাম মুসলিম অধ্যাত্মবাদ

মার্কসবাদ এবং পুঁজিবাদের ছত্রছায়ায় লালিত বস্তুবাদ মুসলিম চেতনাকে পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তীব্র গোলাগুলীর ভয়াবহ গর্জনসম্পন্ন জেট বিমান, মর্টারের গুরুগুরু নাদ, বন্দুকের সশব্দ সংঘর্ষ, গোলাগুলী এবং বোমার কান-ফাটানো বিস্ফোরণ, অফুরন্ত গুলীর বৃষ্টি এবং দালান কোঠার ভগ্নস্তূপ আফগানিস্তান কিংবা বৈরুতের মুসলমানদের কাউকেই শংকিত করেনি। একজন মাত্র মুজাহিদকে দেখেই দুশমন ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি কাঁপতে থাকে।

যা নশ্বর, অবিনশ্বরতার ভয়ে সে সর্বদা কম্পমান থাকে। বিখ্যাত বদর যুদ্ধ ঘাঁটি মুসলমানদের মধ্যে অমেয় শক্তির উৎসারণ ঘটায়, যা বিরাট এক অসম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের বিজয়ী করে। কিয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনা অবিস্মরণীয় দলিল হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

www.pathagar.com

ক্ষমতাবান মার্কসবাদী পরাশক্তি রাশিয়া রাশিয়ার অভ্যন্তরে ঘরোয়া সাহিত্য-সভায় সেন্সরবিহীন কবিতার আবৃত্তি হলে অথবা প্রবন্ধ পঠিত হলে কিংবা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হলে ভয়ে কুঞ্চিত হয়।

"আবাসিক ভবন তল্লাশী করে, সাংস্কৃতিক কর্মীদের গ্রেফতার করে রাশিয়ায় সংস্কৃতির মুক্ত বিকাশকে গলাটিপে মারা হয়েছে। সরকার-অননুমোদিত কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সেখানে চলতে দেয়া হয় না। কবির স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, সাহিত্যিকের শিল্পসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ কিংবা সৌখিন অভিনেতার হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপন প্রভৃতি এই মুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। নিজস্ব গোষ্ঠি-কার্যসূচী রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়, যা পার্টি-নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এবং অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।"[৪২]

মার্কসবাদী বস্তুতন্ত্র এবং এর ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ধারণার এ কেমন 'গৌরবময়' অবদান!

ইতিহাস এবং সত্যের বিকৃতির সর্বাপেক্ষা নিপুণ কৌশল হচ্ছে নতজানু হওয়ার কৌশল অবলম্বন। এই কৌশল এত সূক্ষ্ম যে, এর মধ্যকার নষ্টামি শনাক্ত করাই দুরূহ।

আফগানিস্তান দখলের জন্য রাশিয়ার আগ্রাসী অভিযান

গোল্ডস্মীথের* 'শী স্টুপ্স টু কংকার' নাটকে নায়িকা মিস হার্ডক্যাসল তার দয়িতকে বশীভূত করার মানসে সুরা পরিবেশনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। মিঃ হার্ডক্যাসলের কন্যা হিসেবে সে তাকে বশীভূত করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং সে তাকে জোর করে কব্জা করার জন্য ধেয়ে আসে।

বাস্তবে দেখা যায়, দানবীয় পরাশক্তি রাশিয়া আফগান জনগণকে কবজা করার জন্য ঘৃণ্য থাবা মেলে দিয়েছে, যে অকুতোভয় আফগান জনগণ ক্ষমতাধর মার্কসবাদী বস্তুতন্ত্র এবং এর পাশবিক সন্ত্রাস ও নির্মমতার প্রতি তাদের ঘৃণাপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে।

"এখন জাতীয়করণ বিষয়ে কোনো হৈচৈ নেই; শিল্প, বাণিজ্য উভয়ই ব্যক্তি-মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার কর্মসূচী হয়েছে পরিত্যক্ত।

বাজার থেকে সোভিয়েত সাহিত্য ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। সেখানে আপনি শুধুমাত্র পার্সি ও পুশ্‌তু ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক দেখতে পাবেন।

এখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রেডিও-টিভির অনুষ্ঠান শুরু হয়। আমি প্রতি সন্ধ্যায় দেখেছি একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত 'মোল্লা' কাবুল টেলিভিশনে

---

* গোল্ডস্মীথ (১৭২৮-১৭৭৪ খ্রীঃ) ঃ পুরোনাম অলিভার গোল্ডস্মীথ। প্রখ্যাত ইংরেজ প্রবন্ধকার, কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। সুখপাঠ্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'এসেস'। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াত করছেন। প্রতিটি সম্মেলনই শুরু হয় আল্লাহ্‌র নামে, তাঁর সাহায্য কামনা করে।

বারবাক কারমাল এখন "মুসলমান কৃষক" "মুসলমান শ্রমিক" প্রভৃতি ধুয়া তুলে জনতার সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করছেন। খোদ কাবুল বিমান বন্দরেই "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম" লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া অতি সামান্যই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুলপথে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। দখলদার দস্যুকে পরাভূত করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, জনগণ তাকে স্বাগত জানায়। আফগান কম্যুনিস্টরা 'রাশিয়ার কুকুর' হিসেবে অভিহিত হতে শুরু করেছে। গণ-বিচ্ছিন্নতা এত বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, রুশ সৈন্যরা তাদের সমস্ত রসদপত্র এমন কি জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত নিজেদের দেশ থেকে পাচ্ছে।"[৪৩]

ভ্রান্ত ইতিহাস এবং এর যোগ্য চাম্‌চারা তাদের শিকারের প্রতি লোলুপ থাবা বিস্তার করছে, কিন্তু আক্রান্ত জনগণ এর ছলচাতুরী বোঝে এবং অবজ্ঞাভরে তাদের আগ্রাসনকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

অন্যদিকে মহানবী (স) জালিম ঘাতকদের ওপর বিজয়ী হয়েছে । মক্কা বিজয়ের পর কাবাঘরের চাবি-রক্ষক উসমান বিন তালহাকে তলব করা হলো।

মহানবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চাবি কোথায়?'

"এখানে" — সে বিনয়ের সংগে এ কথা বলে চাবি নবীজীর কাছে হস্তান্তর করল।

এই সেই ব্যক্তি, যে জাহিলী যুগের নাস্তিক্যবাদ, নির্যাতন এবং অসহিষ্ণুতার ফাঁদ বিস্তার করে নবীজীর জন্য কা'বাঘরের দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

"উসমান, এমন এক দিন আসবে, যেদিন এই চাবি আমার দখলে আসবে এবং যাকে আমি পছন্দ করব, তার হাতে তা সমর্পণ করব" — নবীজীর এই ভবিষ্যৎবাণী অতঃপর সত্যে পরিণত হলো।

অসত্য সংকেত দিয়েছিল ঃ "এমন এক দিন আসবে যেদিন মক্কার শাসক কুরাইশরা নিহত হবে।"

মহামানব মুহম্মদ (স)-এর অভিমত ঃ "না, (বরং) সেই দিনই হবে কুরাইশদের সত্যিকার গৌরবের দিন।"[৪৪]

সম্ভবতঃ উসমানের আচরণের কথা স্মরণ করে রসূল (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) তাঁকে অনুরোধ করলেন চাবিটি তাঁর কাছে দেয়ার জন্য। মানবজাতির পরম হিতৈষী মহানবী (স) আলী (রা)-এর এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন, ইসলামের জন্য যাঁর অনন্য যুদ্ধজয় এবং আন্তরিক খিদমত সর্বজনবিদিত ছিলো।

www.pathagar.com

মহানবী (স) চাবিটি শুধু উক্ত উসমানকে প্রদান করলেন তাই নয়; তিনি হুকুম দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত এই চাবি পুরুষ পরম্পরাক্রমে তার পরিবারের হিফাজতেই থাকবে।

করুণা ও দয়ার সুশীতল বারিতে স্নাত হলো উসমানের অন্তর। এভাবেই তাকে দেয়া হলো উপযুক্ত শাস্তি, গ্রহণ করা হলো অপূর্ব প্রতিশোধ। এই সেই উসমান যিনি দয়া, উদারতা ও মহানুভবতার গুণে নিজেকে অধঃপতিত, গুমরাহ অবস্থা থেকে সমৃদ্ধিমান অবস্থায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এভাবেই সত্য আরোহণ করে বিজয়ের স্বর্ণ-চূড়ায়; পক্ষান্তরে, বিজয়ের লক্ষ্যে অসত্য ব্যর্থ বাজের মত ছোঁ মেরে মেরে হয়রান হয়। মার্কসীয় বস্তুবাদী অসত্য আফগানিস্তানে সংগীন অবস্থার মধ্যে আছে। এর বিশৃঙ্খল বিধি-বিধানসমূহ এর অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচায়ক, যার কেবল বাহ্যিক তর্জন-গর্জনই সম্বল।

"কিন্তু কান্দাহারের মত শহরও আছে, যেখানে রাশিয়ানদের নৈতিক অধঃগতি চরম সীমায় পৌছেছে। সেখানে তাদের সৈনিকেরা সিগারেট এবং ট্রানজিস্টার-রেডিও কেনার জন্য গুলী, ইউনিফর্ম, এমন কি পেট্রোল পর্যন্ত বিক্রি করছে।"[৪৫]

সর্বাধিক প্রচারিত 'ইলাসট্রেটেড উইক্লি অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত আফগান ইতিহাসের একটি মাত্র পৃষ্ঠা রুশ আগ্রাসনের অবিশ্বাস্য ইতিহাসকে অনাবৃত করছে।

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে*

এক শতাব্দীরও অধিককাল ধরে রাশিয়া আফগানিস্তানের বুকে সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তারের পাঁয়তারা করে এসেছে। এই উপনিবেশবাদী উচ্চাকাঙক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েই রাশিয়া ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সরাসরি আফগানিস্তানে আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনা করে। এই যুদ্ধ গোড়া থেকে অনুন্নত একটি দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, জনশূন্য করেছে এবং এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে সৈন্য, অর্থ ও আন্তর্জাতিক মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

১৯৭৩ সালে মুহাম্মদ দাউদ তাঁর আত্মীয় আফগান বাদশাহ জহীর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন।

---

* এখান থেকে "ইউরেনিয়াম গ্যাস এবং তেলের সুবিধা উন্নয়নে" — পর্যন্ত অংশ মূল লেখকের রচনা নয়। এই দীর্ঘপ্রতিবেদনটি 'ইনসাইড আফগানিস্তান' শিরোনামে ভারতের স্বনামখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্লি অব ইন্ডিয়া'-র ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক এই সচিত্র প্রতিবেদনটি তাঁর গ্রন্থে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। লেখক এই রিপোর্টটিকে আলাদা নম্বরহীন পৃষ্ঠায় (মূলগ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠার পরবর্তী) স্থান দিলেও আমি এটিকে মূল গ্রন্থের ধারাবাহিকতার সাথে জুড়ে দিয়েছি। তাতে আলোচনা আরও সমৃদ্ধ এবং তথ্যনিষ্ঠ হবে বলেই মনে করি। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

তিনি ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করেন, ভূমি সংস্কার-কর্মে অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং প্রত্যক্ষ করপ্রথা চালু করেন। তিনি আফগান সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত এবং প্রশিক্ষণের জন্য রুশদের আফগানিস্তানে আমন্ত্রণ জানান।

দাউদ আরব এবং পশ্চিমা সাহায্যের সংগে সোভিয়েত সাহায্যের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই নীতি লিওনিদ ব্রেজনেভকে ক্ষুব্ধ করে। ১৯৭৭ সালে দাউদের মস্কো সফর দুই প্রেসিডেন্টের নিরুত্তাপ বাক্য বিনিময় ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ১৯৭৮ সালের ১৭ই এপ্রিল একজন রুশপন্থী বুদ্ধিজীবীর মৃত্যুতে কাবুলে কম্যুনিস্ট দাংগা ছড়িয়ে পড়ে। দাউদ বাবরাক কারমাল, নূর মুহাম্মদ তারাকী এবং হাফিজুল্লাহ আমিন এই তিন জন কম্যুনিস্ট নেতাকে গৃহবন্দী করার নির্দেশ জারি করেন। এই অবাঞ্ছিত উৎপাতে শংকিত হয়ে নেতৃত্রয় একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন।

আজকের ক্ষমতাসীন বিপ্লবী পরিষদের সদস্য আসলাম ওয়াতানজারের নেতৃত্বে ট্যাংক বাহিনী প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ আক্রমণ করে। প্রেসিডেন্টের অনুগত বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং জেনারেল রফিকের মতে, "সোভিয়েত বৈমানিক-সজ্জিত সোভিয়েত বিমানবহর (কাবুলের ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত বাগরাম বিমান-বেস এর সাহায্যপুষ্ট) যদি প্রেসিডেন্ট-প্রাসাদ আক্রমণে বিদ্রোহীদের সংগে যোগ না দিত, তাহলে সম্ভবতঃ ঐ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতো।" ২৮শে এপ্রিল তারাকী প্রেসিডেন্ট হন। দুই দিন পর, সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম দেশ, যে এই নয়া জান্তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

তারাকী এবং তাঁর দক্ষিণ-হস্ত আমিন কট্টর মার্কসবাদী এবং নাস্তিক বিধিবিধান চালু করেন যা বহু আফগান উপজাতীয় নেতাদের বিদ্রোহী করে তোলে। 'খালকীরা' শত কষ্ট বরণ করেও এর প্রত্যুত্তর দেয়।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি সোভিয়েত ছত্রীসেনা ব্রিগেড বাগরাম বিমান ঘাঁটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। বড়দিনের প্রাক্কালে তারা কাবুল বিমান বন্দর দখল করে এবং কয়েক হাজার লালফৌজ এনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এর দুই দিন পরে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে সরকারী দফতরসমূহের নিয়ন্ত্রণ কবজা করে এবং নগর রক্ষী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে। এরপর ২৭শে ডিসেম্বরের রাতে কাবুল বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে কারমাল বলেন যে, তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন। (কারমাল প্রকৃতপক্ষে তেরমেজের একটি সোভিয়েত বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দিয়েছিলেন, কাবুল বেতার বিকল ছিল।) ২৮শে ডিসেম্বর রাত ২-৪০ মিঃ কারমাল জানালেন যে, আমিন নিহত হয়েছেন এবং ১৯৭৮ সালের বন্ধুত্ব চুক্তির ভিত্তিতে তিনি 'বহিঃশক্তির আগ্রাসনের' মুকাবিলায় সরকারী সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য রুশ সৈন্যদের আফগানিস্তানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পরের দিন তিনি পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল 'নির্বাচিত' হন। তিনি ১লা জানুয়ারী সর্বপ্রথম জন-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন।

আফগানরা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত, কিন্তু ভাবী-বিজেতা এবং বিদেশী সৈন্যদের প্রতি তাদের ঘৃণা ছিলো অত্যন্ত প্রবল। ফলে ৮৫ হাজার লালফৌজ এসে যখন ১ লক্ষ সরকারী সৈন্যের সাথে মিলিত হয়ে

www.pathagar.com

তাদের শক্তি বৃদ্ধি করল, দেশ তখন বিধ্বস্ত হলো। মস্কো আশা করেছিল, সাধারণ অস্ত্রসজ্জিত প্রায় ৪০ হাজার উপজাতীয় মুজাহিদদের (ইসলামী মুক্তি সংগ্রামী) অতি দ্রুত পরাভূত করে ফেলবে। মধ্য এশিয়ার পর্বতমালায় গেরিলা যুদ্ধ করার মত কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা প্রশিক্ষণ রুশ সৈন্যদের ছিল না। সোভিয়েত এশীয় প্রজাতন্ত্র থেকে আগত মুসলমান সেনাবাহিনীর সদস্যরাও অবিশ্বস্ত এবং আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে প্রমাণিত হলো — এই আফগানরাও ছিলো মুসলমান। রাশিয়া স্থায়ী সেনাবাহিনীর ইউরোপীয় সদস্যদের লালফৌজের এশীয় বাহিনীর সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত করল।

এমন কি, আফগান সেনাবাহিনী প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের বিরুদ্ধেও কম কার্যকরী বলে প্রমাণিত হলো। পুরো ব্রিগেড স্বপক্ষ ত্যাগ করল, বহু ইউনিট যোগ দিলো উপজাতীয় মুজাহিদদের সাথে। জমিয়ত-ই ইসলামী গেরিলা বাহিনীর নেতা বুরহানউদ্দিন রব্বানী বলেন ঃ বহু স্বপক্ষত্যাগী আফগান সেনা আমাদের দলে যোগ দিয়েছে যারা সংগে করে.নিয়ে এসেছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সাজোয়াঁ গাড়ি।

রাশিয়ানরা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত প্রতিরোধ যোদ্ধাদের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারকে রুখতে চেষ্টা করল। কাবুল বাহিনীর সমস্ত ট্যাংক ও বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে। এমন কি তারা আফগান সাজোয়াঁ ডিভিশনগুলোর নিকট থেকে তাদের ট্যাংকগুলোও ছিনিয়ে নেয়। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ানরা চার ডিভিশন নগররক্ষী সৈন্য গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে কাবুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে গ্রহণ করে।

সরকারী বাহিনী নিয়মিতভাবে গ্রামগুলোতে চক্কর দেয় এবং ১২ বছর বয়সের বালকদের পর্যন্ত জোর করে ধরে নিয়ে যায় সেনাবাহিনী অথবা মিলিশিয়া বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। কিন্তু এই 'রিক্রুটরা' অতিসত্বর পালিয়ে যায়। রাশিয়ানরা তাদের সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত এবং প্রশিক্ষণ দান করে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে দৈনিক ৩ কোটি টাকা ব্যয় করছে।

যুদ্ধের বিশ মাসে রাশিয়ান লালফৌজদের দ্বারা সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ১ হাজার ৬ শত রুশ সাজোয়াঁ যান ধ্বংস হয়েছে, প্রায় ১৫০টি হেলিকপ্টার এবং এক ডজন জেট বোমারু বিমান খোয়া গেছে। আহত সৈন্যদের সংখ্যা এত বেশি যে, কারমালের প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নূর মুহাম্মদ সিদ্দিক ফারহাং-এর মতে ঃ "সরকারী সৈন্যরা আহতদের পরিচর্যার ঝক্কি এড়ানোর জন্য তাদের বাড়িতে আনা বন্ধ করে দিয়েছে"। তাসখন্দ সফরকারী পর্যটকরা বলেছেন যে, একটি বৃহদায়তন সোভিয়েত সামরিক হাসপাতালে 'হাজার হাজার আহতের' চিকিৎসা করা হচ্ছে।

ধারণা করা হয়, যুদ্ধ চালানোর জন্য গেরিলাদের ৮০ হাজার মানুষের এক শক্তিশালী সৈন্যদল রয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে মোতায়েনকৃত লালফৌজের সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। এ ছাড়া রুশ-সীমান্ত বরাবর মোতায়েন করা হয়েছে আরও ৩০ হাজার টহল-সৈন্য। ঐ সৈন্যবাহিনী এখনও গ্রাম এলাকা, অথবা শহরগুলো পর্যন্ত দখলে আনতে যথেষ্ট নয়। গেরিলা যোদ্ধারা মে মাসে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত কান্দাহার শহর দখলে রাখে এবং ১৯৮১ সালের ৯ই জুন তারিখে বাগরাম বিমান ঘাঁটির বহু সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করে।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালে একটি ইউনেস্কো-প্রকাশনায় বর্ণনা করা হয় ঃ বর্তমানে আফগানিস্তানের বর্তমান মোট আয় ২০৫ বিলিয়ন ডলার এবং গড়ে মাথাপিছু আয় ১৩৪ ডলার। উক্ত প্রকাশনা আফগানিস্তানকে 'উন্নয়নমুখী দেশ' হিসেবে বর্ণনা করে। এপ্রিল মাসে কাবুল 'নিউটাইম্‌স' অর্থনীতিকে যুদ্ধের সর্বনাশা থাবায় 'বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত' বলে বর্ণনা করে এবং উল্লেখ করে যে, শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী ভবন, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি মেরামতের জন্যই প্রয়োজন হবে ৫০৫ মিলিয়ন ডলার।

কারমাল শাসকগোষ্ঠী কাবুলস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহে এই মর্মে একটি প্রচার-পত্র পাঠায় যে, ১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৩৩ ভাগ এবং ১৯৮০-৮১ অর্থ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় শতকরা ২০ ভাগ কম অর্জিত হয়েছে। সরকারের আর্থিক সামর্থ্য একান্তভাবেই তার রিজার্ভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যার পরিমাণ ৯০০ মিলিয়ন ডলারেরও কম বলে প্রতীয়মান হয় এবং এ জন্যই বিদেশী পুঁজি ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। রাশিয়ানরা ১.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণের তিন-চতুর্থাংশ ঋণপত্র কবজা করেছে এবং তাদের 'সৌভ্রাতৃমূলক সাহায্যে'র ওপর শতকরা ১৬.৪ হারে সুদ পরিশোধের সময়-সীমা বাড়াতে অস্বীকার করেছে। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাহায্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ সরকারকে দিয়েছে যার বেশির ভাগ ব্যয় হয়েছে সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর ইউরেনিয়াম গ্যাস এবং তেলের সুবিধা উন্নয়নে।

(ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি অব ইন্ডিয়া, ১৩-৯-১৯৮১)

অংশ-২ নির্ভুল ইতিহাস ঃ নিপীড়ন কোনো শ্রেণী কিংবা নাম-ধামের ধার ধারে না

কেউ যদি আফগান শরণার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শনে যান, তাহলে তিনি সেখানকার দৃশ্য দেখে এবং হৃদয়-বিদারক অবস্থার কথা জেনে আলোড়িত হবেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্য নিষ্ঠুর পরাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট শরণার্থীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে তিনি যদি অজ্ঞ থাকেন, তাহলে ভারতের সেই ছয় অন্ধের একজনের মতই তিনি বলবেন যে, পৃথিবীতে রাশিয়ার মার্কসবাদী জুলুমই সবচেয়ে ভয়াবহ। এই অজ্ঞতার জন্য তিনি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবেন।

কেউ যদি ফিলিস্তিনী শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে যান, তিনিও সেখানকার করুণ দৃশ্য দেখে বিচলিত হবেন। তিনি যদি আফগানিস্তানে সোভিয়েত নির্যাতনের ব্যাপারে অবহিত না থাকেন, তাহলে বলবেন যে, পৃথিবীতে আমেরিকার জুলুমই সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ যা ইয়াহূদীবাদকে সরবরাহ করা হচ্ছে রুটি ও বন্দুকের মাধ্যমে। তিনিও ঐ ছয়জন অন্ধের একজনের মতই।

www.pathagar.com

পরাশক্তিদ্বয়ের সমর্থকরা মানবতাকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছে — বামপন্থী ও ডানপন্থী। অমানবিকতার ঘৃণ্য ড্রাগন বিষ-নিঃশ্বাসে পৃথিবীর বাতাসকে কলুষিত করছে; যেখানেই তাদের সর্বনাশা থাবা বিস্তার করছে, সেখানেই বিস্তৃত হচ্ছে অমানবিকতার জঘন্য ব্যাধি। এরাই হলো মানবতার দ্বিধা বিভক্তিকারী। নিজ নিজ বাম ও ডানপন্থী প্রভুদের অর্থে লালিত ও আশীর্বাদপুষ্ট বাম ও ডানপন্থী চামচারা শুধুমাত্র নিজ নিজ পক্ষের বাম ও ডানপন্থী মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে ওকালতি করে, মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়, অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। মানবতার এই বিভক্তি ইউরোপ মহাদেশ এবং এর ঘৃণ্য সহিংস মতাদর্শ, ব্যবস্থা ও প্রভাবেরই ফল।

সত্যিকার মানুষ তারাই, যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় — যার দ্বারাই সে অত্যাচার সংঘটিত হোক-না কেন এবং সে অত্যাচার সাদা, লাল, হলুদ, কালো কিংবা সবুজ যেমনটিই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে তারা যুক্তিতর্ক, লেখা, কাজ এবং সংগ্রামের মাধ্যমে রুখে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকের ইউরোপের কার্ল মার্কস পূর্বোল্লিখিত ছয় অন্ধের একজনের মতই ছিলেন। তিনিও ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র পুঁজিবাদীরাই বিশ্বের সকল নিপীড়নের হোতা। তাঁর আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত ভাবাবেগে পরিণত হয় এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য তা তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে। তাঁর সময়কার ইউরোপের শেষ পরিস্থিতি এই ভাবাবেগকে লাগামহীন ভাবাবেগে রূপান্তরিত করে যা তাঁর সত্তা-শক্তিকে কবজা করে ফেলে এবং তাঁর কর্ম, চিন্তা, বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

লাগামহীন ভাবাবেগের তাড়নায় বেসামাল ছিলেন বলেই তিনি অতীত রোমন্থনে দেখতে পেলেন যে, পুঁজিবাদী নির্যাতন অতীতেও সমানভাবে বিদ্যমান ছিলো; তা শুধু ইউরোপীয় দেশগুলোতে নয়, বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান ছিলো। এই 'আংশিকভাবে সঠিক' অন্ধ লোকটি মানবজাতিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বাঁচাবার জন্য একটি 'মতবাদ' উপহার দিয়েছেন।

পোল্যান্ডের বিতাড়িত পার্টি-নেতা এডওয়ার্ড গিয়েরেক তাঁর বিলাসবহুল বাসভবনের নিকটস্থ একশত এতীমকে অন্য শহরগুলোতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশীকে অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তারা তাঁর একান্ত কাছাকাছি বাস করত। "পোল্যান্ডের টেলিভিশন বহুমূল্য শয়নকক্ষ এবং তৎ-সন্নিহিত ব্যক্তিগত প্রেক্ষাগৃহসহ তাঁর বাসভবনের ছবি প্রদর্শন করেছিল।"[৪৬]

www.pathagar.com

মার্কস গ্রীক দার্শনিকদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন

সেটা কি গিয়েরেকের দোষ ছিলো? না। কখনই না। তা ছিলো ঐ মার্কসবাদী আদর্শের দোষ যা ছিল কারুকার্যখচিত কাঁচের ফুলদানীতে একটি ওকবৃক্ষ। গ্রীক দর্শনের অনুরাগী শিষ্য মার্কস তাঁর গুরু প্লেটোর এই আপ্তবাক্য বিস্মৃত হয়েছিলেনঃ "স্বেচ্ছাচারী একনায়কেরা নিজেদেরকে মানবাকার নেকড়েবাঘে রূপান্তরিত করে।" তিনি তাঁর আগ্রাসী "নেকড়েকে" দেখতে পাননি; সেই আগ্রাসী নেকড়ে উনিশ শতকের পুঁজিপতিরা নয়, দূরতর অতীতের সামন্ত প্রভুরা নয়, সুদূর অতীতের স্বেচ্ছাচারী রাজারাও নয়; সর্বহারা শ্রেণী শ্রমিক-কর্মচারীরা বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের নিষ্পেষণে আর্তনাদ করছে না; তারা স্বীয় মার্কসবাদ দ্বারা একটি মার্কসপন্থী দেশেই নির্যাতিত হচ্ছে, যে দেশ তার সন্তানদের তাজা রক্তে মার্কসবাদী আগাছাকে সঞ্জীবিত করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

এডওয়ার্ড গিয়েরেক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং ১৯৮০ সালে সংকট সৃষ্টির কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন।

কেন তিনি নিন্দিত হয়েছিলেন? একটি মৌমাছি নিন্দিত হচ্ছে, পক্ষান্তরে, মৌচাক হচ্ছে প্রশংসিত। মার্কসবাদী মৌচাকের সবগুলো মৌমাছিই হুল ফোটাবে। হুল ফোটানোই তাদের স্বভাব। তারা কি মৌমাছি এবং একনায়কদের হুল ফোটানো স্বভাবের জন্য তাদের শাস্তি দিচ্ছে? তারা কি নেকড়েগুলোকে তাদের আগ্রাসী স্বভাবের জন্য শাস্তি দিচ্ছে?

পোল্যান্ডে সংস্কারের মাস ক'টিতে রাশিয়া কেন ভীত-শংকিত ছিলো? সে জানতো যে, একনায়কতন্ত্রের (যা' মার্কসবাদের প্রাণশক্তি) অনুপস্থিতির দরুন এর সর্ব প্রকার দুর্বলতা অনাবৃত হয়ে পড়বে এবং 'মতবাদ' হিসেবে এর কবর রচিত হবে। যদি এর প্রাণশক্তির উৎস ভাণ্ডার পোল্যান্ডে বিস্ফোরিত হয় এবং এই বিস্ফোরণ যদি সাম্রাজ্যের এবং অন্যান্য মোসাহেবদের নিরাপদ ভাণ্ডারগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেগুলোও বিস্ফোরিত হবে, ধ্বংস হবে।

"প্রাদেশিক গভর্নর মিঃ জোসেফ লাবুডেক পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, প্রধানমন্ত্রী এই পদত্যাগপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। স্থানীয় সলিডারিটি নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগের তালিকা প্রণয়ন করে। এগুলো হলো ঃ অর্থ আত্মসাৎ, সরকারী তহবিলের অব্যবস্থাপনা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। শ্রমিক ইউনিয়নের ধর্মঘটের দরুন ১২০টি স্থাপনা নষ্ট হয়।"[৪৭]

"সলিডারিটি কর্মীরা পোলিশ কর্মকর্তাদের চাকুরী থেকে পদত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। শিল্পশহর র‍্যাডম-এ ১৯৫৬ সালের জুন মাসে শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন করা হয়। গভর্নরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হলো। স্থানীয় পার্টির শীর্ষ

www.pathagar.com

নেতারাও তাঁর পদাংক অনুসরণ করলেন। পুলিশ-প্রধান বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।"[৪৮]

"উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সোয়ালকীর গভর্নর পদত্যাগ করলেন। সাত-তলা বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট পার্টি-ভবনটি স্বাস্থ্যসার্ভিসের জন্য ব্যবহার করার দাবি প্রত্যাখ্যান করায় সলিডারিটি শ্রমিকরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল।"[৪৯]

"পোল সরকার শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়। ওয়ালেসা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন। সরকার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ কর্মকর্তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে ইতোমধ্যে তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করছিল।"[৫০]

শ্রেণী-নির্যাতনের সকল মার্কসীয় ডাকিনীমন্ত্র মার্কসবাদী একনায়ক, তাদের সহযোগী একনায়ক এবং তাদের দালালদের পায়ের নিচে মর্দিত হয়েছে। মার্কসবাদের 'স্বর্গভূমিতে' দু'টি অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ থাকতে পারবে না। তাহলে কোথা থেকে এই নির্যাতন তার ভৌতিক থাবা বিস্তার করেছিল? তা কি মার্কসবাদী থিওরী, বিজ্ঞান,আবিষ্কার এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা দ্বারা ভূতগ্রস্ত ছিলো না? মার্কস এই আশা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যে, তাঁর প্রবর্তিত 'বিজ্ঞান' (মার্কসবাদ) অন্ততঃ মার্কসবাদী দেশসমূহ থেকে নিপীড়নকে সমূলে উৎখাত করবে। এটাই মার্কসবাদ, ইতিহাসের অমোঘ-অকৃত্রিম বিধানাবলী দ্বারা যা' সমূলে উৎখাত হয়। এটাই ছিলো মার্কসবাদী প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের সর্বনাশা তন্ত্র, যা মার্কসবাদকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় তা' পুনরায় কৃত্রিমভাবে জীবিত হয়েছে। কিন্তু কত দিন তা'টিকে থাকবে!

পোল্যান্ডের দশ মিলিয়ন সাহসী শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মার্কসবাদের নিষ্ঠুর অবয়বে কতিপয় সংস্কারের পরশ দিয়ে একে মানবতামুখী করার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। পোল্যান্ড তখনও পর্যন্ত ওয়ারশ' চুক্তির অধীনে ছিলো। সে তখনও মার্কসবাদ দ্বারা শাসিত হয়েছে। তখন তাকে অব্যাহতভাবে হাংগেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং অত্যন্ত সীমিত এই সংস্কারসমূহ মার্কসবাদের নিপীড়ন, নির্যাতন এবং নির্মমতার মুখোশ অতি অল্পই উন্মোচন করেছে, যখন একটি দেশ তার বজ্রমুষ্ঠির বাঁধনে আবদ্ধ রেখেছে। পোল্যান্ড যখন এই জালিমের বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে, তখন সমগ্র বিশ্ব মার্কসবাদী জালিমদের ভয়াবহ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পোলিশ শ্রমিকদের সংগ্রামী পদাংক অনুসরণ করে অন্যান্য মার্কসবাদী দেশের শ্রমিকেরা যদি তাদের রক্ত ঝরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাহলে

www.pathagar.com

তারাও মার্কসবাদী বর্বরতাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। এ কারণেই রাশিয়া পুনর্বার পোলিশ জাতিকে লৌহজালে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছে।

উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন্ নিয়ম সম্পৃক্ত?

"যে-সকল সভ্যতা অদ্যাবধি টিকে আছে তার সবগুলোরই ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; মার্কস বলেন, 'উৎপাদনের প্রতিটি পদ্ধতিই দু'টি বিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণীর উন্মেষ ঘটিয়েছে। এরা হলো শোষক ও শোষিত শ্রেণী, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী। স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত-অনভিজাত, ভূস্বামী ও ভূমিদাস, সমাজপতি ও মুটে-মুজুর তথা জালিম ও মজলুম শ্রেণী একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, এই সংঘর্ষ কখনও প্রকাশ্য, কখনও অপ্রকাশ্য।"[৫১]

পোলিশ শ্রমিক শ্রেণী এবং মার্কসবাদী একনায়ক গোমুলকার মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ হয়।
পোলিশ শ্রমিক শ্রেণী এবং মার্কসবাদী একনায়ক গিয়েরেকের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ হয়।
পোলিশ শ্রমিক শ্রেণী এবং মার্কসবাদী সামরিক শাসনের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ হয়।
১০০ কোটি চীনবাসী এবং মার্কসবাদী চার-কুচক্রীর মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ হয়।
১০০ কোটি চীনবাসী এবং মার্কসবাদী লালফৌজের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ হয়।
ডক্টর শাখারভের মত মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মার্কসবাদী নব্য-জারবাদীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়
এবং সকল মার্কসবাদী দেশেই মার্কসবাদী শ্রমিক শ্রেণী ও মার্কসবাদী একনায়কদের মধ্যে অপ্রকাশ্য সংঘর্ষ লেগে আছে।

মার্কসবাদী শ্রমিক শ্রেণী এবং মার্কসবাদী একনায়কদের মধ্যকার অব্যাহত লড়াই

কোন্ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা এই সংগ্রামের সংগে জড়িত? এই সংগ্রামের মধ্যে কি দু'টি বিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণী — "শোষক এবং শোষিত, জালিম এবং মজলুম — কখনও প্রকাশ্যে, কখনও অপ্রকাশ্যে" ক্রিয়াশীল রয়েছে? মার্কসবাদী দেশসমূহে মার্কসবাদী একনায়ক এবং জনসাধারণের মধ্যে কেন এই অব্যাহত

৯—

www.pathagar.com

বিরোধ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মার্কসের যে জ্ঞান, তার মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব নিহিত নেই। তাঁর অন্যায় দাবিসমূহ বিশুদ্ধ ইতিহাসের বিশুদ্ধ বিধানাবলী দ্বারা পরাভূত হয়েছে এই মর্মে যে, অত্যাচারের ঈর্ষাতুর চোখ শুধুমাত্র বিশেষ শ্রেণী, গ্রুপ কিংবা বিশেষ শরণার্থী শিবিরের ওপর নিবদ্ধ থাকে না।

রুশ উপনিবেশসমূহের হাজারো লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ তাঁর চরম ভ্রান্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, হাজারো নব্য জারবাদী সন্ত্রাস মার্কসবাদ-শাসিত জাতিসমূহকে চিরকাল টিকিয়ে রাখতে পারবে না; এবং কোনো অর্থনৈতিক ক্লেশ ঘাটতি এবং রুশ জনগণের কোনো দীর্ঘ 'কিউ'-ই মার্কসবাদের চামচা দেশসমূহের জনগণকে সুখী ও তৃপ্ত করতে পারবে না।

একটি মার্কসবাদী দেশের অভ্যন্তরে এই নিরবচ্ছিন্ন গোলযোগপূর্ণ অবস্থা ছাড়াও রয়েছে মার্কসবাদী দেশ ও দলসমূহের মধ্যে হাংগামা ও যুদ্ধ। চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ, চীন-রাশিয়া সীমান্ত-যুদ্ধ এবং সীমান্তে এক কোটি সৈন্য সমাবেশ এবং রাশিয়া ও ইউরো-মার্কসবাদী দলসমূহের মধ্যে গোলযোগ ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার অসারতাই প্রতিপন্ন করছে।

অর্থনৈতিক শোষণ মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব শরীরের বর্ণ মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব ভাষার আভিজাত্য মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব জাতিগত ভিন্নতা মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব বর্ণ ব্যবস্থা মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব আদর্শিক প্রতারণা মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব সাদা ও লাল উপনিবেশবাদ মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব সব ধরনের একনায়কতন্ত্রই মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।
অতএব পরাশক্তি সমূহের প্রভুত্বের নেশা মজলুম শ্রেণী সৃষ্টি করে।

"নিপীড়ন" কি কোনো বিশেষ রক্ত-গ্রুপের নাম?

নিপীড়ন কি একটি বিশেষ রক্ত-গ্রুপের নাম, যা একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দৃশ্যমান? আসলে তা' কোনো শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি কিংবা বয়সের ভেদাভেদ মানে না।

১. ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার পর এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু নেতাই স্ব স্ব দেশের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ডিক্টেটর সেজে বসেন এবং পরিণামে পতনের শিকার হন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী তার দেশের জনতার কাছে চিহ্নিত হন অত্যাচারী হিসেবে।

www.pathagar.com

কোন্ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা এখানে ক্রিয়াশীল?

২. ইয়াহূদীরা ছিলো ইউরোপের একটি নিগৃহীত জনগোষ্ঠি। তারা ক্রীতদাস ছিলো না, তারা ছিলো ভূমিদাস কিংবা শ্রমিক। তারা ছিলো হাড়ে-হাড়ে পুঁজিবাদী।

সুতরাং তাদের প্রতি আরোপিত নিগ্রহের ক্ষেত্রে কি ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা জড়িত ছিলো?

৩. এই সব নিগৃহীত ইয়াহূদীরাই এখন প্যালেস্টাইনে ঘাতক এবং নিপীড়নকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইউরোপে না হয় আর্য-অনার্যের একটি প্রশ্ন ছিলো, কিন্তু প্যালেস্টাইনে তো আরব এবং ইয়াহূদী উভয়েই সেমেটিক রক্ত-ধারার মানুষ!

তাহলে কি ধরনের উৎপাদন-রীতি এখানে জড়িত?

৪. রোমান মূর্তিপূজকরা প্রাচীন খ্রীস্টানদের ওপর নির্যাতন করেছিল।

কোন্ বিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহ তখন এতে জড়িত ছিলো?

৫. এই নিঃগৃহীত, পর্যুদস্ত খ্রীস্টানরাই পরবর্তীকালে জালিমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল এবং পুড়িয়ে মেরেছিল বিজ্ঞানীদের।

এসব বিজ্ঞানী কি খেটে খাওয়া শ্রমিক ছিলেন?

৬. আব্রাহাম লিংকন কালো চামড়ার মানুষদের মুক্ত করার জন্য তাঁর স্বজাতি শ্বেতাংগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। শ্বেতাংগদের হত্যার কাজে তিনি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলেন।

ঐ অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পেছনে কোন্ অর্থনৈতিক উপকরণ ক্রিয়াশীল ছিলো?

৭. দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রহমত নগরের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা (হরিজন) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণীসংগ্রাম কিংবা অর্থনৈতিক নিগ্রহ ছিলো না। মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অন্তরংগ তৃষ্ণা, তা-ই তাদেরকে বাধ্য করে ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে যা' সর্বপ্রথম তাদেরকে মন, হৃদয় এবং আত্মার পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে।

ব্যক্তি-সত্তার এই বন্ধন-মুক্তির মহতী আয়োজনে উৎপাদনের কোন্ প্রক্রিয়াটি জড়িত ছিলো?

৮. মক্কায় মহানবী (স) তাঁর আপনজনদের দ্বারাই নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাঁর বহু প্রভাবশালী মক্কী সাহাবীও তাঁদের আপনজনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন।

সেটা কি একটি শ্রেণী-নির্যাতন ছিলো?

www.pathagar.com

৯. মদীনার নিকটে সংঘটিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বদর যুদ্ধ ইতিহাসের বিশুদ্ধ বিধানাবলী — হক ও বাতিলের মধ্যে যুদ্ধ — এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সমগ্র মানবজাতি ঐ প্রারম্ভিক ও ফলপ্রসূ বিজয়ের গুরুত্ব 'আফিম' অধ্যায় নাম দিয়ে পাঠ করতে পারে।

মার্কসের অলীক 'ইতিহাস-বিধি' আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় যা বিপথে চালিত জনগণকে বিশুদ্ধ ইতিহাসের সেই অমোঘ দেয়াল-লিখনকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ যে অপরের কল্যাণ করবে, সে উন্নতি করবে, ধ্বংসের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই বিশ্বজনীন বিধান শাশ্বত সত্য হিসেবে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় ও আন্তর্জার্তিকভাবে সুবিদিত, ফলপ্রসূ। কোটি কোটি মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ নিজ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বিশ্বব্যাপী এই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়; এর জন্য কোনো মোহগ্রস্ত কিংবা অন্ধ কিংবা আংশিকভাবে সঠিক 'উন্মত্ত' ব্যক্তি-প্রদত্ত ইতিহাসের প্রাণঘাতী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' একটি বিশ্বজনীন সত্য, যা ইতিহাসের সমস্ত প্রতারণাপূর্ণ আবরণকে ঝেটিয়ে বিদায় করে।

কল্যাণ হচ্ছে সেই জিনিস, যা মানুষের জন্য মংগলজনক এবং কোনো বাধ্যবাধকতা এবং রক্তপাত ছাড়াই যা সকলে গ্রহণ করে। যদি তা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক ভায়োলেন্সের মাধ্যমে অনিচ্ছুক লাখো লাখো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা হয় সর্বাপেক্ষা জঘন্য মন্দ কাজ।

মন্দ হলো সেই জিনিস, যা প্রত্যেককেই কষ্ট দেয়। দুর্ভোগপীড়িত লাখো জনগণ সম্পর্কে উদাসীন থেকে যদি তা শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহলে তা পৃথিবীর মধ্যে ঘৃণ্যতম বর্বরতা হিসেবেই চিহ্নিত হয়।

কে কল্যাণ করছে, আর কে কল্যাণ করছে না, তা বিচারের মাপকাঠি হলো ঃ সে নিজে যা ভোগ করে অপরকেও তাই দেয়।

সা'দ বিন মু'আয তার সংগীর হাত থেকে রাগতভাবে বল্লম কেড়ে নিয়ে মুসআব বিন উমায়েরের কাছে ছুটে গেলো। উমায়ের মহানবী (স)-এর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরিত হয়েছিলেন। মদীনার কতিপয় নবদীক্ষিত মুসলমানের অনুরোধেই তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল।

"আমরা যা ঘৃণা করি, তাই প্রচার করার জন্যই তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছো?" — বল্লমধারী ব্যক্তি হুমকি প্রদর্শনের ভংগিতে বলল।

"দয়া করে আমার কথা শুনুন। আপনারা আমার কাছ থেকে যা শুনবেন, তা যদি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহলে ঠিক আছে; আর যদি তা পছন্দ না করেন, তাহলে আপনারা যা অপছন্দ করেন, তা প্রচার করতে কখনও আপনাদের কাছে আসব না" — প্রচারক বিনীতভাবে বললেন।

www.pathagar.com

এই কথায় বল্লমধারী শান্ত হলো। বলল ঃ "তুমি ঠিক কথাই বলেছো।" সে তার বল্লম মাটিতে রেখে প্রচারকের কথা শোনার জন্য বসল।

মুসলমান ধর্ম-প্রচারক পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যা তার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করল। প্রচারকের আকর্ষণীয় উপস্থাপনা এবং ক্ষুরধার যুক্তি বল্লমধারীকে পরাভূত করে ফেলে যে, একমাত্র ইসলামী ভাবাদর্শই তার বন্দী-সত্তার মুক্তির উপায় হবে। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

সে যে-গোত্রের সর্দার ছিলো, সেখানে ফিরে এলো। "হে আবদাল আশহুল, আমার প্রতি তোমাদের ধারণা কিরূপ?" "আপনি আমাদের সর্দার। আপনি আমাদের গোত্রের সর্বোত্তম ব্যক্তি" — উৎসুকভাবে তারা বলল। "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমরাও তাই কর।"[৫২]

অসত্য চাপিয়ে দেয়া হয় জোর করে, এতে সৃষ্টি হয় বিশাল নির্যাতিত শ্রেণীর, স্থায়ী হয় অল্পদিন। কারণ, বিশ্বাসের জোরে তা কখনই মানুষের মন জয় করতে পারবে না।

অসত্য, তোমারই অন্য নাম শক্তি।
শক্তি, তোমারই অন্য নাম ভ্রান্তি।
ভ্রান্তি, তোমারই অন্য নাম জুলুম।
এবং জুলুম, তোমারই অন্য নাম অসত্য।

মার্কসবাদ অসত্যের প্রগাঢ় কালিমায় আচ্ছাদিত, যা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে জোর করে এবং যা মোড় পরিবর্তনের সময় মার্কসবাদের একেবারে নাকের ডগায়ই নতুন নতুন অত্যাচারিত সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই সর্বহারা শ্রেণী তাদের পুরনো শৃঙখল ভেংগেছে। কিন্তু মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের নতুন শৃঙখল তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এক অথবা দুই প্রজন্মের ত্যাগ-তিতিক্ষা পুরনো শৃঙখলকে ভাংতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মার্কসীয় কঠিন শৃঙখল ভাংতে গেলে প্রয়োজন তিন অথবা চার প্রজন্মের আত্মত্যাগ। পোল্যান্ডবাসীদের রক্ত ঝরছে হর-হামেশাই। হাংগেরী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসীরা এই শৃঙখলকে একটুখানি ঢিলা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, আফগানিস্তান প্রলেতারীয় টিকি ধারণ করতে এবং মার্কসবাদী নিপীড়নের শৃঙ্খল পরতে অস্বীকার করছে। রাশিয়ার ডঃ শাখারভ দীর্ঘ ছয় দশক পরও মার্কসবাদী জুলুম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার 'স্পর্ধা' দেখাবার অপরাধে শৃঙখলিত, খামোশ এবং দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, ফিতরতমুখী সত্য সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে। তা গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। যদি গৃহীত হয় তাহলে তা হয় চিরস্থায়ী। যদি কোনো

www.pathagar.com

হতভাগ্য দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়ও, তবুও কোনো না কোনোভাবে সত্য মানুষকে তার কল্যাণী স্পর্শ দ্বারা আলোড়িত করে, আন্দোলিত করে, প্রভাবিত করে।

মার্কসের পূর্বপুরুষ ও মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞান

সমগ্র বিশ্ব ইসলামী কল্যাণ-স্পর্শে ধন্য হয়েছে (আফিম-অধ্যায় দেখুন), যার পুরো বর্ণনা সেখানে নেই। এমন কি কার্ল মার্কসের পূর্ব-পুরুষরা পর্যন্ত রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলো মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণেই — যা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুদীর্ঘ ছয়শত বছর ধরে চিকিৎসা শিক্ষার প্রধান উৎস ছিলো। এবং তিনিই পাশ্চাত্যের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও কারো মধ্যে ভালো কিছু থাকতে পারে, তা স্বীকার করেন না। শত শত ইউরোপীয় চিন্তাবিদ এই অক্ষয় সত্য এবং এর কল্যাণময়তার প্রতি মানবজাতির ঋণ স্বীকার অব্যাহত রেখেছেন।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক গাঁজাখুরি অনুযায়ী প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র শেকড় গেড়ে বসার সাথে সাথে নিপীড়নের দুষ্ট চক্র তিরোহিত হয়ে যায়। মানুষের সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী গাঁজাখুরি পর্যায় হবে কম্যুনিজমের স্বর্গে লাফিয়ে পড়া, আর সে-স্বর্গ হচ্ছে রাষ্ট্রহীন, শ্রেণীহীন একটি সমাজ।

এই আদর্শিক অসার উর্ণাজাল পোল্যান্ডের সর্বত্রই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিপীড়ন শেষ হয়ে যায় না; বরং তা' নবতর মাত্রায় সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করে যা' ইতিহাসের সকল নিপীড়নকে ম্লান ও তুচ্ছ করে দেয়।

"পোল্যান্ডে ১৭-১২-৮০ তারিখে ১২০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি স্মৃতিসৌধের ফলক উন্মোচন করা হয়। এর চূড়ায় তিনটি ইস্পাত-দণ্ড ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় আছে। তিনজন জাহাজ শ্রমিক যেখানে নিহত হয়, সেই জায়গাটিতেই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। পোল্যান্ডের তিনজন নেতা — রাষ্ট্রপ্রধান, গির্জাপ্রধান এবং সলিডারিটি নেতা সরকারীভাবে এই দিবস উদ্‌যাপন প্রত্যক্ষ করার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতীতে এই দিনে হত্যার শোকস্মৃতিবহ এই জায়গাটিতে মাল্যদানের অপরাধে বহুমানুষ গ্রেফতার হয়েছে।"[৫৩]

মার্কসবাদী জালিম ঘাতকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এবং প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল। মার্কসবাদী নির্যাতনের শিকার যে নিহত ব্যক্তিরা, তারা পালায় না, তারা তাদের গর্বোন্নত অবস্থা থেকে হোঁচট খেয়ে পড়বে না। তারা লাখো লাখো মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বালাবে। আজ এবং আগামী দিনের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য তারা শক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসাবে বেঁচে থাকবে।

ইতিহাস শুধুমাত্র দু'টি বিরোধী শ্রেণীর ইতিহাস নয়; বরং তা ন্যায়-অন্যায়

www.pathagar.com

এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার সংগ্রামেরও ইতিহাস। এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র এমনই অন্যায্য, নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী যে, এরিস্টোটলের অন্ধকার যুগ যেন বর্তমানে আবার ফিরে এসেছে।

মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র প্রাচীন গ্রীক-একনায়কতন্ত্রের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ

"এখানে (মার্কসবাদে) স্বেচ্ছাচারের সমস্ত পুরানো আলামতগুলো সংরক্ষিত আছে, যেমন ঃ 'মাথা কেটে ফেলে স্বাধীনচেতা মানুষদের মুক্তি প্রদান'; এবং 'কখনও ক্লাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি কিংবা ঐ ধরনের কোনো কিছুতে জনসমাবেশ অনুমোদন করবে না; এগুলোই স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের প্রজনন ক্ষেত্র; স্বেচ্ছাচারী শাসক এ দু'টো জিনিসকে অবশ্যই পাহারা দিয়ে রাখে।' স্বৈরাচারী শাসকের আরও একটি বস্তাপচা উপদেশবাণী তাকে তাগাদা দেয় শহরের অধিবাসীদের তার মতামতের অনুসারী হতে, সব সময়ই শহরের মধ্যে রাখতে এবং সে আরও চায় যে, জনগণ তাদের সময়ের বেশির ভাগই তার প্রাসাদ-গেটে অবস্থান করুক; তাহলে তাদের কার্যকলাপ আর গোপন থাকবে না এবং এ ধরনের অব্যাহত দাসোচিত বাধ্যবাধকতা পালন করতে করতে তারা একদিন স্বাধীন চেতনা-শক্তিহীন মানুষে পরিণত হবে ... একইভাবে একজন স্বৈরশাসক, তার প্রজারা কি বলছে বা কি করছে প্রত্যেকটি ব্যাপারেও সবসময় নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা করবে; তার থাকবে সিরাকুসের কাছে-আসা গাঁজাখুরি গল্পের রমণীদের মতো গুপ্তচর কিংবা আড়িপাতায় অভ্যস্ত চতুর অনুচর, যে ধরনের করিতকর্মা ব্যক্তিদের হিয়েরো পাঠাতো, কোথায় কোন্ সভা অথবা জনসমাবেশ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

... স্বৈরাচারের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষসমূহের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দেয়ার আরও একটি পুরনো উপায় হলো বন্ধুর দ্বারা বন্ধুর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণীকে, এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করা, উত্তেজিত করা।

স্বৈরাচার সর্বদা যুদ্ধ লাগাতেও তৎপর থাকে। এ কারণেই সে তার প্রজাদের বশীভূত এবং অব্যাহত নেতৃ-সংকটের মধ্যে রাখে। বন্ধু মহল একজন রাজার জন্য নিরাপত্তার উৎস, কিন্তু স্বৈরশাসকের জন্য নয়। এটা তাদেরকে বিশ্বাস না করার নীতিরই অংশ, যা অন্যদের চেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে তার জন্য অধিকতর ভয়াবহ।

... একজন স্বৈরশাসক ঐসব লোকদেরই পছন্দ করে, যারা তাকে নতমস্তকে মান্য করে; স্বাধীন এবং মুক্ত চেতনা সম্পন্ন একজন মানুষ তা' করতে অস্বীকৃতি

www.pathagar.com

জানাবে। নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, তোষামোদ করে না এবং কথায় বলে ঃ মন্দ কাজে মন্দ লোকেরই প্রয়োজন হয়।

আবার, যখন সে রাজস্ব অথবা ডিমান্ড সার্ভিস আদায় করে, তখন সে এমন ভাব দেখায় যে, এসব সে আদায় করছে দেশের অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য, কোনো বিশেষ সংকটকালে তার সামরিক প্রয়োজনের জন্য এবং সে নিজেকে কেবল তার নিজস্ব সম্পদের রক্ষক এবং মালিক হিসেবেই প্রতিভাত করে তুলবে না; রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেলায়ও তাই করবে। ... স্বৈরাচারের অন্য তিনটি আলামত রয়েছে — যথা দেশবাসীর (ক) নিজস্ব কোনো স্বাধীন চিন্তা-শক্তি থাকবে না, (খ) একে অপরের প্রতি কোনো বিশ্বাস থাকবে না, এবং (গ) কোনো কিছু সম্পাদন করার ইচ্ছা থাকবে না।"[৫৪]

এরিস্টোটল প্রদত্ত এই হিসাব কি একটি দর্পণসদৃশ নয়, যার মাধ্যমে আমরা রাশিয়া এবং তার চাম্‌চাদের ঘাতক-চেহারা দেখতে পাই? না! মার্কসবাদী স্বৈরাচার এতই বিশাল-বিস্তৃত যে, তা এত ছোট এই বাতিল আয়নায় পরিদৃশ্যমান হয় না। এটা শুধু অবর্ণনীয় নির্যাতন, স্বেচ্ছাচার এবং পাশবিক অমানুষিকতার সামান্য অংশমাত্র প্রতিবিম্বিত করতে পারে।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মধ্যে সকলেই বুর্জোয়া ছিলো না, সেখানে সর্বহারা শ্রেণীও ছিলো। প্রাচ্যের দখলীকৃত দেশসমূহের স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড চালাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের কতজনের সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল?

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাকুতে এশীয়রা লেনিনকে ইউরোপীয় সর্বহারাদের সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল, যেখানে তিনি 'কমিনটার্ন'-এর সৌজন্যে প্রাচ্যের নির্যাতিত জনগণের একটি সম্মেলন আহবান করেছিলেন।

"বাকু-সম্মেলনের স্মরণীয় দিন ক'টিতে তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, লেনিন যে-সমস্ত নির্যাতিত কিংবা পূর্বে নির্যাতিত জনগণকে বিপ্লবের পূর্ণ সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে এসেছেন, তারা আর বলশেভিক ক্রীড়নক অথবা ইউরোপীয় বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হতে চায় না। তারা তাদের নিজ পরিচয়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল; চেয়েছিল নিজ স্বার্থেই সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে।

শুধু তাই নয়, রুশ সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রাক্তন প্রজাদের মুখ থেকে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কখনই সুদূর মধ্য এশিয়ার কাজাখস্তান কিংবা উজবেকিস্তানের অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জানতো না — কমিনটার্ন এই বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জ বক্তব্য শুনলো। নারলেনটাবেকভ, রিসকুলভ এবং অন্য ক'ব্যক্তি—স্টালিন যাদেরকে পনর বছর পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন —

ইউরোপীয়দের কাছে নির্যাতিত জনগণের পক্ষে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্যের বিষয় ছিলো যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আহামরি 'অভিনব' কিছু নয় এবং তা' সার্বিকভাবে ইউরোপ ও তার প্রলেতারিয়েতদের উপকারে আসবে না। তাঁরা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, সেখানে এশীয় ভূখণ্ডের অধিবাসীরা ইউরোপের দাসত্বশৃঙখলে বন্দী; এসব জনগণ ইউরোপীয় বিপ্লবের সম্মোহন-জালে আবদ্ধ হতে ভয় পায়, কারণ এর সাম্রাজ্যবাদী শৃঙখলে তারা অল্প আগে বন্দী হয়েছে; তারা আরও দেখালেন যে, তা' বিপ্লব এবং মার্কসবাদের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা আদতে শ্রেণী-সংগ্রাম নয়।

বাকুতে বিপ্লব সম্পর্কে দু'টি ধারণার সূত্রপাত হয়। একটি হলো ঃ মার্কস-লেনিনের মতানুযায়ী সীমানাহীন বিশ্বব্যাপী সর্বহারার বিপ্লব, অন্যটি মজলুম জাতিসমূহের কল্যাণে বিপ্লব, যার জন্য ইউরোপীয় সাধারণ শ্রেণী মূলতঃই ইউরোপীয় — একারণেই অত্যাচারী।"[৫৫]

জালিম ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত শ্রেণী মধ্য এশিয়ার সবগুলো দেশকে এবং ককেশাসকে দাসত্ব-শৃঙখলে আবদ্ধ করে ও তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে তাদের ঘৃণ্য পৈশাচিক চরিত্র প্রমাণ করেছে।

মন্দকে মন্দের স্থলাভিষিক্ত করা কি একটি মতবাদ?

যদি ০+০ = ০ হয়, তাহলে মন্দ+মন্দও হবে মন্দ।

সমস্ত মহান ধর্মের লালনভূমি প্রাচ্য এবং বুদ্ধের ভারত থেকে গান্ধীবাদ (ক) অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে ইউরোপীয় সহিংস উপনিবেশবাদের থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে এবং (খ) হরিজনদের — যারা স্বাধীন ভারতের শাসকদের একটি অংশের স্রষ্টা — দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং কিছু কিছু অত্যাচারের অবসান কল্পে কিছুটা সাফল্য অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

কিন্তু নরাকার পশু এবং বিষাক্ত বিচ্ছু অধ্যুষিত ইউরোপ এবং সন্ত্রাস প্রবণ পাশ্চাত্যের ঘৃণ্য ফসল মার্কসবাদ পুঁজিবাদী নির্যাতন অবসানকল্পে এক শতাংশ সাফল্যও লাভ করতে পারবে না মার্কসবাদী নির্যাতন পুনঃবহালের কারণে, যা নাম এবং সাংগঠনিক দিক দিয়েই শুধুমাত্র পৃথক।

প্রাচ্যের যে-কেউ ইউরোপীয় এই মার্কসবাদী সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে-ও মানবাকার নেকড়েয় পরিণত হয়।

"যে তথাকথিত চার-কুচক্রী ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত গোলাযোগপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে চীন শাসন করেছিলেন, তার নেত্রী এবং মাও-সে-তুং-এর পত্নী হিসেবে জিয়াং কিং-এর উত্থান ১৯৩০-এর সাংহাইয়ের বর্ণাঢ্য ঘটনাবহুল

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে তাকে তাঁর গ্লানিমাময় প্রারম্ভাবস্থা থেকে ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় অধিষ্ঠিত করে। ১৫ বছর বয়সে তাঁকে তার পিতা-মাতা বিক্রয় করেছিল। তিনি তাঁর 'মনিবের' বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন।"[৫৬]

এমন শোচনীয় ছিলো যাঁর জীবনের প্রারম্ভ, পরবর্তীতে তিনি গরীব-দুঃখী, ভাগ্যাহত এবং সর্বহারা শ্রেণীর সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা বিস্মৃত হন। তিনি একনায়কের সহযোগী হলেন। এবং একনায়কতন্ত্র তার শিকারকে মানবাকার নেকড়ে রূপান্তরিত না করে কখনই ছাড়ে না। মানবিক বিচ্যুতিকে এই চুম্বক-শক্তি প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। একবার এই বিচ্যুতি এই বৃত্তে প্রবেশ করলে পাশবিক রীতিনীতি শুরু হয়ে যায় এবং অবিলম্বে তা পূর্ণতা অর্জন করে। সমস্ত ভ্রান্ত বিজ্ঞান, কপট মতবাদ এবং কৃত্রিম ধ্যান-ধারণাসমূহ এক ফুৎকারে উড়ে যায়, যখন প্রলেতারিয়েতদের মধ্যকার জনৈক প্রলেতারিয়েত লাখো লাখো প্রলেতারিয়ানদের — তা হতে পারে ২৫০ মিলিয়ন কিংবা ৩৬ মিলিয়ন কিংবা ১,০০০ মিলিয়ন — নির্যাতন করে।

মানব জাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংগ্রামেরই ইতিহাস

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে, যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[৫৭] (১০৩ ঃ ৩)

মানবেতিহাস প্রকৃতপক্ষে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংগ্রামেরই ইতিহাস। নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক শোষণ একটি অশুভ তৎপরতা। কিন্তু পৃথিবীতে তা-ই একমাত্র মন্দ কাজ নয়; তা' সকল মন্দকর্মের মূল ভিত্তিও নয়। অর্থনৈতিক শোষণ, দুই পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব পোল্যান্ডে রহিত করা হয়। এ সবই করা হয়েছিল মার্কসের অস্বাভাবিক মতবাদ এবং ইতিহাস সম্পর্কিত কল্পকাহিনীর আলোকে।

পুঁজিবাদী ভ্রান্তির স্থলাভিষিক্ত হয় মার্কসবাদী ভ্রান্তি, যার অন্য নাম প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র।

www.pathagar.com

মার্কসবাদ যে-মুহূর্তে তার কর্তৃত্বকে পোক্ত করছে, বর্তমানে সে মুহূর্তে মার্কসবাদী ভ্রান্তি এবং মার্কসবাদের অন্যায় নিষ্পেষণে পর্যুদস্তদের মধ্যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বহু স্টালিন, মাও এবং তাদের ক্ষুদে অবতারেরা এই মার্কসবাদী ভ্রমেরই ফসল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে "ডব্লিউ. গোমুলকা শ্রমিকদের যেকোনো বৈধ অভাব-অভিযোগ থাকতে পারে, তা' অস্বীকার.করেন।" শ্রমিকরা বিদ্রোহ করল। দু'টি শহরে পার্টিভবন আক্রান্ত হলো। বহু গাড়ি পোড়ানো হলো। দোকান-পাট করা হলো লুট। একটি রেলস্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। সরকারী তথ্যানুযায়ী ৪৫ ব্যক্তি নিহত হয়, আহত হয় ১,১৬৫ জন।[৫৮]

মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র একমাত্র অন্নদাতা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহক, বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা, সর্বদর্শী এবং সর্বশক্তিমান — দ্রব্যমূল্য না বাড়িয়ে খাদ্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়।

জনগণকে হত্যা করা হলো। হ্যাঁ, মার্কসবাদী আইনেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। একনায়ক ছিলো পাষাণবত, সহানুভূতিহীন। হ্যাঁ, ঐ রকম হওয়ার জন্য এটাই একনায়কের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় খলীফা জনগণের উদ্দেশে বললেন, "আল্লাহ্‌র রহমত আপনাদের প্রতি বর্ষিত হোক, মেহেরবানী করে আমার কথা শুনুন।"

সালমান ফারসী দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা শুনব না। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা শুনব না।"

"কেন?"

"আমরা সরকার থেকে প্রত্যেকেই একখণ্ড করে কাপড় পেয়েছি, যা' পূর্ণ একটি পোশাক তৈরির জন্য পর্যাপ্ত নয়। আপনি কিভাবে আপনার অংশের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তা' তৈরি করলেন?"

খলীফা তাঁর ছেলের দিকে তাকালেন, যিনি দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি তাঁর অংশের বস্ত্রখণ্ডটি তাঁর পিতাকে দিয়েছেন। "এখন বলুন। আমরা আপনার কথা শুনব এবং আপনাকে মান্য করব।" — সালমান ফারসী ঘোষণা করলেন।

মদীনায় কোনো মার্কসবাদী জ্বী-হুজুরদের স্থান ছিলো না

মাও-এর শাসনাধীন চীনের অবক্ষয়ী মার্কসবাদ প্রবর্তিত মার্কসবাদী স্বেচ্ছাচারীদের কারো মতোই তিনি ছিলেন না। মার্কসবাদ, যার নিশ্চিত অবক্ষয় এবং পীড়নক্ষম মতাদর্শ-এর নিষ্ঠুর থাবার নিচে পর্যুদস্ত সমস্ত বশীভূত জাতিকে 'স্বেচ্ছাচারী' নয়া ক্রীতদাস হতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয় খলীফা সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রাচ্যের পরাশক্তি পারস্যকে দমন

www.pathagar.com

করেছিলেন; যিনি সম্মুখ সমরে পশ্চিমা পরাশক্তিকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করেছিলেন এবং বাধ্য করেছিলেন তার ইউরোপীয় অবস্থানে ফিরে যেতে।

সত্য পথের অনুসারী উমর (রা) কিন্তু সালমান ফারসীকে কোনো সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেন নি, কিংবা একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্কে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতার জন্য তাঁকে তিনি বন্দী শিবিরেও পাঠান নি।

৭ম শতাব্দীতে শিক্ষা, মানবতা, সত্যিকার গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং প্রগতির এই দীপ্ত প্রকাশ ছিলো বাস্তবিকই গৌরবময়; অথচ সমগ্র পৃথিবী তখন নিমজ্জিত ছিলো অজ্ঞানতা আর অবক্ষয়ের প্রগাঢ় তিমিরে।

ইসলাম সাধারণ অর্থে একটি ধর্ম নয়। এটা একটি মতাদর্শ। "ইসলাম শুধু জুম্মাবারে মসজিদে যাওয়ার ধর্ম নয়। এটা মর্যাদার প্রতীক; আইনসংগত ব্যবস্থা এবং সুদূর-বিস্তারী জীবন-বিধান।"[৬০]

এর একনিষ্ঠ পা'বন্দ উমর (রা); যারা রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তাঁর এবং তাঁর জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তাদেরকে তিনি গ্রেফতার, কারারুদ্ধ, জোর করে মুখ বন্ধ এবং গুলী করার নির্দেশ জারী করেন নি। কারণ শক্তির এহেন অপব্যবহার মানব-প্রকৃতি-বিরোধী। যা' মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মকে সসম্মানে লালন করে, তা' রোজকিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। যা' মানব-প্রকৃতি বিরোধী, মার্কসবাদের অনুরূপ সর্বদাই তা তার ক্ষণস্থায়িত্বকে প্রমাণ করছে যা' প্রধানতঃই জারবাদী উপনিবেশগুলোর লুণ্ঠিত সম্পদ এবং নব্য-জারবাদী সন্ত্রাসের বলেই টিকে আছে।

শাসক এবং শাসিতের মধ্যে তখন কোন্ শ্রেণী-সংগ্রাম বিদ্যমান ছিলো?

"ফ্রেডারিক এংগল্সের সংগে মিলিতভাবে তিনি (কার্ল মার্কস) শোষণ, নির্যাতন এবং দারিদ্র্যমুক্ত একটি নয়া-সমাজ গঠনের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রমাণ করেছিলেন, যে-সমাজ জনগণের কল্যাণে ফল-ফসল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হবে।"[৬১]

মৃত্যু — মার্কসবাদী উৎপন্নদ্রব্যের একমাত্র খরিদ্দার

কী অপরূপ দৃশ্য! কী বিবর্ণ বাস্তবতা! তাদের নব্য রুশ-সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কঠোরভাবে মার্কসবাদী রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এসব উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের খরিদ্দার কে? মৃত্যু! এটা একটি মৃত্যু-শিল্প, মৃত্যুই যার উৎপন্ন দ্রব্যের একমাত্র খরিদ্দার। অন্য সব উৎপন্নদ্রব্য এই প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্যের সম্পূরক মাত্র। গৃহায়ন, খাদ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পের জন্য যা কিছু ব্যয়িত বা লগ্নীকৃত হোক্-না কেন, তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

www.pathagar.com

'মৃত্যু-শিল্পের' স্বার্থে হতে হবে। সমরমুখী শিক্ষা, সমরমুখী শিল্প এবং সামরিক জীবন লালমুখোদের জন্য অপরিহার্য, কারণ তাদের রয়েছে শত্রু। তাদের শত্রু রয়েছে, কারণ তারা তাদেরকে মার্কসবাদে দীক্ষিত করার সময় জবাই করতে উদ্যত হয়। মানুষকে জবাই করার এই দায়িত্বটা তাদের ওপরই বর্তেছে, কারণ মানবজাতির তথাকথিত মহান ত্রাণকর্তা কার্ল মার্কস তাদেরকে সেরকমটি করতে বাধ্য করেছেন।

এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু সৃষ্টি করছে।

এই হচ্ছে তারা, যারা তাদের দুশমনদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করছে।

এই হচ্ছে তারা, যাদের কাজকর্ম পুরোপুরিই যুদ্ধমুখী।

এই হচ্ছে তারা, মৃত্যুই যাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একমাত্র ক্রেতা।

পোল্যান্ডের সলিডারিটি সংগঠনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজেজ গুইয়াজাডা ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস' কনফারেন্স — আই.সি.এফ.টি.ইউ-তে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমাদের প্রধান দাবি, স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমের সুবিধাজনক সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার অধিকার দিতে হবে। বেশি অর্থ খরচের চেয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বল্পতর রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[৬২]

এই বর্ণিল চিত্রের মনোহর গোলাপরাজি তার সমস্ত পাপড়ি ঝরিয়ে চলেছে, যেগুলো অত্যাচারী মার্কসবাদী শাসন-যন্ত্র দ্বারা নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। 'নির্ভেজাল কর্মীদের' বিশৃঙখলামুক্ত নয়া-সমাজ সম্পর্কিত দাবিসমূহ মার্কসবাদী মিথ্যাচারেরই বহিঃপ্রকাশ।

মার্কসবাদী কাজকর্ম তার নীতি-সূত্রের বিরোধী কেন?

মোহান্ধ মার্কসের একটি উচ্চাশা ছিলো যে, তিনি পৃথিবীকে সম্পূর্ণ 'নতুন রূপ' দেবেন। এই নবরূপায়ণের কাজ শুধুমাত্র বিশ্ববিজয়ের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। বিশ্ববিজয়ের জন্য সামরিকতন্ত্রই একমাত্র পথ। বিশ্বের বহুজনই এই চেষ্টায় মেতেছেন। কিন্তু তিনি (মার্কস) গতানুগতিক পথে চলতে চান নি।

তিনি যদি অবিচারের স্টীমরোলারে নিষ্পেষিতদের বিশ্ববিজয়ের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাতেন, তাহলে কেউ তাতে সাড়া দিত না। পৃথিবীকে নবরূপ দানের লক্ষ্যে নিরংকুশ বিজয় না আসা পর্যন্ত তিনি যদি জনগণকে অব্যাহত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতেন, তাহলে কোনো সাড়া মিলত না। তিনি প্রথমেই যদি মানবজাতির রক্ত ঝরানোর কাজে তাদেরকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রণোদিত করতেন এবং তারপর নবরূপায়ণের কাজে হাত দিতেন, তাহলেও তিনি কারো কাছ থেকেই সাড়া পেতেন না।

www.pathagar.com

সুতরাং শ্রমজীবী জনতাকে উত্তেজিত করে তোলার লক্ষ্যে তাকে রুটি, চাকুরী ও বাসস্থানসহ অন্যান্য আনুষংগিক দাবিতে নতুন জিগীর তুলতে হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের বর্বর পুঁজিবাদকে 'বস্তুগত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত' হিসেবে ব্যবহার করে তিনি নতুন মতবাদ, উদ্ভাবন, রীতি-নীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ঘোষণা দিলেন, এর আড়ালে তিনি লুকিয়ে রাখলেন তাঁর আসল অশুভ উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ জনগণের মুখ বন্ধ করে রাখতে সামরিকতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধকে, যে জনগণ তাঁর পরিকল্পনাকে ঘৃণা করে কিংবা ধরে ফেলেছে তাঁর প্রতারণাকে।

মার্কসবাদী বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এই গোলাপ-কুঞ্জে শুধুমাত্র কাঁটাই জন্মে, গোলাপের মনোহারী শোভায় তা' শোভিত হয় না।

"১৯৫০ সালে ডঃ শাখারভ সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য হাইড্রোজেন বোমা-রহস্য উন্মোচন করেন। ১৯৫৩ সালে সোভিয়েতরা সর্ব প্রথম তাদের আদিম পারমাণবিক চাতুর্যের প্রকাশ ঘটায়। একই বছরে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন 'একাডেমী অব সায়েন্স'-এ যোগদান করেন। এত কম বয়সের একজন মানুষের এহেন দুর্লভ সম্মান লাভের ঘটনা সোভিয়েত ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। পুরস্কারের ছড়াছড়ি পড়ে গেলো। বছরে তাঁকে প্রায় ৫০ হাজার ডলার বেতন দেয়া হলো। এ ছাড়া, তিন তিনবার জাতির সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'হিরো অব সোশ্যালিস্ট লেবার'-এ ভূষিত গুটিকয়েক ভাগ্যবানদের দলভুক্ত হলেন তিনি।

১৯৫৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর শাখারভ মানবাধিকার দিবসের এক মিনিটের এক প্রতীক অনশনে অংশগ্রহণ করেন। শুধু এ জন্যই তিনি পারমাণবিক কর্মসূচীতে বিভাগীয় প্রধানের চাকুরী হারালেন এবং তাঁর বেতন কেটে অর্ধেক করা হলো।

সোভিয়েত সমাজে একজন ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে তার অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ডঃ শাখারভ বলেন ঃ আমি একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সমাজ তথা একটি মুক্ত, সুপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক সিস্টেমের পক্ষে। 'আমি এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে, যা' বিশ্বাসের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তার স্বাধীনতা এবং কোথায় তারা বসবাস করবে তার স্বাধীনতাও নিশ্চিত করে।'

"প্রতিটি অপরাধেরই প্রতিক্রিয়া অবধারিত। আমরা কিছু কিছু অন্যায়কে ছেড়ে দিতে পারি না।"[৬৩]

www.pathagar.com

তিনি অপরিসর গোর্কী শহরে নির্বাসিত হন। তিনি তাঁর খেতাব, পদক এবং পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন। নব্য জারবাদী ঘোষণা অনুসারে তিনি "অনেক বছর ধরে সোভিয়েত রাষ্ট্র-বিরোধী তৎপরতা পরিচালনা করে আসছেন।"[৬৪]

মার্কসবাদ রাশিয়াকে রক্ষা করে নি, বরং তার নিরাপত্তাকে করেছে বিপদাপন্ন। এর একটিই কারণ, আর তা হলো মার্কসবাদী বাধ্যবাধকতা। ডঃ শাখারভ রাশিয়ার দিক-নির্দেশকদের অন্যতম। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানসমূহ রাশিয়ার নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে বিদ্যমান।

এতদসত্ত্বেও কৃতঘ্ন জারবাদ মার্কসের কপট বিজ্ঞানেই বিশ্বাসী, তার বিশ্বাস নেই হাইড্রোজেন বোমার জনক এই খাঁটি বিজ্ঞানীর প্রতি। "প্রতিটি অপরাধের জন্যই প্রতিক্রিয়া অবধারিত।" কেমন করে জারবাদ খাঁটি বিজ্ঞানীর এই খাঁটি সত্য বাণীটি সহ্য করতে পারে? তাকে কি ৮৮২ খ্রীঃ বিশেষ করে ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে লক্ষ লক্ষ অপরাধের জন্য লক্ষ লক্ষবার প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে? না! না! না! এটা হলো রাষ্ট্রদ্রোহী বিজ্ঞান।

মার্কসবাদী বিজ্ঞান কী চমৎকার, যা 'নব রূপায়ণের' নামে মানুষের রক্ত-নদীর গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে অপরাধীদের বিচরণে সাহস যোগায়!

দেবদূত ঃ হে ফাউস্টাস, সরিয়ে রাখ ঐ অভিশপ্ত গ্রন্থ,
তাকিয়ো না ঐ দিকে, প্রলুব্ধ হতে পারে তোমার আত্মা
এবং খোদার কঠিন শাস্তি নিপতিত হতে পারে তোমার ওপর।
ধর্ম গ্রন্থ পাঠ কর ঃ যা পড়ছ, তা ঈশ্বর-নিন্দায় ভরপুর। (এবং অভিশপ্ত)"

"শয়তান ঃ থেমে থেকো না, ফাউস্টাস, ঐ অনিন্দ্য শিল্পের মধ্যে
লুকানো রয়েছে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার ঃ
দেবতা যেমন আকাশের অধিপতি, তুমিও তেমনি হও ভূমণ্ডলে
প্রভু এবং হুকুমদাতা সকলের।"[৬৫]

মন্দ একমাত্র মন্দ দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। জারবাদ একমাত্র মার্কসবাদকেই স্বাগত জানাতে পারে, যাকে বলা যেতে পারে অ-রুশী নাস্তিক্যবাদী এবং বাতিল ইউরোপীয় ব্যবস্থা। তা' 'মানবতার বিবেক' টলস্টয়কে রুশদের মধ্য থেকে বয়কট করেছে। টলস্টয় মন্দকে প্রতিরোধ করেছেন, কিন্তু তা' সহিংস পন্থায় নয়। মন্দকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর একমাত্র হাতিয়ার হলো প্রেম এবং সৌভ্রাতৃত্ব। মানবজাতির এই পরশমণির পরশে সৃষ্ট মানবতা জারবাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। সহিংসতার ক্রুর হাউ-মাউ-খাউ এর কানে সর্বদা সংগীতের মায়াবী পরশ বোলায়। সাধারণ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্যাতিত এমন কোনো রুশবাসী

www.pathagar.com

নেই, যে জারবাদী সহিংসতার ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়ার মত সহিংস ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে।

মার্কসবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করে ডঃ শাখারভ যে মহৎ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, সে জন্য এই শতাব্দীর মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সম্মানিত হবেন। রাশিয়ার এমন একজন সম্মানিত নাগরিক যখনই রাশিয়ার স্বার্থান্বেষী বিশ্বমৈত্রী, নব্য-জারবাদ মার্কসবাদ এবং তাদের নির্যাতনের সেতুবন্ধ অশুভ জোটবদ্ধতার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন, তখনই তিনি হন নিন্দিত, ধিকৃত।

ডঃ শাখারভের আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতা নব্য জারবাদের দৃষ্টিতে ছিলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। সমালোচক হলেন অপরাধী, পক্ষান্তরে, ধামাধরা চামচারাই হলো দেশপ্রেমিক। এগুলোই একনায়কতন্ত্রের পর্যায়-বিন্যাস।

মার্কসীয় নব্য-সমাজকে শোষণহীন বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শোষণকামী ব্যবস্থা, যা শোষণ অবসানের নামে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। যতদিন তিনি মার্কসবাদের ক্রীড়নক ছিলেন, ততদিন ঐ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক সমাজের মধ্যমণি। মাতৃভূমির জন্য তাঁর সর্ব্বোচ্চ সেবাদানের পর তিনি "মানবাধিকার দিবসের এক-মিনিটের একটি অনশনে অংশ নিয়েছিলেন।" সমব্যথী মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য এটা ছিলো তাঁর অতি তুচ্ছ সেবা। কিন্তু অত্যাচারের অশুভ থাবা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে শুরু করল। তিনি স্বদেশের সেবায় অনেক বছর ব্যয় করেছেন। কিন্তু সমব্যথীদের জন্য তাঁর এই এক মিনিটের প্রতীক অনশন তাঁর পতনের কারণ হলো এবং এ জন্য তাঁকে পেতে হলো অনেক শাস্তি।

ডঃ শাখারভের মন জয় করেছে কে?

বিখ্যাত বিজ্ঞানী শাখারভের মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তার উন্মেষ দর্শনে মার্কসবাদী শোষণ ভয়ানক নাখোশ হলো। এই সর্বনাশা শোষণযন্ত্র তাঁর সমস্ত চিন্তা-শক্তিকে নির্মূল করতে চাইল। কিন্তু মানবাধিকারের এই মহান অগ্রসেনা বহুদলীয় ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, মিশ্র অর্থনীতি এবং মানবাধিকারের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখলেন। এর অর্থ এই যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক শ্রম, মানসিক শক্তি এবং চেতনাগত সামর্থ্য তাঁর সহানুভূতির স্বর্ণ-জিঞ্জিরে বাঁধা পড়েছিল। মার্কসবাদী সিস্টেমের আওতায় ব্যক্তিগতভাবে জনগণের দেহ ও মন জয় করার এই বিষয়টি রীতিমতো রাজদ্রোহের শামিল। প্রভুত্বের একচেটিয়া কারবার-ব্যবস্থাটি যদি কখনও কারো দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, বিভক্ত কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সে তার অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

www.pathagar.com

শয়তান ঃ "তুমি খ্রীস্টের কথা বলছ, ভাঙছ তোমার প্রতিশ্রুতি ঃ
তুমি খোদাকে ছেড়ে, জপ করবে ইবলিসকে।"

যেমনভাবে ডাঃ ফাউস্টাসের আত্মাকে নরকের রাজপুত্র — শয়তান শক্তির বিনিময়ে দখল করে নিয়েছিল, তেমনি রুটি, ঘর এবং কাজের বিনিময়ে মার্কসবাদ তার লালমুখো নাগরিকদের দেহ-মনকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করে ফেলেছে। ডাঃ ফাউস্টাস যখনই খোদাকে স্মরণ করেছিলেন, তখন ইবলিসের চ্যালাচামুণ্ডারা চুক্তি ভংগের অপরাধে তাঁর হৃদপিণ্ড উপ্‌ড়ে নিয়েছিল, তার দেহকে করেছিল খণ্ড-বিখণ্ড। অনুরূপভাবে, যখনই একজন রুশ নাগরিক চিন্তা, কথা বলা, লেখা এবং কাজের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে, তখন মার্কসীয় নরকের মার্কসবাদী 'রাজপুত্র' সেই ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এবং ইবলিসী পন্থায় সমগ্র জাতির ওপর এই যে দখল বিস্তার, এরই নাম বিজ্ঞান এবং প্রগতি। কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণ, বৈষম্য নয়; এটা সমগ্র মন এবং শ্রমিকের সারা দেহের শোষণ। মার্কসবাদী সিস্টেমের স্থবির বেদীতে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার বিনিময়ে সে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পাচ্ছে খাদ্যদ্রব্য, পাচ্ছে ফ্ল্যাট বা ডরমিটরীতে বাসস্থান এবং শিক্ষা। এ সবই পাচ্ছে প্রভুর খেদমতের জন্যই।

কে কাকে শোষণ করছে? এই শোষণের কি কোনো তুলনা আছে? এটা কি বাস্তবিকই একটি সাদামাঠা শোষণ অথবা অমানবিক মূলোৎপাটন?

প্রকৃতপক্ষে এটা উৎপাটন। মার্কসবাদী সিস্টেম নিজ স্বার্থে বল প্রয়োগ করে' জনগণের সবটুকু মানসিক ও শারীরিক শক্তির মূলোৎপাটন করে। এই স্বৈর-ব্যবস্থায় জনগণের জীবনের মালিক হলো মার্কসবাদ। শৈশব, বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, জীবন, মৃত্যু, শিক্ষা, চাকুরী, উৎসব, খেলাধুলা, ছুটি, বিবাহ, পূজা-পার্বন, সবকিছুই মার্কসবাদের, মার্কসবাদের জন্য এবং মার্কসবাদের দ্বারা। কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা সংশোধনমূলক কিংবা বিপথগামী কার্যকলাপ, আন্দোলন কিংবা আন্দোলনের চেষ্টা সর্ব ক্ষমতাধর মার্কসবাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট রাজদ্রোহ।

ডঃ শাখারভই একমাত্র অগ্রনায়ক নন, যিনি মার্কসবাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতো হাজার হাজার ভিন্নমতাবলম্বী সেখানে আছেন। এমন কি মার্কসবাদী দুঃশাসনের এই দু'টি দশক পরও রাশিয়ার জনগণ এই ইবলিসী মতবাদকে গ্রহণ করে নি। তাহলে অন্য দেশের মানুষ তা কিভাবে গ্রহণ করতে পারে? এ কারণে শক্তি প্রয়োগ করে জনগণকে সেই বিষ-বটিকা গেলানো হয়। এটাই মতাদর্শ হিসেবে এর ব্যর্থতা প্রমাণ করে। এটা এমনই একটি ব্যবস্থা যা (ক) যে-কোনো দেশে শিকড় গেড়ে বসার জন্য, (খ) ক্ষমতা কুক্ষিগত করার

www.pathagar.com

জন্য, (গ) তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য, (ঘ) নিজের উত্থান ও পতনের জন্য একমাত্র শক্তি বা চক্রান্তের ওপরই নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের কপট খেতাববিহীন শক্তি-নির্ভর এহেন ব্যবস্থা পৃথিবীতে অনেক আছে। কালোবাজারী, ছিনতাইকারী, দস্যু — এরা সম্মানের যোগ্য, কারণ তারা তাদের অপরাধকে সুন্দর মোড়কে সাজিয়ে জায়েয করে তোলে না।

সেই প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীর (মার্কস) এ কেমন আহামারি সাফল্য?

দ্বিতীয় খলীফা বললেন ঃ "হে লোকসকল, যদি আমি জড়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ি, তাহলে তোমরা কি করবে?"

"আমরা আপনাকে মানব না" — এক ব্যক্তি তরবারী কোষমুক্ত করে উন্নত শিরে জবাব দিলো।

"আমার মান-মর্যাদার বিরুদ্ধে? কেমন করে তুমি সাহস কর?" — খলীফা তার মনোবলকে যাচাই করতে চাইলেন।

"হ্যাঁ, অবশ্যই, আপনার সম্মানের বিরুদ্ধে হলেও" — লোকটি তার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করল।

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌পাকের। আমাদের দেশে এমন মানুষ আছে, আমি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হলে যারা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে"[৬৬] - খলীফা বললেন।

জনগণের প্রতি শাসকদের চ্যালেঞ্জ প্রদানের শিক্ষা

খলীফা জনগণকে শিক্ষা দিয়েছেন কীভাবে শাসককে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা যায়, শিক্ষা দিয়েছেন মার্কসবাদী-জারবাদী জগাখিচুড়ি দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রমানব থেকে আলাদা হয়ে কীভাবে মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বকে সে প্রমাণ করতে পারে।

"সরকারের অবিচার এবং অত্যাচারকে প্রতিহত ও সমালোচনা করার সৎসাহস জনগণের থাকা উচিত। 'স্পষ্ট ভাষণের মধ্যেই এর জীবন, নৈঃশব্দের মধ্যেই এর মৃত্যু।' দেশবাসী যখন নিশ্চেষ্ট থাকে, শাসকরা তখন প্রভু সেজে বসে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সেবক থাকেন, যতক্ষণ দেশবাসী থাকে প্রভুর আসনে।"[৬৭]

মার্কসবাদী-জারবাদী শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট নাগরিকরা স্পষ্টভাষী নয়। এর অর্থ, সেখানে সরকারের সুস্পষ্ট অবক্ষয় বিদ্যমান, এর মৃত্যু মার্কসবাদের দ্বারা নির্দেশিত। জনগণের মুখ বন্ধ করে রেখে একনায়কতন্ত্র শুধুমাত্র নিজের সর্বনাশই ডেকে আনছে না, দেশের নাগরিকদের সর্বনাশও সে নিশ্চিত করেছে। জনগণ দান্তের (ডিভাইন কমেডীতে বর্ণিত) নরকের অধিবাসীদের ন্যায় জীবন যাপন করে। এটা তাদের জীবন নয়, বরং জীবন্মৃত অবস্থা।

কেন হযরত উমর (রা) সমালোচনা এবং সংশোধনকে উৎসাহিত করতেন?

وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ . ٱلَّذِينَ

يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ .

"এবং (তোমরা) সীমালংঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না; ইহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।"[৬৮] (২৬ ঃ ১৫১-১৫২)

সীমালংঘনকারী তারাই, "যারা দৈহিক শক্তি এবং পার্থিব সম্পদের বড়াই করে।"

মার্কসবাদী মতাদর্শ তার চক্রান্তকারী, দলনেতা এবং জনবিচ্ছিন্ন একনায়কদের নির্দেশ দেয় জনগণের মুখ বন্ধ করে রাখার জন্য। (পক্ষান্তরে) ইসলাম জনপ্রতিনিধিত্বশীল এবং নির্বাচিত খলীফাকে হুকুম দেয় সমালোচনা এবং সংশোধনকে উৎসাহিত করার জন্য।

বাস্তব ইতিহাস মানব এবং মানব-প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।

অবাস্তব ইতিহাস নর-পশু এবং পাশব-প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।

কোনটা সত্য, আর কোনটা মিথ্যা

কোনটা সংগত আর কোনটা অসংগত

কোনটা গরল আর কোনটা অমৃত

কোনটা প্রগতিশীল আর কোনটা ধ্বংসশীল

কোনটা দমনকারী আর কোনটা মানবিক

সংশয়হীনভাবে তাদের কাছে ধরা পড়ে, যাদের চোখ পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত নয়, যাদের অন্তর পক্ষপাতদুষ্ট নয় এবং যাদের মগজ 'ধোলাই' হয় নি।

মুসলিম নামধারী বহু ব্যক্তিই ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। স্বনামখ্যাত অনেক লেখক ইসলাম বিরোধী বক্তব্য প্রদান করছেন।

এর (ইসলামের) অনুসারীরা একদেশে বিশ্বস্তভাবে এর আনুগত্য করতে পারে, আবার অন্য দেশে এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এটা একই শহরে, এমন কি একই পরিবারের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু মতাদর্শের নির্যাস এবং সারাংশ সেখানে থাকে শুধুমাত্র তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য, যারা সেই পথের দিশা পেতে আগ্রহী। মুসলমানেরা সূর্যালোকের ন্যায়। এর উপস্থিতি এখানে আছে, আবার অন্যত্র নেই। কিন্তু আদর্শ সূর্যের মতোই দীপ্ত। তা' কখনই

www.pathagar.com

অস্তমিত হয় না। সূর্যের মতোই তা পৃথিবীর আবর্তনশীল অংশে উদিত হয়ে মানুষের জীবনকে মহীয়ান আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে। এই স্বর্ণ-সূর্য উদিত হয়েছে মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত বিলানোর জন্য এবং তাদেরকে লাভবান করার জন্যে। শক্তি কিংবা প্রলোভন কোনোটাই এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। জোর জবরদস্তি ও প্রলোভনের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত করা অমার্জনীয় পাপ। ইসলামের প্রতি ঈমান আনার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে শতকরা একশভাগ স্বার্থহীনতা, আন্তরিকতা এবং পছন্দের স্বাধীনতা। অন্যথায় মুনাফিকদের স্থান হবে দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে।

একচোখা সমালোচকেরা সর্বপ্রকার মন্দের বিতাড়নকারী ইসলামী আদর্শ এবং সর্বপ্রকার মন্দের লালনকারী, উস্কানি ও যুক্তিদাতা মার্কসবাদী ব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

"তোমার মৃত্যু না দেখা পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেব না" — সন্ত্রাসী হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাত্‌রী বিন ফজ্জা'তকে বলল।

"কেন আপনি আমাকে খুন করবেন?" — কাত্‌রীর প্রশ্ন।

"তোমার ভাই আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।"

"আমি খলীফার কাছ থেকে এই মর্মে একটি পত্র নিয়ে এসেছি যে, আমার ভাইয়ের কাজের জন্য আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না।

"কোথায় তা, আমাকে দেখাও।"

"খলীফার এই চিঠির চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আমার কাছে আছে এবং তা এই।"[৬৯]

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না।"[৭০] (৬ ঃ ১৬৪)

ইরাকের জালিম শাসক তার প্রতিশোধের লক্ষ্য কাত্‌রীকে মুক্ত করে দিলো। আদর্শ এমনই একটি দীপ্তিমান শিখা ছিলো, যা তাকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের জালিম উমাইয়া শাসকের তরবারী থেকে রক্ষা করেছিল। তা' শাসককে অনুমতি দেয়নি একজন নাগরিকের শিরশ্ছেদের, যার ভাই একনায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। তা' একনায়ককে হুকুম দেয়নি সেইসব গ্রামকে নিচিহ্ন করে দিতে, যেখানে তার (কাত্‌রীর) ভাই পানি পান করত কিংবা বিশ্রাম নিত, বিচরণ করত কিংবা সেগুলি সে অতিক্রম করত।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী মতবাদ আফগান গ্রামসমূহকে ধূলিসাৎ করছে

এহেন একটা সর্বনাশা মতবাদ শুধুমাত্র ইউরোপীয় মহাদেশেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত। এমন কি এই মহাদেশও উক্ত সর্বনাশা মতাদর্শ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যার বিশ্বস্ত ভক্ত রাশিয়া আফগানিস্তানের মনোরম গ্রাম ও উপত্যকাগুলোকে কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করছে; কারণ, কিছুসংখ্যক মুজাহিদ ঐসব জায়গার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল কিংবা সেখানে খাবার খেয়েছিল এবং কয়েক ঘন্টার জন্য সেখানে নিদ্রাভিভূত হয়েছিল।

"বেশ কয়েক মাস পর মাত্র চার দিন আগে গ্রামগুলোতে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ভারী বোমাবর্ষণের বিবরণ জানা গেছে। লোকজন পালিয়ে গেছে। সোভিয়েত সৈন্যরা ফসল বিনষ্ট করেছে এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেচ-ব্যবস্থাসমূহ ধ্বংস হয়েছে।"[৭১]

"কাবুল সীমান্তে আক্রমণ চালানো হয়। পাগমান এবং পার্শ্ববর্তী শহরসমূহে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়; অতঃপর পদাতিক বাহিনী সেখানে ভারী গোলাবর্ষণ করে। খাদ্যদ্রব্য 'রিকুইজিশন' করে নেয়া হলো এবং তা' পুড়িয়েও দেয়া হলো; ধ্বংস করা হলো ফসল এবং গবাদি পশু সম্পদ।"[৭২]

"সোভিয়েত-পরিচালিত সৈন্যরা কাবুলের চারপাশের অসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তারা প্রত্যহ কারগা থেকে পাগমান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার গ্রামগুলোয় বোমা বর্ষণ করেছে, নিক্ষেপ করেছে রকেট ও গোলাগুলী। এই এলাকাগুলি কাবুল থেকে ৬-১৪ কিলোমিটার দূরে। বেসামরিক ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার অনেক বেশি, কিন্তু আহতদের হিসাব অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। কারণ, তাদের উত্তরাধিকারীরা নুড়ি পাথরের জন্য এখনও ঝোপজংগল কুপিয়ে চলেছে। দু'শো ট্যাংক, এ.পি.সি. এবং পদাতিক সেনারা হামলায় অংশ নেয়।"[৭৩]

"সোভিয়েত বাহিনী কাবুলের গ্রামে বোমাবর্ষণ করেছে, সোভিয়েট বিমান এবং স্থল বাহিনী পাঁচদিন ব্যাপী এক বোমা হামলায় কাবুলের উত্তর দিকের একটি গ্রামের প্রায় অর্ধেকটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে। তারা মুসলিম গেরিলাদের অবস্থান অনুমান করে এই গোলাবর্ষণ করে।

কাবুলের ৫৫ কিঃ মিঃ উত্তরে পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইস্তালেফের ওপর সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হানা হয় সোভিয়েত মিগ ও হেলিকপ্টার থেকে এবং সেই সাথে স্থলবাহিনী ট্যাংকের কামান থেকে।

অল্প কিছু মৃতদেহ সর্বসাধারণে দেখতে পায় — গ্রামের এমন স্থানে সেগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। আহত নারী এবং শিশুরা ভিড় করে রাজধানীর অসামরিক হাসপাতালসমূহে।"[৭৪]

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের জংগী মাটিতে মার্কসবাদের বালখিল্যতা এবং প্রলেতারীয় জারবাদী শক্তির অন্তঃসারশূন্যতা শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে তারা অকুতোভয় জনগণ ও মুষ্টিমেয় মরণপণ মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের উদ্ধত পশু-শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে এই বালখিল্যতা ও অন্তঃসারশূন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। তারা মুজাহিদদের পরাভূত করে আফগান গ্রামে প্রবেশ করতে পারে নি, তারা টলাতে পারে নি প্রতিরোধ-ব্যূহ, যদিও মুজাহিদ এবং সোভিয়েত সৈন্যের অনুপাত ছিলো যথাক্রমে ১০ এবং ১০০।

তারা মানুষের গলাকাটায় সিদ্ধহস্ত, মানবতাকে নিষ্পেষণ করতে অত্যন্ত পারঙ্গম; এই নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পায় না শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু অথর্ব ব্যক্তিরা, যারা জীবনে একটা পুরনো রাইফেল পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখেনি। সহায়-সম্বলহীন, প্রতিরক্ষাহীন জনগণের বিরুদ্ধে এই হাবিয়ার আগুন তথা পশুশক্তির ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এবং তা হচ্ছে শক্তি, বর্বরতা এবং অমানবিকতার আবরণে জড়ানো মার্কসবাদী আদর্শেরই প্রেরণায়।

"মারকাস একটি ছুরি দ্বারা থালায় আঘাত করল।

টাইটাস ঃ মারকাস, তুমি তোমার ছুরি দিয়ে কি করলে?

মারকাস ঃ প্রভু, আমি একটা মাছি হত্যা করেছি।

টাইটাস ঃ নিরপরাধকে আঘাত করা জঘন্য কাজ।

তুমি টাইটাসের ভাই না হলে এখান থেকে বের করে দিতাম তোমাকে ...

আমার ধারণা, আমরা এখনও এত হীন শিক্ষা পাইনি, যাতে আমাদের একজন একটা মাছি হত্যা করতে পারি, যা একটা কয়লা-কালো মূরকে হত্যার সমতুল্য।"[৭৫]

ইউরোপের নিকৃষ্টতম মতবাদ তথা মার্কসবাদ তার অনুসারীদের লালন-পালন করছে নিজকে বিশ্ব মানবসমাজে নিকৃষ্টতম হিসেবে পরিগণিত করার জন্য এবং এ কাজে সে যে পন্থা অবলম্বন করছে, তার মধ্যে রয়েছে বোমাবর্ষণ, রকেট নিক্ষেপ, বেসামরিক লোকজন, তাদের গবাদি পশু ও ফসলের ওপর গোলাবর্ষণ, উতপ্ত গোলায় ঝল্‌সে ফেলেছে প্রতিটি প্রাণ — হতে পারে তা একটি সজীব চারাগাছ, একটি মুরগী, একটি গরু, একটি মাসুম শিশু, একজন স্ত্রীলোক কিংবা একজন পঙ্গু লোক।

নিকৃষ্টের অধম এই নিকৃষ্ট মতাদর্শ কি দুনিয়ার সকল মানুষ গ্রহণ করবে? যদি তা বিশ্বমানব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে তা' হবে এই "নিকৃষ্টতম মতাদর্শের" নিপীড়নের কারণেই।

www.pathagar.com

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ . ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ .

"আমরা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমরা নিকৃষ্টতম অবস্থায় পতিত করি তারা ব্যতীত, যারা ঈমানদার এবং সৎ কর্মশীল; এ কারণে তাদের জন্য রয়েছে অবধারিত পুরস্কার।"[৭৬] (৯৫ ঃ ৪-৬)

ইউরোপীয়দের অধোগামী যাত্রা তথা নেতিবাচক বিবর্তনবাদ অবনতির নিম্নতম খাদে পতিত হলো তখন, যখন ১৯১৭ সালে মার্কসবাদ রুশ জারবাদের সংগে গাঁটছড়া বাঁধে। এহেন নিকৃষ্টতম মতবাদ এবং তার অনুসারীদের কাছ থেকে মানুষ অধিক কি আশা করতে পারে?

"ক্রেমলিন থেকে প্রেরিত চরম পত্রে পোল্যান্ডকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয় যে, পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হলে জাতীয় স্বাধীনতা হবে বিপদগ্রস্ত। সংশোধনবাদের সমর্থক গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও এতে করা হয়।"[৭৭]

ঐ চিঠিতে উল্লেখিত হুঁশিয়ারিবাণীর উৎসমূল বা কারণ কি? সলিডারিটির দাবির দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ পরনির্ভরশীল ট্রেড ইউনিয়নসমূহের শ্রমিকদের সংগঠিত করার অধিকার, তার সদস্যদের জন্য হ্রস্বতর কর্ম-সপ্তাহ, উচ্চতর মজুরী, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার এবং অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে সোভিয়েত-নির্দেশিত নেতৃত্বের স্থলাভিষিক্ত করা।

এসব দাবির কোনটি কি শ্রমিক-স্বার্থের পরিপন্থী? না, বরং তা মার্কসবাদেরই বিরুদ্ধে উত্তোলিত খড়গসম, যে সর্বনাশা মতাদর্শের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন নয়, বরং এক বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনে মার্কসবাদী এবং জারবাদী উচ্চাভিলাষ পূরণের মানসে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।

মার্কসবাদের কতিপয় মৃত্যু-ঘন্টা

অকুতোভয় পোলিশ জাতির অনন্য বীরত্ব স্বীয় দেশের মার্কসবাদী শাসকদের মন ভেজাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রলেতারীয় জারবাদের সদর দপ্তর শ্রমিকদের প্রতি এই নমনীয়তা প্রদর্শনকে বরদাশত করতে পারে নি।

www.pathagar.com

বাস্তবিকপক্ষে পোলিশ নেতারা ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং খাঁটি মানুষ, যাঁরা অতীতের ন্যায় তাঁদের স্বদেশবাসীর খুন ঝরাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন, যারা হানাহানি জিইয়ে রাখতে শক্তি প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং যাঁরা তাদের একচেটিয়া একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার কিছু অংশ নিবেদিতপ্রাণ শ্রমিকদের মধ্যে ভাগাভাগি করতে সম্মত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই 'মানবিক সেকেল-সুরত' কি মার্কসবাদী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? না, কখনই না। এ কারণেই কট্টর মার্কসবাদী দেশ রাশিয়া পোল্যান্ডের 'ঢিলেমিপনা'কে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

উদার নীতি, মানবিকতা এবং পরিবর্তন এগুলো হলো মার্কসবাদের মৃত্যু-ঘন্টা, যে মার্কসবাদ একচ্ছত্র ক্ষমতা, নিরংকুশ একনায়কত্ব এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠির জানমালের ওপর প্রশ্নাতীত প্রভুত্ব ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

সুতরাং ইতিহাস কি তাহলে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যকার কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যকার সংগ্রাম? নিপীড়ন কি শেষ হয়েছে, না মার্কসের ইতিহাসের ছত্রছায়ায় সে তার নতুন ভয়াবহ রাজত্ব শুরু করেছে? শোষক ও শোষিতের মধ্যকার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে, না মার্কসীয় প্রভুত্ববাদের অভ্যন্তরস্থ পুঁজিবাদী শোষণের অবক্ষয় এবং মার্কসবাদী নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট মানুষের সমস্ত শক্তির মধ্যকার যুদ্ধ নতুন গতি পেয়েছে?

"আল্লাহর কসম, চেয়ে দেখুন এ আগুন।" — লোকটি প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে তার এক গুচ্ছ চুল দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর বুকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল যে, এই চুলগুচ্ছ জনৈক প্রাদেশিক মুসলিম শাসক অন্যায়ভাবে তার মাথা থেকে কেটেছেন।

সত্যের পরিপূর্ণ পাবন্দ হযরত উমর (রা) শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এ আগুন। তোমাকে যদি ঐ লোককে (প্রাদেশিক শাসক) জনসমক্ষে বিশ ঘা বেত মারতে এবং তার মাথা ন্যাড়া করতে দেয়া হয়, তাহলে ঐ অপরাধী ব্যক্তির প্রতি একই পন্থায় বদলা নেয়ার জন্য তোমাকে হুকুম দেয়া হলো।" অতঃপর হযরত উমর (রা) সংশ্লিষ্ট শাসক আবু মুসা আসআরীর কাছে পত্র লিখলেন।[৭৮]

সরকারী চিঠি যখন সংশ্লিষ্ট প্রদেশে পৌঁছল, জনগণ তখন লোকটিকে ঐ শাসকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ করল। কিন্তু সে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এক চুল পরিমাণ নড়তেও রাজী হলো না।

আবু মুসা সেই নির্দিষ্ট স্থানে হাযির হলেন, যেখানে তাঁর কর্তব্যে গাফিলতির প্রতিবাদ করায় লোকটিকে বেত মারা হয় এবং তার মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হয়। নাপিত প্রস্তুত। জনগণ মাটির পৃথিবীতে স্বর্গীয় ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

করার জন্য সমবেত হয়েছে। শাসক নাপিতের ক্ষুরের নিচে তাঁর মাথা নিচু করে দিয়েছেন।

"লোকটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তাকে ক্ষমা করলাম।"

যদি অপরাধ কিংবা ভুলের শাস্তি হয়, তাহলে কোনো অপরাধমূলক বা ভ্রমাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে না।

"প্রত্যেক অপরাধের জন্যই প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।" অসত্যের অপর নাম অপরাধ। অপরাধ ছাড়া অসত্য টিকতে পারে না। সুতরাং প্রলেতারীয় জারবাদে অপরাধের শাস্তি দেয়া অসম্ভব। ফলশ্রুতিতে প্রতিক্রিয়া পুঞ্জীভূত হয়। অসত্য মনে করে যে, দীর্ঘদিনের সুপ্ত পুঞ্জীভূত এই প্রতিক্রিয়া তার বস্তুবাদী আচ্ছাদনে আবৃত লৌহদণ্ডকে ভাংতে পারবে না কিংবা সেখানে সামান্য ছিদ্রও হবে না; কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা আমড়া কাঠের ঢেঁকির মতই ক্ষণ-ভঙ্গুর, অসার।

এক নজরে বাস্তব ও অবাস্তব ইতিহাস

বাস্তব ও অবাস্তব ইতিহাসের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাবে নিচের দু'টি ঘটনা থেকে।

১. "ব্রেজনেভ কঠোর প্রহরার মধ্যে দিল্লী সফর করেছিলেন। দিল্লী প্রশাসন আফগান গেরিলা হামলার আশঙ্কা করেছিল। ভারতীয় নিরাপত্তা বিভাগ ব্রেজেনেভের জন-সমাবেশে উপস্থিতির সকল কর্মসূচী বাতিলের কিংবা মুক্তাংগন অনুষ্ঠানকে কক্ষাভ্যন্তরে পরিবর্তনের এবং খোলা মাঠে গণ-সংবর্ধনার কর্মসূচীকে একটি বড় হলঘরে আয়োজনের পক্ষে জোরালো উপদেশ পেশ করে। মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণের কর্মসূচী পর্যন্ত বাতিল করা হয়।

ব্রেজেনেভ তিনটি শক্তিশালী সোভিয়েত অনুচর-দল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে একটি মানব-দেয়ালের সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু সোভিয়েত শোফার-চালিত তাঁর বুলেটপ্রুফ গাড়ি মার্সেস-৬০০ বিমান বন্দরেই ছেড়ে এসেছিলেন, তাই সোভিয়েত নিরাপত্তা রক্ষীসজ্জিত অন্য গাড়ি সমস্ত রাস্তার ওপর, চারদিকে শ্যেন দৃষ্টি রেখে চলছিল।

সোভিয়েত প্রতিনিধি-দল ব্রেজেনেভের খাদ্য ও পানীয় মস্কো থেকেই নিয়ে আসে। বিদেশী বিপ্লবী ছাত্রদের ওপর পূর্ণ নজর রাখা হয় এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট যে-সকল স্থান পরিদর্শনে যাবেন, সে-সকল স্থানে ইলেকট্রনিক-নিরীক্ষণ জোরদার করা হয়।"[৭৯]

"জেরুজালেমের শাসনকর্তা খলীফা ছাড়া অন্য কারো কাছে তাঁর ক্ষমতা সমর্পণ করতে রাযী হলেন না। হযরত উমর (রা) এই অনুরোধ গ্রহণ করলেন

www.pathagar.com

এবং একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে জাবিয়ায় উপস্থিত হলেন যেখানে জেরুজালেমের প্রতিনিধিদলের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। একমাত্র ভৃত্য ছাড়া তাঁর সংগে আর কেউ ছিলোনা, ছিলোনা কোনো নিরাপত্তা-প্রহরী, কোনো আনুষ্ঠানিকতার বর্ণাঢ্য আয়োজন।"[৮০]

হযরত উমর (রা)-কে বিশাল সদ্যবিজিত ভূখণ্ডসমূহ পাড়ি দিতে হয়েছিল। সংগে একজন মাত্র ভৃত্য। একবার খলীফা উটের পিঠে চড়েন, আরেকবার চড়ান হয় ভৃত্যকে — এভাবেই তিনি পথ চলেছিলেন। এমন কি তাঁর সংগে তিনি একটি তাঁবু পর্যন্ত নেন নি।

এমতাবস্থায় ইউরোপীয় পুরাতন ধাঁচের সরকারের অনুগত দু'এক জন শত্রুর হামলার আশংকা ছিলো না কি? কেন সে খলীফা ও তার ভৃত্যকে আক্রমণ করে নি? আমাদের মহান বন্ধু ব্রেজনেভ এসেছিলেন বন্ধু রাষ্ট্র ভারতে, কিন্তু তিনি এসেছিলেন কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি ভারতে আফগান শরণার্থীদের ভয়ে ভীত ছিলেন। কিন্তু উমর (রা) কেন সদ্য বিজিত ভূখণ্ডসমূহের অধিবাসীদের ভয় পান নি? কেন তিনি তাঁর সংগে পেল্লায় দেহরক্ষী দল, খাদ্য ও পানীয় মদীনা থেকে নিয়ে আসেন নি?

"আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণ করব, যদি তুমি আমাকে খলীফার কাছে পাঠাতে ওয়াদাবদ্ধ হও। তাঁকেই আমার ভাগ্য নির্ধারণ করতে দাও।" — বিজিত পারস্যের অন্যতম প্রভাবশালী যুবরাজ হরমুজান এ কথাগুলো বলেছিলেন। স্থানীয় কমান্ডারগণ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন।

তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন, পরনে তাঁর সমস্ত মণিমুক্তাসজ্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ। শাসকদের সংগে সাক্ষাতের জন্য এ ধরনের পোশাক পরিধান করাই ছিলো তাঁদের নিয়ম।

যুবরাজকে বিস্মিত মদীনাবাসীরা খলীফার কাছে নিয়ে গেলো। তিনি তখন মসজিদের মধ্যে মাটিতে শুয়ে ছিলেন। যুবরাজ বুঝে উঠতে পারছিলেন না, হযরত উমর (রা) একজন দরবেশ, না বিজেতা, নাকি উভয়ই। তিনি তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন এবং উচ্চারণ করলে, "নিঃসন্দেহে আপনি ইনসাফ নিশ্চিত করেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারপর নিশ্চিন্তায় ঘুমুচ্ছেন।"[৮১]

প্রবল প্রতাপান্বিত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এই লজ্জাকর ভীতি আফগানিস্তানে তাঁর দুষ্কর্মের পরিধি নিরূপণ করে, পরিমাপ করে অসত্যে ভরা তার মার্কসীয় মতাদর্শের ফাঁপা বেলুনের ওজনহীনতা এবং আরও পরিমাপ করে শূন্যে ভাসমান চকচকে বর্ণময় অসত্য ইতিহাসের অসার ফানুসকে।

উমর (রা) ইসলামী আদর্শ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য হাজার হাজার গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে দেন নি, লাখ লাখ লোককে জোর ক'রে ঘর

www.pathagar.com

ছাড়া করেন নি, প্রায় এক মিলিয়ন লোককে হত্যা করেন নি। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ঐ মিসরীয় লোকটি প্রমাণ করেছিল যে, ইসলামই তার দেশকে মুক্ত করেছে।

এখন, আবার যখন উমর সিরিয়া ও অন্যান্য বহু জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জনগণ তাঁকে স্বাগতম জানায়। এটা কি বিজয় ছিল, না স্বাধীনতা?

"আবূ উবায়দা হাইম্‌সে তাঁর দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন এবং দামেস্কে ফিরে আসেন। তিনি হুকুম করেন যে, সেনাবাহিনী জনগণের যে সকল কর — জিজিয়া মওকুফ করেছে, যা' ইতোমধ্যে হাইম্‌সের জনগণের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে, তা' তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে শোষিত-বঞ্চিত অধিবাসিগণ এই ন্যায়নীতিপূর্ণ কাজ এবং অনুপম ব্যবহারে গভীরভাবে আলোড়িত হয় এবং নতুন শাসকদের ত্বরিত প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করে।"[৮২]

সত্যের দীপ্ত আদর্শ কিভাবে নিপীড়নের কঠিন শৃঙখলকে ছিঁড়ে খান্‌ খান্‌ করে দেয় এটাই তার নজির, কীভাবে ফিতরতমুখী মতাদর্শ তার ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে সকল কালের সকল মহাদেশের জনগণকে বিমুগ্ধ করেছে; কীভাবে একটি অভ্রান্ত মতাদর্শ সামরিক অভিযান এবং জরুরী অবস্থায় পর্যন্ত জনগণের হৃদয় জয় করেছে।

এভাবেই সত্যাশ্রয়ী উমর জেরুজালেম মুক্ত করার জন্য কোনো রক্ষীদল ছাড়াই একজন মাত্র ভৃত্য সংগে নিয়ে সফর করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণের প্রকৃতি ইতিহাসের কুরআনী আইনাশ্রয়ী ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এর যৌক্তিকতা তখন প্রমাণিত হয়েছিল। এর যৌক্তিকতা বিশ্বের একশত কোটি মুসলমানের মধ্যে আজও প্রমাণিত। এই যৌক্তিকতার অভ্রান্ততা বিশ্বব্যাপী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অব্যাহতভাবে প্রমাণিত হয়ে চলেছে যা' ব্যক্তি, দল, গ্রামবাসী জনতা এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত।

ভারতে ব্রেজেনেভের সফর ও অবস্থানের প্রকৃতি মার্কসীয় ইতিহাসের আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে আইন তাদেরই সৃষ্ট একটি জুলুমকে পুনঃস্থাপন করেছে। তাদের যৌক্তিকতা তাঁর (ব্রেজনেভ) চারপাশে পরিবেষ্টিত আতংকের মধ্য দিয়েই প্রতিভাসিত। সম্ভবতঃ বোমা, রকেট ও গোলা বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের গ্রাম, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বাগান, উপত্যকা, শহর ও নগর থেকে মৃত্যুর গন্ধ জড়ো হয়েছিল দিল্লীতে। আফগানিস্তানে এই ভয়াবহ মৃত্যুগন্ধ-সৃষ্ট আতংক দিল্লীর সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কেউ কি কল্পনাও করতে পারে

www.pathagar.com

যে, আফগানিস্তানে দখলদারিত্বের অব্যবহিত পরেই 'লালনেতা' (ব্রেজনেভ) কোনো নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াই আফগান গ্রাম ও শহরগুলো অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অথবা কেউ কি ভাবতে পারে যে, তিনি যাদের কাছে নিজকে তাদের মুক্তিদাতা ও সাহায্যকারী হিসেবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, সেই স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন পাচ্ছেন!

সত্য-বিচ্যুত লাল-ভ্রাতৃবৃন্দ কি সত্য ও অসত্য ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করবেন?

২. "চীন দৃঢ়ভাবে বলছে যে, গত শতাব্দীতে দুর্বল মাঞ্চু সম্রাটদের ওপর আরোপিত এক অসম চুক্তির অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার (চীন) ভূখণ্ডের ১.৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখলে রেখেছে।"[৮৩]

"চীনা নেতৃবৃন্দ বারবার বলেছেন, অগ্রগতির পথে বিদ্যমান বাধাসমূহ অবসানের লক্ষ্যে মস্কোকে অবশ্যই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বাধাগুলো হলো ঃ

ক. আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ;

খ. কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের পক্ষে মস্কোর সমর্থন; এবং

গ. চীনের উত্তর সীমান্ত বরাবর ৫০ ডিভিশনেরও বেশি সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ—পিকিং যাকে বড় ধরনের হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।"[৮৪]

রাশিয়া চীনের সীমান্ত বরাবর এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) সৈন্য মোতায়েন করেছে। তারা কি চীনাদের অত্যাচার কিংবা ভ্রাতৃসুলভ নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের জন্য মোতায়েন রয়েছে? মার্কস তাঁর স্বপ্ন থেকে সমস্ত পুঁজিবাদী নিপীড়নের মূলোৎপাটন করেছিলেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিলো ঠিক তার উল্টো। বস্তুবাদে বিশ্বাসীরা বস্তুগত লাভের আশায় হন্যে হয়ে ছুটছে এবং একে অপরকে নিপীড়ন করছে। মার্কসীয় উৎপাদন-রীতি, যা' ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধ্বংস করে এবং ফলশ্রুতিতে সকল জুলুমের অবসান ঘটায় (!), মার্কসীয় ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী তা' সর্বোচ্চ বস্তুগত লাভ আদায়করণে বাধা প্রদান করতে সাহস করে না। দু'টি মার্কসবাদী দেশের উৎপাদন-রীতি মার্কসীয় হতে পারে; কিন্তু তা' ক্ষমতাশালী লাল-মতাশ্রয়ী দেশকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের বিরুদ্ধে তার বস্তুবাদী নীতি বাস্তবায়ন না করতে বাধ্য করতে পারে না; এটাকে একটা 'লাল-দেশের' বিরুদ্ধে অন্য 'লাল-দেশ' কর্তৃক পরিচালিত 'লাল-আগ্রাসন' হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, চাই না হোক। রাশিয়ার মতো একটা শক্তিধর লাল-মতাশ্রয়ী দেশ যদি কোনো ক্ষুদ্র দেশের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, তবে সে সাহায্য প্রকৃতপক্ষে সাহায্য নয়; বরং তা' বিভিন্নমুখী লাভের আশায় লগ্নীকৃত লোভনীয় বিনিয়োগ। কঠোর বস্তুবাদী আইন অনুযায়ী একটি ক্ষমতাধর

www.pathagar.com

মার্কসবাদী দেশ তার বস্তুবাদী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অন্য একটি দেশকে ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণ ও নির্যাতনের জন্য এক মিলিয়ন সৈন্য মোতায়েন করতে পারে। অসম চুক্তির অধীনে চীনা সম্রাটগণ কর্তৃক জারদের নিকট সমর্পণকৃত ১.৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড রাশিয়া এখনও চীনকে ফেরত দেয় নি। জনগণের যুক্তি, লাল-আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী রাশিয়াকে জার সম্রাটদের দ্বারা কবজাকৃত সমস্ত ভূমি ফেরত দিতে হবে।

কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা মূলতই বস্তুবাদী, তা' নৈতিক, আইনসিদ্ধ কিংবা আধ্যাত্মিকতার সুষমামণ্ডিত নয়। দখলীকৃত ভূখণ্ডসমূহ বাস্তবে নব্য-জারবাদের পদসেবায় নিরত। তাহলে কেন তারা ঐসব ভূখণ্ড চীনকে ফেরত দেবে? কোথায় যাবে মার্কসীয় বস্তুবাদ?

লাল আন্তর্জাতিকতাবাদের বিবেচনায় তা (মার্কসীয় বস্তুবাদ) আফগানিস্তানের মত প্রতিরক্ষাহীন, অসহায় দেশ সমূহকে আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়। সে কখনও ঐসব জমি ফেরত দেবে না। শুধুমাত্র নতুন ভূখণ্ড আত্মসাৎ করার জন্য ভ্রাতৃসুলভ আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহায্য প্রদানকল্পে তা' একটি ঐতিহাসক দায়িত্ব।

তথাপি এই লাল-আন্তর্জাতিকতাবাদ আমেরিকার ভিতরের 'লাল'দের এ ধরনের সাহায্য দিতে মহাতংকে কম্পমান হয়, যারা পারমাণবিক যুদ্ধ ত্বরান্বিত করতে পারে। মার্কসীয় মতাদর্শের এই কাপুরুষোচিত ধারা শুধুমাত্র ইরিত্রিয়া, কাম্পুচিয়া, আফগানিস্তান ও পূর্ব ইউরোপীয় বংশবদ দেশসমূহে সাদরে গৃহীত হবে — বাস্তবে সে সমস্ত জায়গায় তা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে এবং লজ্জাজনকভাবে সত্য যে, সেখানে তা' অপেক্ষাকৃত নিরাপদও।

পুরাতন এবং নব্য জার-সৃষ্ট মুসলমান ও খ্রীস্টান উপনিবেশগুলো সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে।

যদি তারা স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে রাশিয়া টিকে থাকবে কীভাবে? একজন সৎ ব্যক্তি তাঁর সীমিত আয়ে মিতব্যয়ী জীবন যাপন করেন; কিন্তু একজন অসৎ, সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি কখনই তার ব্যয়কে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না। সে অবৈধ ও অসৎভাবে বহুবিধ জিনিস কবজা করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে গুণ্ডামির সাহায্যে এলাকায় সে প্রবল প্রতাপান্বিত হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গুণ্ডাও প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ মার্কসীয় বস্তুবাদের পূজারী, এবং তা' (মার্কসীয় বস্তুবাদ) একটি আন্তর্জাতিক গুণ্ডামির অশুভ হাতকে শক্তিশালী করেছে, যার গুণ্ডামি ইতিহাস-কুখ্যাত।

"ইউরোপীয় সর্বহারা শ্রেণী তাঁর (লেনিনের) আহ্বানে কর্ণপাত করেনি এবং তথাকথিত বিপ্লব রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ রইল। এই বিপ্লব ছিলো একটি মাত্র

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ, যেদেশ ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে ছিলো সীমাবদ্ধ; যার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বসে পড়েছিল, এভাবে সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল দীর্ঘকাল টিকে থাকার।"[৮৫]

রাশিয়ানরা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে পূর্বতন জার-আমলের উপনিবেশগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করল। ইউক্রেনের লোহা, ককেসাশের তৈল এবং মধ্য এশিয়ার তুলা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের জন্যই মূলত তাদের শ্যেনদৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

একজন ফরাসী ও একজন বৃটিশ তাদের পূর্বতন উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েও টিকে থাকতে পারে আপন মর্যাদায় এবং ভুলে যেতে পারে বিশ্বব্যাপী পাহারাদারীর অসার স্বপ্ন-সাধকে। এ কারণেই তারা তাদের অতীত বর্বরতাকে পরিহার করে এখন আবার সভ্যতার স্নিগ্ধ-রশ্মির পরশ পেয়েছে।

কিন্তু রাশিয়া বিশ্বব্যাপী অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের দুরাশাকে কখনই পরিত্যাগ করবে না। এ কারণেই বশীভূত উপনিবেশগুলোর ওপর অবৈধ কর্তৃত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে সে বর্বর এবং অসভ্য দেশ হিসেবেই রয়ে গেছে।

মার্কসবাদীরা বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করে যে, তারা একটি স্থবির, মন্দ সমাজকে ধ্বংস করে নতুন প্রাগ্রসর সমাজের সন্ধান পেয়েছে। রাশিয়া জারদের বিতাড়িত করেছে; কিন্তু সে কি পেরেছে জারবাদের মূলোৎপাটন করতে?

না। কিন্তু সত্য-ভ্রষ্ট উড়নচণ্ডীরা এটা কি অনুধাবন করতে পারে?

জার যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তার কাজ-কর্মও খারাপ ছিলো। তাহলে রাশিয়ার দিকে দিকে বিভিন্ন জাতিকে ঔপনিবেশিক শৃংখলে আবদ্ধ করার কাজটিও তার ঘৃণ্য ছিলো নিঃসন্দেহে। দখলীকৃত উপনিবেশগুলির ওপর জারের সন্ত্রাসী শাসন ছিলো নিকৃষ্টতর; পক্ষান্তরে, নির্বিচার হত্যা, নির্বাসন, বন্দীশিবিরে আটক এবং অবাধ নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তার উদ্ভট মতবাদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়াটা ছিলো নিকৃষ্টতম।

কেন তাহলে তারা নিকৃষ্ট, নিকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতম জারবাদকে পরিত্যাগ, উপেক্ষা কিংবা বিতাড়িত করে নি? এটা আজ তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, কিন্তু দুষ্কৃতিকারীর সকল দুষ্কর্মকে অবলীলায় লালন করেছে — অবশ্য এটা করছে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পন্থায়, অধিকতর চাতুর্যের সংগে।

ইতিহাসের ছাত্রদের এই অবাস্তব জোচ্চুরিপূর্ণ অধ্যায় থেকে ফিরে আসতে হবে প্রকৃত ইতিহাসের শান্ত-শ্যামল কুঞ্জে, নারকীয় মার্কসবাদী ইতিহাসের হাবিয়া দোজখকে পিছনে ফেলে বুক ভরে গ্রহণ করতে হবে ইসলামের সুশীতল সমীরণ।

www.pathagar.com

তারা সত্যের মুখোমুখি দণ্ডায়মান হবে, দেখা যাবে তারা ইসলামী আদর্শ এবং ইতিহাসের ছায়াতেই রয়েছে, অন্য কোথাও নয়।

দামেস্কে জনৈক খ্রীস্টান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে খলীফার কাছে অভিযোগ পেশ করে বলল ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন, আব্বাস বিন ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক আমার জমি জবরদখল করে নিয়েছেন।"

পঞ্চম খলীফা* তাঁর আত্মীয় আব্বাস বিন ওয়ালীদকে জিগ্যেস করলেন, "এ ব্যাপারে তোমার কি জবাব?" আব্বাস জবাব দিলেন, "এই জমি আমার পিতা আমাকে দিয়েছিলেন। আমার কাছে যথাযথ দলিল আছে।" তখন খলীফা সেই অমুসলিম ব্যক্তির দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, "এখন কি বলবে?"

ঐ ব্যক্তি তখন জবাব দিলো, "আমি আপনাদের পবিত্র পুস্তকের (কুরআন) বিধান অনুসারেই সুবিচার চাই, ঐ জবর দখলের দলিল অনুসারে নয়।"

ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমর বিন আবদুল আজীজ তখন হুকুম করলেন ঃ "আব্বাস, এই জমি তাকে ফিরিয়ে দাও; কারণ তোমার পিতার দলিলের চেয়ে কুরআন অধিকতর বিশুদ্ধ দলিল।"[৮৬]

এই-ই হলো সত্যিকার নতুন সমাজ, যা দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্য এবং ধর্মনিষ্ঠা, স্রষ্টার অদ্বিতীয়ত্ব এবং মানুষের ঐক্য, ন্যায়বিচার এবং ক্ষমার সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর; এই সেই সমাজ, যেখানে তিনি (পঞ্চম খলীফা) আপন পরিবারের সদস্যদের অন্যায় ও অনৈসলামিক শাসন-ব্যবস্থার সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তিবর্গ আব্বাস বিন ওয়ালীদ ও তার পূর্বপুরুষ দৃশ্যতঃ মুসলমান হলেও প্রকৃত ঈমানদার এবং ইসলামী আদর্শের পাবন্দ ছিলেন না। নতুন সমাজকে প্রকৃতপক্ষে তখনই নতুন বলা যায়, যখন পুরাতন, জীর্ণ সমাজের সমস্ত আবিলতা থেকে তা' নিজকে মুক্ত রাখতে পারে। অন্যথায়, পুরনো বোতলে নতুন মদের মত তা' সহজ-সরল মানুষগুলোকে ঠকাবার একটি চেষ্টা হিসেবেই গণ্য হবে। পূর্বসূরির দাফন-কাফনের পর খলীফা উমর বিন-আবদুল আজীজ ক্লান্তি বোধ করছিলেন। তিনি মধ্যাহ্ন নিদ্রার মনস্থ করলেন এবং এটাকে প্রতাপান্বিত শাসকের কর্তব্যের অংশ হিসেবেই গণ্য করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে আবদুল মালিক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "জবরদখলকৃত সম্পত্তিসমূহ তাদের বৈধ মালিকদের ফেরতদানের ব্যবস্থা না করেই আপনি ঘুমুতে চান?"

---

* পঞ্চম খলীফা ঃ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে তিনি খুলাফা-ই রাশিদীনের ঐতিহ্যের সোনালি-ঝাণ্ডা পুনর্বার সাফল্যের সাথে উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁকে পঞ্চম খলীফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর খিলাফতকালের ব্যাপ্তি ছিলো ৭১৭-৭২০ খ্রীঃ। তিনি উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

খলীফা বললেন ঃ "কাল সারারাত আমি নিদ্রাহীন ছিলাম; সুলায়মানের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার জন্যে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। ঐ কাজটি আমি আসর নামাযের পর সম্পন্ন করব।"

ছেলের সোজা-সাপ্‌টা জবাব, "আসর নামায পর্যন্ত আপনি যে বেঁচে থাকবেন, সে-নিশ্চয়তা আপনাকে কে দেবে?"

ছেলেকে আলিঙ্গন ও তার কপাল চুম্বন করে খলীফা বললেন, "আল্লাহ্‌কে অশেষ শুক্‌রিয়া, যিনি আমাকে এমন সোনার সন্তান নসীব করেছেন।"[৮৭]

অবিলম্বে এই মর্মে একটি দপ্তরাদেশ জারি হলো যে, জবরদখলকৃত সমস্ত জমিজমা ও সম্পদ-সম্পত্তি বৈধ মালিকদের ফিরিয়ে দিতে হবে। ইতিহাসের ছাত্রদের এসব দৃষ্টান্ত পুঙখানুপুঙখভাবে তুলে ধরার জন্য অগ্রণী হতে হবে।

সরকারকে পুরোপুরি ইসলামীকরণের ব্যাপারে খলীফার উদ্যোগ সমর্থন জানাতে তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টা ও হিতাকাঙক্ষী দ্বিধা প্রকাশ করছিলেন। তাঁরা খলীফার নিজ পরিবারের সেই সব সদস্যদের মতদ্বৈধতা ও বিদ্রোহের আশংকা করছিলেন, ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় যাদের স্বার্থহানি ঘটবে।

দরবার-সভায় খলীফার পুত্র তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "মেহেরবানী করে সত্বর তাদের সহায়-সম্পত্তি ফেরতদানের ব্যবস্থা করুন, অন্যথায় আপনিও জবরদখলের পাপের ভাগী হবেন।"

১৯১৭ সালের তথাকথিত অক্টোবর বিপ্লবের পর রাজকীয় জারবাদের অনুসারী এমন কোনো বাপের বেটা ছিলো না, যে রুশ নেতাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ অথবা তাদের হত্যা করতে সাহসী ছিলো। এই সেই বিপ্লবের ধ্বজাধারী লালমুখো নেতারা, যারা 'লাল-শাসন' প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজের দেশেরই লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবলীলায় খুন করতে পিছপা হয় নি। তারা যদি জবরদখলকৃত ভূ-খণ্ডসমূহ বৈধ মালিকদের প্রত্যর্পণ করত কিংবা বশীভূত উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিত; তারা যদি ঘৃণ্য জারবাদী ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের পরশ দিত, তাহলে তারা একটি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার পরিবর্তে জনগণের অগণিত হৃদয়-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারত; তারা স্থায়ী যুদ্ধের ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি ব্যতিরেকেই শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করতে পারত।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক মার্কসবাদের সত্যাসত্য বাছবিচারের বালাই নেই। তার অবস্থান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নিরাপদ অবস্থানে। পাতায় পাতায় বিচরণকারী মহা-ধড়িবাজ মার্কস বস্তুবাদ ও মার্কসবাদের অনুসারীদের অবস্থান নিরাপদ করেছেন। এই চাতুর্যপূর্ণ বিদ্যাই তাঁর 'অক্ষয় কীর্তি'। এর কোনো অনুভূতি নেই। জারবাদ পরিত্যক্ত হলে এরও বিনাশ অনিবার্য। জারবাদী দুষ্কর্মগুলোর যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহলেই এই ভঙ্গুর মতবাদ বিলীন হয়ে যায় দুনিয়ার বুক

www.pathagar.com

থেকে। পুরনো শাসকদের হত্যার মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানানোয় এর পারঙ্গমতা যথেষ্ট। কিন্তু তাদের দুষ্কর্ম, সন্ত্রাস, স্বৈরাচার, নির্মম একনায়কতন্ত্র ও উপনিবেশবাদ তারা কখনই পরিত্যাগ করে নি, বরং ১৯৮৪ সালে সর্বগ্রাসী অমানবিকতা সম্পর্কিত অরওয়েলীয় ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রতিপন্ন করে সেগুলো আরও বলিষ্ঠভাবে জোরদার, শক্তিশালী ও পাশবিক হয়ে ওঠে।

পঞ্চম খলীফা একটি কাঁচি হাতে মিম্বরের ওপর দাঁড়ালেন। এরপর তাঁর নিজ পরিবারের নামে জবরদখলকৃত সম্পত্তির দলিলগুলো হাতে নিলেন এবং প্রথমে সেগুলোকেই কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললেন।[৮৮]

একের পর এক এই অবৈধ দলিলসমূহ কর্তন এবং সহায়-সম্পত্তি বৈধ মালিকদের প্রত্যপর্ণের কাজ অব্যাহত রইল, যতক্ষণ না তিনি অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

১৯১৭ সালে সাফল্যজনকভাবে তথাকথিত নতুন সমাজ গঠনের পর মার্কসবাদী রাশিয়ানরা কি এ রকমটি করবে? রাজকীয় জারবাদ জোর করে যে অসম চুক্তিসমূহ সম্পাদন করে গেছে, সে-সব চুক্তিপত্রগুলো কি তারা ছিঁড়ে ফেলবে? নব্য-প্রলেতারীয় জারবাদ কি জার ও জারবাদী চেতনার ওপর তার অশ্রদ্ধা প্রমাণ করতে পারবে? সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী প্রলেতারীয় জারবাদ কি তার জবরদখলকৃত অঞ্চল ও ভূখণ্ডসমূহ বশীভূত জাতিসমূহকে ফেরত দিয়ে মূল রাশিয়ায় ফিরে যাবে?

'ফলেনং পরিচয়তে'। মার্কসবাদী অসত্য কখনও সত্য হলে গণ্য হয় না, কারণ প্রতি সপ্তাহে প্রায় দশ হাজার সম্প্রচার-ঘন্টা ব্যয় হচ্ছে মার্কসবাদী প্রচার-প্রপাগাণ্ডায়। প্রলেতারীয় জারবাদীদের কবজাকৃত উপনিবেশসমূহ থেকে লুণ্ঠিত অঢেল ধন-সম্পদ দো-পেয়ে চামচাদের পায়ে অকৃপণভাবে ঢেলেও তা' সত্য হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, এই অসার মতবাদ সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ পুস্তক প্রকাশ করে এর কুৎসিত চেহারাকে শোভন করার প্রচেষ্টায়ও সে সফল হবে না।

প্রকৃত সত্যের বেলায় অবস্থা ভিন্ন। এর অনুসারীরা এর অবাধ নীতির কারণে অবশ্যই একে স্বীকার করবে; বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্যই বিরোধিতা পরিহার করবে।

হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-র পক্ষ ত্যাগকারী খারিজী সম্প্রদায় উভয়েরেই বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। তারা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আদর্শিক বিরুদ্ধবাদী। হযরত আলী (রা)-র শাহাদাতের পর তাদের বৈরিতা উমাইয়া বংশের বিরুদ্ধে নিবদ্ধ হলো। কিন্তু ইসলামের পঞ্চম খলীফার শাসনামলে তারা তাদের দীর্ঘদিনের লালিত বৈরিতা পরিহার করল। কারণ, তখন কোনোভাবেই,

www.pathagar.com

কোথাও অবিচারের কোনো চিহ্নই ছিলো না। এ সময় থেকেই তাদের বিরোধিতার সমাপ্তি ঘটল।[৮৯]

বাস্তব ও সত্যাশ্রয়ী মতাদর্শ, ইতিহাস এবং এ সবের কল্যাণময় সওগাতের এই-ই তো জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। অসত্য ইতিহাস, ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং ব্যবস্থা ডঃ শাখারভ ও তাঁর মতো রাশিয়ার হাজার হাজার নির্ভেজাল দেশপ্রেমিককে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পা-চাটা চামচাদের বশীভূত রাখতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করা হচ্ছে। বস্তাপচা প্রচার-প্রপাগান্ডার দৌরাত্ম্যে বাতাস দূষিত হচ্ছে। বাজারে পুস্তক-পুস্তিকার সয়লাব। তবুও সেই মার্কসবাদী ব্যাঘ্র-দুগ্ধ বিষাক্ত, অপাংক্তেয়ই রয়ে গেল।

খলীফার বিরুদ্ধে নতুন একটি বস্তুবাদী বৈরীপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াল। এরা আজকের যুগের মার্কসবাদী চেলা-চামুণ্ডাদের সমপর্যায়ভুক্ত। এরা দামেস্কের উমাইয়া স্বেচ্ছাচারের প্রতিভূ। এরা অন্য কেউ নয়; তার নিজের পরিবারেরই সদস্য, খলীফার ক্ষমতাগ্রহণের ফলে যারা অর্থ ও প্রতিপত্তি সবই হারিয়েছিল। খলীফার বিরুদ্ধে তাদের দু'টি অভিযোগ ছিলো ঃ এক, কোনো বাড়তি অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যতীতই তাদের সাধারণ মুসলমানদের সাথে সমপর্যায়ভুক্ত করে তাদের মর্যাদাকে খাঁটো করা হয়েছে; দুই, তাদের বাপ-দাদাদেরকে সমস্ত মন্দ কর্মের হোতা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে; তাদের এসব দুষ্কর্মের মূলোচ্ছেদ ইসলামের একজন প্রকৃত খলীফাই করেছিলেন।[৯০]

রুশীয় মার্কসবাদ প্রলেতারীয় জারবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো রুশ দেশপ্রেমিক যদি সংস্কার কর্মসূচীর ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে কিংবা এর বশংবদ কোনো মিত্র দেশে বর্বর মার্কসবাদের গায়ে মানবতার পরশ বোলাবার চেষ্টা করে, তাহলে এই প্রলেতারীয় জারবাদ তাতে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়। কোনো দেশের ঘাড়ে জারবাদের তীক্ষ্ণ খড়্গ যদি নির্মমভাবে পতিত হয়, তখন সেই দেশের প্রতি তার সম্মতিসূচক মনোভাব হয় নমনীয়। কেউ যদি এর কঠিন বাঁধন ঢিলা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়, তখন সেখানে মার্কসীয় জারবাদ ভয়ংকর অগ্নিমূর্তিতে তার দানবীয় মস্তক উত্তোলন করে।

ইসলামের পুনর্জাগরণে রাশিয়ার মার্কসীয় জারবাদ বহু মৃত্যু-ঘন্টা-নিনাদ শুনতে পাচ্ছে — হোক্ তা' আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, এমনকি বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায়। এ কারণেই সে প্রতিটি বোমা, কামানের গোলা এবং বুলেটের আঘাতে আঘাতে সত্য-ইতিহাসকে বিকৃত এবং তার নিজের মিথ্যা-ইতিহাসকে রসাতলে দেয়ার কাজে অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত রয়েছে।

(ক) "হে আমার জনগণ, আমার কথা শোনো। আমার পূর্বসূরি আমাকে

www.pathagar.com

তোমাদের শাসক মনোনীত করে গেছেন। তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্যের শপথ করেছিলে। এখন আমি এই শপথ থেকে তোমাদের রেহাই দিলাম। তোমরা তখন মুক্তভাবে আপন পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ করতে পারো নি; আমার মনোনয়নের সময়ও তা পারো নি। এখন তোমরা তোমাদের খলীফা নির্বাচনের বেলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন।" সুলাইমানের দাফন-কাফন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর এভাবেই তিনি অর্থাৎ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ —. ইসলামের 'পঞ্চম খলীফা' তাঁর গুরুভার বোঝাটি আপন স্কন্ধ থেকে নামিয়ে ফেললেন। কিন্তু জনতা চিৎকার করে তাঁর খিলাফতের প্রতি তাদের নিরংকুশ অনুমোদন ঘোষণা করল।

(খ) "তোমরা আমাকে মেনে চলবে, যদি আমি আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলি; আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি, তাহলে আমাকে মেনে চলতে তোমরা বাধ্য নও।"

(গ) নির্বাচিত খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি তাঁর জন্য আনা হলো। তখন খলীফা এই বলে তাদের ফিরিয়ে দিলেন ঃ "আমার খচ্চরটিই আমার জন্য যথেষ্ট।"

(ঘ) সশস্ত্র দেহরক্ষী তার বল্লম উঁচিয়ে দৃঢ় পদবিক্ষেপে খলীফার সামনে এলো। তাঁর জন্য এ ধরনের কাজ পুনর্বার না করতে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। বললেন, "আমি অন্যান্য মুসলমানের মতই একজন সাধারণ মুসলমান।"

(ঙ) তিনি যখন তাঁর সরকারী দফ্‌তরে প্রবেশ করলেন, তখন কক্ষের সবগুলো সুদৃশ্য ঝুলন্ত পর্দা তিনি অপসারণ করলেন। অতঃপর তিনি মূল্যবান কার্পেটগুলো বিক্রয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানের নির্দেশ দেন।

(চ) তিনি সরকারী সৈন্যদের তার সম্মানে দাঁড়াতে এবং সর্বাগ্রে তাঁকে সালাম জানাতে নিষেধ করেন। তাঁর অভিমত ঃ "আমাদেরই দায়িত্ব সর্বাগ্রে তোমাদের অভিবাদন জানানো।"

(ছ) রাতের বেলায় তিনি সরকারী নথিপত্র দেখতেন সরকারী বাতির আলোয়। কিন্তু যখন তিনি ব্যক্তিগত কাজ করতেন, তখন সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মোমবাতি জ্বালাতেন।

(জ) সাধারণতঃ এশার নামাযের পর তিনি তাঁর মেয়েদের দেখতে যেতেন। একদা তারা তাদের করতলে মুখ আড়াল করে সাবধানে আব্বার সংগে কথা বলতে লাগল। কথাও খুব পরিমিত। তাছাড়া খলীফার দিকে তারা সরাসরি মুখও ফেরাচ্ছে না। ফলীফা মেয়েদের কাছে এমনটি করার কারণ জিগ্যেস করলেন।

জবাবে তারা বলল, "সামান্য ডাল এবং পেঁয়াজ ছাড়া আজ রাতে খাওয়ার

www.pathagar.com

মত ঘরে কিছুই ছিলো না। আমরা চাই না পেঁয়াজের গন্ধ আপনার নাকে লাগুক।"

বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শাসক এই কথা শুনে কেঁদে বললেন, "প্রাণাধিক কন্যারা আমার, তোমরা কি চাও তোমাদের আব্বা অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা তোমাদের ভালো ভালো উপাদেয় খাদ্যের যোগান দিক? তোমরা কি দেখতে চাও যে, অবৈধ উপার্জনের জন্য তার দেহ দোজখের আগুনে দগ্ধ হোক?"[৯১]

মেয়েরা কেঁদে ফেলল আব্বার কথা শুনে। অশ্রুধারা সবেগে নির্গত হতে লাগল। তাদের চক্ষু থেকে নির্গত মুক্তোর মত অশ্রু-কণা ছিলো ইসলামের কঠোর সংযমী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি। পক্ষান্তরে, তা' ছিলো ঘৃণ্য বস্তুবাদের প্রতি অস্বীকৃতিরই পরিচয়বাহী। এই বস্তুবাদের পংকে নিমজ্জিত হতভাগ্য উড়নচণ্ডীরা সেইসব নোংরা মোষের মত, যারা কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খায়, কিন্তু কাদার ব্যাপারে তারা একেবারেই নির্বিকার।

মানব জাতি এবং পশু ঃ উন্নতির প্রভেদ

এভাবেই পত্তন নতুন সমাজের
এভাবেই জন্ম একটি নতুন মানুষের
এভাবেই উন্মুক্ত হয়েছে একটি নতুন পৃষ্ঠা
সত্য ইতিহাসের।

এটাই হলো যথার্থ অগ্রগতি, যার অবয়ব আচ্ছাদিত নৈতিক শিক্ষা এবং কল্যাণী রীতি-পদ্ধতি দ্বারা। মার্কসবাদী অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে বর্বরের অগ্রগতি, সেখানে নৈতিক শিক্ষা বা কল্যাণী আদর্শ ও রীতি-পদ্ধতির কোনো বালাই নেই।

মানুষের মধ্যে নিরঙকুশ শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা সকল ব্যবস্থায়ই সর্বাপেক্ষা বড় বিপর্যয়। নিজের আত্মীয়, কিন্তু একজন আদর্শিক বিরুদ্ধবাদীর সংগে অনুরূপ আচরণ করা সম্ভব নয়। এমন কি সেই ব্যক্তির যেখানে দেশের সংবিধানের ওপর আস্থা পর্যন্ত নেই। এতদসত্ত্বেও একমাত্র ইসলামী আদর্শই পারে তার সাথে ন্যায়সংগত আচরণ করতে; কারণ সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দাদেরই একজন হিসেবে স্বীকৃত।

একদা জনৈক মুসলমান হীরার একজন অমুসলমানকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা এ ব্যাপারে পঞ্চম খলীফার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করল। খলীফা সেই মুসলমান খুনীকে গ্রেফতার এবং নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের হাতে তাকে হস্তান্তরের জন্য স্থানীয় গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

তারা খুনীকে হত্যা করবে, না মাফ করে দেবে, এটা সম্পূর্ণ তাদের এখতিয়ারভুক্ত। তারা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল।[৯২]

প্রলেতারীয় জারবাদ নিরপরাধ আফগানদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা আফগানিস্তানে তাদের আদর্শিক ভিন্নমতাবলম্বী; যদিও রাশিয়ার মাটিতে নয়, তবুও তাদের ওপর চলছে এই নির্যাতন। যদি আফগানরা এই মতবাদ গ্রহণ করে এবং পরিণত হয় যন্ত্র-মানবে, তাহলেই এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে।

স্বদেশে আদর্শিক ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ার কারণে তস্করের মত ভিনদেশে প্রবেশ করে হাজার হাজার আফগানকে হত্যা করা ইউরোপীয় বর্বর মানব-পশুর কাজেরই মত, যাদের চরমতম অধঃপতন শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে এবং সম্ভবতঃ তা' মানবজাতির জন্য সর্বশেষ স্তর।

মার্কসবাদ অন্য একটি মতাদর্শ কিংবা এর (মার্কসবাদ) প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনকারীর উপস্থিতিতে ভয়ে কম্পমান হচ্ছে। কেন এমনটি হচ্ছে? ইউরোপীয় সমস্ত মতবাদের মধ্যে মার্কসবাদই সবচেয়ে হীনবল, নড়বড়ে; সবচেয়ে অসার, ফাঁপা; সবচেয়ে অথর্ব।

শাশ্বত ইসলামী আদর্শ ইসলামে অবিশ্বাস স্থাপনকারীর প্রতি শুধু যে সহনশীল তাই নয়; আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে তাদের প্রতি সুবিচারও নিশ্চিত করে থাকে। ইসলামের ছায়াতলে মানুষের ঐক্যের রজ্জু কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না।

কিন্তু বর্বর মার্কসবাদী মতাদর্শ একে অস্বীকারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া শাসনামলের একজন অত্যাচারী গভর্নর ছিলেন। উমাইয়া শাসকদের কাছে তিনি সর্বাধিক অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইসলামের খলীফার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। "শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেকটি জাতি যদি তাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে হাজির করে, তাহলে নিঃসন্দেহে উক্ত উমাইয়া-সন্ত্রাসী দুষ্কর্মে সকলের রেকর্ড ভংগ করবে।" হাজ্জাজের পরিবারকে ইয়েমেনে নির্বাসিত করা হয়; সেখানকার গভর্নরকে জানানো হয় যে, এই পরিবারটি আরব দেশে সর্ব-নিকৃষ্ট এবং এই পরিবারের সদস্যরা যেন অবশ্যই বিচ্ছিন্নভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসবাস করে।[৯৩]

সত্য ইতিহাস মাত্র একজন অত্যাচারী গভর্নরের পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। কিন্তু অসত্য মার্কসবাদী ইতিহাসের ছত্রছায়ায় মতাদর্শের ভিত্তিই হলো গুণ্ডামি, ক্ষমতা দখলের পথই হলো অপরাধ এবং একে টিকিয়ে রাখার উপায়ই হলো সন্ত্রাসী তৎপরতা।

www.pathagar.com

প্রলেতারীয় জারবাদ দখলীকৃত উপনিবেশসমূহে সমগ্র জাতিকে শিকড়হীন এবং ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। কি তাদের অপরাধ? তাদের অপরাধ কি লাল-সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন? তারা কি নিরপরাধ জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে? তারা কি সন্ত্রাসী উপায়ে তাদের মতাদর্শ জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে? না, কখনই না। তাদের একমাত্র অপরাধ ঃ তারা জারবাদী গুণ্ডামি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। সচেতন মানুষের দৃষ্টিতে সত্য এবং অসত্য ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয় — যদি না জন্ডিস রোগে চোখ আক্রান্ত হওয়ার মত সেই 'সচেতনতা' পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ফিতরতমুখী অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ এবং সত্য-ইতিহাস মাত্র একজন সন্ত্রাসী জালিমকে (হাজ্জাজ বিন ইউসুফ) বরদাশ্‌ত করে নি; আর আজ সমগ্র বিশ্ব সন্ত্রাসী মতাদর্শের স্টীম-রোলারে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এর অস্তিত্বই টিকে আছে সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় করে।

যখনই মার্কসবাদে বিশ্বাসী একটি জাতি, একজন পার্টি নেতা কিংবা একজন নাগরিক একে একটু উদার, নমনীয় অথবা মানবীয়করণ করতে চায় বা করার উদ্যোগ নেয়, তখনই রাশিয়ান ট্যাংকবহর প্রচণ্ড গর্জনে ধাবিত হয়ে সেই জাতিকে কঠোরভাবে দমন করে এবং সন্ত্রাসবাদের এক নয়া তরঙ্গাভিঘাতে তাকে চিরতরে নিশ্চুপ করে দেয়। এটাই হলো এই অসার মতবাদ ও অসত্য-ইতিহাসের মূল প্রাণশক্তি।

পঞ্চম খলীফাকে বিষ প্রয়োগের পারিশ্রমিক

অবশেষে তাঁর একজন আত্মীয়ের চক্রান্তেই পঞ্চম খলীফাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। বিষ প্রয়োগকারী ভৃত্যকে খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন আমাকে বিষ খাইয়েছিলে?" সে জবাব দিল যে, তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল; এই লোভেই সে এই কাজ করেছে। খলীফা ভৃত্যের কাছ থেকে ঐ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে নিলেন এবং তা' বায়তুল মাল-এ জমা দিলেন, যাতে তা' সরকারী সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। তারপর সেই ভৃত্যকে বললেন যে, তাকে যেন এই অঞ্চলে কখনও আর না দেখা যায়। এই বিষ প্রয়োগের পারিশ্রমিক সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হলো।[১৪]

বর্তমানে দুই পরাশক্তি তাদের মুসলমান নামধারী বশংবদ মিত্রদের নিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদীদের বিষ প্রয়োগ এবং তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার কোশেশ করছে। কিন্তু ইসলামের অগ্রগমন ও পুনর্জাগরণ কোনো ব্যক্তি

www.pathagar.com

বিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণে, যেখানেই দুশমনের ভয়াল থাবা উন্মুক্ত হয় তাদের স্তব্ধ করে দিতে, সেখানেই তারা বজ্রকণ্ঠ হয় নতুন প্রাণশক্তি ও আগ্রহে উদ্দীপ্ত হয়ে।

দুই পরাশক্তি এবং তাদের অমুসলিম মিত্ররা মুসলমানদের সাদরে গ্রহণ করছে সেইসব ব্যক্তিদের মত, যারা পঞ্চম খলীফাকে বিষ প্রয়োগ করেছিল। তারা খলীফা এবং তাঁর শাসন-ব্যবস্থাকে বরদাশত্ করতে পারে না, কারণ সেই শাসন-ব্যবস্থা অসত্যের ভয়াল মুখমণ্ডলকে অনাবৃত করেছে এবং বৃহৎ শূন্য কলসীকে ভেংগে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়; দুশমনরা সেইসব মুসলমানদেরও বরদাশত্ করে না, যারা সত্য-ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষা লাভ করে পঞ্চম খলীফার সমগুণ সম্পন্ন হওয়ার এবং একটি নয়া-সমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করেন।

কিন্তু তারা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত বিষ প্রয়োগকারীদের সাদরে মাল্যভূষিত করছে। দুই পরাশক্তি ইসলামের এই দুশমনদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাহায্য-সহায়তা করার লক্ষ্যে পরস্পরের সাথে টেক্কা দিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে, অস্থিরভাবে ডিগবাজী খাচ্ছে। তারা এবং তাদের সমপন্থীরা মুসলিম সরকারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে, যেন তাদের গায়ে নখের আঁচড়টি না লাগে। যদি কখনও তারা (কথিত মুসলিম সরকারগুলো) পুনর্জাগরণবিরোধী অমুসলমানদের স্বজাতির ধ্বংস সাধনে মদদ যোগায়, তাহলে মতলববাজ পরাশক্তিদ্বয় ঐ ঘর-শত্রু বিভীষণদের থুথু পর্যন্ত পরম আগ্রহে চেটে নিঃশেষ করতে বিলম্ব করে না; শুধু তাই নয়, তারা তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বরমাল্য দেয়ার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। এই বিশ্বাসঘাতক বিষাক্ত কীটদের রক্ষার উদ্দেশ্যে তারা তাদের জাতিগত মানমর্যাদা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কসুর করে না; কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সুতীব্র বিদ্বেষ তাদের নিজস্ব জাতীয় মর্যাদা-বোধের চেয়েও গভীরতর। তারা ঐ পরাশক্তিদ্বয়ের সাক্ষীগোপাল মাত্র; মুসলিম-নামের লেবাস পরে' তারা ইসলামী চেতনার মূলোৎপাটন এবং মুসলমানদের ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

রূঢ় হলেও সত্য যে, তারাই এবং একমাত্র তারাই ইসলামী পুনর্জাগরণের ফলে গড়ে ওঠা হিমাদ্রি-কঠিন মুসলিম ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করছে, যে-সংহতি ইসলামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রু, অমুসলমান এবং তাদের মুসলমান নামধারী এজেন্টদের কল্পনারও অতীত।

www.pathagar.com

অংশ-৩ ইতিহাসের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক খসড়াচিত্র

"১৮৬৪ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উজবেক, তাজিক এবং তুর্কমেন জনগোষ্ঠি-অধ্যুষিত মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল রুশ সম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এই হীন জবরদখল প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাসখন্দ দখল।"[৯৫]

ঔপনিবেশিক জবরদখল কখনই কি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় হয়েছে? ইতিহাসে তার কি কোনো প্রমাণ আছে?

"জারবাদী সরকার মধ্য এশিয়ায় ঔপনিবেশিক নিপীড়নের নীতি অবলম্বন করে। সেখানকার জনগণ জারবাদী সেনানায়ক ও সরকারী আমলাদের বে-আইনী কার্যকলাপ এবং রুশ পুঁজিপতি ও স্থানীয় ধনিক শ্রেণীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। তুর্কীস্তান ছিলো রাশিয়ার শিল্প-কারখানার জন্য তুলা সরবরাহের কেন্দ্র এবং রুশ উৎপাদনকারীদের জন্য আদর্শ বিক্রয়-বাজার।"[৯৬]

সবগুলো দখলীকৃত উপনিবেশেই ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণ একান্তই মামুলী ব্যাপার। উপনিবেশবাদ স্বতঃই অমানবিক, নির্দয়। অধিকন্তু এর গ্রহণযোগ্যতাও অপরাধ এবং শয়তানীর চোরাবালির ওপর দণ্ডায়মান।

"তৎসত্ত্বেও, রুশ সাম্রাজ্যের সংগে মধ্য এশিয়ার সংযুক্তি বৈষয়িকভাবে এর জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল। এই সংযুক্তির সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলের জনগণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন-করছিল। রুশ সাম্রাজ্যের সংগে তাদের সংযুক্তির সাথে সাথে তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই অঞ্চলে ঢুকতে শুরু করে। অত্যন্ত ধীরে হলেও জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন ঘটতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ধর্মনিরেপক্ষ স্কুলসমূহ।"[৯৭]

'ইউ.এস.এস.আর. একাডেমী অব সায়েন্সের ইনস্টিটিউট অব হিস্ট্রী' নামক রন্ধনশালায় বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের বিজ্ঞানমুখী পাচকদের পাকানো ইতিহাস নামক খিচুড়ির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, উপস্থাপনা কিংবা পুঙখানুপুঙখ বিশ্লেষণের এই-ই হলো জাজ্জ্বল্য নমুনা।

এই সংযুক্তি যদি বৈষয়িক দিক থেকে দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের জনগণের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে, তাহলে মূল রাশিয়ার সংগে আমেরিকার সংযুক্তিও রুশদের জন্যে কল্যাণকর হবে। হীন জীবন, দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ-পরিক্রমা, মানবাধিকার দলন এবং তাদের জীবন মানের ওপর সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণসম্বলিত বর্তমান মার্কসবাদের সৃষ্ট সমস্ত দুর্ভোগ-যন্ত্রণা নিমিষেই অন্তর্হিত হবে। শান্তি ও প্রগতি, তৃপ্তি ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বর্ণফল অচিরেই তাদের নাগালে

www.pathagar.com

আসবে। আজ আফগানিস্তানে তাদের সৈন্যরা আমেরিকান সিগারেট ও হাশিস ক্রয়ের জন্য তাদের অস্ত্র বিক্রয় করছে। তাদের গৃহবধূরা মার্কিন পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভোগ্যপণ্যের সন্ধানে কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় ভিড় করছে। মার্কিন-ধাঁচের স্বাধীনতা এবং আমেরিকায় তৈরি দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি রাশিয়ানদের একটি অলক্ষ্য ব্যাকুলতা রয়েছে। এ ধরনের স্বাধীনতা চাওয়ার 'অপরাধে'ই স্টালিন তাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলেন। যখনই সুযোগ এসেছে, তখনই হাজার হাজার মানুষ বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে এবং দুর্ভেদ্য কারাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে গেছে।

আমেরিকা যদি রাশিয়ার সংগে সংযুক্ত হতো, তাহলে লাভ হতো রুশদেরই

মূল রাশিয়া যদি আমেরিকার উপনিবেশে পরিণত হয়, তাহলে বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ তাহলে পারমাণবিক ধ্বংস-যজ্ঞের যে ভয়াবহ আশংকা আজ সারাবিশ্বে আতংকের ঝড় তুলেছে, তার অবসান ঘটবে। পারমাণবিক ভয়াবহ অমানিশার অন্ধকার ও আতংকের পরিবর্তে বিশ্ববাসী দেখবে শান্তি ও স্বস্তিভরা নব-উষার স্বর্ণালি সূর্যোদয়।

তারা কি এই সত্য, স্বস্থিত এবং কার্যকর বাস্তবতাকে গ্রহণ করবে? জাতি হিসেবে তারা কি তাদের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিজেদের চাইতে আরও প্রাগ্রসর, আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হবে? তারা কি উন্নততর জীবন-মান সম্বলিত কল্যাণকর আমেরিকান শাসনে প্রত্যাবর্তনের কারণে মার্কিন সামরিক জান্তা ও সরকারী আমলাদের দ্বারা শাসিত ও নির্যাতিত হতে স্বীকৃত হবে?

আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক কল্যাণের স্বার্থে তাদের দেশের সংগে আমেরিকার সংযুক্তি মেনে নেয়া যদি তাদের পক্ষে মনস্তাত্ত্বিক কারণে সম্ভব না হয়, তাহলে তারা প্রাচ্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে বন্ধুত্বমূলক পরীক্ষা হিসেবে তাদের শাসন করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে গান্ধী-অনুসারীদের আমন্ত্রণ করে আনুক। যে-কোনো সংকট এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান এবং অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে তারা দু'দেশের মধ্যকার মিত্রতা চুক্তির কথা স্মরণ করতে পারে, নিতে পারে তার সাহায্য।

ইতোমধ্যেই তারা বস্তাপচা, বাতিল ইউরোপীয় মার্কসবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এবার তারা প্রাচ্যের মতবাদ — যুগান্তকারী গান্ধীবাদকে গ্রহণ করুক। সাফল্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই ব্যবস্থাই ধার-করা ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাসী দেশসমূহের জন্য সর্বোত্তম। এই ব্যবস্থা কখনই একটি

www.pathagar.com

জাতির আত্ম-পরিচয়কে মুছে দেয়ার মত ঘৃণ্য কাজকে সমর্থন করে না। এটা অন্ধ-প্রতিক্রিয়াশীল নয়। এর রয়েছে নিজস্ব ধাঁচের একটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরই এখানে কাজ করছে। অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক কোনো নীতিতেই আদর্শিক নতজানু মনোবৃত্তির অস্তিত্ব নেই। এখানে একনায়কতান্ত্রিক বালখিল্যতার কোনো স্থান নেই। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই ব্যবস্থা একটি উৎকৃষ্ট অনুকরণীয় আদর্শ।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের যে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর।

"বিশ বছরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৪৪০ মিলিয়ন থেকে দ্রুত বেড়ে ৭০০ মিলিয়ন হওয়ার বিষয়টি স্মরণ রেখেই বৃটেনের রাণী মন্তব্য করেন ঃ 'এতদসত্ত্বেও ভারতবর্ষ বিশ্বের দশ কিংবা অনুরূপ সংখ্যক প্রাগ্রসর শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে অন্যতম দেশে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে।'"[৯৮]

কোনো ভারতীয় মুখমণ্ডলে দুঃখ-যন্ত্রণার ছাপ এঁকে খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হয় না; কোনো ভারতীয়েরই মৌলিক, জন্মগত ও মানবিক অধিকারসমূহ অস্বীকার করা হয় না। কোনো ভারতীয়ই একনায়কতন্ত্রের কাছে মাথা নত করে না — তা' সে যেকোনো লেবাসে বা পরিচয়েই আসুক-না-কেনো; কারণ সেই ঘৃণ্য একনায়কতন্ত্র হলো মানুষকে শাসন-শোষণের নিকৃষ্টতম, গণ-বিচ্ছিন্ন এবং মর্যাদাহানিকর পন্থা।

তুলনামূলকভাবে এবং বস্তুগত নিরীখে, প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তবানুগভাবে ভারতীয় দর্শন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং গান্ধীর অহিংসবাদ কম্যুনিজম-শাসিত রুশদের কাছে পরম আর্শীবাদ হিসেবে প্রতিভাত হতো* — যারা ৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কখনই প্রকৃত স্বাধীনতা কি তা জানতো না। তারা কি এ ধরনের ব্যবস্থা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেবে? তারা কি তাদের জাতীয় অহংবোধে আঘাত করে? তারাই কি একমাত্র জনগোষ্ঠি, যারা এই জাতীয়-অহংবোধ এবং আত্মসম্মানকে লালন করে? প্রলেতারীয় জারবাদী সাম্রাজ্যের সকল দখলীকৃত এবং শৃঙখলিত জাতিসমূহের মধ্যে কি এই জাতীয়-স্বাধীনতার অনভূতি নেই? বাস্তবিকই এটা কি একটি এক-মুখো গাড়ি? এটাই কি তাদের বিজ্ঞান? এই-ই কি তাদের উন্নতির নমুনা?

---

* এখানে ভারতীয় দর্শন, গান্ধীবাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত লেখকের যে মতামত, তা' কম্যুনিজমের সাথে তুলনামূলক নিরীখেই করা হয়েছে। কম্যুনিজমের তুলনায় ভারতীয় দর্শন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা গান্ধীবাদ যে অনেক উন্নত, অনেক গ্রহণীয়, সেই প্রসঙ্গটিই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন লেখক। — অনুবাদক

www.pathagar.com

"অত্যাচারী রাজকীয় জারদের নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই বাশকিরিয়া কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন থেকে রুশ জনগণের সাথে মুনাফা অর্জন করে। সামন্ত প্রভুদের মধ্যকার ভয়াবহ রক্তাক্ত সংগ্রাম বন্ধ হলো এবং যাযাবর গো-চারণের স্থলে জায়গা করে নিয়েছিল কৃষি। সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ বাশকিরিয়ার রাজধানী উফা ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, গড়ে ওঠে কারিগর ও ব্যবসায়ী-সমৃদ্ধ একটি সুসংবদ্ধ স্থায়ী জনগোষ্ঠি।"[৯৯]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুরাও দাবি করত যে, তাদের উপনিবেশবাদী মাকাল ফল ভারতীয়দের জন্য কল্যাণকর। বিশ্বের সকল উপনিবেশবাদী প্রভুরাই তাদের নিজ নিজ কর্ম-পন্থার পক্ষে সাফাই গেয়েছে। ফরাসীরা আলজিরিয়া এবং অন্যত্র এ রকমটিই করেছিল।

ঔপনিবেশিক নিপীড়নকারী এ ধরনের সাফাই গাওয়ার যোগ্য নয়, যোগ্য নয় তার সংগে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে চুক্তিবদ্ধ কোনো বশংবদ মোসাহেবও। একমাত্র স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিপীড়তরাই ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ ধরনের মুক্তকণ্ঠ সাফাই গাইতে পারে।

আজ কোনো ভারতীয়ই বৃটিশ উপনিবেশবাদের প্রশংসা করতে পারে না। কোনো আলজেরীয়ই আজ ফরাসী উপনিবেশবাদের পক্ষে প্রশংসামুখর হবে না। তবে এ কথা সত্য যে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে মুক্তিকামী অগণিত জনতার ভিড়ে কতিপয় মীরজাফরের উপস্থিতি অবশ্যই ছিলো যারা উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় লালিত হয়ে নিয়োজিত ছিলো বিদেশী শাসকদের গুণকীর্তনে।

এইভাবে ইতিহাসের বিজ্ঞানানুগ ব্যাখ্যাকারী নব্য-জারবাদী ঔপনিবেশিক প্রভুদের পক্ষে নিজেদের অনুকূলে সরাসরি এ ধরনের গুণকীর্তন যথাযথ নয়। এ ছাড়া, স্বজন-স্বসমাজের ওপর নিপীড়নকারীদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ সুলাইমানভ, বাবাখানভ এবং বশিরানভ গ্রুপের নাটকের সাড়ম্বর প্রদর্শনীও হতো অমর্যাদাকর।

ইতিহাসের বিজ্ঞানানুগ দৃষ্টিভংগি এটা নয়; বরং তা' মানব জাতির বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক বিশ্বাসঘাতকতা। মানব জাতির দুশমন এই বিশ্বাসঘাতকরাই আবার ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী ঔপনিবেশিক প্রভুদের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। তাদের দু-মুখো মুনাফেক দালালরা লাল-আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহায্য-সহায়তার আদলে বশীভূত উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধ পন্থায় লুণ্ঠিত সম্পদ গোগ্রাসে গিলছে; তাদের প্রভুসুলভ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করছে বিশ্বের নানা ভাষা-উপভাষায়।

www.pathagar.com

সত্য তাদের কল্প-ইতিহাসের নিন্দায় সোচ্চার।

"অস্ত্রাখান, বাশকিরিয়া এবং ডন অঞ্চলের বিদ্রোহ ছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সর্ববৃহৎ জনপ্রিয় আন্দোলন।

১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে বাশকিরিয়ায় ভয়াবহ বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখন স্থানীয় স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠি তাদের নিজেদের দেশে নেতৃত্বের হাল ধরে। তাদের আশা ছিলো রাশিয়া থেকে বাশকিরিয়ার বিচ্ছিন্নকরণ কার্যকরী করা এবং দেশকে তুর্কী কর্তৃত্বাধীনে আনা। ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়; জনসাধারণের মধ্যে তা' কোনো স্বস্তিই আনতে পারে নি।"[১০০]

বাশকিরিয়া যদি রুশ জালিমদের কাছ থেকে স্বার্থ হাসিল করেই থাকবে, তাহলে সে কেন বিদ্রোহ করল? "সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আন্দোলন" — এই শব্দমালার প্রতি লক্ষ্য করুন। কেন সমগ্র জাতি রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইল? এমন কোনো আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি কি সমগ্র বিশ্বে আছেন যিনি সামান্য বস্তুগত সামগ্রীর লোভে তার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেবে? কেমন ন্যাক্কারজনকভাবে তারা স্বাধীনতা এবং মর্যাদার জন্য ব্যাকুল একটি জাতির স্বতঃস্ফূর্ত তৃষ্ণাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে! একজন মানুষের দ্বারা আরেকজন মানুষকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার মত ঘৃণ্য কাজকে বৈধ করার কী হীন প্রচেষ্টা! যে ব্যক্তি স্বীয় উপনিবেশবাদকে বৈধ করার জন্য মুক্তি সংগ্রামীদের বিতাড়িত, অবাঞ্ছিত হিসেবে চিহ্নিত করে, সে কেমন ধারা অমানুষ!

শুধুমাত্র জারের পতন হয়েছে। কিন্তু জারবাদী স্বৈরাচারের অবসান ঘটেনি। এ কারণে প্রলেতারীয় জারবাদ পুরাতন জারবাদী সমস্ত কার্যকলাপ বৈধ রেখেছে।

আফগানিস্তানে এর হালের নির্যাতনও এভাবে জায়েয করা হয়েছে — "আফগানিস্তানে চার বছর ব্যাপী সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে কৈফিয়তের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সরকারী সংবাদপত্র প্রাভদা গতকাল এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রতিবেশী অর্থাৎ আফগানিস্তান তার দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার-কার্যক্রমসমূহকে বাইরের প্রতি-বিপ্লবীদের নাশকতামূলক হামলা থেকে রক্ষা করছিল, তাকেই সে বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি 'অঘোষিত যুদ্ধ' অব্যাহত রাখতে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সক্রিয় রাখে। .... আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতি "আরও যে কারণে অব্যাহত রয়েছে, তাহলো এর দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা"। এই সামরিক উপস্থিতি সীমিত এবং অস্থায়ী প্রকৃতির, এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েই পত্রিকাটি উল্লেখিত মন্তব্য করে।"[১০১]

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে "ভলগা অববাহিকার অ-রুশ জনগণ আন্দোলন শুরু করে; সমগ্র বাশকিরিয়ায় বিদ্রোহ ফেনিয়ে ওঠে।"[১০২]

সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্য এশীয় অঞ্চলসমূহ রাশিয়ার সংগে একীভূত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত লাভের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল? বস্তুগত লাভ কি কখনও বিদেশী শক্তির কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জনের স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে তিরোহিত করার কাজে সফল হয়েছে? কি জঘন্য প্রচেষ্টা!

ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে পাওয়া মুনাফা কি স্বাধীনতার সমতুল্য?

ইতিহাসের ব্যাখ্যাকারী এই বৈজ্ঞানিক-মিথ্যাবাদীরা অর্থনৈতিক মুনাফার কথা বলে। যখন কোনো ঔপনিবেশিক প্রভু তার কোনো দখলীকৃত উপনিবেশে কিছু করে, সে তার নিজের লাভের জন্যই তা করে। সেখানে তার সকল বিনিয়োগ, সংস্কার কর্মসূচী এবং অন্যান্য কাজকর্ম শৃঙখলিত জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নয়, বরং তা' তার স্বীয় হীন স্বার্থই চরিতার্থ করছে। তার সমস্ত লাভের ফসল জমা হয়েছে পরোক্ষভাবে এসব শৃঙখলিত মানুষদেরই কঠোর শ্রমের বিনিময়ে। তথাপি, সে যদি তার জনগণকে ভালোভাবে খাবার এবং শিক্ষার সুযোগা-সুবিধা প্রদান করে থাকে, তা'হলে শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকে ভালো কাজ আদায়ের জন্যই তা' করে, অন্য কোনো সুদূরপ্রসারী কল্যাণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা' করে না।

এই নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীরা জারবাদী ঔপনিবেশিক শাসনে মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির কথা বলে। অথচ সেখানকার মুসলমানরা ইতোমধ্যেই প্রবেশ করেছিল অবনতির অন্ধকার গহ্বরে। এ কারণেই তারা জারবাদের অনায়াস-গ্রাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের যদি জোর করে বশীভূত না রাখা হতো, তাহলে তারা পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে নিজেদের উত্থান ঘটাতো,* নব-জীবনের স্বর্ণস্পর্শে অভিষিক্ত হতো, যেমনটি করছে আজকের দুনিয়ার সমস্ত নবজাত স্বাধীন জাতিসমূহ।

কিন্তু জারবাদী স্বৈরতন্ত্র বশীভূত জাতিসমূহকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রেখেছিল এবং তিলতিল করে নিঙড়ে নিয়েছিল তাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য,

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নের সবগুলো 'প্রজাতন্ত্রই' আজ এক একটি স্বাধীন দেশ। কম্যুনিস্ট-শাসনের লৌহ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেছে; অন্তর্হিত হয়েছে অসত্যের প্রগাঢ় কালোমেঘ। সর্বশেষ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের হাতেই কম্যুনিজম নামক চরম অসত্য এবং তথাকথিত 'অবিনশ্বর' কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের ভরাডুবির কাজটি সম্পন্ন হয়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

প্রাণস্ফূর্তি। যে কার্যকলাপই আজ তাদের মধ্যে দৃশ্যমান হোক্ না কেন, তা' ঔপনিবেশিক অবশেষেরই ফলশ্রুতি।

ইতিহাস জোড়াতালি দেয়ার কাজে দক্ষ রুশরা মধ্য এশীয়দের সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জ্ঞান দান করবে? যে মধ্য এশিয়া প্রখ্যাততম বিজ্ঞানীদের জন্ম দিয়েছে, সমগ্র বিশ্ব যখন অজ্ঞানতার অভিশপ্ত অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের জন্য যে মধ্য এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সেই সুসভ্য, সংস্কৃতিবান মধ্য এশীয়দের তারা সংস্কৃতি সম্পর্কে শেখাতে পারে কি? রাশিয়ার অভিশপ্ত অজ্ঞানান্ধতা অভ্যন্তরীণভাবে এর জারবাদী স্বৈরতন্ত্রের সংগে এবং বাহ্যিকভাবে ঘৃণ্য উপনিবেশবাদের সংগে যুক্ত হয়েও ভয়াবহ কদর্যতা লাভ করে। মিথ্যুকদের কণ্ঠরোধ করতে মধ্য এশিয়ার দু'জন বিজ্ঞানী — ইবনে সিনা এবং আল খারেজমীর নামই যথেষ্ট। সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁদের বিজ্ঞানের কল্যাণী পরশে উপকৃত হয়েছে, ধন্য হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। (আফিম অধ্যায় দেখুন)

"আল খারিজমী শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ্যারই জনক ছিলেন না, তিনি গণিত শাস্ত্রেরও জনক ছিলেন।"[১০৩]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এহেন সমৃদ্ধমান ইতিহাস এবং প্রোজ্জ্বল কৃষ্টির অধিকারী মধ্য এশিয়ার মুসলমানদেরকে আজকের প্রলেতারীয় জারবাদীরা একান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। তারা তাদেরকে বিবেচনা করে এমনই এক আদিম উপজাতি হিসেবে, যাদের বসবাস গভীর অরণ্যে কিংবা দুর্গম পাহাড়-পর্বতে এবং তারা জারবাদী আনুকূল্য ও আশ্রয় লাভ করছে।

"ইউরোপীয়-রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে আদর্শ হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে। অন্ততঃ মস্কোয় এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহের সংস্কৃতি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় না; ব্যতিক্রম শুধু টিভি অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক উৎসবকে আকর্ষণীয় করতে জাদুঘরের মনোরম চিত্রকর্ম ঝুলিয়ে রাখার ক্ষেত্রে (আমাদের উপজাতীয় চিত্রকর্মগুলোকে আমরা যেভাবে ঝুলিয়ে রাখি, অনেকটা সেরকম)।"[১০৪]

উপরের সত্য ইতিহাসটি ভারতের একজন বরেণ্য সন্তান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এটাই হলো নিখুঁত বাস্তবতা। এটাই আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসের নির্ভেজাল বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ। সচেতন ব্যক্তিবর্গ আসুন, ইতিহাস সম্পর্কিত প্রলেতারীয় জারবাদী সাহিত্যের পাহাড়-সমান স্তূপ তাদেরই ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি।

দ্বিপদ চামচারা কি সে-রকমটি করবে? এ ব্যাপারে ঘোরতর সংশয় রয়েছে। কারণ, একটি জাতিকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা অপরাধ। এর সম্পদরাজি

www.pathagar.com

লুণ্ঠন করা আরও জঘন্য অপরাধ। চামচাগিরি করার ঘুষ হিসেবে ঐ সম্পদের কিয়দংশ আত্মসাৎ করা জঘন্যতম অপরাধ। যদি অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা স্বীয় ভুল বিচারের কারণে তারা চামচাগিরি করে থাকে অর্থাৎ লাল-প্রভুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকে, তাহলে একদিন তারা তাদের মত ও পথ পরিবর্তন করবে, হাজার হাজার লালপন্থী নেতারা তাদের সত্য-প্রকৃতি অনুধাবনের পর যেভাবে মার্কসবাদের সর্বনাশা বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা যদি একে জীবনবিধান বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে কেউ তাদেরকে এই অক্টোপাসের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

রুশ শ্রমিকদের সমন্বয়ে সেখানে যদি পোল্যান্ডের স্বাধীন সলিডারিটি শ্রমিক ইউনিয়নের মত সংগঠনের উদ্ভব হয় তাহলে বিশ্ববাসী টেলিভিশনের পর্দায় প্রত্যক্ষ করবে এই নব্য প্রলেতারীয় জাররা রাশিয়ার মাটিতে কী শোচনীয় অবস্থায় আছে।

"ক্ষমতাসীন পেশাজীবী হোম্‌রা-চোমরা শ্রেণীর লোকেরা যেসব সুযোগ-সুবিধা এবং উপরি পাওনা লাভ করে থাকে, তা' পশ্চিমা দেশসমূহের তাদের সমপর্যায়ের ব্যাপক সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার সংগে তুলনীয়। দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ এলাকাসমূহে গ্রাম্য কুটিরের আদলে বেড়া-ঘেরা বিলাসবহুল কুটিররাজি, নিজস্ব চালকসহ সুদৃশ্য লিমোজিন গাড়ি, ভি.আই.পি, বিপণীবিতান, বিদেশী এবং আমদানীকৃত সর্বোচ্চমানের দ্রব্য-সামগ্রী, বিশেষ চিকিৎসা-সুবিধা — বাস্তবিক পক্ষে, সাধারণ জনগোষ্ঠি থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় চিহ্নিত করে তাদের জারবাদী শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে যা যা দরকার, অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে তাদের জন্য তার আনজাম দেয়া হয়েছে।"[১০৫]

মার্কসবাদী একনায়ক এবং তাদের সহযোগীবৃন্দ একনায়কতন্ত্রের 'উপকারী লাড্ডু' বরাদ্দ দেয়ার জন্য কার্ল মার্কসকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করুক এবং সর্বহারা শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী মার্কসকে অভিশাপ দিক তাঁর অস্বাভাবিক অমানবিক এবং একচোখা পাশবিক ব্যবস্থার জন্য যা তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলেছে একদলীয় শাসনের লৌহজালের মধ্যে।

প্রলেতারীয় জারেরা অর্থাৎ মার্কসবাদী শাসকগোষ্ঠি রাজকীয় জার এবং তাদের সহযোগীদের মতই বিলাসী জীবন যাপন করে।

মার্কসবাদকে একটি নির্লজ্জ মুনাফেকী এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

"সোভিয়েত জাতীয় সংগীতে উদ্দীপক আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা বিধৃত হয়েছে; কিন্তু সেখানে ক্রমান্বয়ে যে বুর্জোয়াঁ আত্মকেন্দ্রিক সমাজের বিস্তৃতি

www.pathagar.com

ঘটছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে নাগরিক জীবন, এমন কি পালাবদল ঘটছে ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রেরণা লাভের ক্ষেত্রে, তার সাথে ঐ তথাকথিত আন্তর্জাতিকবাদীদের অন্তঃসারশূন্য জিগির বড়ই বেমানান। মিঃ ব্রেজনেভ যে হলঘরে মিঃ মোরারজী দেশাইকে রাষ্ট্রীয় ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন, তার দেওয়াল এবং ছাদ বাইবেল এবং জার-ইতিহাসের নানা ঘটনা-সম্বলিত দৃশ্যাবলীতে মনোরমভাবে সাজানো হয়েছিল।"[১০৬]

মার্কস শুধুমাত্র দু'টি শ্রেণী-সত্তার প্রতি কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার ঐতিহাসিক জারবাদের সংগে তার মতবাদের সংমিশ্রণের পরে বাস্তবে রাশিয়ায় চারটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো হলো ঃ (১) রুশ, (২) অ-রুশ স্লাভিক (৩) ইউরোপীয় এবং (৪) এশীয়।

যাদের চরিত্র অধোগতি ও অধঃপতনের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়েছে, মুনাফেকী যাদের সানন্দ-অন্বিষ্ট, তারা সবাই অবশ্যই হিটলারকে সম্মান করবে, কুর্নিশ করবে। একটি আর্য জার্মান জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ এবং অকপট। তিনি মিথ্যা এবং প্রবঞ্চণাপূর্ণ "বড় ভাই সুলভ" ধারণার আবিষ্কারক নন, "চরম অধঃপতিতদের" দলভুক্তও নন তিনি, যেমনটি রাশিয়া তার রুশীয়-শ্রেষ্ঠত্বকে লুকিয়ে রাখার জন্য করছে — এমনকি তার স্লাভ ভ্রাতৃবৃন্দ ও ইউক্রেনের অধিবাসীদের বরাবরেও।

আন্তর্জাতিকতাবাদ, না রুশকরণ?

"কিন্তু ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে এক সংক্ষিপ্ত সফর প্রমাণ করেছিল যে, ঐক্য এখনও অর্জন করতে হয়, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্রসমূহেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদের শেকড় অনেক গভীরে বিস্তৃত।"[১০৭]

অকুতোভয় ইউক্রেনবাসীরা রুশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে। পক্ষপাতমূলক রুশকরণই এর অন্যতম কারণ। একটি স্লাভিক দেশ যদি অন্য স্লাভিক দেশের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তা'হলে এশীয়রা তাকে কিভাবে স্বাগত জানাবে?

নির্ভেজাল নিরর্থক ভাষ্য কি বিজ্ঞান হতে পারে?

"১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আইভান জিউবা নামক জনৈক তরুণ ইউক্রেনীয় লেখক 'আন্তর্জাতিকতাবাদ না রুশকরণ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি তাঁর দু'জন স্বদেশী স্বনামখ্যাত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন। এরা হলেন ইউক্রেনিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন প্রথম সচিব ও সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি প্রেসিডিয়ামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পিয়েরে শেলসেট এবং

www.pathagar.com

ইউক্রেনিয়ান কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স-এর চেয়ারম্যান ও সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি প্রেসিডিয়ামের কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ভ্লাদিমির চিৎচারবিট্স্কি।

গত প্রায় চল্লিশ বছরের সোভিয়েত ও ইউক্রেনীয় ইতিহাসের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে জিউবা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, আন্তর্জাতিকতাবাদের বর্ণাঢ্য লেবাসে সজ্জিত রাশিয়া নামক একটি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য ইউক্রেন জাতি অব্যাহতভাবে নিপীড়ন ভোগ করেছে।

১৯৭২ সাল নাগাদ বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট একটি স্রোতধারায় যুক্ত হতে থাকে। এই সংকটের সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৭২ সালে পিয়েরে শেলসেটের পতন। কিয়েভ এবং মস্কো, উভয় স্থানে ক্ষমতাবান শেলসেট নিঃসন্দেহে তাঁর মাতৃভূমির রাজনৈতিক স্রোতধারাকে পুনঃ ইউক্রেনীয় খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টার অপরাধেই অপসারিত হয়েছিলেন।

তিনি ইউক্রেনে অ-ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং ইউক্রেনীয় নিজস্ব স্থায়ী সেনাবাহিনীকে তাদের দেশের সীমানার বাইরে প্রেরণের উদ্যোগে বাধা দিয়েছিলেন ....

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ইউক্রেনের অর্থনৈতিক শোষণের এবং সাইবেরিয়ার অগ্রগতির জন্য দেশের স্বার্থ বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগে তিক্ত সমালোচনা সহ্য করেছিলেন।"[১০৮]

মার্কসবাদ কি চিরতরে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান কামনা করে নি? মার্কসবাদী দেশটি তমসাচ্ছন্ন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ঐ ঘৃণা ব্যক্তিটিকে (মার্কসকে) আজ উপহাস করছে, বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করছে। "আওয়ার সোভিয়েট ইউক্রেন ঃ ডেভোটিং পেজ আফটার পেজ টু গ্লোরীফাই দ্য ইউক্রেন'স হিস্ট্রী" নামক একটি বই লেখার কারণে শেলসেটকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল। তারা কি ইসলামী ইতিহাসকে বরদাশ্‌ত করবে? তারা কি প্রলেতারীয় জারতান্ত্রিক সাম্রাজ্যে তাদের বশীভূতদের মধ্যে স্বাধীনতার উন্মেষ সহ্য করবে? পূর্ব-ইউরোপীয় চাম্‌চা দেশসমূহ, সদ্য-আক্রান্ত ও দখলীকৃত দেশসমূহ, বিশ্বের স্বাধীন লালতন্ত্রী দলসমূহ মায় সমগ্র বিশ্ব কি পারবে তা' বরদাশ্‌ত করতে? নব্য জারতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের অন্যতম "বড়ভাই" যদি রুশ স্বৈরতন্ত্রের উদ্ধত বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, তাহলে অ-স্লাভিক ইউরোপীয় এবং প্রাচ্যবাসীদের ভাগ্য সম্পর্কে কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়।

এখনও বশীভূত উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধভাবে লুণ্ঠিত সম্পদ আত্মসাৎকারী লালমুখো গোবর-গনেশের দল তাদের পৃষ্ঠপোষক হুজুরের পক্ষে প্রচার-প্রপাগান্ডা অব্যাহত রেখেছে, যার হাত রঞ্জিত হচ্ছে প্রলেতারীয়

www.pathagar.com

জারতান্ত্রিক উপনিবেশবাদের নতুন ও পুরাতন শিকার যে সকল মানুষ, তাদের তাজা রক্তে।

আরব দেশসমূহ একটি ভাষায় কথা বলে। তারা একই জাতিগোষ্ঠির মানুষ। তবুও কোনো প্রকারে একে অন্যের ওপর মতামত বা কর্তৃত্ব আরোপের ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত লেগে যায়। কোনো পিতা-মাতার দশজন পুত্র সন্তানের মধ্যে একজন যদি তার স্বৈর-পাশবিকতায় উন্মত্ত হয়ে অন্য ভাইদের জীবন সংহার করতে উদ্যত হয়, তখন তারা অবশ্যই মারমুখো হয়ে তাকে হত্যা করবে।

তা'হলে দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের বুকের ওপর প্রলেতারীয় রুশ জারবাদের এই যে অবৈধভাবে চেপে বসা, এটা কিভাবে যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায্য হতে পারে? যে জাতি কখনও স্টালিনের নির্দেশে তার নিজের ইতিহাস পরিবর্তন অথবা খুশিমতো পুনঃরচনা করে; কখনও তা' করে ক্রুশ্চেভ কিংবা অন্যদের নির্দেশে, তার কোনো অধিকার নেই বিশ্ব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সহজ-সরল মানুষদের বিপথে চালিত করার। ক্ষুধার্ত নেকড়ের লোলুপ-যুক্তি এক দিনের জন্য টিকতে পারে, কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়।

মিথ্যা ও সত্য, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও অসত্য এবং মন্দ ও ভালো সবই শাশ্বত, চিরকালীন; বিশুদ্ধ ইতিহাসের সূত্রগুলিও অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ . اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَا
صَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে, যাহারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[১০৯]
(১০৩ ঃ ১-৩)

"ইতিহাস-সচেতন মুসলমানদের এ ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামের অভ্যুদয়-কাল থেকে অদ্যাবধি হিন্দু ধর্মের মতো নয়, বরং ইসলামেরই দুই সহোদরা ইয়াহূদী ধর্মের মতো, খ্রীস্টবাদ ও ইয়াহূদীবাদ মানবেতিহাসের নানা বিষয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে, নাক গলাচ্ছে।"[১১০]

মুসলমানদের কাছে ইতিহাসানুরাগ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলও নয়, প্রথাগত গতানুগতিক বিষয়ও নয়; নয় তা' অন্যদেরকে বোকা বানানোর

www.pathagar.com

হাতিয়ারও — যেমনভাবে শেষ মুহূর্তে একে (ইতিহাসানুরাগ) সহায়ক বানাতে মার্কস বাধ্য হয়েছিলেন।

তাঁর পরিবার-পরিজনদের পক্ষ থেকে জীবন নাশের এমন কোনো হুম্‌কি পঞ্চম খলীফাকে শংকিত বা পথভ্রষ্ট করে নি, যার জন্য তাঁর আপনজনেরা সৎ পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছিলেন। বৈধ মালিকের জমি জবরদখলের কোনো দলিলই তাঁর কাছে শাশ্বত গ্রন্থ কুরআনের শাশ্বত আইনের চেয়ে প্রামাণিক, বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না।

বংশের পর বংশ, শাসকের পর শাসক, মীরজাফরের পর মীরজাফর মুসলিম-বিশ্বে এসেছে, বিদায়, নিয়েছে; কিন্তু সত্য ও ফিত্‌রতমুখী ইসলামী আর্দশ টিকে আছে পরিপূর্ণ মর্যাদায়; টিকে আছে বস্তুবাদের সাহায্য ছাড়া, মুসলিম শাসকদের খবরদারি এবং কোনো মানুষের আশ্রয় ছাড়াই। যেহেতু ইসলামী আইন ফিত্‌রতমুখী, প্রকৃতির মত সহজ-সরল-উদার, তাই কতিপয় সম্পদশালী মুসলিম তার সামনে প্রলোভনের মূলা ঝুলিয়ে রাখছে এবং মুসলিম নামধারী আবুজাহেলরা প্রসারিত করছে বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য জাল; আর ইসলাম নির্বিকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ভয়াবহ ফাঁদের দিকে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আফিম

অংশ-১ ব্যাখ্যামূলক নোট
অংশ-২ ধর্ম সম্পর্কে মার্কসবাদের জনকদের অভিমত
অংশ-৩ মুসলমানদের সাফল্যের মূল উৎস
অংশ-৪ কল্যাণকর মুসলিম অবদানসমূহ মানবজাতির জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ

অংশ-১ ব্যাখ্যামূলক নোট

মার্কসবাদ আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত এমন কোনো মতবাদ নয়, তেমনিভাবে তা' আমাদের মনোযোগ আকর্ষণেরও অযোগ্য। কিন্তু আমরা আবূ জেহেলের (মক্কায় ইসলামের ঘোরতর দুশমন) নাম আমাদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তার অভিশপ্ত প্রেতাত্মারা সব সময়ই সেখানে তৎপর রয়েছে ইসলামের ধ্বংস সাধনে।

যেহেতু মার্কসবাদ বর্তমান দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা পথবিচ্যুৎকারী শক্তি, সেজন্য কিছুসংখ্যক সহজ-সরল মানুষ এর দ্বারা সহজেই বিপথগামী হয়। তারা বিজ্ঞানের বর্ণিল মুখোশ-পরিহিত ছদ্মবেশধারীদের সম্পর্কে এবং প্রগতি, বস্তুবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্য-তত্ত্ব, ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়ে খুব অল্পই অবহিত। এই অধ্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এর (মার্কসবাদের) নশ্বর মুখমণ্ডল অনাবৃত এবং এর বর্ণিল মুখোশ ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মার্কস-এর কালে কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় খ্রীস্টান বিশেষ ব্রান্ডের খ্রীস্ট ধর্মের ছায়াতলে মোহাচ্ছন্ন বা নিদ্রালু অবস্থায় পড়ে থাকত। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায়, এর লক্ষ লক্ষ অনুসারী এবং হাজার হাজার নেতা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ইউরোপের কাছে কোনোকালেই তা' আফিম হিসেবে বিবেচিত হয় নি। তা' ইউরোপকে মুক্ত করেছিল প্রস্তর এবং কাষ্ঠ-দেবতার কবল থেকে। এই রাহু-মুক্তি ব্যতীত ইউরোপীয়রা এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকত।

www.pathagar.com

আজকে ল্যাটিন আমেরিকায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদ সমস্যার আবর্তে, খ্রীস্ট ধর্ম নিপীড়িত জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পোল্যান্ডের রাজা বোলস্লাউ একাদশ শতাব্দীতে সাধু স্ট্যানিসলাউকে হত্যা (শহীদরূপে) করেন। "এই সাধু তাঁর (রাজার) স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নের বিরোধিতা করেছিলেন।"[১] ঐ সাধু কি জনগণের কাছে আফিমসদৃশ কিংবা পোলিশ জাতির বীর ছিলেন, যাঁকে এখনও সে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে এবং তাঁর থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে? পরলোকগত আর্চবিশপ ম্যাকারিওস তাঁর মাতৃভূমি সাইপ্রাসের কাছে আফিমসদৃশ ছিলেন না। ফ্রান্সে নাৎসী আক্রমণের পর জোয়ান অব আর্ক জেনারেল দ্য গল-এর মত বহু সেনাধ্যক্ষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিলেন। তাঁর বীরোচিত এবং গৌরবদীপ্ত স্মৃতি এখনও অসংখ্য ফ্রান্সবাসীকে শক্তি যোগায়, উদ্দীপ্ত করে, উন্নত-শির হতে সাহসী করে। তিনি এবং যে দিক্-নির্দেশনা তিনি পেয়েছিলেন, সবই কি আফিমসদৃশ ছিলো?

পোল্যান্ডে মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের সর্বনাশা নেশা থেকে পোলিশ জাতিকে মুক্ত করার জন্য সেখানকার গির্জা অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক এবং অগ্রণী ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মার্কসবাদী আফিমের নেশায় পড়ে এইসব একনায়কেরা নিষ্প্রভ, অসাড় এবং হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। আফিমের মাদকতা চেতনাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে এবং তার শিকারকে শারীরিক বা মানসিকভাবে নিস্তেজ করে ফেলে। মার্কসবাদী একনায়কেরা তাদের শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার, অনুভূতিহীন; তারা বাস করছে বিশাল লৌহ-দেয়ালবেষ্টিত তাদের নিজস্ব বন্দীশালায়; অথচ সমগ্র দেশে স্মরণাতীত কালের বিচ্ছিন্নতার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। যখন এক কোটি নিষ্ঠাবান বিশ্বস্ত পোলিশ শ্রমিক এবং গির্জা জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলতে চাইছে, তখন এই অনুভূতিহীন ভদ্রমহোদয়েরা তাদেরকে করছে বন্দুকের নিশানা। স্বৈরাচারী এবং একনায়কতান্ত্রিক শক্তির নগ্ন মাতলামী শুক্‌নো সাদা-আফিমের* তরল-নেশা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য।

কোনো ব্যক্তির অসচেতনতা, মোহাচ্ছন্নতা এবং উদ্‌ভ্রান্ততা বিশ্বের কাছে ঐ ব্যক্তির তুলনায় কম ক্ষতিকর, যার সত্তার কোনো একটি অংশ বিকৃত, গুমরাহীর অন্ধ উন্মত্ততায় বিপথে চালিত; যে "প্রমত্ত ভাবাবেগ"-তাড়িত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অধীন ছিলো, যার কল্‌ব ছিলো "রোগগ্রস্ত"; যার আত্মা বিধ্বস্ত হয়েছিল "অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা-সৃষ্ট স্বৈরাচারের" পেষণে; যার স্বৈরাচারী অনুসারীরা নিজেদের মরণ-ছোবলে তাদের আওতাধীন সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

---

* সাদা আফিম ঃ রূপকধর্মী। শ্বেতাংগ আমেরিকানদের সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সাদা আফিম বলা হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

মার্কসবাদের স্রষ্টাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, নিন্দিত এবং আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের হাতিয়ার দিয়ে ইসলামের কিছু করার নেই। কারণ, অতীতে এবং বর্তমানেও ইসলাম সাধারণভাবে একটি মামুলী ধর্ম নয়। তা' এমনই একটি মতাদর্শ, যা পল্লবিত হয়েছে ফিত্‌রতের অক্ষয় বুনিয়াদের ওপর। তা' এমনই এক কল্যাণী জীবন-ব্যবস্থা, যার অবয়ব থেকে যুগ যুগ ধরে বিচ্ছুরিত হয়ে আসছে হিদায়েতের দীপ্ত আলোকরশ্মি; স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অঙ্গীকার বা সরল ও স্বস্তিপূর্ণ জীবনের প্রলোভন ব্যতীতই তা বিশ্বের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তির শারাবান তাহুরা পান করিয়ে চলেছে। সত্যনিষ্ঠতার ফলে এর যে অনতিক্রম্য অপরিহার্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা' আজ একটি শাশ্বত বাস্তবতা; দখলীকৃত উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধ উপায়ে লুণ্ঠিত সম্পদ এবং মিগ যুদ্ধ বিমান, বোমারু বিমান, হেলিকপ্টার গানশীপ, ট্যাংক, রকেট এবং সমস্ত বর্বর পন্থার সাহায্য ছাড়াই তা' স্ব-প্রত্যক্ষ, স্বস্থিত এবং স্বমহিমায় দেদীপ্যমান।

এই বাস্তবতা সত্ত্বেও এই অধ্যায়টি লিখিত হয়েছে মার্কসবাদ ও এর আদর্শ রাশিয়ার প্রলেতারীয় জারবাদ কর্তৃক ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অভিযোগ ও ক্ষুব্ধ আক্রমণের জবাব হিসেবে।

প্রতিটি অসত্য মতবাদই প্রকৃতিগতভাবে ভীরু এবং সত্যকে সে সহ্যই করতে পারে না। দুর্বলতা, মুনাফেকী এবং অসারতার নোংরা ডোবায় ভীরুতার জীবাণু বংশবৃদ্ধি করছে। সমগ্র বিশ্বে মার্কসবাদই আজ সর্বাপেক্ষা কাপুরোষোচিত ভীরু মতবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখী হওয়ার আশংকায় সে সদা সন্ত্রস্ত, কম্পমান। নিজের দুর্বলতাকে লুকোবার জন্য সে নির্লজ্জভাবে, জঘন্যভাবে অবলীলায় অন্যান্য সমস্ত মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করে, যেমনটি শুধুমাত্র বর্বরের নিকট থেকেই প্রত্যাশা করা যায়।

অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের রিং-এ প্রবেশ ব্যতীতই সে একাকী রিং-এর মধ্যে পনের মিনিট ধরে সোল্লাস নৃত্য করে এবং ঘোষণা করে যে, সে গোটা পনেরো রাউন্ডেই বিজয়ী হয়েছে। এভাবেই সে মানবজাতির একক বীরপুরুষ-বীরবাহু হচ্ছে। অতঃপর প্রলেতারীয় সন্ত্রাসী জারবাদ কিছু কংকালসার জীবন্মৃতকে একত্রিত করছে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের অযোগ্য। লৌহ-চাবুকের আঘাতে তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখ বন্ধ এবং শৃঙখলাবদ্ধ করে একই কায়দায় সে কাপুরোষোচিত বিশেষ আইনসমূহ জারি করছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করছে এর বিজয়ের অনিবার্যতা — যেমনিভাবে ঘোষণা করছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে, তেমনিভাবে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি কন্দরে, প্রহসনমূলক মার্কসবাদী মল্লযুদ্ধের প্রতিটি রিং-এ।

সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বের কোনো দেশই রুশ-আদলের অবাস্তব ইতিহাস লাভ

www.pathagar.com

করে নি, যে ইতিহাস চিরস্থায়ী অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা, স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এবং একদলীয় স্বৈরশাসনের ইতিহাস; যার সংগে যুক্ত হয়েছে চির-সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী উপনিবেশবাদ। এই ঘৃণ্য ইতিহাস তার সমতুল্য চরিত্র অর্থাৎ রক্তপাত ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ একদলীয় স্বৈরশাসন ও পরদেশ দখলের বর্বর চরিত্র নিয়ে মার্কসবাদকে স্বাগত জানাচ্ছে।

অংশ-২ ধর্ম সম্পর্কে মার্কসবাদের জনকদের অভিমত

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে মার্কস লেখেন, "ধর্ম হলো মানুষের জন্য আফিমসদৃশ।" এই বক্তব্য ধর্ম সম্পর্কে সমগ্র মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগির মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[২]

যখন কিছু কিছু ইউরোপীয় খ্রীস্টান ইউরোপে ধর্ম-সম্পর্কে উন্নাসিক ও নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতো, তখন সেই প্রেক্ষিতে ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের মন্তব্য "আংশিকভাবে সঠিক" ছিলো। কিন্তু ইউরোপের অন্যতম একজন অন্ধ লোকের মতোই তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন। মার্কসবাদ একে সার্বজনীনতা দান করেছে। মার্কসবাদী অসত্য বহু আদলে মানবজাতিকে নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য করছে।

"ভারতের মুসলমান শাসকবৃন্দ পানি-সরবরাহের এই নিয়ম তাদের বৃটিশ উত্তরাধিকারীদের চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।"[৩]

"মুসলমান আক্রমণের মধ্যে এটা আরও বেশি পরিষ্কার হয়েছে।"[৪]

মার্কসবাদের জনকরা অজ্ঞতাবশতঃ "মুসলমান" বোঝাতে "মোহামেডান" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যাঁরা ইসলামের অনুসারী, তাঁরা মোহামেডান নন, মুসলমান। এই দু'টি শব্দের পার্থক্য ও ইসলামী আদর্শের সারাংশ ব্যাখ্যা করতে গেলে বহু খণ্ড পুস্তক রচনা করতে হবে।

এখানে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা'হলো, ইসলাম সম্পর্কে মার্কসবাদের জনকদের ঈর্ষাপরায়ণ অজ্ঞতাকে সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো। কোনো ব্যক্তি অন্যদের বিরুদ্ধে তাদের শয়তানী আছর-আক্রান্ত স্বভাব বুঝতে পারে। ঘোরতর বিদ্বেষ কি কখনও মানবজাতির নেতৃত্ব দানকারী বিজ্ঞান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে?

"মানবেতিহাসে ইসলাম সর্বদাই চিত্রিত হয়েছে নেতিবাচক ইতিহাসের অংশ হিসেবে, জারতন্ত্রের মত নিপীড়নকারী রূপে। ইউরোপের অন্যান্য প্রাগ্রসর সভ্যতার অনুরূপ, মৌলিকভাবে ইসলামের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বৈশিষ্ট্য সোভিয়েত সরকার কর্তৃক উলঙ্গভাবে সমালোচিত হচ্ছে — অন্ততঃপক্ষে সোভিয়েত সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে তা' হচ্ছে।"[৫]

www.pathagar.com

সত্যের মন্দ্রিত বাণী মার্কসবাদী অসত্যের বালখিল্য বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে। "ইসলামী বিপ্লবই মানবতাকে রক্ষা করেছিল।"[৬]

জনৈক প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ, লেখক ও মহান বিপ্লবীর এই পক্ষপাতহীন রায় মুতাবিক ইসলামের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী তীব্র সমালোচনামূলক বাক্যাবলী উৎকট অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় ঃ

"ইসলাম ছিলো ইতিহাসের অপরিহার্য ফলশ্রুতি — মানব-প্রগতির এক অবিনাশী বাহন।"[৭]

এটা ছিলো ইসলামের পরম আশীর্বাদ, যা' জাগ্রত করেছিল ইউরোপকে, শিক্ষা দিয়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিক যুগে তার অগ্রগমন ত্বরান্বিত করেছিল।

"ভালো কিছু করা কখনই হবে না আমাদের অন্বিষ্ট,
বরং চিরকাল শয়তানী করাই হবে আমাদের
একমাত্র আনন্দময় কাজ।"[৮]

মিল্টনের শয়তানের* মতো অপকর্মের হোতারা শুধু অপকর্মকেই অনুসরণ করবে। অন্যদের মধ্যকার সমস্ত কল্যাণী বৈশিষ্ট্যকে বিতাড়িত করতে না পারলে তারা তাদের অপ-তৎপরতায় সফল হতে পারে না; মানুষের গৌরবময় কীর্তিকে তুচ্ছ করার কাজে সচেষ্ট থাকাই তাদের উদ্দেশ্য। যা' কিছু ভালো, মঙ্গলময়, তা তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক, মর্মদাহী।

"ইতিহাসের পক্ষপাতহীন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন গাঁজাখুরি রূপকথার মালাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে, বিদ্বেষপরায়ণ গালগল্পগুলোকে মসীলিপ্ত করছে, তখন ইসলামের উত্থান দৃঢ়ভিত্তি পাচ্ছে মানবজাতির জন্য অভিশাপ হিসেবে নয়; পরম আশীর্বাদ হিসেবেই।"[৯]

মার্কসবাদীরাই আজ মানবজাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। তারা সর্বত্রই তাদের ছায়া দেখতে পায়। এমন কি পরম আশিস্‌ও তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় অভিশাপ হিসেবে। তারা শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসাপরায়ণ গল্পকথকই নয়; ইসলামী শিক্ষা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য এর পরম কল্যাণময় আশীর্বাদেরও ঘোরতর বিদ্বেষী শত্রু।

মানবজাতিকে পথনির্দেশ করতে রূপকথা ও অবাস্তব গল্পকাহিনী কি কখনও বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে? এভাবেই মার্কসবাদী ভ্রান্ত-বিজ্ঞান প্রতারণার

---

* বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন মিল্টনের (১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীঃ) অমর মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর নায়ক হচ্ছে শয়তান। উপরের কাব্যাংশটি উক্ত মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ ও ১৬০ নং পংক্তি। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

জন্য সরল-সহজ জনগণের কাছে উপস্থিত হয় এবং ইন্ধন যোগায় তার সমর্থকদের।

"আজ শিক্ষিত বিশ্ব এই হীন মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে যে, ইসলামের উত্থান ছিলো সদাচারী ও ধৈর্যশীল মানুষদের ওপর ধর্মোন্মোত্ততার বিজয়। ইসলামের অসাধারণ সাফল্য মূলতঃই সম্ভব হয়েছিল তমসাচ্ছন্ন, অধঃপতিত অবস্থা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করতে এর বৈপ্লবিক গুরুত্ব ও সামর্থ্যের কারণে; ঐ নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অবক্ষয় দ্বারা — শুধু গ্রীক ও রোমান সভ্যতার দ্বারা নয়; পারস্য, চীন এবং ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার অবক্ষয় দ্বারাও।"[১০]

বিশ্বের যে কয়েকজন হীন-মতবাদের জনক ইসলামের ইতিবাচক ও কল্যাণী অবদানকে অস্বীকার করেছে, তারা মার্কসবাদের ধ্বজাধারীরা। এরাই হলো মানবজাতির কলঙ্ক, শিক্ষিত-ইতর। তাদের কপটতাকে ঢাকবার জন্যে তারা অন্যদের সহায়তায় প্রতিটি ভালো কাজে মদদ যোগাচ্ছে। ইতিহাসের নেতিবাচক অংশ ইসলাম নয়, মার্কসবাদ, যা' নিজকে ছাড়া বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মধ্যকার সৎ গুণকে অস্বীকার করে। এ ছাড়া, একটি মার্কসবাদী দেশেই তাদের গোটা সাফল্য ও কর্মকাণ্ডসমূহ না-সূচক অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। আমরা এখানে সীজারের* "অংগ-প্রত্যংগের" বর্ণনা করব না; বর্ণনা করব মার্কসবাদের একমাত্র প্রামাণিক মডেল স্বয়ং রাশিয়ার "লাল-সীজারের" কথা। আমরা ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা হলো ঃ

(১) পুঁজিবাদের কবল থেকে তারা যে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে মুক্ত করেছিল, প্রকারান্তরে তা ছিলো তাদের গোটা-জীবনকে একদলীয় শাসনের রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা এবং তাদেরকে প্রলেতারীয় মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের সুকঠিন শৃঙখলে আবদ্ধ করা; (২) তাদের উৎপাদনের পন্থা এমন ছিলো যে, জীবনের বিনিময়েই সেই উৎপাদনের ফল ভোগ করতে হতো; (৩) তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সংকট, নিম্নমানের জীবন-যাপন, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন যা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য গলদঘর্ম দীর্ঘ মানবলাইন দেখে সহজে বোঝা যায়, এবং মৌলিক প্রয়োজনের ঘাটতি; (৪) আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রকারান্তরে রুশবাদ; (৫) ইতিহাস — প্রকৃতপক্ষে লাল-একনায়কদের এবং তাদের বশংবদ চেলা-চামুণ্ডাদের ইতিহাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তার উত্তরসুরিদের দ্বারা পুনর্লিখিত হচ্ছে; (৬) তাদের বিজ্ঞান

---

* পুরো নাম ঃ গাইউস জুলিয়াস সীজার (১০২-৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। রোমান সেনানায়ক ও রাজনীতিক। তাঁর বীরত্বের কথা ইতিহাস-বিখ্যাত। একজন কবি ও সুবক্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে পশু-জীবনবিজ্ঞান; (৭) বস্তুবাদ প্রকৃতপক্ষে "স্বেচ্ছাচারের" দাসদের বস্তুবাদ; (৮) উদ্বৃত্ত মূল্য অর্থ মানুষের জন্মগত মূল্যবোধের ধ্বংস। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সংবাদাদি শোনার কিংবা তা পাঠ করা ও লেখার স্বাধীনতা নেই, অবাধে কোনো কথা বলার স্বাধীনতা নেই, খোলা মনে চিন্তা করার স্বাধীনতা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্য যদি এ থেকে আলাদা হয়ে থাকে, তাহলে মার্কসবাদের শিকারদের মার্কসবাদের নিষ্ঠুর কবল থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়ার পর সেই সত্যের অমৃত সুধা আস্বাদন করতে দিন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, মার্কসবাদ তার ছিনতাইকারীর সনদপত্র প্রদর্শন করছে এবং তার সাক্ষীগোপাল প্রতিভূ দল তার হুকুম তামিল করছে। অনুরূপ আরও একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো ঃ লালমুখোদের ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটসমূহ বিশ্বের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। এ জন্য তারা রাশিয়ার কাছ থেকে যে ভেট পেয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার নয়; বশীভূত উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধভাবে লুণ্ঠনের মাধ্যমেই এসেছে।

মার্কসবাদী কর্মকাণ্ড ঃ ইতিহাসের কালো অধ্যায়

উপরি-উক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ বাদ দিলে স্কুল চালু, হাসপাতাল নির্মাণ, পল্লীবিদ্যুতায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং ভারী কল-কারখানা চালু, সংস্কার এবং কিছু জাতীয়করণ কর্মসূচীতে নামমাত্র অগ্রগতি — এসব আহামরি কিছু নয়; নব-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত স্বাধীন দেশেই তা আজ একান্ত মামুলী ব্যাপার।

এমন কি এই তুলনায় মার্কসবাদের অবস্থান ইতিহাসের নেতিবাচক দিকেই। এই নামমাত্র অগ্রগতি অর্জন করার জন্য (১) একদলীয় জগদ্দল কায়েম করার আগে সে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরায়, পক্ষান্তরে, নব্য-স্বাধীন দেশগুলো রক্তপাত থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে; (২) মার্কসবাদ তার নিজের নাগরিকদের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র অস্বীকার করে; পক্ষান্তরে, অন্যান্য নতুন দেশসমূহে অবাধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিদ্যমান; (৩) এর একমাত্র রক্ষকের খাতিরে তা' রাশিয়ার কাছে নীতি-কৌশল বিক্রি করে এবং এর প্রতিবেশী দেশসমূহ তথা সমগ্র বিশ্বের সংগে বৈরিতা পোষণ করে; অন্য দিকে, নব্য-দেশসমূহ প্রকৃত স্বাধীনতাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভারত, নাইজেরিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গণতন্ত্র এবং অসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই রক্ত-চোষা নেতিবাচক ইতিহাসের কলংকিত খণ্ডাংশই কি-না ইসলামকে আখ্যায়িত করে ইতিহাসের নেতিবাচক অংশ হিসেবে! একজন কুখ্যাত

www.pathagar.com

পকেটমার জনতার ভীড়ে মিশে পকেটমারের বিরুদ্ধে হম্বিতম্বি করতে থাকে, যদি-না তার এই অপকর্মটি অন্য কারোর দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু "লাল-পকেটমারের" অপকর্ম বিশ্বব্যাপী বিদিত; তথাপি "উটপাখি-সদৃশ" অর্থাৎ অপরিণামদর্শী জ্ঞান তাকে সারা পৃথিবীর মূর্খতা সম্পর্কে চিন্তা করতে প্ররোচিত, উত্তেজিত করছে। মানবাধিকার ও মূল্যবোধ হরণকারী আর কোনো গাঁটকাটাই মার্কসবাদের মত কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে এত সোচ্চার হয় নি, ইতিহাসে এ ধরনের কোনো নজীর নেই।

বিশ্বমানবের জন্য ইসলামের যে অপার আশিস, তা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অ-মুসলিম মনীষীরা বিনীতভাবে, অকপটে এবং বিশ্বস্তভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁরা তাদের পোষা তোতাও (অধীনস্থ, অন্নলালিত, ব্যক্তিত্বহীন আজ্ঞাবাহী) নন, প্রতিভূও নন। তাঁরাই মানবজাতির স্বর্ণসন্তান, যাঁরা অকৃতজ্ঞতার কলংক থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছেন। সেই ব্যক্তিই অকৃতজ্ঞ, যে ইতর ও অধঃপতিত।

হে শীতের বাতাস, বয়ে চলো, বয়ে চলো,
তুমি তো নও এত নির্মম
মানুষের কৃতঘ্নতা-সম;
তোমার দন্তরাজি অতীব তীক্ষ্ণধার নয়;
তৎসত্ত্বেও, তোমার নিঃশ্বাস প্রচণ্ড, দুর্বিনীত।[১১]

আজকে সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে সুসংবদ্ধ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে মার্কসবাদের অকৃতজ্ঞতা, যার তীক্ষ্ণধার দন্তরাজি হাজার হাজার আফগান এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে।

মুসলিম বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক এবং দার্শনিকবৃন্দ সব সময়ই ভারত, চীন এবং গ্রীস থেকে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা ও তথ্যরাজি গ্রহণের ঋণ অকপটে স্বীকার করেছেন।

যেসব মুসলমান বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদানসমূহ বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অশেষ কল্যাণকর প্রমাণিত হচ্ছে, তাঁরা অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; কারণ, তাঁরা ছিলেন বিশ্বের সকল মখলুকের জন্য আল্লাহ্র অশেষ রহমত হিসেবে প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যথাযথ অনুসারী, খাঁটি উম্মত।

হুনায়নের যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হওয়ার পর মক্কার কয়েকজন লোক লুণ্ঠিত মালামালের একটা বড় অংশ লাভ করল। এতে মদীনার কয়েকজন তরুণ আনসার অসন্তুষ্ট হয়ে মহানবী (সা)-এর কাছে অভিযোগ করল। মহানবী (সা) লোকগুলোকে মদীনায় তলব করলেন এবং আনসারদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ

"এ কথা কি সত্য নয় যে, তোমরা বিপথে ছিলে? আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৎ

www.pathagar.com

পথে চালিত করেন আমার মাধ্যমে। তোমরা ছিলে ঐক্যহীন ও বিচ্ছিন্ন; আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। তোমরা নিঃস্ব ছিলে; আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করেন।"

মহানবী (স)-এর প্রতিটি শব্দের সাথে তারা পুনরাবৃত্তি করতে লাগল, "আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁর রসূলই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ঐ কথার পুনরাবৃত্তি না করে এ কথা বলতে বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা), জনগণ যখন আপনাকে অস্বীকার করেছিল, তখন আমরা আপনার রিসালাতে বিশ্বাস করেছিলাম। লোকেরা যখন আপনাকে পরিত্যাগ করেছিল, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আপনি যখন একজন কর্পদকহীন শরণার্থী হিসেবে মদীনায় এসেছিলেন তখন আমরা যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করেছিলাম।"

অতঃপর তিনি তাদের বললেন যে, তাদের প্রতিটি শব্দই তিনি সত্য বলে স্বীকার করেন ঃ

"আলবৎ, তোমরা সত্য বলেছ। আলবৎ, তোমারা সত্য বলেছ। আলবৎ, তোমরা সত্য বলেছো।"

এবং সব শেষে বললেন, "হে আনসার ভ্রাতৃবৃন্দ, এই লোকগুলোকে উট এবং ভেড়া-বকরীগুলো তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে দাও; পক্ষান্তরে, তোমরা মুহাম্মদকে নিয়ে চলো তোমাদের বাড়িতে।" আনসাররা চিৎকার করে বলল, "আমরা শুধু মুহাম্মদকেই (সা) চাই।" তারা এত ব্যথিত চিত্তে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল যে, তাদের চোখের পানিতে তাদের দাড়ি ভিজে গিয়েছিল।[১২]

"ইতিহাসের এই বাস্তব পঠন-পাঠনের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিন্দুদের ঔদ্ধত্য নিতান্তই অযৌক্তিক। তা' ইতিহাসকে অপমান করছে।"[১৩]

ভারতে মাত্র স্বল্পসংখ্যক হিন্দু আছে, যারা ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। পৃথিবীর বহু দেশে বসবাসকারী আবদুল্লাহ্ বিন উবাই (মদীনার মুনাফিকদের নেতা)-এর অগণিত সন্তানরা ইসলামের প্রতি যেরূপ বৈরীভাব পোষণ করছে, তার তুলনায় তা (ভারতীয় হিন্দুদের বৈরিতা) বিস্ময়কর নয়; এর চেয়ে ঐ মুনাফিকদের বৈরিতা আরও ঘৃণ্য, আরও জঘন্য। পক্ষান্তরে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু ইসলামকে স্বাগত জানাবার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার, প্রশংসা করার ব্যাপারে অত্যন্ত মুক্তমনা ও পক্ষপাতহীন।

অযৌক্তিকতা ঃ বোমার আদলে

ভারতে অযৌক্তিকতার অস্তিত্ব নেই। রাশিয়া হচ্ছে অযৌক্তিকতার উৎপত্তি-স্থল যেখানে এই অযৌক্তিকতাকে বিজ্ঞান ও প্রগতি নাম দিয়ে ঢোল সহরত করা

www.pathagar.com

হচ্ছে। এবং এই অযৌক্তিকতা বোমা, গোলা, রকেট ও অগ্নিশিখার আদলে বর্ষিত হচ্ছে আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশের নিরপরাধ অ-মার্কসীয় জনগণের ওপর। তা' আত্মবিশ্বাসী হিন্দু ধর্ম নয়, যা ইতিহাসকে অপমান করে; বরং তা হচ্ছে বিশ্বাসহীন মার্কসবাদ, যা নিন্দাপূর্ণ এবং ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ভাষায় ইতিহাসকে অপমান করে।

"আরবীয় পয়গাম্বরের মেধা, তাঁর জাতির আচার-আচরণ এবং তাঁর ধর্মের প্রাণশক্তি প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ; এবং আমাদের দৃষ্টি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় একটি বিপ্লবের দিকে অভিনিবিষ্ট, যা বিশ্বের জাতিসমূহের ওপর এক নতুন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে।"[১৪]

এডওয়ার্ড গীবনের* মতে, ইসলাম বিশ্বের জাতিসমূহকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু রাশিয়ার ভ্রান্ত-বিজ্ঞানের মিথ্যুক মার্কসবাদীরা ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে। এটাই তাদের অভ্যন্তরীণ অযোগ্যতা, যা তাদের বাধ্য করে যোগ্যতমের গায়ে কাদা ছড়াতে — যেখানেই তারা তাকে দেখুক না কেনো।

"এই সময়ে বিদ্যমান বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডার, বহুমুখী প্রতিভার উদ্ভব, মূল্যবান আবিষ্কারসমূহ, বিস্ময়কর মেধার পরিচয়বাহী অন্যান্য সকল কীর্তি এই অভিমতকে যুক্তিসিদ্ধ করছে যে, আরবরা সর্ব বিষয়ে আমাদের শিক্ষক ছিলেন।"[১৫]

আরবীয়রাই ইউরোপীয়দের শিক্ষক ছিলেন

ইউরোপের একজন মহান সন্তান এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করেছেন যে, মেধার প্রতিটি কল্যাণকর কর্মতৎপরতায় আরবীয়রা ইউরোপীয়দের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

কিন্তু ইউরোপের মার্কসবাদী রুশরা ইসলামের বিরুদ্ধে স্রেফ নিন্দাসূচক ভাষা ব্যবহার করে। একজন মহৎ ব্যক্তি, কথায় ও কাজে যিনি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তিনি তাঁর শিক্ষককে, তাঁর আত্মিক জনককে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

কিন্তু হীনতা, কূপমণ্ডুকতা প্রলেতারীয় জারবাদী রীতিতে স্বীয় শিক্ষক, আত্মিক জনক এবং উপকারী বন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে নিজের কদর্য সত্তাকেই প্রদর্শন করছে।

---

* এডওয়ার্ড গীবন (১৭৩৭-১৭৯৪ খ্রীঃ) ঃ প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। 'History of the Decline and Fall of the Roman Empire' তাঁর রচিত সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

"মূরগণ কর্ডোভার সেই বিস্ময়কর সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, যা ছিলো মধ্যযুগের বিস্ময়, এবং সমগ্র ইউরোপ যখন পাশবিক অজ্ঞতা ও দ্বন্দ্ব-কলহের নোংরা পংকে ডুবে ছিলো, এই কর্ডোভা তখন একাই পাশ্চাত্য জগতের সামনে জ্ঞান ও সভ্যতার প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলো।"[১৬]

পথভ্রষ্ট রাশিয়ানরা ইসলামকে বলে 'প্রতিক্রিয়াশীল'। তা যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তাহলে তা চালু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দিত; নির্বাপিত করত সভ্যতার দীপ্ত শিখা; মূর্খতা, হানাহানি, অনিষ্ট, লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন, হাজার হাজার শহরকে মাটির সংগে মিশিয়ে দেয়া প্রভৃতি অপকর্মে সয়লাব করে দিতো গোটা পৃথিবী এবং মানুষকে টেনে নিয়ে যেতো প্রস্তরযুগের নিষ্ঠুরতায়।

সে-রকমটি কি ঘটেছে? মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সংকলিত খাঁটি ইতিহাস বলছে ঃ 'না'। কিন্তু ইতর ব্যক্তিদের দ্বারা সংকলিত ইতিহাস বলছে ঃ 'হ্যাঁ'।

"পরবর্তী কয়েক দিনে আমি শুধুমাত্র মুহাম্মদের নিজের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করব; যা হোক, শহরের বাসিন্দা, কিন্তু নৈতিকতাবর্জিত ফেলাহীনদের বিরুদ্ধে একজন বেদুঈনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতা যতদূর সম্ভব আমি উপলব্ধি করেছি। তৎকালে শহরে বসবাসকারী ঐ ফেলাহীনদের ধর্মের অবস্থাও ছিলো অসংবদ্ধ, বিশৃংখল; তা ছিলো অধঃপতিত জড়বাদ, ভেজাল ইয়াহূদী ও খ্রীস্টধর্মের এক অভিনব জগাখিচুড়ি।"[১৭]

'অবনতি' এবং 'প্রতিক্রিয়াশীলতা' এ দু'টি শব্দের মধ্যদিয়ে স্বয়ং লেখকেরই ভ্রষ্টতা প্রতিফলিত হচ্ছে, প্রতিভাসিত হচ্ছে তাঁর নিজেরই প্রতিক্রিয়াশীল কুটিল চরিত্র। মার্কসবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের কথা ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে। নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে লালন করার পন্থা হিসেবে লালমুখোরা এই 'প্রতিক্রিয়াশীল' শব্দের তীরটি ছুঁড়ে দেয় তাদের শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। উল্লেখিত অনুচ্ছেদভুক্ত 'অধঃপতিত' শব্দটির যৌক্তিকতা নিরূপণের ভার আমরা শিক্ষিত অমুসলমানদের ওপর ছেড়ে দিলাম যাঁদের কল্‌ব, মন এবং জীবন-পদ্ধতি অধঃপতিত, গুমরাহ্।

মুসলমানরাই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান দিশারী

"মুসলিম স্পেন মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোর কথা লিপিবদ্ধ করেছিল। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে, যেভাবে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আরবী ভাষাভাষী লোকেরাই বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকার প্রধান বাহক ছিলেন।"[১৮]

তাঁরা কৃষ্টি ও সভ্যতার একমাত্র আলোকবর্তিকা বাহক ছিলেন। শুধু আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, ভারত কিংবা শুধু মধ্য এশিয়ায় নয়, বরং বিশ্বব্যাপী।

www.pathagar.com

একটি 'অধঃপতিত' ধর্ম কি পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার অনুসারীদের বিশ্বব্যাপী কৃষ্টি ও সভ্যতার আলোকবর্তিকার বাহক বানাতে?

বিশ্বকে বুদ্ধিমত্তার সাথে, বৈজ্ঞানিক ও সুসংস্কৃতভাবে শাসন করতে প্রতিক্রিয়াশীলতা কি প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচিত কিংবা উত্তেজিত করে?

মার্কসবাদী অসত্যের হিংস্র দৈত্যকে যদি নিবৃত্ত করা না হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব রক্ত-নদীতে ভাসতে বাধ্য — বড় জোর এতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। বস্তুতঃ এরাই মানবজাতির মীরজাফর।

"পক্ষান্তরে, ইসলাম স্বয়ং এর বিশেষভাবে বিন্যস্ত রীতি-পদ্ধতি সংরক্ষণের মাধ্যমে এর বিস্তার-ক্ষেত্র প্রাচ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল, নতুনভাবে তা আরব বেদুঈনদের দ্বারা বিজিত ও জন-অধ্যুষিত করেছিল; পাশ্চাত্যে নয়, এখানেই তা একটি নেতৃস্থানীয় ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হতে সক্ষম হয়েছিল।"[১৯]

মার্কসবাদী অসত্য অযুত বর্ণ-বৈচিত্রে আত্মপ্রকাশ করছে। এদের প্রত্যেকের সংগে সম্পর্ক বজায় রাখা সহজ কাজ নয়।

উপরের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মার্কসবাদী মিথ্যাচারসমূহ খণ্ডনের জন্য এখানে এইচ. এ. এল. ফিশারের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। ফিশার একজন পক্ষপাতী মনোভাবাপন্ন লেখক। তৎসত্ত্বেও তিনি মার্কসবাদীদের মত অত বিদ্বেষপরায়ণ নন। তিনি লিখেছেন ঃ

"সিরীয়, পার্সিয়ান, তুর্কী, বারবার এবং স্পেনীয়রা মুসলিম সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে স্বর্ণালী যুগের অবতারণা করতে অবদান রেখেছিলেন। চার শতাব্দী ব্যাপী যখন ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন ছিলো সুগভীর অজ্ঞতা ও নিস্পৃহতার দ্বারা, তখন তা (মুসলিম সাহিত্য ও শিল্প) বিশ্ব-মুসলিমের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দান করেছিলো।"[২০]

ফিশার ঈর্ষাবশে বিশ্বে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের জন্যে চার শতাব্দী সময়কালের কথা স্বীকার করছেন, যদিও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে মার্কসবাদী প্রতারকদের মনে, যারা বিশ্ব-ইতিহাস ও এর সত্যতা সম্পর্কে মিথ্যা বলে। মানবজাতি এমন ধারা মিথ্যাচারী উৎপাদন করতে অপারক।

একটা আচারসর্বস্ব মতাদর্শ কি কখনও চারশত বছর ধরে নেতৃত্বের শীর্ষ-চূড়ায় আরোহণ করতে পারে? সুদীর্ঘ চারশত বছরব্যাপী সমগ্র বিশ্বের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার একমাত্র ধারক-বাহক হওয়া কি ইসলামী আচারবাদীদের পক্ষে সম্ভব?

"বিশ্বাসী মুসলমানদের কাছে ধর্ম হলো রোজকার পালনীয় বিষয়; সপ্তাহের

www.pathagar.com

একটি পবিত্র দিনে পালনীয় কোনো সীমাবদ্ধ ধর্মীয় আচার নয়। একটি গতিশীল ধর্ম ইসলাম আজ ধর্মান্তরিতদের অনায়াসে অন্য ধর্মের বদলে স্বমতে আনছে।"[২১]

"তাঁরা বিশ্বকে একটি নতুন কৃষ্টি উপহার দিয়েছিলেন। তাঁরা এমন একটি ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, যা আজকের দিনেও বিশ্বে একটি অন্যতম অপরিহার্য শক্তি।"[২২]

আচার-সর্বস্বতার পক্ষে কি "বিশ্বকে নতুন সংস্কৃতি উপহার দেয়া" সম্ভব?

কেমন জঘন্য এই মার্কসবাদী মিথ্যুকরা।

"আরবীয়রা বিজ্ঞানের চেয়ে অন্য কোনো বিষয়ে এত অধিকতর অগ্রগতি সাধন করেন নি .... জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, এবং চিকিৎসাবিদ"[২৩] এঁরা মুসলিম বিজ্ঞানেরই স্বর্ণফসল।

যে কেউ পারে মিথ্যা দিয়ে মার্কসবাদী মিথ্যাকে পরাস্ত করতে এবং তারপর এসব মিথ্যাকে বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করতে।

তাহলে কোথায় আচারসর্বস্ব ক্রিয়া-পদ্ধতি সমৃদ্ধি লাভ করে?

এটাই মার্কসবাদ, যা আচারসর্বস্ব ক্রিয়া-পদ্ধতির জগদ্দলে বন্দী। সে একাকীই পদ্ধতিগতভাবে খুনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মার্কসবাদী বিপ্লব উদ্‌যাপন উৎসবের অংশ হিসেবে তা অগণিত মানুষকে খুন করছে।

বর্বর জংলী উপজাতিদের কাছে তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে একটি মানুষকে হত্যা করার কোনো অপরাধ ছিলো না।

একইভাবে, শহরবাসী অসভ্য মার্কসবাদী 'উপজাতিদের' কাছে তাদের লাল-প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য অধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যাও করা কোনো অপরাধ নয়।

এই দুই অসভ্য উপজাতিদের মধ্যে পার্থক্য শুধু সংখ্যার বেলায়। জংলী উপজাতিরা একজন বা দু'জনকে হত্যা করে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক শহুরে 'উপজাতিদের'* হত্যার তৃষ্ণা অফুরন্ত। তাদের নাস্তিক ধর্ম — মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের লক্ষ্যে তারা সমগ্র মানব জাতির দুই-তৃতীয়াংশকেও হত্যা করতে পেছপা হয় না।

উভয় আচারপন্থী 'উপজাতি'-ই যেকোনো মুক্ত চিন্তা-চেতনাকে — যা তাদের সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জন্ম দেয় — গুড়িয়ে মিস্‌মার করে দেয়। যারা তাদের আনুষ্ঠানিক কর্তব্য, সংবেদনহীনতা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংস্কারের কথা বলে, উভয়েই তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়।

ক্রিয়া-পদ্ধতি দিয়ে ইসলামের কি কিছু আসে যায়?

---

* উপজাতি : এখানে আদিবাসী অর্থে নয়, ভুঁইফোঁড়, কৃত্রিম জাতি-সত্তা অর্থে ব্যবহৃত। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

"জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দশনসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি।"[২৪] (৯ ঃ ১১)

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الايٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

"এইভাবেই আমরা বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিবৃত করি নিদর্শনসমূহ।"[২৫] (১০ ঃ ২৪)

كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ . كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"এইভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"[২৬] (১০ ঃ ২৪)

এখানে এমন একটি ইসলামী আদর্শের কথা বলা হয়েছে যার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান, যুক্তি এবং মানসিক চেতনা বা চিন্তাশীলতা। এ ধরনের চিন্তা-চেতনার অধিকারী ব্যক্তিরাই কেবল ইসলামকে বুঝতে পারঙ্গম। মহানবী (স)-এর প্রতি আল্লাহ্র প্রথম ওহীই ছিলো — 'ইক্‌রা' অর্থাৎ পড় বা আবৃত্তি কর। শুধুমাত্র বোধশক্তি সম্পন্ন এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকেই মুসলমান হওয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। এ কারণেই জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ, অপরাধমূলক এবং বেআইনী কাজ। মার্কসবাদ মুক্ত চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করেছে। ইসলাম নবদীক্ষিতদের সর্বপ্রথম মুক্তভাবে চিন্তা করার এবং তারপর বুদ্ধি, যুক্তি ও জ্ঞানের দীপ্ত আলোকোজ্জ্বল মতাদর্শ গ্রহণের শর্ত পেশ করে থাকে।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নাই।"[২৭] (২ ঃ ২৫৬)

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"তবে কি তুমি মানুষকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোর-জবরদস্তি) মু'মিন হইতে বাধ্য করিবে?"[২৮] (১০ ঃ ৯৯)

www.pathagar.com

ইসলামের অভ্রান্ততা ও বিশ্বজনীনতার ভিত্তি

ইসলামের অভ্রান্ততা এবং বিশ্বজনীনতার মূল ভিত্তি ঐখানেই। ঐখানেই প্রকৃতির সংগে তার নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান, যা জোর-জবরদস্তিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

যারা মুক্তভাবে চিন্তা করতে, স্বাধীন মতামত লালন ও প্রকাশ করতে সাহস করে, মার্কসবাদের একচোখা দৈত্য তার পদানত সেইসব 'বেয়াড়া' লোকদের মুগুরপেটা করতে কসুর করে না। এই-ই মার্কসবাদ, যা ঘোষিত সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রের খাড়া-হাতে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এই-ই মার্কসবাদী বর্বরতন্ত্র, যা বন্দুকের নলের মুখে জনগণকে বাধ্য করে এর বোকামির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে।

এটাই মার্কসবাদ, যা বশংবদ গোলামদের নয়া বংশ-ধারা সৃষ্টি করেছে; এদের 'জ্বী-হুজুরবাদী' নামে আখ্যায়িত করা যায়। এরা এমনই জীবন্ত প্রাণী, যারা 'জ্বী-হুজুরবাদের' আলেয়ার মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, পরিণত হয়েছে মৃত সত্তায়।

"ধর্ম স্রেফ একটি কুহকী-সূর্য, যা নিজের চারপাশে যতক্ষণ না আবর্তিত হয়, তার চেয়ে অনেক দীর্ঘক্ষণ আবর্তিত হয় মানুষের চারপাশে।"[২৯]

মার্কস তাঁর মতবাদের জাদুকরী 'শক্তি' জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি, যা একশো কোটি চীনাকে 'চার কুচক্রীর' চারপাশে ঘুরিয়েছে; কণ্ঠে তাদের প্রভুর শেখানো 'জ্বী-হুজুরের' মনোহরী সংগীত। ঐ চারজন যা-ই উচ্চারণ করত, একশো কোটি মানুষের সমসংখ্যক বাগযন্ত্র অবিকল তা-ই উচ্চারণ করত, তারা তা বুঝুক আর না বুঝুক, পছন্দ করুক আর ঘৃণা করুক, শক্তিধর একনায়ক যা-ই বলত, তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত, তা নিরর্থক কিংবা অবাস্তব কি-না তার বাছ-বিচার না করেই। কেউ যদি সেই শক্তিমদমত্ত একনায়কের চারপাশে বিনা বাক্যব্যয়ে যন্ত্র-মানবের মত ঘুরতে অস্বীকার করতো, তাহলে তাকে চিরতরে গুম্ করে দেয়া হতো। 'জ্বী-হুজুরবাদ'-এর লেবাসে আবির্ভূত নয়া দাসত্বের শৃঙখল গলায় পরতে অস্বীকৃতির 'অপরাধে' স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ রুশকে হত্যা করেছিলেন।

একজন দক্ষ বাক্যবাগীশ, তার্কিক এবং স্কুল শিক্ষকের পক্ষে মননশীল বিষয়ে নিজকে সম্পৃক্ত করা হয়তো সহজ, কিন্তু সে মানবজাতির বিধান-দাতা, তার এই দাবি নিতান্তই অযৌক্তিক, উদ্ভট। মার্কসবাদের উচিত রাশিয়ার নব্য-জারবাদ এবং মার্কসের নাম টিকিয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের অঢেল লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধবাদী লেখকেরা বিদ্বেষপরায়ণভাবে ইসলামের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমিত করেছেন, যেখানে আরবীয় বেদুঈনরা তাদের ঘর-গেরস্থালীর পত্তন করেছিল। এহেন বিদ্বেষপরায়ণতা শুধুমাত্র একজন মানব-সর্পের কাছেই 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। এহেন পরশ্রীকাতরতা শুধুমাত্র একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তির মনেই জাগ্রত হতে পারে।

"রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্তেকালের পর মাত্র একটি শাসনামলের শেষ পাদে মুসলিম সাম্রাজ্য অক্সাস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সিরটিস মাইনর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো। শূন্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে মুসলিম আরবীয় খিলাফত এ সময় বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।"[৩০]

আচারসর্বস্ব একটি আদর্শ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় না, হতে পারে না। একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অতীতমুখী হয়ে তার সমস্ত শক্তিকেই ধ্বংস করে। ইসলাম শূন্য-হাতেই তার যাত্রা শুরু করেছিলো। তৎসত্ত্বেও, একটিমাত্র বংশ-সীমার শেষে তা একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়; কারণ, তা বস্তুকে জয় করেছিলো এবং তাকে লাগিয়েছিলো মানুষের কল্যাণে। বস্তু বা বস্তুমোহ মানুষকে বশীভূত করুক, ইসলাম কখনই তা অনুমোদন করে নি। এটাই ইসলামী আদর্শের বিশ্বজনীনতা ও অভ্রান্ততার মূল প্রাণশক্তি। মূর্খের দল কি এটা উপলব্ধি করবে?

শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও মার্কসবাদী মিথ্যুকরা যেভাবে কাপুরুষের মত ইসলামের অবিনাশী গুরুত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে, তাতে মনে হয়, পাশ্চাত্য বিশ্ব কি সত্যি ইসলামের মমতাময় আদর্শের কল্যাণী স্পর্শ লাভের ক্ষেত্রে ভাগ্যহীন, কপালপোড়া ছিলো?

"ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার ইন্তিকালের একশত বছর পরে তাঁর অনুসারীরা সমৃদ্ধি-যুগের রোম সম্রাজ্যের চেয়ে বৃহৎ একটি সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন। এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিলো বিস্‌কে উপসাগর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত, এবং চীন-সীমান্ত ও ওরাল সাগর থেকে নীলনদের নিম্ন অববাহিকা পর্যন্ত; এবং আরবের মরু-দুলালের নাম মহামহিম আল্লাহ্‌র নামের সংগে সংযুক্ত হয়ে দিনে পাঁচ বার দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম-মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের হাজার হাজার মসজিদের মিনার থেকে ধ্বনিত হতো।"[৩১]

বিশ্বে শুধুমাত্র মার্কসবাদীদের দ্বারাই বিদ্বেষপরায়ণতা এর নিম্নতম স্তরে পৌঁছেছে, অন্য কারো দ্বারা নয়।

"নিপীড়ন, খুটায় বেঁধে অগ্নিদগ্ধ এবং তাঁদের রচনাবলী নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে গির্জা বিজ্ঞানীদের নির্মমভাবে নিগৃহীত করেছিলো।

www.pathagar.com

তথাপি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ক্রমাগত ধর্ম ও আদর্শিক দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবে ফাটলের সৃষ্টি করেছিলো।

এ কারণেই মার্কসবাদের জনকেরা ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী প্রচার-প্রপাগাণ্ডার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলো।"[৩২]

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ওপর নিপীড়ন হচ্ছে একমাত্র রাশিয়াতেই

বর্তমানে বিশ্বে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবাজ ও সংস্কারান্ধ গোঁড়া ধর্মের প্রেতাত্মা হচ্ছে মার্কসবাদ, তার সাথে রয়েছে মস্কোয় অবস্থিত তার 'পবিত্রতম তীর্থভূমি'। এই তথাকথিত 'ধর্মের' ক্ষমতাধর পুরুত-ঠাকুরেরা মাত্র কয়েক দশকে বহুসংখ্যক বিজ্ঞানীকে নিগৃহীত করেছে, গির্জার পুরোহিতরা বহু শতাব্দী ধরে যার চেয়ে অনেক কম করেছে। আজ রাশিয়া ছাড়া সমগ্র বিশ্বের অন্য কোথাও বিজ্ঞানীরা নিগৃহীত হচ্ছেন না। নব্য-জারবাদী নিগ্রহ-নিপীড়নের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানার জন্যে রাশিয়ার কোনো সচেতন ও বুদ্ধিমান বাস্তুত্যাগীকে জিগ্যেস করুন। ডক্টর শাখারভের দুর্ভোগ অন্যান্য অসংখ্য বৈজ্ঞানিকেরা নিগ্রহের সাক্ষ্য বহন করছে।

রাশিয়ায় অর্ধ-মিলিয়নেরও বেশি বিজ্ঞানী রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা 'জ্বী-হুজুরের' তক্‌মাধারী নিতান্তই গোবেচারা শান্ত-সুবোধ ভদ্দরলোক মানুষ; অর্থাৎ হুজুর যা হুকুম করেন, তাই-ই তাঁরা করেন — নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা যেন যন্ত্রমানব; মেশিনের অপারেটরদের নির্দেশমতই তাঁরা সবকিছু উদ্ভাবন, নির্মাণ ও এগুলোর প্রসার ঘটান।

যে মুহূর্তে তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, তাঁরাও স্বাধীন মানুষের মতো মুক্তভাবে চিন্তা ও কাজ করতে পারঙ্গম মানুষ, সেই মুহূর্ত থেকেই তাদের ওপর শুরু হয় নিপীড়ন, নিগ্রহ। এই নিগ্রহ-নিপীড়ন নানা আদলে হতে পারে। কাউকে নির্বাসিত করা হয় সুদূর সাইবেরিয়ায়,কাউকে পাঠানো হয় মানসিক হাসপাতালে, কাউকে জেলে। এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানের জয়ঢাক একমাত্র মার্কসবাদীরাই বাজাচ্ছে তারস্বরে।

গির্জা বিজ্ঞানীদের অগ্নিদগ্ধ করেছিলো। কিন্তু ইসলাম বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছিলো; জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছিলো। মার্কসবাদীদের সামনে কোনো দিক্ নির্দেশনা আছে কি? না, নেই! ইউরোপের এই অন্ধদের হাতে আছে একটি মাত্র গজকাঠি। যা-কিছুই তারা দেখে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা সবই সেই হাতড়িয়ে হাতিদেখা অন্ধদের সিদ্ধান্তের মতই চূড়ান্ত। এভাবেই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ পরিণত হয় 'সমগ্রে'।

www.pathagar.com

একজন অন্ধের উন্মত্ত অংশ ঃ একটি দুর্ভোগ

যদি একজন অন্ধও হাতির একটি অংশের দ্বারা সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সে তার 'আংশিকভাবে সঠিক' সিদ্ধান্তকে বিশ্ব-প্রসারী করে। যদি তার ইতি সেখানে হয়, তাহলে ভালো। কিন্তু সংস্কারের কুহকাচ্ছন্ন লোকটির ক্ষেপাটে সত্তা তার অনুসারীদের পরামর্শ দিচ্ছে সমগ্র বিশ্বের ওপর তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে। মানবজাতির জন্য দুর্ভোগ রূপে মার্কসবাদের ভূমিকারম্ভ এখান থেকেই।

দুষ্কর্ম দুষ্কর্মের নায়ককে আহবান করে। বিশ্বে শুরু হয় হানাহানি, রক্তপাত। বিশ্বজয়ের জন্যে এর প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় আফগানিস্তানে, ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি একটি ধর্মে ভাঙ্গন ধরিয়েছিলো। এর অর্থ কি এই যে, ইসলামও একই পরিণতি বরণ করেছে? 'অন্ধ', সংস্কারাচ্ছন্ন এবং উন্মত্ত ইউরোপীয় মার্কসপন্থীদের কাছে এর জবাব হলো, "হ্যাঁ"। কিন্তু স্থিতধী, শান্তিপ্রিয় এবং সত্যের আলোকোদ্ভাসিত বহু ইউরোপীয়-র কাছে এ-প্রশ্নের সোজা সাপ্টা জবাব, "না"।

"ইসলামের আবির্ভাবের মাত্র একটি শতাব্দীকালের মধ্যে ইসলাম-শাসিত সমস্ত অঞ্চলেই বিস্ময়কর সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিলো। এই সর্বব্যাপী সমৃদ্ধির কারণ ইসলাম নিজেই, কারণ তার অবিনাশী, অম্লান, মংগলময় আদর্শ। এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের কুসুমরাজি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বাভাবিকতার সংগে সম্পূর্ণ একই সুতোয় গাঁথা। এর বিশ্বাসের সার-নির্যাস আমাদের চরিত্রকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করে, আমাদের কাজে-কর্মে মমতার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং অন্যদের বিশ্বাস, ধর্ম এবং বিধি-ব্যবস্থার প্রতি সহনশীল হতে আদেশ দেয়।"[৩৩]

জার্মানীর গোয়েবল্‌স এখনও ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রগতির নামে মিথ্যাচারের সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ও সুশৃঙখল ধারায় কেউ-ই মার্কসবাদীদের অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি; এ রকম কোনো দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে নেই।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে গির্জার ভূমিকায় তাদের যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, তার ওপর ভিত্তি করে মার্কসবাদী অন্ধরা ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে কি হবে না, তা জানার জন্য 'মুসলিম পুনর্জাগরণ' অধ্যায় পাঠ করুন।

"একটি এশীয় দেশের সরকারের কখনই তিনটির বেশি বিভাগ ছিলো না। এগুলো হলো ঃ অর্থ (স্বদেশে লুণ্ঠন), যুদ্ধ (স্বদেশে ও বিদেশে লুণ্ঠন) এবং গণপূর্ত (পুনরুৎপাদন-ব্যবস্থা)।"[৩৪]

লেখক কেমন প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে সমগ্র প্রাচ্যজগতকে অপদস্থ করেছেন

www.pathagar.com

উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে। এটাই ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদ, যা প্রাচ্যবাসীদের উদ্ভিদ বা জীবজন্তু হিসেবে বিবেচনা করে অর্থাৎ একান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাইদ লিখিত 'প্রাচ্যবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

"(প্রাচ্যবাদ হলো) প্রাচ্যবাসিদের সংগে সম্পর্কিত হওয়ার উপায়, যার শেকড় ইউরোপীয় তথা পশ্চিমা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ উর্বরা ভূমিতে প্রোথিত।"

অন্য কথায়, প্রাচ্যবাদ প্রাচ্যকে অবলোকন করছে পশ্চিমের গবাক্ষ-পথে। উদাহরণ স্বরূপ সাইদ কার্ল মার্কসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন ঃ ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডকে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে হয়েছে; একটি ধ্বংসাত্মক, অন্যটি এশীয় সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন প্রক্রিয়ায় নতুন গতিসঞ্চার এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্যের বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপন করা।

এভাবে মার্কসের কাছে এশিয়া মৌলিকভাবেই নিষ্প্রাণ — মানবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রাচ্যবাদী ভ্রান্তি, তা বৃহৎ সামষ্টিক পরিসরে কিংবা বিমূর্ত সাধারণত্বেও।"[৩৫]

মার্কসবাদের স্রষ্টারা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের চেয়ে নিকৃষ্ট, তারা (ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা) উপনিবেশের স্থানীয় অধিবাসীদের বিভ্রান্ত করে নি, যেমনভাবে মার্কসবাদীরা সকল ভণ্ডামিই চরিতার্থ করে বিজ্ঞান ও প্রগতির নামে।

এ কারণেই মধ্য এশিয়ার মুসলমানেরা বাকু* সম্মেলনে লেনিনের ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতদের সংগে কোনো কিছু করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তারা ঘোষণা করেন যে, প্রাচ্যের জনগণের কাছে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়ানরাও অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত। ঐসব নেতার অনেককেই পরবর্তীকালে স্টালিন হত্যা করেছিলেন।

"প্রাচ্যের নগরীসমূহ পত্তনের পর লোকজন বৃদ্ধ এফ. বার্নিয়ারের (সম্রাট আওরংগজেবের নয়-বছরব্যাপী রাজকীয় চিকিৎসক) লেখার চেয়ে মেধাপূর্ণ উজ্জ্বল এবং হৃদয়গ্রাহী কোনো কিছুই পড়তে পায় না; ... দিল্লী কিংবা আগ্রার মতো সমগ্র রাজধানী শহর প্রায় পুরোপুরিভাবেই সৈন্যদের কবজায়; এবং এ জন্য রাজধানী শহর সম্রাটের হুকুম তামিল করতে বাধ্য থাকে, তিনি যুদ্ধকে যথেচ্ছা প্রলম্বিত করলেও।"[৩৬]

যেভাবে মাছিরা কেবল নোংরা জায়গার সন্ধান করে এবং সেখানে বসে তাদের সময় অতিবাহিত করে, তেমনিভাবে মার্কসবাদের স্রষ্টারা মুসলমানদের

---

* বাকু ঃ আজারবাইজানের রাজধানী। আজারবাইজান সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র ছিলো। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলোর মতো এটিও এখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

পতন-কালের বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয়ের সন্ধান করে। অতঃপর এই 'গড়ে-হরিবোল' অবস্থা শ্রেণী-পরম্পরাক্রমে চলে। রাশিয়ার বেলায়ও তাই ঘটেছে।

বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির চরিত্র সবসময় শয়তানী দ্বারা তাড়িত হয়, অন্যদেরকেও সেভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদের মধ্যে ভালো গুণের সমাবেশ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করে।

"...... সমস্ত মংগলময়তাই আমার কাছে
বিষতুল্য ....."[৩৭]

সার্বিক মংগলময়তা, কল্যাণময়তা কেবল শয়তানদের কাছেই বিষতুল্য হয়। শুধুমাত্র মার্কসবাদীরাই দুনিয়ার জমীনে এই সব শয়তানের পরমাত্মীয়।

প্রফেসর ফিলিপ কে. হিট্টি 'ক্যাপিটাল সিটিজ অব এ্যারাব ইসলাম' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

"যেমনভাবে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, ছয়টি শহর রাজধানী শহরের চেয়েও উন্নতর ছিলো; তারা শুধু উত্তরকালীন আরব ও অন্যান্য মুসলমানদের ইতিহাসেই নয়, মুক্ত সভ্যতার অগ্রগতিতেও চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখেছিলো।"[৩৮]

পাঠকবৃন্দ যদি মানুষের মধ্যে কে দ্বি-পদ শয়তান এবং কে চিন্তা ও জীবনাচারে মহত্ত্বের নিরঙ্কুশ প্রমাণ বহন করছে, তা নিরূপণ করতে অপারক হন, তাহলে তাঁরা মুসলিম-অবদানের সংক্ষিপ্ত খতিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

"এটা অর্থাৎ খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দেয় ঃ যেহেতু ধর্ম শিক্ষাদানে বাধ্য, সেহেতু ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ কর; কারণ, সমস্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বই আসে ঈশ্বরের নিকট থেকে।"[৩৯]

মার্কস স্থূল-বুদ্ধি এবং সীমিত ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি আগেভাগে কিছু উপলব্ধি করতে পারতেন না। 'প্রমত্ত ভাবাবেগের' অধীন বদ্ধ সংস্কারের আদলে তাঁর মতাদর্শের দুষ্ট দৈত্য অন্ধ হতে বাধ্য।

আজ মার্কসবাদ হলো সেই মতবাদ, যা শিক্ষা দিচ্ছে "লাল-একনায়কতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ কর; কারণ সমস্ত ক্ষমতার উৎস মার্কসবাদ, নির্যাতন, খুনখারাবি এবং হত্যালীলার নয়া-ঈশ্বর। চীনের 'চার কুচক্রী' ক্ষমতাসীনদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য একশো কোটি অনিচ্ছুক চীনবাসীকে শক্তি প্রয়োগ করেছিলো। রাশিয়ার স্টালিনরা তাদের দেশে একই কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। তাদের ক্ষুদে-প্রতিভূরা সমগ্র বিশ্বব্যাপী তাদের নিজ নিজ লালপন্থী অঞ্চলসমূহেও একই কর্মপন্থা গ্রহণ করে। কয়েক সহস্র চাটুকার দালালের সহযোগিতায় মাত্র কয়েক ডজন একনায়ক আজ প্রায় পনেরো শো মিলিয়ন অনিচ্ছুক মানবসন্তানকে প্রভুত্বের কাছে মাথানত করতে বাধ্য করছে।"

সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই ভয়াবহ পাশবিকতার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য এই সাধারণ বাস্তবতা কি বিশ্ববাসীর জন্য যথেষ্ট নয়? মানবেতিহাসের সুবিস্তৃত পরিসরে এহেন কোনো নজির আছে কি?

"মূর্খরাই অভিশপ্ত, যারা কোনো নিয়ম-কানুনের ধার ধানে না।"

"খ্রীস্টধর্মের সামাজিক মৌলনীতি কাপুরুষতা, আত্ম-অবমাননা, হীনমন্যতা, ব্যক্তিত্বহীন বিনয় ও উদারতার বাণী প্রচার করে; সংক্ষেপে বলা যায়, ইতর ও সর্বহারা শ্রেণীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সেখানে বিদ্যমান, যা নিজকে (খ্রীস্ট ধর্মকে) অন্ত্যজ্জনের ধর্ম বলে গর্বিত হওয়ার অনুমতি দেবে না; সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি-সাহস, আত্মবিশ্বাস আত্ম-অহংকার এবং স্বাধীনতার চেতনাকে তার উপার্জনের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করে।"[৪০]

মার্কসবাদ যেখানে তার শত্রুর বিরুদ্ধে আগ্রাসী থাবা বিস্তার করেছে, সেই একই সে জায়গায় হাজির হচ্ছে তার কর্মসূচীসহ।

মার্কসবাদের অধীনে অন্ত্যজ্জনদের নাগরিকতা অর্জনের গুণাবলী

মার্কসবাদী শাসনাধীনে দেশের নাগরিকরা মূলতঃ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে রাশিয়ার তিনটি পাপের একটি হলো সুরাসক্তি। ঐ জাতিটি কেন এই পাপের আগুনে যন্ত্রণা-দগ্ধ হচ্ছে?

পাপের উৎসই হচ্ছে মার্কসবাদ, যার গণবিচ্ছিন্ন, একনায়কসুলভ, স্বেচ্ছাচারী এবং জবরদস্তি নীতি নাগরিকদের অন্ত্যজশ্রেণীতে পরিণত করে। এরা সব কাপুরুষ, কারণ তাদের এই কাপুরুষতাকে জীবন-বিধান হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করা হয়। আল্লাহ্‌র জমীনে তারাই সবচেয়ে বিনীত 'যন্ত্র-মানব'; কারণ তাদেরকে সেরকমটি করা হয়েছে জোর করে। ডক্টর শাখারভের মত ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকেও তাঁর গণবিচ্ছিন্ন কর্তৃপক্ষের সামনে বিনয়ী হওয়ার সবক নিতে হয়, অন্যথায় শাস্তি অবধারিত। এহেন বৈরী পরিস্থিতিতে রাশিয়ানরা যদি সুরাসক্তিতে বুঁদ হয়ে না পড়ে, তা'হলে তা তাদের দুঃখ এবং অধঃপতন থেকে বাঁচাতে সমর্থ হবে;

তা তাদেরকে তুচ্ছ, কৃত্রিম বাস্তবতার গণ্ডী অতিক্রম করে উচ্চে সমাসীন করতে সমর্থ হবে;

তাদের একঘেয়েমি দূরীভূত করতে সমর্থ হবে;

তারা সমর্থ হবে চির-ভুঁইফোঁড় অবস্থা থেকে স্বল্পস্থায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে।

তাদের প্রবঞ্চনা-কৌশলকে বাস্তবায়িত করার জন্য মার্কসবাদীরা তাদের সাহস, আত্মবিশ্বাস, গর্ব এবং স্বাধীনতার চেতনার নামে সর্বহারাদের তাড়িয়ে

www.pathagar.com

ফিরছে। তারা নিপুণভাবে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে মুহূর্তে মার্কসবাদী নেতারা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়, সে মুহূর্তেই সর্বহারাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী একের পর এক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের জন্য আর কোনো স্বাধীনতা অবশিষ্ট থাকে না। একনায়কতন্ত্রের স্বার্থে তাদেরকে তা বাধা রাখতে হয়েছে জীবন বাঁচাবার তাগিদেই। সেখানে কোনো আত্মবিশ্বাস বিকশিত হওয়ার অবকাশই নেই; কারণ, তা পল্লবিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আগ্রহের উর্বর মরূদ্যান থেকে। সবশেষে তাদেরকে বিসর্জন দিতে হয় তাদের গর্ব ও সাহস এবং 'হুজুরের' হুকুম তামিলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সাক্ষীগোপালের মতো।

"ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নিন্দাবাদসমূহ যে শিক্ষা দ্বারা পরিসমাপ্তি লাভ করেছে তাহলো ঃ মানুষই মানুষের জন্য পরমতম সহায়ক শক্তি। এ সময় থেকেই সমস্ত মানবিক সুসম্পর্কের কবর রচনা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে, যাতে মানুষকে দেখানো হয়েছে অধঃপতিত, শৃঙখলিত, পরিত্যক্ত এবং ঘৃণ্য জীব হিসেবে। ফ্রান্সে যখন কুকুরের ওপর করারোপের পরিকল্পনা নেয়া হয়, তখন যেমন জনৈক ফরাসীবাসী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বেচারা কুকুর সমাজ! তারা তোমাদের সংগে মানুষের মত আচরণ করতে চায়' — মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এর চেয়ে উন্নততর হতে পারে না বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[৪১]

আজ মার্কিন পুঁজিবাদী নিগড়েও মানুষ বন্দী। পুঁজিবাদীদের অধীনস্থ নির্যাতিত দাসেরা শীঘ্র হোক আর বিলম্বে হোক গৃহহীন নিঃস্বদের সংগে হাত মেলাচ্ছে। এমন কি, তারা যদি এক কিংবা দু'শতাব্দীও পুঁজিবাদীদের দাসত্বের ঘানি টানত, তবুও তারা তাদের বন্দীত্বের নিগড় ভাঙতই। এটাই আমাদের আধুনিক ইতিহাসের শিক্ষা।

কিন্তু ৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে এমন কোনো নজির কি কেউ দেখাতে পারবে যে, রাজকীয় এবং প্রলেতারীয় জারবাদের অধীনস্ত দাসেরা ঐ ধরনের বিজয় অর্জন করেছে? বরং সেখানকার ইতিহাস হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জাতিকে শৃঙখলিত করে চির-সম্প্রসারণবাদী রুশ উপনিবেশবাদের অংগীভূত করার ইতিহাস; এর ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায় নি।

এ কারণেই মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার আদর্শ লালনভূমি রাশিয়ায় কতিপয় জাতি "অধঃপতিত, শৃঙখলিত এবং ঘৃণ্য"; সেখানে কুকুরেরা কতিপয় স্বাধীনতার সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু ঐ সব শৃঙখলিত জাতিসমূহ তা পায় না।

এ কথা কি তারা সেখানে প্রচার করার সাহস করবে? এমন কি তারা

www.pathagar.com

মার্কসকেও খতম করবে, যদি তিনি কতিপয় রুশ প্রভাবশালী অমাত্যের সহায়তায় আবার এই নশ্বর পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং তাঁর ফিতরতবিরুদ্ধ ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই অমাত্যরা অবশ্যই মহাশূন্যে ভাসমান কিংবা ইতস্ততঃ বিচরণশীল তাঁর (মার্কসের) আত্মাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। অন্যথায়, তাদের বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতাবাদ একটি অবৈজ্ঞানিক তুচ্ছ বিষয়ে পর্যবসিত হবে, সংশয়াতীতভাবে যা আসলে তাই-ই।

"এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছিলো মুসলিম-দুনিয়া, বিশেষ করে আফ্রিকায় ধর্মীয় উত্থান। ইসলাম ধর্ম প্রাচ্যবাসী বিশেষভাবে আরবদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। এদের একটা অংশ যুক্ত ছিলো শিল্পবাণিজ্যের সংগে, অন্য অংশ ছিলো যাযাবর বেদুঈন। অব্যাহত সংঘাতের মূল নিহিত ছিলো ঐখানেই। আইনের দৃষ্টিতে শহরবাসী মানুষেরা ধনী, বিলাসী নীতিহীন হয়ে পড়ল। বেদুঈনরা ছিলো দরিদ্র এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের ভিত মজবুত ছিলো না; তারা এই সব ধনী ও সৌভাগ্যবান সুখী ব্যক্তিদের প্রতি ছিলেন ঈর্ষাতুর, তাদের সম্পদের প্রতি ছিলো তাদের লোলুপতা। এ জন্য তারা একজন নবী অর্থাৎ মাহ্দীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হলো। ঐক্যবদ্ধ হলো ভিন্নপন্থীদের শাস্তিদানের জন্য, তাদের পুরনো আচার-পদ্ধতি ও প্রকৃত বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার এবং ভিন্নপন্থীদের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য। এক শতাব্দীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তারা তাদের ভিন্ন পন্থীদের অবস্থায়ই ফিরে এলো; ঈমানী শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নতুন সঞ্জীবনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, একজন নতুন মাহদীর* আগমন ঘটল এবং পুনর্বার খেলা শুরু হলো গোড়া থেকেই। আফ্রিকার আলমোরাভিদ ও আলমোহাদদের স্পেনে কার্তুমের শেষ মাহদীর বিরুদ্ধে বিজয়-অভিযান থেকেই এর সূত্রপাত হয়; এই 'শেষ মাহদী' অত্যন্ত সফলতার সংগে ইংরেজদের প্রতিহত করেন। পারস্য এবং অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে বিদ্রোহের মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটেছিল একই কায়দায়; একই পদ্ধতিতে। এসব আন্দোলন-বিদ্রোহের পুরোটাই ছিলো ধর্মীয় লেবাসে আচ্ছাদিত, কিন্তু আসল কারণ নিহিত ছিলো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের

---

* মাহদী ঃ শাব্দিক অর্থ — পথ প্রদর্শিত ব্যক্তি। মানুষ স্বভাবতঃ ধর্মের প্রতি উদাসীন। তাই তাদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট রাখার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শেষ যমানায় এই অধর্মভাব প্রবল হয়ে উঠবে। লোকে ধর্মের প্রতি একেবারে বিরূপ ও গাফেল হয়ে যাবে। এই সময় আল-মাহদীর আর্বিভাব হবে। তিনি নবী নন, বরং মহানবী (স)-এর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে, সংস্কারক হিসেবে আসবেন। (বিস্তারিত দেখুন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৮৪-১৮৭)। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

মধ্যে। তৎসত্ত্বেও তারা যখন বিজয় লাভ করেছে, তখন তারা টিকে থাকার স্বার্থে পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছে; সুতরাং পুরনো ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রইল এবং সংঘাত-সংঘর্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্যের খ্রীস্টজগতের জনপ্রিয় বিপ্লবসমূহে ধর্মীয় ছদ্মবেশ ছিলো একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ হানার পতাকা ও মুখোশ, যা বর্তমানে অচল হয়ে যাচ্ছে। এটা চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে, নতুন একজনের আবির্ভাব ঘটেছে এবং পৃথিবী অগ্রগতি লাভ করছে।"[৪২]

কেমন বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন বিদ্বিষ্ট এই লেখক! ইসলাম কি শুধুমাত্র প্রাচ্যবাসীদের বিশেষতঃ আরবদের অর্থাৎ শহরবাসী ও যাযাবর বেদুঈনদের ধর্ম?

এমন কি মক্কার আবূ জাহাল পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের বিশ্বজনীনতাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে পারে নি।

সে ইসলামের ওপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ছিলো, যা কৃষ্ণকায় ইথিওপীয় ক্রীতদাস বিলালকে শান্তির ছায়াতলে স্বাগত জানিয়ে মানুষের অবিনাশী শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলো। ঐ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস কি গৌরকায় আরব সর্দারদের 'ভাই' হতে পারতেন? এটা তাঁর কাছে ছিলো একেবারেই অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়। মুসলমানেরা জ্বলন্ত অংগারের ওপর আবর্তমান ছিলেন শারীরিকভাবে (অর্থাৎ তাঁদের শারীরিকভাবে নির্মম নির্যাতন করা হচ্ছিল), কিন্তু তাঁদের নিপীড়নকারী কাফিররা তপ্ত অংগারের ওপর আবর্তিত হচ্ছিল মানসিক, হার্দিক এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে। তাহলে আজকের যুগের আবূ জাহালেরা কি মানসিকভাবে ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও অবিনশ্বরতার জ্বলন্ত অংগারের দিকে চালিত হচ্ছে?

আবূ জাহাল ইসলামের অর্থনৈতিক নীতির প্রতিও ক্ষুব্ধ ছিলো, যে নীতি ইসলামিক রাষ্ট্রকে তার শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে — কোথাও কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে ধনীর নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ কিংবা আদায় করার জন্য, যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের আবশ্যিক পূর্বশর্ত সুনিশ্চিত হয়।

এভাবে আজকের আবূ জাহালরা মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার তাদের পূর্বসূরিদের চাইতেও নিকৃষ্টতর অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

এমনিভাবে বিকৃতি, জোচ্চুরি, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতার এত বেশি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, বিষয়টির বিবেচনার ভার আমরা পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। অমুসলিম মনীষীরা ইসলাম সম্পর্কে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার আলোকে তাঁরা মার্কসবাদের মাথা-মোটা জনকদের বিচার করবেন, — এসব অমুসলিম মনীষী বিশ্বের স্বল্প সংখ্যক মতবাদ-স্রষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

অংশ-৩ মুসলমানদের সাফল্যের মূল উৎস

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি কেবল সমগ্র মাখলূকাতের রহমত হিসাবেই।"[৪৩] (২১ ঃ ১০৭)

ঝর্ণার পানি যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে তার স্রোতধারায়ও পরিষ্কার পানি প্রবাহিত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) শুধুমাত্র মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন না; তিনি সমগ্র মাখলুকাতের জন্য ছিলেন অপার রহমত স্বরূপ।

তাঁর খাঁটি উম্মতগণ অন্যের জন্য রহমত স্বরূপ হয়ে ইসলামে তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রমাণ রাখেন, মুনাফিকরা তা পারে না।

মক্কার কাফিরদের প্রতিনিধিত্বকারী অসত্য-কুফর মনে করেছিল যে, তাঁর বাণী আশিস্ বা রহমতস্বরূপ ছিলো না, ছিলো অভিশাপস্বরূপ। অন্ধকার আলোকে ভয় করে। সত্য অসত্যকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে।

সাধারণতঃ অসত্য অজেয় শক্তিতে উপস্থিত হয়, সংগে থাকে নিষ্ঠুরতার সমস্ত ভয়াবহ কলা-কৌশল। এই অসত্য-কুফর মক্কায় মুসলমান ও মহানবী (স)-কে দীর্ঘ তেরোটি বছর নির্যাতন করেছিলো। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনায় বহু যুদ্ধ পরিচালনা করে। এটা চলেছিলো হিজরতের পর দীর্ঘ আটটি বছর। ইসলাম এবং মুসলমানদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সে তার সর্বশক্তি, সর্বপ্রচেষ্টা কাজে লাগিয়েছিলো।

দুর্ভোগের একুশ বছর পর রসূলুল্লাহ্ (স) করুণা ও সত্যের মূর্তপ্রতীক একদল সৈন্য নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। বিজয়ের এই আকস্মিকতায় মক্কাবাসীরা হতচকিত হয়ে পড়ল। তারা ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও হত্যাযজ্ঞের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হলো, পৃথিবীতে যুদ্ধজয়ের পর এ রকমটিই সবসময় ঘটেছে।

মহানবী (স) ইসলামী ধর্মতত্ত্ব-পুস্তকে সীমাবদ্ধ রহমতস্বরূপ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্য ও করুণার মূর্ত প্রতীক।

"আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি নিরাপদ ঃ যে কেউ তার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, সেই বাড়ির বাসিন্দারা নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেছে, সে-ও নিরাপদ" — বন্দীদের বিশ্রামের জন্যে জড়ো করে রহমাতুল্লিল আলামীন এই ঘোষণা দিলেন।"[৪৪]

মুসলমানদের কি অধিকার ছিলো না তাঁদের নিপীড়নকারীদের হত্যা করার?

তাদের কি অধিকার ছিলো না আইন মুতাবিক জালিম কাফিরদের শাস্তি দেয়ার? কাফিরদের জন্য একই পন্থায় প্রতিফল পাওয়াটা কি স্বাভাবিক ছিলো না?

কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল (স) তো সমগ্র মাখলুকাতের জন্য ছিলেন অপার আশিস্‌ স্বরূপ। মুসলমান তখনই মাত্র দুশমনের খুনে তরবারি রঞ্জিত করেছেন, যখন সে (দুশমন) প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা হিসেবে একজন মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়েছে তাঁর শিরশ্ছেদ করতে। একবার যুধ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী সৈনিক খুন-খারাবি বন্ধ করলে তাকে আল্লাহ্‌র একজন বান্দা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তার মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

রসূলুল্লাহ্ (স) প্রতিটি দেব-দেবীর মূর্তির পাশ দিয়ে হাঁটলেন এবং তাঁর ধনুক দিয়ে সেগুলোকে ছুঁয়ে কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ . إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"এবং বল ঃ সত্য সমাগত, এবং অসত্য বিলুপ্ত; কারণ, অসত্যের ধ্বংস তো অবধারিত।"[৪৫] (১৭ ঃ ৮১)

"কা'বার প্রবেশ-পথের সিঁড়িতে আরোহণ এবং দরজা উন্মুক্ত করে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, প্রস্তর মূর্তিগুলি ধ্বংস করা হবে এবং চিত্রকর্মগুলি নষ্ট করে ফেলা হবে ...। অতঃপর তিনি দরজার দিকে ফিরে এলেন এবং সিঁড়ির উঁচু 'থাকে' দাঁড়িয়ে সংপ্রশংস দৃষ্টিতে নিচে জমায়েত অগণিত জনতার দিকে তাকালেন। দিনটি ছিলো অষ্টম হিজরীর নবম মাসের বিশ তারিখ, তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ পেশ করলেন ঃ

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর বান্দার নিকট যে ওয়াদা করেন, তা তিনি পরিপূর্ণভাবেই রক্ষা করেন, তাকে সাহায্য করেন এবং দুষ্কর্মের সহযোগীদের বিলকুল মিসমার করে দেন। ... হে কুরাইশ জনগণ! আল্লাহ্ সংশয়াতীভাবে তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলী-যুগের সমস্ত অহমিকা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষের সমস্ত দম্ভ-অহংকারের মূলোচ্ছেদ করেছেন। কারণ, সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"[৪৬]

তিনি মজলুম জনতা এবং জালিমদের প্রশ্ন করলেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে কি ধরনের ব্যবহার আশা করো?"

তারা সমবেত কণ্ঠে জবাব দিলো, "হে মহান ভ্রাতা ও মহৎ পিতার পুত্র! আমরা আপনার নিকট থেকে দয়া ছাড়া আর কিছুই চাই না।"

www.pathagar.com

ইসলামের নবী "সমস্ত মাখ্লুকাতের জন্য অপার করুণা"

"তোমাদের যেখানে ইচ্ছা, চলে যাও। কারণ এখন তোমরা স্বাধীন মানুষ।"[৪৭]

মাত্র একটি কথায় তারা স্বাধীন হয়ে গেলো। তারা পুনর্জীবিত হলো এবং নতুন প্রাণ ফিরে পেলো। মহানবী (স)-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের পবিত্র খুনে যে হাত তারা সিক্ত করেছিলো, মাত্র একটি কথায় তা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেলো। অসহায় মুসলমানদের ওপর সংঘটিত তাদের সমস্ত বর্বরতার কথা স্মৃতি থেকে মুছে গেলো। নিষ্ঠুর জালিমরা মানুষকে অমানুষিক কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো।

মক্কার জড়বাদী ও পুঁজিবাদী অসত্যের নিকট ইসলামী আদর্শ এবং রসূলুল্লাহ্ (স) এক মূর্তিমান বিপর্যয় হিসেবে আবির্ভূত হন। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য যে করুণা ও আশিস্ বর্ষিত হয়েছে, তাদের অন্ধ চোখ তা দেখতে পায়নি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবজাতির ওপর তাঁর কল্যাণী আদর্শ এবং অনুকূল প্রভাব পড়েছে। পক্ষান্তরে, এই শতাব্দীতেও অসত্যের পুঞ্জীভূত অভিশাপ প্রমাণিত, যে অভিশাপ মানবজাতিকে যন্ত্রণাদগ্ধ করছে।

পৃথিবীতে কত শতবারই না রক্ত-পিপাসু এই অসত্য এসেছে, বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু জড়বাদী ব্যবস্থার শক্ত বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে কী ভয়ংকরভাবেই না তারা আর্বিভূত হয়!

তৎসত্ত্বেও অসত্যের ধ্বংস অবধারিত, যদিও এর বিষাক্ত ছোবল তার দানবীয় অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু শেষমেষ ঝরাপাতার মতই তা ঝরে যায়, নিশ্চুপ হয়ে যায় তার ফাঁকা তর্জন-গর্জন। এটা সংশয়াতীত যে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে আবার অসত্য নামক এই আগাছার জন্ম হতে পারে; কিন্তু এর ধ্বংসশীল স্বভাব একে একদিন ধ্বংস করেই ছাড়ে।

আর ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ এর কল্যাণী লক্ষ্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকে মুসলিম রাজবংশ, মুসলিম শাসকবৃন্দ এবং মুসলমানদের সংগে নিয়ে নয়; বেঁচে থাকে, অক্ষয় হয়ে টিকে থাকে ফিত্রতকে সংগে নিয়েই।

"নিছক প্রচার-প্রপাগাণ্ডা নয়, তাঁর (নবী স.-এর) ধর্মের স্থায়িত্বই আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়; মক্কা ও মদীনায় কুরআনের যে-পাঠ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, ভারতীয়, আফ্রিকান এবং তুর্কী ধর্মত্যাগীদের দ্বারা সংঘটিত বারো শো বছরের রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরও সেই পাঠ অবিকল অবিকৃতভাবে, বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। খ্রীস্টান ধর্ম-সংস্কারক সেন্ট পিটার কিংবা সেন্ট পল যদি ভ্যাটিক্যানে প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা সম্ভবত এমন একজন দেবতার খোঁজ করতেন, যিনি ঐ বর্ণাঢ্য গির্জায় এমনি রহস্যময় ক্রিয়াকর্ম দ্বারা পূজিত হচ্ছেন।"[৪৮]

www.pathagar.com

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইসলামের স্থায়িত্বে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছেন। বরং উল্টোটাই হওয়া উচিত। ফিত্‌রতের সংগে একীভূত যে ধর্ম, তার স্থায়িত্বে বিস্ময় প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নেই।

মানবিক সচেতনতা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে মুসলমানগণ নিপুণভাবে তাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তির ঘাটতি প্রবণতাকে একটি পর্যায়ে দমিয়ে রেখেছেন। 'আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ্‌র ওপর এবং রসূল (স) আল্লাহ্‌র রসূল' — এটাই হলো ইসলামের শাশ্বত ধর্ম-বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র পরিশীলিত ভাবমূর্তি কখনই কোনো দৃশ্যমান প্রস্তরমূর্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি; রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চরিত্রের উৎকর্ষ কখনই মানবীয় গুণের মাত্রাকে লংঘন করে নি; এবং যুক্তি ও ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে তাঁর গতিশীল নীতিমালা তাঁর শিষ্যদের কৃতজ্ঞতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।"[৪৯]

তাঁদের রসূল (স)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে মুসলমানদের কেন সংযত করা হয়েছে? ইসলামে ব্যক্তি-পূজার কোনো স্থান নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসন্তুষ্ট এবং গুটিকয় মোসাহেবকে তোষণ করে তা কোনো স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় নি।

ইসলাম কি একটি 'জ্বী-হুজুর' মতাদর্শ? ইসলামকে বোঝার এবং তাতে দাখিল হওয়ার সূচনা-মুহূর্ত থেকে একজন মুসলমানের প্রয়োজন হয় চিন্তাশক্তি প্রয়োগের।

যে কেউ মার্কসবাদী এবং প্রলেতারীয় জারবাদের বিজ্ঞান, প্রগতি এবং বস্তুবাদের গলাবাজ প্রবক্তাদের সংগে মতদ্বৈধতা পোষণ করতে পারে।

মার্কসবাদ — "লালমুখো ঈশ্বরদের" স্রষ্টা

"(কম্যুনিস্ট পার্টির) বিশতম কংগ্রেসে সংক্ষেপে স্ট্যালিনকে চিহ্নিত করা হয় অতিশয় উদ্ভট কল্পনা-বিলাসী, সীমাহীন উচ্চাকাঙক্ষী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ হিসেবে, যিনি নিজকে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত এবং ব্যক্তিমর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। ক্রুশ্চেভের ভাষায় "এ ধরনের দানবীয় পদক্ষেপ প্রধানত, স্ট্যালিনের নিজের জন্যই গ্রহণ করা হয়। তিনি কল্পনাসাধ্য সর্বপ্রকার পদ্ধতি-কৌশল প্রয়োগ করে নিজের ব্যক্তি-মাহাত্ম্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এর পেছনে বহু কারণ রয়েছে। "তাঁর ব্যক্তি-মাহাত্ম্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরা এবং সামান্য লাজ-লজ্জাহীনতার প্রধানতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণে।" এই পুস্তকটি লাগামহীন, অনৈতিক তোষামোদের মূর্ত প্রকাশ; একটি মানুষকে "দেবত্ব প্রদানের, দোষত্রুটিহীন সাধুপুরুষে রূপান্তরের,

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতম নেতা ও সর্বকালের, সব জাতির মহানতম কৌশলী হিসেবে চিত্রণের", ... এবং ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর চরিত্রে আরোপ করে তাকে অতিমানব বানাবার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মনে করা হয়, এ ধরনের একজন মানুষ সব কিছু জানেন, সব কিছু দেখেন, সকলের জন্য ভাবেন, সব কিছু করতে পারেন; তিনি তাঁর ব্যবহারে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, নিষ্কলুষ।"[৫০]

মার্কসীয় বিজ্ঞানের মতাদর্শ ও প্রগতি সৃষ্টি করেছিল এক 'লাল প্রভুর'। তা কি একটি আজব বিজ্ঞান নয়? তা কি নয় এক বিস্ময়কর 'প্রগতি'?

যারা স্ট্যালিনকে দোষারোপ করেন, তারা তাদের বিচারে একটি মারাত্মক ভুল করেন। মার্কসবাদ এবং তার বাহন একনায়কতন্ত্রের একচোখা দৈত্যই সমস্ত নষ্টের গোড়া; অপবাদের তক্‌মা তারই মাথায় শোভা পাওয়া উচিত। তার সংগে রয়েছেন নাটের গুরু মার্কস। তাঁর 'অন্ধ ভাবাবেগ', 'বিকৃত উপাদান', এবং 'রোগাক্রান্ত আত্মাসহ' তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অপরাধে অভিযুক্ত। এটাই তাঁর মোহান্ধতা, যা নিন্দনীয়।

মানব-প্রকৃতি নিয়ে এটা কি ঠাট্টা-তামাশা? একটি অসার আলেয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সংহারের জন্য এটা কি একটি ছেলেখেলা? এর মূল্য কে দেবে? মূল্য দেবে কি নব্য-জারবাদী সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শৃঙখলে আবদ্ধ জাতিসমূহ? আফগানিস্তানসহ সমস্ত চামচা দেশসমূহকে কি এর মূল্য দিতে হচ্ছে? স্বাধীনতা, প্রগতি এবং বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী এই ছদ্মবেশী দৈত্যকে যদি অবহেলা করা হয়, তাহলে এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানবজাতিকে এর চরম মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

মার্কসবাদের স্রষ্টা, ভ্রান্ত-বিজ্ঞানী এবং ধর্মের সমালোচনাকারীরা একটি নয়া লাল ধর্ম, একজন নয়া ঈশ্বর এবং একটি নয়া অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সৃষ্টি করেছেন, যা গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক দেব-দেবীদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি মানব-রক্ত শুষে নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে।

এ কেমন অসংগত আত্মপ্রশংসা-কীর্তন ও আত্মতোষণ? একজন স্বৈরশাসকের সভাসদবৃন্দ কিংবা বিশ্বব্যাপী তার বেতনভুক বশংবদ মিত্ররা কোনো সনদপত্র দেয়ার যোগ্য নয়।

একটি সনদপত্র সত্যি সত্যি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, যদি তা একজন অপরিচিত ও ব্যক্তিগত সম্পর্কহীন কোনো বিশ্লেষকের দ্বারা শত শত বছর পর একজন মহান ব্যক্তিত্বের অনুকূলে প্রদত্ত হয়, যাঁর সদাচার ও মাহাত্ম্য বিশ্বে একটি স্থায়ী বিস্ময়।

"বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাশালী ব্যক্তিদের তালিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমার বিবেচনায় মুহাম্মদই সর্বোত্তম। কিছু পাঠক হয়তো এতে বিস্মিত হতে পারেন এবং কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু তিনিই ইতিহাসের

www.pathagar.com

একমাত্র মানুষ, যিনি ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ এই উভয় ক্ষেত্রেই চরমভাবে সফল ছিলেন।"[৫১]

রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে কোনো প্রশংসা চান নি, তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনি নিয়মিত তাঁর সাহাবীদের সংগে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। এ সময় কোনো বিষয়ে অন্যের কাছ থেকে অধিকতর ভালো কোনো পরামর্শ এলে তিনি নিজের মত ও সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর একজন সাহাবী যখন একটি জায়গাকে শিবির স্থাপনের অনুকূল নয় বলে তাঁকে বোঝালেন, তখন তিনি সেনা শিবির স্থাপনের নির্দেশ বাতিল করেছিলেন। শুধু তাই নয়. সেই ব্যক্তিকে তিনি পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন সেই বদর প্রান্তরে, যার প্রসংগ এই পুস্তকের অন্যত্র ইতোপূর্বে উত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন, তা পর্যন্ত তিনি মনোনীত করেন নি। উদ্দেশ্যের নির্ভেজাল নিঃস্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিসর্বস্বতা বিলোপের এটা কি সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ নয়?

সুতরাং আজ কি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রশংসার প্রয়োজন আছে? না, কখনই না। মার্কসবাদী মিথ্যুকদের মিথ্যাচারের জবাবে বিশ্বের খ্যাতনামা চিন্তাবিদদের লেখা থেকে কতিপয় অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো; এসব মিথ্যাবাদীর মিথ্যার বহিরংগে প্রলেতারীয় জারবাদের লাগানো চিনির প্রলেপ রয়েছে, যদিও সেই চিনি লুণ্ঠিত হয়েছে সাম্রাজ্যের দখলীকৃত উপনিবেশগুলো থেকে।

মানবজাতির উপর প্রবল পরাক্রমশালী প্রভাবক হিসেবে নবী (স)

"ইসলামের প্রবর্তককে বিশেষিত করা হয়েছে এমন একজন মানুষ হিসেবে, সকল মানুষের মধ্যে যিনি মানবজাতির ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।"[৫২]

এই ব্যক্তিত্বটি কি বিশ্ব-ইতিহাসের বিমূঢ় বিস্ময় নয়? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পক্ষপাতহীন মনীষীদের দৃষ্টিতে তাই-ই; কিন্তু মার্কসবাদী হীনমন্যদের দৃষ্টিতে তা নয়।

ভালো কথা। সমগ্র মানবজাতি কর্তৃক অনুশীলিত সর্বাধিক পরাক্রমশালী এই প্রভাব কি উপকারী, না ক্ষতিকর হয়েছে?

৭৩২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের ট্যুরস-এর যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়। বহু খ্রীস্টান ঐতিহাসিক এই বিজয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। ঐ যুদ্ধে যদি আরবরা বিজয়ী হতো, তাহলে তারা লন্ডন ও প্যারিসে গির্জা মন্দিরের স্থানে শত শত মসজিদ দেখতে পেতো। তাদের এই অভিমত আবেগতাড়িত — যুক্তিসংগত নয়।

www.pathagar.com

"আরবদের বিজয়ে ইউরোপীয়রা লাভবান হতে পারতো, কতিপয় ঐতিহাসিক যেভাবে দেখেছেন, সে রকম ক্ষতিগ্রস্ত তারা হতো না। মুসলিম স্পেনের মত ইউরোপ সাফল্যজনকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে পারতো। এ ছাড়াও, ইউরোপীয় চরিত্রে দয়া ও সহনশীলতার উপাদান সৃষ্টি হতে পারতো। ইউরোপ ধর্মীয় কারণে সৃষ্ট রক্তারক্তি, বিচার, অগ্নিসংযোগ এবং খুনোখুনি থেকে রেহাই পেতো, যা ইউরোপে রক্ত-গংগা বইয়ে দেয়।"[৫৩]

একই ঐতিহাসিক ঘটনা গুস্তাভ লিবোঁ কর্তৃক নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অভিমত কি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ, না ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে ভিত্তি করে পল্লবিত হয়েছে? আসুন বিদগ্ধ ফরাসী পণ্ডিতের লেখার মাধ্যমে আমরা মুসলিম স্পেন সম্পর্কে সামান্য অবহিত হই।

"এই সময়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে উমাইয়া রাজধানী কর্ডোভা ইউরোপের সবচেয়ে সংস্কৃতিবান নগরী হিসেবে স্বীয় স্থান দখল করে নেয় এবং বিশ্বে কনস্টান্টিনোপল ও বাগদাদের সংগে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক লালনকেন্দ্র হিসেবে তার স্থানও অন্যতম। এর এক লক্ষ তেরো হাজার গৃহ, একুশটি উপশহর, সত্তরটি লাইব্রেরী এবং অগুণতি পুস্তক-বিপণি, মসজিদ ও প্রাসাদরাজির বদৌলতে তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং পর্যটকদের অন্তরে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার উদ্রেক করেছিল। এই নগরী (কর্ডোভা) সীমান্তবর্তী জনপদসমূহ থেকে শুরু করে শত শত মাইল দীর্ঘ আলোকসজ্জিত পাথর-খচিত রাস্তার সুবিধা ভোগ করতো, যেখানে, "ঐ ঘটনার সাত শত বছর পরও (অর্থাৎ ১৭০০ সালে) লন্ডনের রাস্তায় একটিও সরকারী বাতি ছিলো না; এবং বহু শতাব্দী-পরবর্তী প্যারিসে যে কেউ বর্ষার দিনে তার ঘরের দ্বার-পথে পা রাখতো, তার গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যেতো কাদায়; তখনও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উদাসীনভাবে ধর্মহীন রীতি-নীতির এলোমেলো সন্তরণ অবলোকন করছিল; পক্ষান্তরে, কর্ডোভার বিজ্ঞানীরা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে বিলাসী হাম্মাম খানায় গোসলের সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন।"[৫৪]

মুসলিম স্পেনের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুগত অগ্রগতির সমপর্যায়ে পৌঁছুতে ইউরোপীয়দের দীর্ঘ সাতশত বছর ধরে পশ্চাৎপদতার প্রগাঢ় তিমিরে হামাগুড়ি দিতে হয়েছে। যদি সেই দিন আরবরা ট্যুরস্-এর যুদ্ধে জয়লাভ করতো, তাহলে সাতশত বছর আগেই ইউরোপীয়রা সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুগতভাবে লাভবান হতো।

www.pathagar.com

বিদ্বেষ এবং সহৃদয়তার স্থিতি-পত্র

এটা স্বয়ং ইউরোপীয়দের প্রণয়ন-করা স্থিতি-পত্র বা ব্যালান্স-শীট। একটি এরোপ্লেনের নির্ধারিত ফ্লাইটের কিংবা একটি ট্রেনের যাত্রার ক্ষেত্রে সাত ঘন্টা বিলম্ব মানুষ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু অন্ধ-বিদ্বেষ সাতশো বছর ধরে পশ্চাৎপদতা, প্রগাঢ় তমসা, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং খুনোখুনিতে উল্লাস প্রকাশ করছে। মানুষ অনর্থক সাতশো টাকা খোয়াতে চায় না; কিন্তু বিদ্বেষ সুদীর্ঘ সাতশোটি মহামূল্যবান বছর খুইয়েছে, এখনও সেই খোয়ানোর স্মৃতি-বার্ষিকী উৎযাপন করে। নিজের আঙিনা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় আলোকোজ্জ্বল বাতির উপস্থিতি কোনো মানুষ অস্বীকার করতে পারেনা; কিন্তু অন্ধ শত্রুতা ঐ প্রোজ্জ্বল আলোর উপস্থিতি অস্বীকার করে। অন্ধকারই আশীবার্দ, মূর্খতাই আশীর্বাদ এবং পশ্চাৎপদতাই আশীর্বাদ — তারস্বরে এই কথা ঘোষণা করার জন্যই সে আলোকোদ্ভাসিত এলাকা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

তাহলে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রভাব কি আশীর্বাদ, না অভিশাপ? তাদের আবেগ-তাড়িত অভিযানের ব্যাপারে খ্রীস্টান ঐতিহাসিকেরা মিতবাক এবং সহনশীল।

এটাই বিদ্বেষী মার্কসবাদী অগ্রযাত্রা, যা নিজকে ছাড়া বিশ্বের আর সব শ্রেয়কেই অস্বীকার করে। মিল্টনের শয়তানের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথাও আমরা মার্কসীয় বিদ্বেষের সমান্তরাল উপস্থিতি খুঁজে পাই না।

মার্কসবাদী পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ সত্ত্বেও মানবজাতি তাঁর (রসূলুল্লাহ্ স.) আশিস্ ও করুণা লাভ করে কৃতার্থ হওয়া থেকে বিরত থাকছে না।

"আবূজর*, যেখানেই তুমি থাকো না কেন, আল্লাহ্কে স্মরণ রাখবে। যদি তুমি মন্দ লোকদের কল্যাণ কর, তাহলে পরিপূর্ণভাবেই তা করবে। স্বীয়, নির্মল চরিত্র-মাধুর্য নিয়েই মানুষের সংগে আচরণ কোরো।"[৫৫]

মন্দকে পরাভূত করা একে সমূলে ধ্বংস করা থেকে আলাদা। মন্দ বনাম মন্দ বৃহত্তর ও সাংঘাতিক মন্দের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। এই মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পরাভূত ও হীনবল হয়ে পড়ে। এভাবেই নিরবচ্ছিন্ন এবং যূথবদ্ধ প্রতিরোধ চলতে থাকে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ইউরোপীয় রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ, পোল্যান্ডের শ্রমিক সংগঠন সোলিডারিটি ইউনিয়ন এবং রাশিয়ার ডক্টর শাখারভের মত ভিন্ন মতাবলম্বীদের ইতিহাস থেকে।

পক্ষপাতযুক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ধর্মীয়

---

* আবূজর ঃ হযরত আবূজর গিফারী (রা)। রসূল (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবী।—অনুবাদক।

www.pathagar.com

অনুশাসনের গভীরে নিহিত দর্শন কখনই উপলব্ধি করতে পারে না। যদি তাঁর কর্মসূচী মক্কার কাফিরদের কুফরীর বিরুদ্ধে শয়তানী-সত্তায় দণ্ডায়মান হতো, তাহলে এক কিংবা দুই পুরুষ পর তাঁর এই কর্মসূচী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এক নতুন, সতেজ এবং অধিকতর শক্তিশালী শয়তানের জন্যে মনোরম, সুপ্রশস্ত রাজপথ তৈরী করে দিয়ে।

কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথাই ছিলো, করুণা, আশিস্ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। এ কারণে কাফিরদের তিনি শুধু পরাভূতই করেন নি; তাদের সমস্ত অশুভ-প্রচেষ্টা সমূলে নিশ্চিহ্নও করেছেন। মন্দের, শয়তানী-শক্তির কোনো যূথবদ্ধ প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই; মন্দকে প্রতিস্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। তিনি মানুষের দৈহিক পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব দেন নি, যা অস্থায়ী; বরং তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন আত্মা এবং আত্মিক পরিবর্তনের ওপর, যে পরিবর্তন মানবাত্মার মুক্তির পর তার সংগে অবস্থান করে। এ ধরনের পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোনো পরিবর্তন ধাবমান মেঘমালার মতই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু উল্লেখিত অর্থাৎ রুহানী পরিবর্তনই প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী পরিবর্তন।

মক্কার জালিমরা তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং তাঁর দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এক বৈঠকের আয়োজন করে। ইসলাম প্রচারের পূর্বে তারা তাঁকে আমানতদার ও আল-আমীন বলত; ইসলাম প্রচারের কারণে তাঁকে বহুবিধ নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তথাপি তাঁর অপরিসীম অটল-ঐকান্তিকতা কাফিরদের স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছিল, তাদের অস্থির করে তুলছিল।

প্রত্যেক জড়বাদী এবং অসত্যের প্রবক্তাদের মতই তারা চিন্তা করল যে, এমন কোনো বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তিনি করছেন, যে-কোনো মানুষ যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হয়। সুতরাং তিনি যদি তাঁর কর্মসূচী পরিত্যাগ করেন, তাহলে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী তাঁর কাছে পেশ করার জন্য উত্বা বিন রাবিয়াকে বৈঠকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় ঃ

"মুহাম্মদ, তুমি কি চাও?

সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হওয়ার জন্য অঢেল ধন-সম্পদ চাও?

সর্বাপেক্ষা অভিজাত পরিবারে বিবাহ করতে চাও?

মক্কা শাসনের জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাও?

এ সবকিছুই তোমাকে দিতে আমরা সম্মত। আমরা তোমাকে বরণ করে নিতে রাজী, এমন কি আমাদের বাদশা হিসেবেও।"[৫৬]

একজন মানুষ এই পৃথিবীতে যা কিছু কামনা করতে পারে, তার সবটাই তাঁকে দেয়ার প্রস্তাব করা হলো, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং

www.pathagar.com

তিলাওয়াত করলেন কুরআনের কয়েকটি আয়াত। একজন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসেবে উত্‌বা ফিরে গেলেন।

উল্লেখিত সামগ্রীগুলো কি সেইসব সামগ্রী নয়, বস্তুবাদীরা যার পেছনে ছুটে মরে? এগুলো কি সেই সব সামগ্রী নয়, যার জন্য মানুষ একে অপরকে খুন করে? এগুলো কি সেইসব সামগ্রী নয়, যার জন্য আগ্রাসী মার্কসবাদ মানব-রক্তে সিক্ত করতে চায় ধরা-পৃষ্ঠ?

পৃথিবী নিজ পদতলে ঘূর্ণায়মান

মক্কা বিজয়ের পর মক্কার জালিমরা সম্পূর্ণ তাঁর করায়ত্ত ছিলো; কিন্তু তিনি তাদের আঘাত করেন নি। প্রস্তাব-প্রলোভনের আকারে গোটা পৃথিবী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তিনি অবলীলায় তা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

হাতের মুঠোয় পেয়েও অত্যাচারীদের হত্যার দুর্দমনীয় ইচ্ছা পরিত্যাগ এবং চাকচিক্যময় পৃথিবীতে* নির্দ্বিধায় দূরে ঠেলে ফেলা কি একজন মানুষের জন্য সহজসাধ্য? সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এ কারণে সকলেই এক-একজন মুহাম্মদ নয়। এ কারণে সকলেই মাখ্‌লুকাতের জন্য অপার রহমতস্বরূপ নয়; এ কারণে সকলেই "মানবজাতির ওপর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার" করে নি।

"আবূ হুরাইরা ! তুমি খাঁটি মুসলমান হতে পারবে, যদি তুমি নিজের জন্য যা কামনা করো, অপরের জন্যও তাই করো।"[৫৭]

মুহাম্মদ (স)-এর করুণা এভাবেই বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য নির্ভর করে করুণার এই বিশ্বজনীনতার ওপর। অশুভ বিষবৃক্ষের সুদূরপ্রসারী শেকড় সমূলে উৎপাটিত হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর শেখানো এই বাধ্যবাধকতার সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে। এ কারণে ফ্রান্সের জি. লি. বোঁ ট্যুর্‌স-এর যুদ্ধে খ্রীস্টানদের বিজয় অপেক্ষা ইউরোপে মুসলিম বিজয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের অমুসলিম আত্মীয়স্বজনদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। এ প্রেক্ষিতে কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ

"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য; ..."[৫৮] (২ ঃ ২৭২)

---

* পৃথিবী ঃ এখানে পৃথিবীর সকল লোভনীয় বস্তু-সামগ্রীকে বোঝানো হয়েছে। — অনুবাদক

www.pathagar.com

জনগণকে হিদায়েত করার জন্য তাদেরকে দমন, জোরজবরদস্তি, নির্যাতন, বোমাবর্ষণ এবং হত্যা ইসলামের লক্ষ্য নয়। মার্কসবাদী বর্বরতাই এই ঘৃণ্য পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে আসছে।

যে-কেউ তাদের এই বর্বরতন্ত্রের ওপর অবিশ্বাস পোষণ করে, সে মানুষ হিসেবে গণ্য হয় না। অবিলম্বে তাকে হত্যা করা হয়। তার গোটা জাতিকে বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করা হয়। ধ্বংস করা হয় তার গোটা দেশ।

মানব-ইতিহাসে এই আদর্শিক আফিমের কোন পূর্ব-দৃষ্টান্ত আছে কি? মোংগলীয় তাতারগণ তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দ্বারা মুসলিম-বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছিলো। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিভাবে এটা ঘটেছিলো?

কেমন করে তাঁরা তা করেছিলো?

মার্কসবাদীদের মত তাঁরা আদর্শিক আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন না। তাঁদের চেতনা বিলুপ্ত হয় নি। তাঁদের মানবতা-বোধ জ্বরাগ্রস্ত হয় নি। তাদের মন আফিমের চিরস্থায়ী বিহ্বলতায় আবিষ্ট হয় নি। তাঁরা প্রথম দিকে গুমরাহ্ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বিবেক গুম্‌রাহ্ ছিলো না।

তিনি সমস্ত মাখ্‌লুকাতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, শুধু মানুষের জন্য নয়।

ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করতে গিয়ে "জীবন্ত প্রাণীকে নিশানা কোরো না।"[৫৯]

"যদি তুমি একটি চড়ুইকে হত্যা করো, তাহলে শেষ বিচারের দিনে সে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করবে।"[৬০]

"প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর সংগে সদয় ব্যবহার আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার সমতুল্য।"[৬১]

"জীব-জন্তুর পিঠের ওপর তোমাদের বক্তৃতামঞ্চ বানিও না।"[৬২]

এগুলো হলো জীব-জন্তুর অধিকার সম্পর্কিত মহানবী (স)-এর হাদীসের কয়েকটি।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না, যাহারা তোমাদিগের মত এক-একটি উম্মত নয়।"[৬৩] (৬ ঃ ৩৮)

www.pathagar.com

সমস্ত মাখ্লুকাতের ওপর করুণা-বারি সিঞ্চনের নিমিত্তে মুসলমানদের জন্য এসব শিক্ষা মেনে চলা ফরয।

"চাবুকের অগ্রভাগে সুঁচালো লৌহখণ্ড সংযুক্ত কোরো না এবং ঘোড়ার মুখের মধ্যে ভারী লাগাম ঢোকানো যাবে না" — ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি এইসব নির্দেশ জারি করেছিলেন।[৬৪]

একদা তিনি মিসরীয় গভর্নরকে এ বিষয়টির প্রতি নজর দেয়ার নির্দেশ দেন, "মিসরীয় উটের বোঝা যেন এক হাজার কিলোগ্রাম থেকে কমিয়ে ছ'শো কিলোগ্রাম করা হয়।[৬৫]

তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সকল অংশের সকল ট্রাফিক ও ভ্রাম্যমাণ পুলিশের প্রতি দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন — উদ্দেশ্য ঃ

জনগণ কর্তৃক পশুর পিঠে অতি-বোঝা চাপানো প্রতিরোধ করা;

তাদের বোঝা বহনের সময় দ্রুতবেগে ছোটানো প্রতিরোধ করা;

তাদেরকে নির্দয়ভাবে প্রহার বন্ধ করা; এবং

পিঠের ওপর বোঝা নিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পশুদের বাধ্য করা প্রতিরোধ করা।

এসব ব্যাপারে অন্যথা হলে মালিকদের শাস্তি দেয়ার জন্য পুলিশকে ক্ষমতা দেয়া হয়।

ভারবাহী পশুদের পূর্ণ রুচিমাফিক খাবার খাওয়াবার জন্য পশুর মালিকদের হুকুম দেয়া হলো। এই খাবার পরিমাণে কম হতে পারবে না, নিম্নমানেরও হতে পারবে না।"[৬৬]

ঐ সময়ের পশুদের আজকের মার্কসবাদী শাসনাধীন শ্রমিকদের চেয়ে উন্নততর খাদ্য-অধিকার ছিলো। একমাত্র তারাই জানে সামান্য কিছু তাজা শসা পর্যন্ত ক্রয় করা মার্কসবাদী 'স্বর্গ রাজ্যে' কত কঠিন কাজ। অভাগা মার্কসবাদী শ্রমিকরা! লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম হওয়া ব্যতীত যারা তাদের স্বাভাবিক খাদ্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়, সেইসব মার্কসবাদী খাদ্য সরবরাহকারীদের শাস্তিদানের জন্য কি বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা নেই?

"আনাস বিন মালিক বলেন, সফর-কালে যখন, যেখানেই তাঁরা শিবির স্থাপন করতেন, প্রথমেই তাদের উটগুলোর যত্ন নিতেন; তারপর সালাত আদায় করতেন।"[৬৭]

"আবদুল্লাহ্ বিন উমর রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেক রাখালকেই নিজ নিজ মেষ পালের জন্য জবাবদিহি হতে হবে।"[৬৮]

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (স)-এর দয়া কিভাবে খাঁটি মুসলমানদের কার্যকলাপে সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করেছে! কোনো জীবিত প্রাণীই শান্তির আদর্শ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রতিটি জীবিত প্রাণীই এর করুণাধারায় স্নাত হয়।

শুধুমাত্র মুসলমানদের জীবন রক্ষা এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধের তাগিদেই মুসলিম বিরোধী উন্মত্ত-প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়।

স্বীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উন্মাদগ্রস্ততার কারণে যারা সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ; তারা ছাড়া আর সকলেই ইসলামের সঞ্জীবনী-স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়।

এমন কি যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যারা এর বিরুদ্ধে ছিলো এবং এখনও আছে এবং যারা এর সংগে সম্পর্কহীন, কোনো প্রকার কৃতজ্ঞতাবোধও যারা প্রকাশ করে না, তারাও মুহাম্মদ (স)-এর করুণাধারায় সিঞ্চিত হয়ে ধন্য হয়, তাঁর অনুসারীদের মংগলময় অবদানের সুফল লাভে মহিমান্বিত, কৃতার্থ হয়। কেউ অবগত থাকুক বা না থাকুক, প্রকৃত সত্য এই যে, ইসলামের করুণা-বারি সকলকে সঞ্জীবিত করে এর মংগলময় অবদানের দ্বারাই।

কতিপয় কল্যাণী মুসলিম-অবদান সম্পর্কে পাঠ করার সময় পাঠকবৃন্দ যদি ইউরোপীয়দের মানব-বিরোধী বৈজ্ঞানিক ও পুঁজিবাদী অবদানসমূহের কথা মনে রাখেন, তাহলে তাঁরা সঠিকভাবে তুলনামূলক বিচার করতে পারবেন।

আজ ইউরোপীয়রা কি তাদের সর্বনেশে বিজ্ঞানের কড়াইতে শুধু বিশ্ব-মানবকে নয়, বরং এই বিশ্বের সমস্ত জীবিত প্রাণীকে ভাজি করার জন্য দণ্ডায়মান? পৃথিবী নামক এই বিশেষ গ্রহটিকে তারা একবার, দু'বার, তিনবার, একশো বার ... তিনশো বার ... পাঁচশো বার অগ্নিদগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, ক্ষমতা রাখে পর্যায়ক্রমে পাঁচশো পৃথিবী অগ্নিদগ্ধ করার — যদি তারা মহাশূন্যের কোথাও নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে পারে।*

অন্ততঃ বিলম্বে হলেও বিদ্বেষী পশ্চিমারা আশীর্বাদ ও অভিশাপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারছে বলে আশা করা যায়। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছ থেকে অনুরূপ প্রত্যাশা করা একেবারেই অসম্ভব — যারা আদর্শিক আফিমের নেশায় সম্পূর্ণ বুঁদ হয়ে আছে এবং সেই আফিম তাদের চোখগুলোকে করেছে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত। তারা নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর সর্বত্রই অভিশাপের কালোছায়া

---

* এখানে মহাশূন্যের কোনো গ্রহে যদি তারা বাসস্থান নির্মাণ এবং বসবাস করতে পারে, বোঝানো হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

দেখতে পায়। এই আদর্শিক মাদকতাগ্রস্ত লোকগুলো আবূ জাহালের মত জঘন্য লোকগুলোর মধ্যেও জঘন্যতম, পাষণ্ডতম।

অংশ-৪ কল্যাণকর মুসলিম অবদানসমূহ মানবজাতির জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ

(১) কাগজ ঃ

"আন্দালুসিয়ায়* পুস্তকের ব্যাপক সমাবেশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত লেখার কাগজ ছাড়া সম্ভব ছিলো না, এই কাগজ ইউরোপে সর্বাধিক কল্যাণকর মুসলিম অবদানসমূহের মধ্যে অন্যতম। কাগজ ব্যতীত স্থানান্তরযোগ্য টাইপের দ্বারা মুদ্রণ কাজ সফল হতে পারতো না। এই টাইপ ও মুদ্রণযন্ত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে** জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয়। কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র ব্যতীত ইউরোপের জনগণের উপযোগী শিক্ষা, যা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছিল, তা সম্ভব হতো না। প্রাচ্য থেকে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী মরক্কোয় প্রবর্তিত হয়; এখান থেকে এই শিল্প দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনে চালু হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির একটি ভাষাতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান আছে, আর তা হলো ঃ ইংরেজী 'রীম (Ream) শব্দটি প্রাচীন ফরাসী শব্দ 'রায়েমের (Rayem) মাধ্যমে ব্যুৎপন্ন স্পেনীয় 'রীম' (Ream) থেকে উৎপন্ন। যা আরবী 'রিজমাহ্ (Rizmah) থেকে ধার করা, অর্থ ঃ বান্ডিল। স্পেনের পর কাগজ তৈরির কৌশল সম্ভবতঃ সিসিলি থেকে পৌঁছে যায় ইটালীতে (১২৬৮-৭৬ খ্রীঃ); এটাও সম্ভব হয়েছে স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলেই। ফ্রান্স তার প্রথম কাগজ কলের জন্য স্পেনের কাছে ঋণী, খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের কাছে নয়, যেমনটি কেউ কেউ দাবি করে থাকেন। এ সব দেশ থেকেই এই যুগান্তকারী শিল্পটি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলো।"[৬৯]

"পূর্বেই যেমন উল্লেখ করেছি যে, সর্বপ্রথম সমরখন্দে কয়েকজন চীনা কয়েদী ৭৫১ সালে শন, সূতীবস্ত্র বা নেকড়া থেকে কাগজ তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করে। সমরখন্দ থেকে এই শিল্প সত্বর ইরাকে চালু হয় .... ৭৯৪ সালে বাগদাদে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। অন্যান্য মুসলমান শহরে কাগজের কল স্থাপন করা হয় সমরখন্দের পরিকল্পনা অনুসারেই।"[৭০]

---

* আন্দালুস ঃ ভৌগোলিক পরিভাষায় 'জাযীরাতুল আন্দালুস' — আধুনিক স্পেন। (বিস্তারিত দেখুন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ১৯৮৬, পৃঃ ৩০৮-৩৩০)। — অনুবাদক।

** ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র বা প্রিন্টিং মেশিন আবিষ্কার করেন। আধুনিক প্রিন্টিং এই প্রচেষ্টারই উন্নততর রূপ। এর বহু পূর্বেই ছাপাখানার প্রচলন ছিলো বলে জানা যায়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অতঃপর তোমাদের মুসলমান হিতাকাঙক্ষী বন্ধুদের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে?

(২) আরবীয় সংখ্যা-চিহ্ন এবং ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্র পরিচিতি ঃ

"আরবী থেকে ধারকরা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গাণিতিক রাশি হলো 'সাইফার' বা 'শূন্য' (০)। আমাদের জানামতে আরবীয়রা যখন শূন্য* উদ্ভাবন করেন নি, তখনও তাঁরা আরবী সংখ্যা-চিহ্নের সংগে তা ইউরোপে উপস্থাপন করেন এবং এভাবে প্রাত্যহিক জীবনে গণিতের ব্যবহার সহজ করে এই গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক সুবিধাজনক পদ্ধতির প্রয়োগ পশ্চিমাদের শিক্ষা দেয়। সাংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে 'শূন্যের' গুরুত্ব সর্বাধিক। যদি একটি সিরিজ বা অনুক্রমে একটি একক, একটি ১০ কিংবা ১০-এর গুণিতক শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে এসব "ক্ষুদে বৃত্তমালা" (অর্থাৎ সাইফার, বিন্দু) ব্যবহার করা হয় তাকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য। শূন্য ব্যতিরেকে দশক, শতক ইত্যাদি সংখ্যা বিন্যস্ত করতে গেলে আমাদের এক গুচ্ছ স্তম্ভ অর্থাৎ একটি এবাকাস** ব্যবহার করতে হয়।

অমুসলিম ইউরোপে আরবীয় সংখ্যা-চিহ্নসমূহের প্রচার বিস্ময়করভাবে বিলম্বিত হয়। খ্রীস্টান পণ্ডিতবিদগণ গোটা একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত অচলিত রোমান সংখ্যা-চিহ্ন এবং এবাকাসের ব্যবহার অব্যাহত রাখেন, কিংবা একটি আপসরফা করেন ও তাঁদের পুরাতন পদ্ধতির সংগে নতুন আরবীয় সংখ্যালিখন পদ্ধতির (আলগরিজম***) ব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকেন। ইটালীতেই প্রথম এই নতুন চিহ্নসমূহ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে পিসার অধিবাসী লিওনার্দো ফিরিনাসি, যিনি একজন মুসলমান শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিলেন, একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যা আরবীয় সংখ্যা-চিহ্নের

---

* শূন্য ঃ <ইং cipher <আ. صفر বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ এম আকবর আলী ঃ বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, প্রথম খণ্ড, ১৯৫২, পৃঃ ৫০। — অনুবাদক।

** এবাকাস ঃ অর্থ গণনার মেজ। এবাকাসের নমুনাসহ বিস্তারিত বিবরণ দেখুন; পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯। — অনুবাদক।

*** আলগরিজম ঃ ল্যাটিন 'Algorithin', 'Algoritmi' শব্দগুলি আসলে 'আল খারেজমি'-রই ইউরোপীয় বিকৃত উচ্চারণের ফলশ্রুতি। অংক শাস্ত্রের জনক মধ্যযুগের মুসলিম বৈজ্ঞানিক আলখারেজমি। গণিত শাস্ত্রের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর অবদান অসামান্য, তবে বীজগণিতেই তাঁর দান সর্বাধিক। আরবীয় সংখ্যালিখন-পদ্ধতি তাঁরই নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিস্তারিত দেখুনঃ পূর্বোক্ত বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, পৃঃ ৪৩-৭৬।
— অনুবাদক।

www.pathagar.com

পরিচায়িকা হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এর চেয়েও বড় কথা হলো ঃ এই বইটি ইউরোপীয় অংক শাস্ত্রের সূচনা-পর্বকে চিহ্নিত করেছে। পুরনো ধাঁচের সংখ্যা-চিহ্নের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে গাণিতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা যদ্দূর জানতে পেরেছি, গণনাবিজ্ঞানের পেছনে রয়েছে শূন্য এবং আরবীয় সংখ্যা-চিহ্নসমূহ।"[৭১]

অতঃপর তোমাদের মুসলমান উপকারী বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৩) সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ বৈজ্ঞানিক-নেতৃত্ব ঃ

"ইবনে সিনা* রচিত চিকিৎসা-প্রণালী** গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ পশ্চিমা বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক আদর্শ পাঠ্য পুস্তক হিসেবে সমাদৃত ছিলো।"[৭২]

চিকিৎসা-বাইবেল ***

"ডঃ ওসলারের ভাষায়, এই গ্রন্থটি অন্য যেকোনো গ্রন্থের তুলনায় (চিকিৎসা-প্রণালী) সুদীর্ঘ কাল ধরে 'চিকিৎসা-বাইবেল' হিসেবে সমাদৃত ছিলো।"[৭৩]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৪) কম্পাসের আবিষ্কার ঃ

"আরবীয়রা নাবিকদের কম্পাস আবিষ্কার করেন এবং জ্ঞানান্বেষণ কিংবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবী সমুদ্র-পথে পরিভ্রমণ করেন।"[৭৪]

"অভিযাত্রীদের এই জাহাজ চালনা বিদ্যার সংগে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ

---

* ইবনে সিনা ঃ মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আলী ইবনে সিনা। ৩৭৫ হিজরীর ৩রা সফর (৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট) তারিখে তাঁর জন্ম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিস্ময়কর পদচারণার স্বাক্ষর বিদ্যমান। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অবদান কিংবদন্তীতুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্রসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শো। বিস্তারিত দেখুন ঃ পূর্বোক্ত বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ২য় খণ্ড, ৩য় সং ঃ ১৯৭৮, পৃঃ ১৫০-২১৮। — অনুবাদক।

** মূল আরবী নাম 'কিতাবুল কানুন ফিত তিব' - كتب القانون فى الطب ; তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১০ । — অনুবাদক।

*** চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ক প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং জ্ঞানগর্ভ কোষগ্রন্থ হিসেবে সম্মানার্থে 'কিতাবুল কানুন ফিত তিব'-কে 'চিকিৎসা-বাইবেল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

আবিষ্কার হলো কম্পাস। চীনারাই সম্ভবতঃ কম্পাসের দিক-নির্দেশক চৌম্বকীয় কাঁটা আবিষ্কারের দাবিদার; কিন্তু মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এ কাঁটা নৌবিদ্যায় প্রয়োগ করে সুপ্রাচীনকালে পারস্য উপসাগর থেকে দূর-প্রাচ্যের সমুদ্র-সীমা পর্যন্ত জাঁকিয়ে বাণিজ্য করেছেন।"[৭৫]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৫) অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ রসায়ন বিজ্ঞানের ওপর প্রভাব ঃ

"আরবীয় রসায়নের জনক ছিলেন জাবীর ইবনে হাইয়ান (জাবীর*)। তাঁর পরে মধ্যযুগের রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক বিখ্যাত তিনি হচ্ছেন আল-রাজী**৯২৫ খ্রীঃ) .. তথাপি, যে কাজগুলোর সংগে তাঁর (জাবীর) নাম জড়িত, সেগুলো চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো এবং ইউরোপ ও এশিয়া এই উভয় দেশের রাসায়নিক মৈত্রী-বন্ধন রচনা করেছিলো।

সাধারণভাবে জাবীর এরিস্টোটলের*** ধাতুর উপাদানতত্ত্বকে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে পরিমার্জিত করেন, যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক রসায়নের সূচনা-কাল পর্যন্ত টিকে ছিলো।"[৭৬]

"তিনি আধুনিক রসায়নের জনক। অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতেন; যাঁর মৌলিকত্ব ও অধ্যবসায়, জ্ঞানের গভীরতা এবং পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা আজকের শিক্ষার্থীদের পরম বিস্ময়ের উদ্রেক করে।"[৭৭]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

---

* জাবীর ইবনে হাইয়ান ঃ মুসলিম রসায়নবিদ। জন্ম ৭২২ খ্রীঃ মতান্তরে ৭৩০ খ্রীঃ। তাঁর বিজ্ঞান-সংক্রান্ত অনুশীলনী চলে খলীফা হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে। রসায়নশাস্ত্রে বিস্ময়কর অবদানের জন্য তিনি কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রকে অবহেলা ও নিন্দার পংক থেকে উদ্ধার করে দর্শন, অংক ও চিকিৎসা শাস্ত্রের সমতুল্য পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে উন্নীত করেন। তাঁর লেখা পুস্তকের সংখ্যা দু'হাজার। আরও বিস্তারিত দেখুন ঃ পূর্বোক্ত বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ৫ম খণ্ড ১৯৬৬, পৃঃ ১-৮০। — অনুবাদক।

** আল রাজী ঃ রাজীর পূর্ণনাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজী। তিনি জাবীরের পরবর্তী হলেও মুসলিম রসায়নবিদ হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিলো। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো সর্বজনবিদিত। তিনি চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতির ওপর প্রায় দু'শো গ্রন্থের রচয়িতা। আরও বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৫-১৯৩ । — অনুবাদক

*** এরিস্টোটল ঃ সময়কাল ৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক। তিনি আরেক গ্রীক মনীষী প্লেটোর শিষ্য এবং জগৎবিখ্যাত বীর 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'-এর শিক্ষক ছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

(৬) ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ গণিত বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ঃ

.... "এই মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খারেজমি (৭৮০-৮৫০) প্রাচীন আরবীয় গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জেরার্ড অব ক্রিমোনার কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত আল-খারেজমির গণিত বিষয়ক গ্রন্থ প্রধান গণিত বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত হয় এবং সুনামের সাথে ইউরোপের মাটিতে বীজগণিতের প্রসার-কাজের দায়িত্ব পালন করে।"[৭৮]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৭) ইউরোপীয়দের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দান ঃ

"আধুনিক ইউরোপ আরবীয়দের কাছ থেকে শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রই শিক্ষালাভ করে নি; জ্যোতির্বিজ্ঞানও — যা মানুষের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে প্রসারিত করে এবং প্রকৃতির কুশলী বিধিমালাকে তার সামনে মূর্ত করে তোলে, ঈর্ষণীয়ভাবে আরবদের দ্বারা চর্চিত-কর্ষিত হয়েছে। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরবীয় দার্শনিকেরা পৃথিবীর পরিধি এবং গ্রহরাজির অবস্থান ও সংখ্যা সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করেন। তাদের কুশলী হাতের জাদু-স্পর্শে জ্যোতির্বিজ্ঞান তার আদিম অবস্থা (অতি প্রাকৃত ধারণাসমৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যা), থেকে উৎকর্ষ লাভ করতে এবং কমবেশি সকল প্রাচ্য দেশের ধর্মযাজকদের দ্বারা চর্চিত, সেকেলে বিদ্যা একটি খাঁটি বিজ্ঞানে উন্নীত হতে শুরু করে।"[৭৯]

"মুসলিম বিজ্ঞানীদের লেখা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কিছু রচনা কালক্রমে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়, বিশেষ করে স্পেনে, এবং খ্রীস্টিয় ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তা সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

আল-বাত্তানি (৮৭৭ খ্রীঃ)* ছিলেন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন খাঁটি গবেষণা-কর্মী। তিনি টলেমী** উদ্ভাবিত তত্ত্বের বেশ কিছু সংশোধন করেন এবং চাঁদ ও নির্দিষ্ট গ্রহমালার কক্ষপথসমূহ অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত গণনা-পদ্ধতি উন্নততর করেন। তিনি অধিকতর নির্ভুল পন্থায় ক্রান্তিবৃত্তীয় তির্যক গতির সাহায্যে আংটি-আকৃতির সূর্য গ্রহণের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন এবং নতুন চাঁদের দৃশ্যমানতার সিদ্ধান্তের ওপর মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

---

* মতান্তরে আল-বাত্তানির জন্মসাল ৮৫৮ খ্রীঃ (২৪৪ হিজরী)। — অনুবাদক।

** টলেমী ঃ পূর্ণ নাম ক্লডিয়াস টলেমাস টলেমী। মিসরীয় জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

কোপার্নিকাস* তাঁর গ্রন্থ De-revdutionibus orbicum Coelestium এ আল-বাত্তানির সংগে আলজারকালির (আরজাকেল) নামও উল্লেখ করেছেন ঃ

"আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে তাঁদের শ্রম ও অধ্যবসায়ের অক্ষয় স্মারক-চিহ্ন রেখে গেছেন; যে কেউ সাধারণ আকাশ-মণ্ডলের তারকাগুলোর নাম পাঠ করবেন, তাঁরা সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ইউরোপীয় ভাষায় অধিকাংশ তারকারাজির নামের উৎসই আরবী ভাষা। যেমনঃ আক্‌রাব, আলজ্যেদি, আলতায়ার, দেনেব, ফারকাদ। শুধু তাই নয়, আজিমুথ, নাদির, জেনীথ সহ বহুসংখ্যক প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ আরবী শব্দরূপের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং তা খ্রীস্টান ইউরোপকে ইসলামের দেদীপ্যমান ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করার প্রমাণ বহন করে।"[৮০]

অতএব তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৮) ডিসপেনসারীর প্রতিষ্ঠাতা ঃ

"আরবীয়রা রাসায়নিক ভেষজবিদ্যা উদ্ভাবন করেন এবং বর্তমানে যেসব প্রতিষ্ঠানকে ডিসপেনসারী বা ঔষধালয় বলা হয়, তাঁরা তার স্রস্টা।"[৮১]

"ঔষধের আরোগ্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ সময় আরবীয়দের দ্বারা কতিপয় ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রথম ঔষধের দোকান তাঁরাই স্থাপন করেন, প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচীনতম ভেষজবিদ্যার স্কুল এবং প্রণয়ন করেন প্রথম ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেয়ার গ্রন্থ। বেশ কিছু চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ সংকলিত হয়, এগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পায় বিশ্ববিখ্যাত জাবীরের রচনাবলী।"[৮২]

অতএব তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

আরামপ্রদ মুসলিম আবিষ্কারসমূহ

(৯) আরামপ্রদ মুসলিম আবিষ্কারসমূহ ঃ

"জনৈক ইউরোপীয় লেখক বলছেন যে, স্পেনীয় আরবরা আমাদের সময়-নিরূপণের জন্য দোলক-ঘড়ির ব্যবহার শিখিয়েছেন; শিক্ষা দেন

* কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) পুরো নাম ঃ নিকোলাস কোপার্নিকাস। পোল্যান্ডবাসী বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। সূর্যই সৌর জগতের কেন্দ্র বিন্দু এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহরাজি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে — জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব কোপার্নিকাসই প্রথম উত্থাপন করেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

টেলিগ্রাফের ব্যবহারও যদি, তা বর্তমানের মতো এত প্রাগ্রসর ছিলো না; আবিষ্কারের তালিকায় যুক্ত হয় এমন বহুসংখ্যক মূল্যবান জিনিস, যেগুলো বর্তমানে অবিসংবাদিতভাবে জীবনে আরাম-আয়েশের যোগান দিয়েছে; এবং যেগুলো ব্যতিরেকে সাহিত্য-শিল্প কখনও সমৃদ্ধ হতে পারতো না — আমরা পেয়েছি আবরদের কল্যাণে।"[৮৩]

অতঃপর তোমাদের মুসলমান উপকারী বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১০) ইউরোপে শল্যচিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন ঃ

"আবূ-আল কাসিমের (১০১৩ খ্রীঃ) লেখায় শরীরের আহত স্থান কস্টিক বা উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করে অনুভূতিহীন করা*, মূত্রাশয়ের অভ্যন্তরস্থ পাথর নিশ্চিহ্নকরণ এবং মানব-শরীর আংশিক ও পূর্ণ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার মতো কতকগুলো নতুন ধারণার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত এই অংশ রেজার্ড অব ক্রিমোনা কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভেনিসে, ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে বাসেলে ও ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ডে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সালেরনো, মন্টি পিলিয়ার এবং অন্যান্য প্রাচীন ভেষজ বিদ্যালয়সমূহে এটি শল্য চিকিৎসার সারগ্রন্থ হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর গৌরবময় অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখে। এই গ্রন্থে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির যেসব চিত্র ছিলো, তা অন্যান্য আরব লেখককে প্রভাবিত করে এবং ইউরোপে শল্যচিকিৎসার গোড়াপত্তন করতে সহায়তা করে।"[৮৪]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১১) পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আরবীয় জ্ঞানের মুখাপেক্ষী থাকত ঃ

"মুসলিম-সভ্যতা ছিলো সংমিশ্রিত সভ্যতা। তা বিলীয়মান ভারতীয়, বাইজানটিয়াম, পারস্য এবং মিসরীয় সভ্যতা থেকে ভাবনা-চিন্তা আহরণ করেছিলো। এসব সভ্যতায় ইতোপূর্বে যে কাজ শুরু হয়েছিলো, মুসলমানগণ তা অব্যাহত রাখেন এবং রেনেসাঁর গোড়াপত্তনের সহায়ক শক্তি হিসেবে তা পাশ্চাত্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। পাশ্চাত্যের চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং শিল্পকলা ব্যাপকভাবে আরবীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিলো।"[৮৫]

---

* বর্তমানে মানব-শরীরে অপারেশন করার সময় লোকাল এনেসথেসিয়ার মাধ্যমে যেভাবে আংশিক অনুভূতিহীন করা হয়, তারই প্রাচীন পদ্ধতি বলা যায়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

আরবীয় জ্ঞানের ওপর পশ্চিমা-নির্ভরতা

(১২) ল্যাটিন* ভাষাভাষী পশ্চিমাদের মন-মননের ওপর প্রভাব ঃ

"আল-রাজীর (৮৬৫-৯২৫ খ্রীঃ) গ্রন্থভুক্ত অন্যতম প্রবন্ধটি হলো বসন্ত ও হাম রোগ বিষয়ক। এটি প্রকরণগত প্রাচীনতা ও নির্ভুলতার বিচারে আরবদের ভেষজ সাহিত্যের মহামূল্য রত্ন হিসেবে দীপ্যমান। এতে আমরা বসন্তের প্রথম চিকিৎসা-শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ দেখতে পাই।

ভেনিসে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে আরও কতিপয় আধুনিক ভাষায় অনূদিত হয়ে এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি শুধু ইসলামের নয়, মধ্যযুগেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষুরধার মৌলিক চিন্তাবিদ ও চিকিৎসা-শিক্ষাবিদ হিসেবে আল-রাজীর খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

তাঁর কন্টিনেন্টস** নামক গ্রন্থটিতে তৎকালীন সময়ে আরবদের লব্ধ গ্রীক, পারস্য এবং ভারতীয় ঔষধ সংক্রান্ত জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার রয়েছে এবং রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন কতিপয় মূল্যবান বিষয়ের সংযোজন। মুদ্রণব্যবস্থা ছিলো তখনও শৈশবাবস্থায়; এ সময়ও আল-রাজীর গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী ল্যাটিন ভাষাভাষী পশ্চিমাদের মন-মননের ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে।"[৮৬]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৩) আরবদের উদ্ভাবিত ত্রিকোণোমিতি ঃ

"ইবনে আফলা-র প্রায় আড়াইশত বছর আগে আল-বাত্তানি ত্রিকোণোমিতিক হারসমূহের প্রথম ধারণা, যেমনটি আমরা বর্তমানে সেগুলোকে ব্যবহার করি, জনপ্রিয় করেছিলেন। বীজগণিত ও বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির মত ত্রিকোণোমিতি-বিদ্যার ভিত্তি নির্মাণ করেন প্রধানভাবে আরবরাই।"[৮৭]

---

* ল্যাটিন ঃ ল্যাটিন ভাষা বা প্রাচীন রোমক জাতির ভাষা। — অনুবাদক।

** কন্টিনেন্টস ঃ আল-রাজীর এই গ্রন্থখানির মূল আরবী নাম 'হাবি'। সিসিলির ইয়াহূদী পণ্ডিত ফারাজ ইবনে সালিম এটিকে ১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, ল্যাটিন নাম দেন-কনটিনেন্স (Continens)। বইটির কলেবর ছিলো খুবই বৃহৎ। বসন্ত ও হাম সম্পর্কিত তার অভিমত ও চিকিৎসাপ্রণালী বর্তমানে প্রাগ্রসর চিকিৎসাবিদগণও স্বীকার করেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অতঃপর তোমাদের দয়ালু মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৪) মুসলিম সেনাবাহিনী এবং ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার অভ্যুদয় ঃ

প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় সভ্যতার মহিমান্বিত আত্মিক ঐশ্বর্য রোমান সাম্রাজ্যের দুঃখজনক পতনের মাধ্যমে প্রায় বিলীন হয়েছিলো; আর তার চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছিলো খ্রীস্টান অন্ধ-গোঁড়ামি-কুসংস্কারের অন্ধকার পংকিল হাওড়ে।

"গির্জার মূল্যবান সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের মহতী লক্ষ্য, যা পরিণামে ইউরোপীয় জনগণকে তমসাচ্ছন্ন, পশ্চাৎপদ খ্রীস্টিয় মধ্যযুগের কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসতে এবং আধুনিক সভ্যতার বিস্ময়কর সৌধ নির্মাণ করতে পারঙ্গম করেছিলো, তার গোটা কৃতিত্বের দাবিদারই ছিলো আরবীয় মুসলিম সেনাবাহিনী এবং ইসলামী একত্ববাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো। আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনের খিদমতের স্বার্থে ব্যবহৃত ইসলামের তরবারী একটি নয়া সামাজিক-শক্তির বিজয়ের জন্য যথার্থ অবদান রেখেছিলো, অবদান রেখেছিলো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশীলিত জীবন-চেতনার বিকাশে, যা পরিণামে সকল ধর্ম ও ধর্ম-বিশ্বাসের কবর খনন করেছিলো।"[৮৮]

তাহলে তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৫) বস্ত্রশিল্প কি এসেছে মুসলমান-শাসিত সিসিলি থেকে?

"শুধু সিসিলি দ্বীপে নয়, দক্ষিণ ইটালীতেও নরম্যান* রাজা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান পর্যন্ত তাঁরা মুসলিম-সংস্কৃতির বহুবিধ উপকরণ চালান করার জন্য গোটা উপদ্বীপ এবং মধ্য-ইউরোপের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করেচিলেন।

রাজপ্রাসাদে বিখ্যাত বুনন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং পালার্মো** ইউরোপীয় রাজপরিবারে ঐতিহ্যবাহী ঢিলা পোশাক সরবরাহ করতো, যার

---

* নরম্যান ঃ মূল অর্থ, উত্তুরে বা উত্তরদেশীয়। ১০৬৬ খ্রীঃ গ্রেটবৃটেন শাসনকারী এ্যাংলো-স্যাক্সনদের পর্যুদস্ত করে যারা বৃটেনের অধীশ্বর হয় এবং ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত দাপটে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, তাদেরকে বলা হয় এ্যাংলো-নরম্যান। এরা ফ্রান্সের উপকূলের নর্মান্ডি প্রদেশ থেকে আগত এবং আসলে এরা উত্তরের জলদস্যু — স্কান্ডিনেভীয় মণ্ডলের মানুষ; এজন্যে এদের নাম নরম্যান বা উত্তুরে। — অনুবাদক।

** পালার্মো ঃ সিসিলির রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। সিসিলি হলো ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। এখানে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

শিরোনাম ছিলো আরবীতে। প্রথম ইটালীয় বস্ত্র-শ্রমিকেরা সিসিলি থেকেই তাঁদের প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও ডিজাইনের নক্শা লাভ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ রেশমী বস্ত্রবুনন শিল্প ইতোমধ্যেই কয়েকটি ইটালীয় শহরে প্রধান শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়, যা সিসিলিয় বয়নশিল্পের অনুকরণে তৈরি বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রপ্তানি করতো।"[৮৯]

তাহলে তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৬) মানব-মনে ইসলামের প্রভাব ঃ

"কিন্তু এখানে আমাদের আগ্রহ এর (মুসলমান শাসন) রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গাল-গল্পের প্রতি নয়; আমাদের আগ্রহ মানব-মন এবং আমাদের জাতির নিয়তির ওপর এর অসামান্য প্রভাবের প্রতি। আরব মেধা দ্রুতবেগে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করছিলো, এমন কি গ্রীকরা হাজার বছর পূর্বে যেমন তাদের মেধার বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলো, তার চেয়েও দ্রুতবেগে এবং নাটকীয়ভাবে আরবরা এই কাজ করেছিলো। চীনের পশ্চিম সীমানা-বিস্তৃত সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা তথা পুরাতন ধ্যান-ধারণার অবসান ও নতুন-ধ্যান-ধারণার বিকাশ ছিলো অসামান্য।"[৯০]

অতঃপর তোমাদের কল্যাণী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৭) উদ্ভিদবিদ্যায় আরবদের গবেষণা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছিলো ঃ

"জীববিজ্ঞান, বিশেষ করে শুদ্ধ এবং ফলিত উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের মতোই পশ্চিমা মুসলমানরা তাঁদের গবেষণা কর্মদ্বারা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।"[৯১]

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

ইসলাম মানব-মনে বিপ্লব এনেছিলো

(১৮) ইসলাম মানব-মনে বিপ্লব এনেছিলো ঃ

"(ইসলাম) এটা একটি নতুন সামাজিক সৌহার্দের আদর্শরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, যা পর্যায়ক্রমে মানুষের মনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তরঙ্গ-দোলায় উন্মাতাল করে তুলেছিলো ... একটি নয়া সমাজ বিপ্লবের আদর্শের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে তা ইসলামী সংস্কৃতির সুনামের প্রতি অটুট রয়েছে।[৯২]

www.pathagar.com

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(১৯) ইউরোপকে চামড়া পাকা ও বুটি দ্বারা খচিত করার কৌশল শেখানো হয়েছিল ঃ

"রাষ্ট্র তার রাজস্বের জন্য প্রধানতঃই আমদানি-রফতানি দ্রব্যের ওপর আরোপিত শুল্কের ওপর নির্ভর করতো। খিলাফতকালে স্পেন ইউরোপের অন্যতম সম্পদশালী এবং সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপুর্ণ দেশ ছিলো। রাজধানীতে প্রায় তেরো হাজার বুননশিল্পী এবং একটি সমৃদ্ধ চামড়ার কারখানা ছিলো।

স্পেন থেকে চামড়া পাকা ও বুটি দ্বারা খচিতকরণ বিদ্যা মরক্কোয় চালান করা হয় এবং এই দুটি দেশ থেকে তা আনীত হয় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে — মরক্কো ও স্পেনীয়রা যেভাবে শর্তাবলী নির্দেশ করে দেয়, সেইভাবে।"[৯৩]

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

আরবরাই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক

(২০) আরবরাই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক ঃ

"প্রাচীন মিসর, চীন, কিংবা ভারতে আমরা সুশৃঙখল বৈজ্ঞানিক রীতি-পদ্ধতি দেখতে পাই না। প্রাচীন গ্রীসে মাত্র এর সামান্য উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। পুনর্বার এর অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। কিন্তু আরবীয়দের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-স্পৃহা প্রবল ছিলো; সুতরাং তাঁদেরকেই আধুনিক বিজ্ঞানের জনক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।"[৯৪]

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(২১) খ্রীস্টিয় ইউরোপের ওপর বৈপ্লবিক প্রভাব ঃ

"আরবীয় সভ্যতা নানা দিক দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা ছিলো; তা' একটি নতুন ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিলো এ জন্য নয় যে, ধর্ম লক্ষ লক্ষ নব-দীক্ষিতদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো; বরং খ্রীস্টিয়-ইউরোপের ওপর এর প্রভাবের জন্য যা প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হতো, তা ছিলো ঃ সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নানামুখী পরিবর্তন, যাকে শুধুমাত্র বৈপ্লবিক হিসেবেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে।"[৯৫]

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

www.pathagar.com

(২২) আরবীয়রা কৃষিকে বিজ্ঞানে উন্নীত করেছিলেন ঃ

"দুনিয়ার কোনো দেশই কস্মিনকালেও আরব-শাসনাধীন স্পেনের অনুরূপ কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। তাঁরা কৃষিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন এবং অসামান্য শ্রম, দক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে বিস্ময়করভাবে দেশের সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটান। বিশেষ ধরনের মাটির গুণাগুণের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ শস্যের অভিযোজনীয়তা* এবং বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষরাজি, উদ্ভিদ ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁরা নিষ্ফলা বন্ধ্যা জমি প্রাণময় ফল-ফসলের সমারোহে ভরে তোলেন। স্পেনীয়রা ধান, ইক্ষু, তুলাগাছ, জাফরান, ভোজ্যশাক, এবং অসংখ্য প্রকারের ফল তাদের দেশে প্রচলনের জন্য আরবদের কাছে ঋণী: এগুলো বর্তমানে প্রায় দেশীয় বলেই বিবেচিত হয়। এখান থেকে অনেকগুলোর ব্যবহার ও চাষ-পদ্ধতি ইউরোপের নানা অংশে ক্রমশঃ প্রচলিত হয়েছে। তাঁরা 'মারহিফাল' নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে জমি সমতল করতেন এবং সেচ-বিজ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন। পানি সেচের মাধ্যমে মাটিকে উর্বর করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে অসংখ্য নালা ও খালের ব্যবস্থা করা হয়।"[৯৬]

"মুসলমানদের কৃষিখামার ও ফলবাগানে এত বিচিত্র ধরনের ফল-ফসল উৎপন্ন হতো, যা প্রায় অবিশ্বাস্য।"[৯৭]

"কৃষির এই অগ্রগতি ছিলো মুসলিম স্পেনের একটি অন্যতম গৌরব এবং সে দেশে আবরদের একটি অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী অবদান। এ কারণে স্পেনের বাগানসমূহে মূর** নিদর্শন আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।"[৯৮]

সুতরাং তোমাদের মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

ইসলামী সংস্কৃতির পরশে ইউরোপের পুনর্জন্ম

(২৩) ইসলামী সংস্কৃতির পরশে ইউরোপের পুনর্জন্ম ঃ

"পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়, প্রকৃত রিনেসাঁসের*** উদ্ভব ঘটেছিলো আরব ও

---

* অভিযোজনীয়তা (Adoptablilly) ঃ মাটির গুণাগুণের সংগে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ ফসল চাষের কৌশল অর্থাৎ যখন যে মাটিতে যে ধরনের ফসল চাষ উপযোগী, তখন সেখানে সেই ফসলের চাষ করার কৌশল বা পদ্ধতি। — অনুবাদক।

** মূর ঃ স্পেন অধিকারী আরবীয়রা। — অনুবাদক।

*** রিনেসাঁস ঃ সাধারণ অর্থে নব-জাগরণ। জ্ঞানে, কর্মে, শিল্প এবং সাহিত্যে এক প্রাণময় নব-অভ্যুত্থান। রিনেসাঁসের সূচনা ইতালীতে ১৪শ শতাব্দীতে। এর বিস্তৃতি ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত। ইংল্যান্ডে রিনেসাঁসের উদ্ভব প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য এবং শিল্পের পুনরুভ্যুদয়ের ফলে ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নব-জীবন সঞ্চারকেই ইউরোপীয়রা রিনেসাঁস বলে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সত্যিকার নব-জাগরণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব মুসলমানরা এর অনেক আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

মূর-সংস্কৃতির প্রভাবের ফলেই। ইটালী নয়, স্পেনই ছিলো ইউরোপের পুনর্জন্মের সূতিকাগৃহ। বর্বর জীবন-ব্যবস্থা নিম্ন থেকে নিম্নতর গহবরে দ্রুত নিমজ্জিত হওয়ার পর তা (ইউরোপ) জাহিলিয়াতী ও অধঃপতনের প্রগাঢ়তম অন্ধকারের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে যায়; অথচ সে সময় আরব-বিশ্বের বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, টলেডো প্রভৃতি নগরী সভ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি কর্মকাণ্ডের সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলো।

এই সম্ভাবনাটিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, আরবরা ব্যতীত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা-সূর্য আদৌ উদিত হতো না; এটা নিরংকুশভাবে নিশ্চিত যে, তারা ছাড়া ইউরোপ বিবর্তনের সকল অতীত পর্যায়গুলো অতিক্রমে সক্ষমকারী দৃঢ়-চরিত্রের অধিকারী হতে পারতো না। তথাপি, ইউরোপীয়-উন্নতির এমন একটিও দিক নেই, যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির নিশ্চিত প্রভাব দৃশ্যমান নয়; অন্য কোথাও তা এমন জাজ্বল্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেমনটি ঘটেছে সেই শক্তির উৎপত্তিতে, যা আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শক্তি ও এর (আধুনিক বিশ্ব) চূড়ান্ত বিজয়ের উৎসকে নির্মাণ করে; এই শক্তি হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চেতনা।"[৯৯]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(২৪) ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুগভীর আরব-প্রভাব ঃ

"কোনো দেশ যত তাড়াতাড়ি আরব-কর্তৃত্বের অধীনে আসতো, এর অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ শিল্প ও কৃষির কল্যাণী আনুকূল্যে তত তাড়াতাড়ি সজীব প্রাণস্পন্দনে উজ্জীবিত হতো। রোমানবিশ্বে এবং প্রাচীন সভ্যতা-অধ্যুষিত অন্যান্য সকল দেশে শাসকশ্রেণীর লোকেরা সমস্ত উৎপাদনশীল শ্রমকে ঘৃণা করতো, উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করতো বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি। যুদ্ধ এবং পূজা-পার্বণ ছিলো তাদের 'মহৎ' পেশা; আরবদের বেলায় এর ব্যতিক্রম ছিলো। এ যাবৎ ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো সামাজিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে — যা' অন্যান্য প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো এবং যা' শ্রম-শিল্পের প্রশংসা করতো ও ফিতরতের স্বাভাবিক সন্তুষ্টিকে উৎসাহিত করতো।"[১০০]

"আরবীয় নবী শ্রমকে কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতেন; তিনি শ্রমিকদের ওপর সদয় হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন; বাণিজ্য ও কৃষিকে আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানজনক হিসেবে তিনি বর্ণনা করতেন। এসব কর্মবিধি স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব রাখতো; সওদাগর, ব্যবসায়ী, শ্রমিকসাধারণ — সকলেই সম্মানিত বলে বিবেচিত হতেন; এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা, সেনাধ্যক্ষ ও ভৃত্যগণ তাঁদের পেশাগত উপাধি ধরে তাঁদেরকে আহবান না করাকে ঘৃণা করতেন।"[১০১]

www.pathagar.com

"সবশেষে, আরবীয়রা শেষ-মধ্য এবং সূচনাকালের আধুনিক ইউরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্ভবতঃ আরবীয় অর্থনৈতিক প্রভাবের বিস্তৃতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দাবলীর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে, যেসব শব্দের উৎপত্তি আরবী অথবা ফারসী ভাষা থেকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ 'ট্রাফিক', 'ট্যারিফ' (শুল্কের তফসীল), 'রিস্ক' (ঝুঁকি), 'চেক' (দাবা খেলায় কিশ্‌তি দেয়া, রোধ করা), 'ম্যাগাজিন' (অস্ত্রাগার), 'মুসলিন (মসলিন বস্ত্র), 'বাজার', অ্যাল্‌কোহল' (বিশুদ্ধ সুরাসার, মদ্য), 'সাইফার' (শূন্য), 'জিরো' (শূন্য), 'অ্যালজেবরা' (বীজগণিত)।"[১০২]

সুতরাং তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

আরবরাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক

(২৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক ঃ

"আরবীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমেই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ সম্পদ আধুনিক যুক্তিবাদের জনকদের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃত রজার বেকনের* কাছে পৌঁছেছিলো। বেকন আরবীয় বৈজ্ঞানিকদেরই অনুগামী ছিলেন।

আলেকজান্ডার ভন হামবোল্টের মতে, আরবীয়রা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যিকার জনক হিসেবে আখ্যায়িত হবেন, বর্তমানে যে-সত্য আমরা স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত।"[১০৩]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(২৬) বিজ্ঞান অন্যদের দ্বারা অবহেলিত, কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা নন্দিত হয়েছিলো ঃ

বিজ্ঞান অন্যদের দ্বারা যত বেশি উপেক্ষিত হয়েছিলো, তত বেশি পরিমাণে

---

* রজার বেকন ঃ সময়কাল আনুমানিক ১২১৪-১২৯৪ খ্রীস্টাব্দ। পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেন্ট-এর ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি আরবীয় (?) কবি-বৈজ্ঞানিক আতত্বগরাই (বিকৃত ল্যাটিন উচ্চারণ আর্টিফিয়াস)-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে স্বীয় গ্রন্থে বেকন অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। বলাবাহুল্য, আতত্বগরাই বেকনের পূর্বসূরি বিজ্ঞানী ছিলেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

নন্দিত হয়েছিলো মুসলমানদের দ্বারা। এ ছাড়াও তাদের একটি যথাযথ মন্তব্যঃ যারা শেখে অর্থাৎ জানে, তারাই প্রকৃত মানুষ, বাকিরা ইতর এবং অপদার্থ।"[১০৪]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(২৭) বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণের আবিষ্কারক ঃ

"হাসান বিন হৌসেম*, যিনি ইউরোপে সাধারণভাবে আল-হাজেন নামে অভিহিত — তাঁর বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন** এবং তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও আলোকবিজ্ঞানী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্পেনে*** কিন্তু বসবাস করতেন প্রধানতঃই মিসরে। আলোকবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ইউরোপে সুপরিচিত।"[১০৫]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(২৮) ইউরোপকে আধুনিক দৃষ্টিভংগির দিকে চালিত করা হয়েছিলো ঃ

"যাহোক, মধ্যযুগীয় ইসলামের শাশ্বত গৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, একত্ববাদ, গ্রীক দর্শনসহ প্রাচীন সেমিটিক**** বিশ্বের অবিস্মরণীয়

---

* হাসান বিন হৌসেম ঃ একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতো তাঁর প্রকৃত নাম আবূ আলী আহসান ইবনুল হাসান ইবনুল হাইসাম; কারো মতে, তাঁর পুরো নামের প্রথমাংশ হচ্ছে আবূ আলী মুহাম্মদ; কারো মতে, আবূ আলী আল-হাসান — ইউরোপে আল হাজেন। জন্ম ৩৫৩ হিজরীতে (৯৬৫ খ্রীঃ, ইন্তেকালঃ ৪১৭ হিজরী (১০২৮ খ্রীঃ)। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কারণে তাঁকে 'বাতলিমুস আস্‌সানী' বা দ্বিতীয় টলেমী বলা হতো। তাঁকে আলোকবিজ্ঞানের জনক নামেও অভিহিত করা হতো। তাঁর গ্রন্থাবলীর সংখ্যা দু'শোর কাছাকাছি। আরও দ্রষ্টব্যঃ পূর্বোক্ত, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৫-৩১০। — অনুবাদক।

** তিনি দশম শতাব্দীর শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত (৪১৭ হিজরী) জীবিত ছিলেন বলে অন্যত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখুন ঃ পূর্বোক্ত এম. আকবর আলী, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬। — অনুবাদক

*** এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। আরেক বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁর জন্ম হয় স্পেনে নয় ইরাকের বসরায়। দেখুন ঃ ঐ, পৃঃ ঐ। — অনুবাদক।

**** সেমিটিক ঃ আসিরীয়, অ্যারামিয়াক, হিব্রু, ফিনিশীয়, আরবী প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধীয়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

কীর্তি এবং প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় বিশ্বের বিখ্যাত কীর্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যূথবদ্ধ করার কাজে এটা (ইসলাম) মানব-মননের ইতিহাসে প্রথমবারের মত সফল হয়েছিলো; এভাবে খ্রীস্টিয় ইউরোপ আধুনিক দৃষ্টিভংগির দিকে চালিত হচ্ছে।"[১০৬]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

পশ্চিমা গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশে ইসলামী প্রভাব

(২৯) সহিষ্ণুতা এবং সমালোচনার অধিকার — পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশে অপরিহার্য প্রভাব ঃ

"জেরুজালেম যখন শর্তাধীনে খলীফা উমরের নিকট আত্মসমর্পণ করলো, তখন বিজিত নগরীর অধিবাসীদের তাদের সাংসারিক মাল-সামানের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হলো এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাও প্রদান করা হলো। নগরীর বিশেষ একটি মহল্লা খ্রীস্টান জনগণের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো, সংগে দেয়া হলো প্রধান ধর্মযাজক ও তাঁর সহযোগী যাজকদের। এভাবে তাদের যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হলো, তার বিনিময়ে সমগ্র খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের ওপর দু'টি স্বর্ণখণ্ডের নামমাত্র একটি কর ধার্য করা হলো। পবিত্র নগরীর বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে এখানে যারা তীর্থ করতে আসতেন, তাঁরা মুসলিম বিজেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত হতেন না, বরং অনুপ্রাণিতই হতেন। ৪৬০ বছর পরে এই পবিত্র ভূমি ফিরে আসে ইউরোপের খ্রীস্টান সামন্ত-প্রভুদের হাতে। "প্রাচ্যের খ্রীস্টানরা আরব খলীফাদের সহিষ্ণু সরকারের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করতো।"

সকল পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য খ্রীস্টান এবং মুসলমান, সমসাময়িক এবং আধুনিক ঐতিহাসিকদের স্বাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এডওয়ার্ড গীবন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, "তাঁর খ্রীস্টান প্রজাদের ব্যাপারে, মুহাম্মদ তাদের লোকজনের নিরাপত্তা, ধর্মের স্বাধীনতা, ব্যবসায়ের স্বাধীনতা, তাদের মালসামানের ওপর অধিকার এবং তাদের উপাসনার ব্যাপারে সহিষ্ণুতার নিশ্চয়তা বিধান করেছিলেন।" এই কল্যাণী সহিষ্ণুতার নীতি কম-বেশি কঠোরভাবে পালিত হতো শুধু রসূলের নিকট-উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নয়; বরং আরব-কর্তৃত্বাধীন সর্বত্রই। এমন কি প্রথম তূর্কী সুলতানের আমলেও ইসলাম তার মূল সহিষ্ণুতার চেতনা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নি।

কোন দমন-পীড়নই এত কম শক্তি প্রয়োগে সমগ্র একটি জাতিকে তার ঐতিহ্যগত বিশ্বাস পরিত্যাগে সম্ভবতঃ বাধ্য করতে পারতো না; পারতো না

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ত্বরিত গতিতে বিজয়ীদের ধর্ম-বিশ্বাস তাদের দ্বারা গ্রহণ করাতে — যেভাবে টাইগ্রীস থেকে অক্সাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগে পারস্যবাসীরা করেছিলো।"[১০৭]

"আমি যদি ভুল করি, আমাকে নিবৃত্ত কোরো। সত্য কথা বলা শাসকের পক্ষে ইবাদততুল্য। এটা গোপন করা গুনাহ্‌র কাজ। আমি যদি তাঁকে (আল্লাহ্‌) মান্য না করি, তোমরাও আমাকে মানবে না" — ইসলামের প্রথম খলীফা তাঁকে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করার পর সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে মদীনায় এই কথাগুলো বলেছিলেন।"[১০৮]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

ইসলাম ঃ মজলুমের মুক্তিদাতা

(৩০) ইসলাম ঃ মজলুমের মুক্তিদাতা ঃ

"এমন কি প্রচণ্ড ধর্মোন্মাদ, ঘোর মুসলিম-বিদ্বেষী হাভেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ঃ "হিন্দুদের সামাজিক জীবনের ওপর মুসলমানদের রাজনৈতিক মূলনীতির প্রভাব ছিলো সুদূর-প্রসারী; তা বর্ণ-প্রথার কঠোরতা তীব্রতর করে এবং ফলশ্রুতিতে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে জনগণকে সক্রিয় করে তোলে। একটি সম্ভাবনাময় লোভনীয় প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচিত হয় নিম্ন-বর্ণের মানুষের সামনে, তারা এর প্রতি আকৃষ্ট, অনুপ্রাণিত হয়, যেমনভাবে আরব-মরুর বেদুঈনরা একদা হয়েছিলো। ... এটা শূদ্রকে (অচ্ছ্যুৎ, উপেক্ষিত, পদদলিত নিম্নবর্ণের মানুষ) পূর্ণ স্বাধীন মানুষের এবং ব্রাহ্মণদের (আর্য) প্রভুর মর্যাদায় আভিষিক্ত করে। ইউরোপের রেনেসাঁসের মত এটা বুদ্ধিবৃত্তিক-সঞ্জীবনী উত্তোলিত করে, জন্ম দেয় বহু শক্তিমান মানুষের; এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ ছিলো অসামান্য মৌলিক প্রতিভার অধিকারী, রিনেসাঁসের মতই এটা মূলতঃই ছিলো নাগরিক জীবনাচার; এটা পশুচারী যাযাবরদের তাঁবু থেকে বের করে আনে নগর-জীবনে এবং শূদ্রকে তার বস্তি থেকে। এটা আনন্দ ও নিরাপত্তাপূর্ণ অনন্য এক মানবতার উদ্বোধন করে।"[১০৯]

অতঃপর তোমাদের সদাশয় মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

(৩১) ধর্মান্ধতা যখন আল্লাহ্‌র রহমতকে বিতাড়িত করে, তখন কি ঘটে?

"মূরদের বিতাড়িত করে স্পেনের কি লাভ হয়েছে? শতাব্দীর পর শতাব্দী

www.pathagar.com

ধরে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সূতিকাগৃহ নয়নাভিরাম আন্দালুসিয়া একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিরাণ-ভূমির প্রতিরূপ পরিগ্রহ করেছে। কন্ডি (যিনি নিজেই একজন স্পেনীয়) অত্যন্ত চমৎকার কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ "একটি স্থায়ী প্রগাঢ় অন্ধকার সমগ্র দেশটাকে ঢেকে ফেলেছে, যা' তাদের (মূরদের) উপস্থিতিতে ছিলো প্রোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় নি; সে চিরকাল যেভাবে হাসতো, এখনও সেইভাবে হাসছে, শুধু দেশের জনগণ এবং তাদের ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে। কতকগুলো বহুভুজ স্মৃতিসৌধ ধ্বংসস্তূপের ওপর আজও দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে যা' একটি বিরাণ-ভূমিকে আগলে আছে; কিন্তু এসব স্মৃতিসৌধের হিমশীতল ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সত্যের বিষণ্ন কান্না বেরিয়ে আসছে; সেখান থেকে যেন ধ্বনিত হচ্ছে "পরাজিত আবরদের মর্যাদা ও গৌরব এবং বিজয়ী স্পেনীয়দের অধঃপতন ও দুর্দশা"-র কথা।"[১১০]

অতঃপর তোমাদের উপকারী মুসলমান বন্ধুদের কোন্ অবদান তোমরা অস্বীকার করবে?

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

রূহানিয়াত ও পাশবিকতার সংঘাত

দূরে কিছু পদশব্দ এবং গুহার উপরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

গুহার নিশ্ছিদ্র নীরবতা সংগীদ্বয়ের এক জনের মনে ভয়ের উদ্রেক করতে লাগলো।

মক্কার ঘাতক জালিমরা এগিয়ে আসছে গুহার দিকে।

তাঁর ভয় রূপান্তরিত হলো বিষণ্ন হতাশায়।

অনুসন্ধানী জালিমরা এসে দাঁড়ালো ঐ গুহার মুখেই।

তিনি তাঁর রসূলের নিরাপত্তা এবং ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন। গুহা-মুখে ঘাতকদের পায়ের কয়েকটি আঙুল দেখা গেলো।

শত্রুরা যদি একবার মাত্র নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে কি হবে, সেই অবস্থা চিন্তা করে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন।

তিনি ফিসফিস করে বললেন, "তারা যদি আমাদের দেখতে পায়, তাহলে কি হবে? আমরা তো মাত্র দু'জন।"

শান্ত আর হৃষ্ট কণ্ঠে জবাব এলো ঃ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

"ভয় কোরো না; কারণ আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন।"[১] (৯ ঃ ৪০)

এভাবেই একজন মুসলমানের ঈমানী শক্তি সৃষ্ট জীবের প্রতি ভয়শূন্যতা এবং স্রষ্টার প্রতি ভয়ের ক্ষেত্রে চরম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এটাই সেই অনন্য শক্তি, যা বদর-প্রান্তরে কালজয়ী অম্লান ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলো; দুশমনদের পর্যুদস্ত করেছিলো খন্দকের যুদ্ধে; সালাহ্উদ্দীন আইউবীকে ইউরোপ মহাদেশের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম করেছিলো, জহীর বায়বার্সকে তাতার ও ক্রুসেডারদের পদানত করতে নবশক্তিতে বলীয়ান

www.pathagar.com

করেছিলো; যা' বারবার দৃশ্যমান হয়েছে তুর্কী, বার্বার, সেলজুক, মামলুক, ভারতীয়, পারস্যবাসী ও মংগলদের বিজয়সমূহে এবং যা' আজ আমরা দেখছি বর্তমান বিশ্বের দুই পরাশক্তির* বিরুদ্ধে রাইফেলধারী আফগান মুজাহিদীন ও প্রস্তর নিক্ষেপকারী ফিলিস্তিনী ছাত্র-ছাত্রীদের লৌহকঠিন প্রতিরোধ-শক্তির মধ্যে।

এ হোলো সেই অশুভ পরাশক্তি, যা' মুসলমানদের অভ্যুদয় এবং ইসলামের পুনর্জাগরণে ভীত-কম্পিত হয়। তারা অসভ্যতা ও বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলস্বরূপ যা' ইসলামী চেতনার জন্ম দেয়। অন্তঃসারশূন্য কুষ্মাণ্ডরাই শুধু ইসলামের নাম শুনলেই ভয়ে কম্পমান হয়।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর সীমান্ত থেকে দূরপাল্লার কামান, মিগ জেট ও হেলিকপ্টার গানশীপ খুলুম শহরের অর্ধেক মাটির ঘর ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলো।"[২]

"অর্ধ-বিলিয়ন আফগানকে হত্যা ও তিন মিলিয়নকে গৃহহারা করার দায়ে চীন রাশিয়াকে অভিযুক্ত করেছে।"[৩]

"সোভিয়েট আক্রমণে পানশীর উপত্যকায় শতশত মানুষ নিহত হয়েছিলো। দানবীয় ট্যাংক বহর কাবুল ও পারওয়ানের রাজধানী ক্যারিকার বরাবর ৭০ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চলের আঙুরক্ষেত ও বাড়িঘর মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়েছিলো। লালমুখোরা গ্রামবাসীদের হত্যা করেছিলো নির্মমভাবে।"[৪]

"সোভিয়েত আগ্রাসন শত শত বেসামরিক জনগণকে হত্যা করেছে। আগ্রাসন চালানো হয়েছিলো সমগ্র দেশব্যাপী। লক্ষ্যবস্তুসমূহের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছিলো, বর্ষণ করা হয়েছিলো অসংখ্য বোমা। বেসামরিক জনগণের মধ্যে যারা আফগান মুজাহিদদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো, তাদেরকেই প্রধান লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিলো। ১৮টি হেলিকপ্টারের একটি বহর বাদাকশানের বেশ কিছু গ্রাম বিধ্বস্ত করে। সেসব হেলিকপ্টারের মধ্যে ৪টিকে গুলী করে নামানো হয়, দুটিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো।"[৫]

১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর** থেকে আজ এই পংক্তিমালা রচনার সময় পর্যন্ত একটি পরাশক্তির বেশিরভাগ শক্তিই প্রয়োগ করা হয়েছে বীর আফগানদের শৃঙখলিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু তারা কি বশীভূত হয়েছে?

---

* আমেরিকা ও রাশিয়া। উল্লেখ্য, বর্তমানে রাশিয়ায় রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করায় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে। — অনুবাদক।

* এই তারিখেই রাশিয়া আফগানিস্তানে সেনা অভিযান শুরু করেছিলো। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

"মুজাহিদরা গ্রামে তাদের হামলা পরিচালনা করছে না; বরং হামলা করছে খোদ রাজধানী কাবুলেই। হোটেলগুলোয় রকেটবোমা মারা হচ্ছে, সিনেমা হলগুলো বিস্ফোরণের শিকার হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের। এই যুদ্ধ এখন নগর-যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।"[৬]

কোনো পক্ষ থেকে সুদৃঢ় ও ব্যাপকভিত্তিক সাহায্য ছাড়াই মুজাহিদরা তাদের ঈমানী শক্তিকে সম্বল করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে লালপন্থী পরাশক্তির* ঘৃণ্য পাশবিকতার বিরুদ্ধে। একটি পরাশক্তির সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রীর বিরুদ্ধে তাদের অনমনীয় ঈমানী শক্তির বিজয়ের এটা পঞ্চম** বছর। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধে সমগ্র আফগান জাতিরই রক্ত ঝরছে। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। এটাই আমাদের ইতিহাস।

"কুরাইশরা খাব্বাবকে জ্বলন্ত অংগারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিলো এবং একটি লোককে সেখানে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছিলো, তিনি যাতে পাশ ফিরতে না পারেন তা' ঠেকানোর জন্য। এমনিভাবেই তাঁর পিঠের নিচের আগুন নিভে যেতো। পরবর্তীকালে একদা তিনি হযরত উমর (রা)-কে তাঁর দগ্ধ পিঠ দেখিয়েছিলেন, যা তাঁর (হযরত উমর) নৃশংসতার কারণে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছিলো।"[৭]

আজ লাল-সাম্রাজ্যের মধ্য এশিয়া ও ককেশাস, ইরিত্রিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফগানিস্তানের শৃঙখলিত মুসলিম জাতিসমূহকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাদেরকে পাশ ফিরতে বা নিজ পায়ের ওপর আবর্তিত হতে পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু পরিণামে নির্বাপিত হচ্ছে কে? ঈমানী শক্তি, না অংগার?

নশ্বর অসত্য বনাম অবিনশ্বর ইসলামী চেতনা

সে-সময়েও অসত্য প্রচণ্ড শক্তিতে আবির্ভূত হতো ধ্বংস করতে; সর্বশক্তিমান হিসেবে আবির্ভূত হতো নিশ্চিহ্ন করতে; অজেয় শক্তিধর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো সবকিছু ভেংগে টুকরো টুকরো করতে, তছনছ করতে। সত্যবাদীদের ঈমানী-চেতনা নিজকে মাথা তুলে দাঁড় করাবার মত পর্যাপ্ত শক্তিশালী ছিলো না; তাকে (অসত্যকে) প্রতিরোধ করার শক্তি ছিলো অকিঞ্চিৎকর; এত বেশি অবনতমস্তক ছিলো যে, শক্তিশালী অসত্যকে আঘাত করার কোনো শক্তিই তার ছিলো না। তবে ইসলামের এই চেতনা অসত্যের সামনে রুহানীয়াত ও পাশবিকতার মধ্যে একটি আসন্ন সংঘাতের আলামত স্পষ্ট করে তুলেছিলো। তা

* লালপন্থী পরাশক্তি : সোভিয়েত রাশিয়া। মার্কসবাদীদের পতাকা লাল রঙের যা' সংগ্রামের প্রতীক। এ জন্যেই মার্কসবাদীদের 'লালপন্থী' বলা হয়েছে। — অনুবাদক।

** ১৯৮৪ সালের হিসেবে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঐ সালে, লন্ডন থেকে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অসত্যের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞাত ছিলো। নশ্বর অসত্যের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে তার বিশ্বাস ছিলো দৃঢ়। এ কারণেই তা' ছিলো অনড় ও আপসহীন। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছিলো একাধিক মহাদেশ ব্যাপী। বিজয় আসতে বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু তা' সত্যান্বেষীদের বঞ্চিত করে না।

"তিন দিনের হামলায় সোভিয়েতরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবল বৃষ্টির দরুন তারা তাদের স্বাভাবিক বিমান সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। তাদের বহুলোক হতাহত হয়েছিলো; ধ্বংস হয়েছিলো বহু ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান। এই অভিযানটি ছিলো পারওয়ান প্রদেশের নেজরাব এলাকায়।"[৮]

আমাদের উক্তি সত্য হলো। প্রবল বৃষ্টিই ছিলো মুজাহিদদের জন্য বিমান প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। তারা যখন এই আল্লাহ্-প্রদত্ত আসমানী ঢাল পেয়ে গেলো, তখন তারা প্রলেতারীয় জারবাদীদের নাস্তানাবুদ করে দিলো। তারা আফগানিস্তানের প্রতিটি গলিতে-কন্দরে অবস্থিত দুশমনদের পরাস্ত করতে পারতো, যদি তারা বিমান-হামলা প্রতিরোধে উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র পেতো।

আফগানদের সাহায্য-কল্পে নাটকীয় মার্কিন ঘোষণা

তাদের (আফগানদের) কি কোনো প্রকৃত বন্ধু আছে? তাদের সাহায্য কল্পে নাটকীয় মার্কিন ঘোষণা আসলে কি কোনো অর্থ বহন করছে? এর অন্তর্নিহিত একমাত্র অর্থ হলো, ঐ ঘোষণাটিকে বৈধকারী ছুঁতো হিসেবে সামনে রেখে আফগানিস্তানে রুশ-উপস্থিতিকে চিরস্থায়ী করা।

"পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতিকর রুশ-সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে এবং তা' হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অল্প আয়াসে কম ক্ষতির বিনিময়ে; তথাপি তা মানবিক শালীনতার সাথেই বিচার্য ও বিবেচিত হচ্ছে। আফগানিস্তানে রুশ হামলা শুধু আতংকই সৃষ্টি করতে পারে। অনুরূপ নৃশংসতার জন্য আমরা নাৎসীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। অথচ আজ আমরা রুশদের সংগে বাণিজ্যচুক্তিতে স্বাক্ষর করছি, ঋণ সম্প্রসারিত করছি এবং অস্ত্র হ্রাস আলোচনায় মিলিত হচ্ছি, তবুও হত্যাকাণ্ড তেমনি অব্যাহত রয়েছে।"[৯]

এ এক নিপুণ দাবা খেলা — খেলোয়াড় দুই ধুরন্ধর পরাশক্তি। একে অন্যের কোর্টে ঘুঁটি চালান দিচ্ছে। অন্যপক্ষ কোথাও কিছু খোয়ানোর ভয়ে একে সামনে চালান দিতে কিংবা বন্দী করতে পারে। যখন তারা নিজেদের বর্তমান পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবে, তখন তারা এই সর্বনাশা খেলা সাময়িকভাবে মুলতবী রাখতে পারে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সময়ের দাবি মুতাবিক তারা এর নবায়নও করতে পারে।

www.pathagar.com

"পশ্চিম জার্মানীর* স্বাধীন সংবাদ পত্র 'ফ্রাংকফুর্টার এ্যালেজেমীন জীতুং' একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছে ঃ একটি বিশ্ব-শক্তি নগ্নভাবে ক্ষমতার রাজনীতির অনুশীলন করছে, পক্ষান্তরে, অপর বিশ্ব-শক্তি এর প্রতিবাদ করছে, কিন্তু কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছে না, অথচ অনেক কিছুই এর করার ছিলো।"[১০]

কেনো সে** কিছু করবে? তার শত্রুতা রাশিয়ার প্রতি যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান ও ইসলামের প্রতি। সে ইয়াহূদী আধিপত্যবাদের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম-বিশ্বকে তার মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়, সেই সংগে মার্কসবাদের সাথে লড়াইও চালিয়ে যেতে চায়। এই 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যুগপৎভাবে তার ললাটে শুধু ব্যর্থতার কলঙ্ক-তিলকই অংকিত হচ্ছে। মার্কিন নেতারা মুসলিম-বিশ্বের সংগে যুদ্ধ করতে ওয়াদাবদ্ধ; কারণ তাঁরা ইয়াহূদীবাদের অধীনেই নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবেই ইয়াহূদী আধিপত্যবাদ তার 'জ্যেষ্ঠ সহোদরা' মার্কসবাদকে মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে; যে মার্কসবাদ প্যালেস্টাইনের মাটিতে পর্যায়ক্রমে একে (ইয়াহূদীবাদ) সাহায্য করছে আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আরবদের কাছে বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে; আর এভাবেই সে তার সদম্ভ উপস্থিতির প্রমাণ রাখছে।

এই 'দুই সহোদরা' পারস্পরিকভাবে একে অন্যকে সাহায্য করে, যদিও খ্রীস্টিয় পাশ্চাত্যের বালখিল্যতায় তারা মজা পাচ্ছে।

"পশ্চিমা বিশ্ব কম্যুনিজমকে ১৯১৮ সাল থেকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করে আসছিল এবং কম্যুনিজমের বিদ্বেষী ও একগুঁয়ে প্রকৃতির আন্তর্দুর্বলতা ও সামগ্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে নতি স্বীকার অব্যাহত রেখেছিলো, বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের অন্বেষণ করছিলো এবং আজ তাদের অবলম্বিত পন্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে তারা অদক্ষতা প্রমাণ করছে — কথাগুলো সোলঝেনিৎসিন*** লিখেছিলেন টাইম**** পত্রিকার জন্যে।"[১১]

"সেই অদৃশ্য শক্তি, যা' তাদেরকে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে — চিহ্নিত করার জন্য পশ্চিমাদের একটি গবেষণা-কেন্দ্র

---

* পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এখন অখণ্ড জার্মানী। বার্লিন প্রাচীর তুলে দিয়ে দুই জার্মানী একত্রিত হওয়ার পর এখন সে তার সমন্বিত শক্তিকে সংহত করছে সর্বক্ষেত্রে। — অনুবাদক।

** এখানে আমেরিকার কথা বলা হয়েছে। — অনুবাদক।

*** পুরোনাম আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন, জন্মঃ ১৯১৮। দেশত্যাগী স্বনামধন্য রুশ ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৭০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্র কর্তৃক নিগৃহীত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। — অনুবাদক।

**** টাইম ঃ লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি টাইম'। বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ, নিবন্ধ ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকা। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

নেই; পরন্তু তারা গাঁটছড়া বাঁধছে প্রতারকের মুখোশধারী জঘন্যতম একনায়কতন্ত্র মার্কসবাদের সংগে। অন্যান্য সকল একনায়কতন্ত্রই এখন অতীত ইতিহাসের জঞ্জাল; কিন্তু বিশ্ব বিজয়ের মতবাদে উজ্জীবিত এই একটি মাত্র দানবীয় একনায়কতন্ত্রের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে। এর বিশ্বজয়ের মতবাদ রুশ প্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ও পরোক্ষ উপনিবেশবাদের সংগে সংযুক্ত হয়ে নাস্তিকাবাদের লেবাসে শাসন পরিচালনা করছে।

"উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে মাদক, আর উৎপাদকরা গরু — সংখ্যায় সমান সমান এবং সর্বাধিক বাধ্যতায় এগিয়ে যায় জবাইয়ের 'বলি' হতে।"

"এজরা পাউন্ডের বক্তব্যের পেছনে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে, তাহলো ঃ আধুনিক যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয় ব্যাংকারদের দ্বারা, যারা নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক ইয়াহূদী-চক্র দ্বারা; সেই ইয়াহূদীরাই খ্রীস্টানদের অনুপ্রাণিত করে নরহত্যায়; কারণ তা' তাদের জন্য লাভজনক।"[১২]

এই "মানবাকার গরু" পশ্চিমা খ্রীস্টানরা কি নিজেদের রক্ষার কথা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে? না। কসাইখানার দিকে ধাবিত হওয়াই তাদের পাওনা। মার্কসবাদকে তারা যদি ভুলভাবে মূল্যায়ন না করে, তাহলে আর কারা তা' করবে? তারা যদি তার (মার্কসবাদ) বিরুদ্ধে চালিত লড়াইয়ে মুসলিম বিশ্বকে প্রতিরোধ না করে, তাহলে আর কারা তা করবে? একগুঁয়েভাবে তারা যদি নিজের পায়েই কুড়াল না মারে, তাহলে আর কারা তা করবে?

এভাবে ইউরোপীয়দের মধ্যে ব্যাপক ঔদাস্য, মার্কিনীদের সর্বনাশা দাবাখেলা এবং বন্ধকী* মুসলিমবিশ্বের ইয়াহূদী আধিপত্যবাদের প্রতি নিরংকুশ সৌজন্য প্রদর্শন আমাদের দৃষ্টিভংগীর সত্যতা প্রমাণ করছে যে, বর্তমান আফগান জাতি একাকীই দুশমনের আঘাত হজম করছে। তার রয়েছে নিজস্ব প্রাণশক্তির উৎস। তার মধ্যে প্রধানত হলো ইসলামী জোশ।

"আমরের মাতা সুমাইয়াকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আবূ জাহাল নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আমরের পিতা ইয়াসির অমানুষিক নির্যাতনের কারণে শহীদ হন।"[১৩]

আবূ জাহালের কুফরী কতই না হিম্মতের অধিকারী ছিলো! একজন অসহায়া মহিলার বিরুদ্ধে একটি বল্লম! ঐ মহীয়সী মহিলা শহীদ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর

---

* বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম বিশ্ব ইয়াহূদীবাদী শক্তির সংগে অদৃশ্য এক সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ। দু'টি ভিন্ন ও বৈরী অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও এই রহস্যজনক সখ্যতার কারণ সাধারণ মুসলমানের কাছে দুর্বোধ্য। তাঁরা এক অজ্ঞাত কারণে স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তায় অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইয়াহূদীবাদের কাছে নতজানু। তারা যেন ইয়াহূদীবাদের কাছে তাদের দেশ 'বন্ধক' রেখেছে। তাদের এই নতজানু মনোভাবের প্রতি লেখক এখানে ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

ঈমানী শক্তি অদ্যাবধি কাবুলে মুজাহিদদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করছে। কিন্তু পরিণামে আবূ জাহাল পর্যুদস্ত, নিহত হয় এবং তার পাশবিকতা হয় নিশ্চিহ্ন।

"সোভিয়েত বাহিনী পাঁচজন আফগান স্কুল-ছাত্রীকে হত্যা করে। শত শত ছাত্রী তাদের ওপর আরোপিত স্কুলে পশ্চিমা পোশাক পরিধান আবশ্যিক, এ সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছিলো। এতে পাঁচজন ছাত্রী মারা যায়, বারজন আহত হয়। ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। সোভিয়েত সীমান্তবর্তী মাজারী শেরিফে এই বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। ছাত্রীরা বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান তুলেছিলো ঃ "আল্লাহু আকবর", "ইসলাম জিন্দাবাদ"।

বহু মহিলা, যারা ইতোপূর্বে পশ্চিমা স্টাইলের পোশাক পরিধান শুরু করেছিলেন, দেশীয় পোশাকে ফিরে এলেন।

"কান্দাহার গত বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমা-বিধ্বস্ত কোনো ইউরোপীয় শহরের মত হয়ে গেছে।"[১৪]

চৌদ্দশো বছর আগে মক্কায় হযরত সুমাইয়া শাহাদতের সময়কার অনুরূপ ইসলামী চেতনা বিশ্বে অনুরণিত হচ্ছে। নির্যাতিতদের সেই একই শ্লোগান দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে; পক্ষান্তরে, ঘাতকরা হচ্ছে স্বল্পস্থায়ী।

"ছাত্র-ছাত্রীরা কাবুলে সোভিয়েত গ্যাস নিক্ষেপের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একশোরও বেশি হাইস্কুল-ছাত্রী কাবুলে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় রুশ-বাহিনীর গ্যাস নিক্ষেপের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আয়শা দুররানী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী, চিকিৎসার্থে রোমে যাওয়ার পথে দিল্লীতে বলেছিলো যে, সে গ্যাসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার ফলে মাথা ঝিমঝিম, ক্ষীণদৃষ্টি, অবসাদ ও স্নায়ুবিক খিঁচুনি রোগে ভুগছে। শরীরের যে যে স্থানে গ্যাসের আঘাত লেগেছিলো, সেসব স্থানের ক্ষতচিহ্নের বিলীয়মান দাগ, সাদা চুল এবং চোখের পাতার লোম সে প্রদর্শন করেছিলো। শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশন মেয়েটির চিকিৎসার ব্যয়-ভার বহন করছিলো। সে-বিক্ষোভের সময় দুইশো জন নিহত হয়। দু'জন ছেলে-মেয়ে বন্দুকের গুলীতে নিহত হলো, তাদের শায়িত দেহ থেকে সবেগে নিঃসরিত রক্ত-স্রোতের দৃশ্যও যখন বিক্ষোভকারীদের নিবৃত্ত করতে পারলো না, তখন সৈন্যরা ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে গ্যাস বর্ষণ শুরু করে। অনেকে সংজ্ঞা হারালো। মেয়েটি তিন দিন ধরে বমি করলো এবং হত-বিহ্বল বোধ করতে লাগলো।"[১৫]

"ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিরোধ দশদিন ধরে অব্যাহত থাকলো। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী বেশ কিছু হাইস্কুল ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিয়েছিলো। প্রথম বিক্ষোভের সময় আহত ছাত্র-ছাত্রীরা বাঁধা পট্টি, খোয়ানো-আঙুল এবং ক্ষতচিহ্নসমূহ প্রদর্শন করে এ সপ্তাহে পুনরায় মিছিল করে অগ্রগামী হয়। তারা সমগ্র কাবুল শহরে

www.pathagar.com

মিছিলসহকারে ঘুরে চিৎকার করে বলে ‘এভাবেই আমরা খালি হাতে লড়াই করছি।”[১৬]

দিল্লীতে আফগানিস্তান থেকে নির্বাসিতরা বলেছিলো যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ছত্রভংগ করার জন্য বিদ্যুতায়িত সূচালো দণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিলো। সাত বছরের শিশুকে পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক দ্বারা ঝলসে দেয়া হয়েছিলো। বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ, টহলদারী ট্যাংকবহর এবং এম ১-২৪ হেলিকপ্টার গানশীপের নিয়মিত উড্ডয়ন সত্ত্বেও হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে তাদের বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছিলো।”[১৭]

“বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত জনৈকা বালিকা মুমূর্ষু অবস্থায় চিৎকার করে বলেছিলো ঃ ‘আমাকে রুশদের পরিচালিত কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার্থে নিওনা।”

অকুতোভয় স্কুল-ছাত্রীরা সোভিয়েত-পদলেহী বেঈমান আফগান সৈন্যদের আগ্রাসী সোভিয়েত-প্রভুত্বের জয়-ঢাক বাজাবার জন্য তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ-শরে বিদ্ধ করে এবং তাদের ‘পৌরুষের’ প্রতি তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করে প্রতিরোধ-বিক্ষোভে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো। দখলদার বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে প্রস্তর নিক্ষেপকারী তরুণ-তরুণীরা তাদের লড়াই অব্যাহত রেখেছিলো।”[১৮]

রাশিয়ানদের বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে অগ্রগামী আফগান মেয়েরা

“মৃত্যুর আহবান আত্মহননের উন্মত্ততায় পর্যবসিত হচ্ছে। রুশদের বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে আফগান মেয়েরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। তাদের প্রতি গুলীবর্ষণ করা হয়েছিলো, তথাপি আহত সহপাঠীদের দেহের ওপর দিয়েই চলেছিলো তাদের দুরন্ত মিছিল। এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। প্রতিশোধ হলো উপজাতীয় প্রথা। যদি কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয়, সেক্ষেত্রে অত্যাচারিত বা নিহতের আত্মীয়-স্বজনদের সমাজচ্যুত করা হয়।”[১৯]

“শত শত তরুণ-তরুণীকে হত্যা করা হয়েছিলো। হাজার হাজার হয়েছিলো আহত। সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট শাসকগোষ্ঠী কাবুল-বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর। কাবুলের সড়ক ও সড়ক-পথিপার্শ্ব রক্ত-রঞ্জিত। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের স্বাক্ষর সর্বত্র, বিশেষ করে পুরাতন শহরে। ”[২০]

লালপন্থী সৈন্যরা কাবুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি গুলীবর্ষণ করছে। রুশ-বাহিনী হাজার হাজার হাইস্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে গুলী বর্ষণ করছে। সোভিয়েত ট্যাংক হামলার বিরুদ্ধে পাথর ও লাঠি নিয়ে পরিচালিত কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘট এর তৃতীয় সপ্তাহে পড়েছে। পাঁচ

www.pathagar.com

হাজার বিমান সেনা এবং পাঁচ হাজার ট্যাংক আফগান জান্তাকে সাহায্য করছে।"[২১]

আফগানিস্তানে বীরত্বের ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়েছে। বীরত্বের ইতিহাস সেখানে মহিমাদীপ্ত, আলোকোজ্জ্বল ইসলামের অবিনশ্বর চেতনা-শক্তি সেখানে বিজয় লাভ করছে।

আফগানিস্তানের মাটিতে আগ্রাসী শক্তির সংগে খালি হাতে সংগ্রামরত ইসলামের এই অগ্নি-দুহিতারা আমাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগ্রামী মহীয়সী মহিলাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অকুতোভয় এই আফগান-মেয়েরা পৃথিবীতে অসত্যের সবচেয়ে ক্ষমতাবান এজেন্ট অর্থাৎ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে রুশ-বুলেট বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অগ্রগামী হওয়ার সময় তাদের আহত সহপাঠীদের দেহের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো। তারাও (আরব-মহিলারা) মক্কার তৎকালীন কুফ্‌রী শক্তিসমূহের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার সময় ইসলামী চেতনার দীপ্ত শিখা সমুন্নত রেখেছিলেন।

"লোবেনা ছিলেন একজন ক্রীতদাস-কন্যা। তাঁকে হযরত উমর* অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি (উমর) ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, ততক্ষণ চলতো এই প্রহার। জুনাইরাকে আবু জাহাল অনুরূপ নির্মমভাবে পিটাতো, যার জন্য তিনি তাঁর চোখ দু'টি হারান। নাদিয়া এবং উম্মে আবিসও ছিলেন ক্রীতদাস-কন্যা, যাঁরা ইসলাম গ্রহণের 'অপরাধে' নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন।"[২২]

তখনকার দিনে অসত্য ছিলো সরল ও সোজা-সাপ্টা; বর্তমানে তা' জটিল ও কপট প্রকৃতির; সুতরাং পাশবিকতাও তার ধরন ও কাঠামো পরিবর্তন করছে। তখন তরবারী, বল্লম এবং তীরও ছিলো সাদামাঠা। কিন্তু বর্তমানে অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্র তর্জন-গর্জন করে ট্যাংকের আদলে এবং আকাশে পাখা মেলে কপ্টার এবং জেট ফাইটারের আদলে।

কিন্তু ইসলামী চেতনার কোনো পরিবর্তন হয়নি, তা' তেমনিই রয়ে গেছে। দু'য়ের অভ্রান্ততা ও ভ্রান্ততা আনুপাতিক হারে সমানই রয়েছে।

আসুন আমরা মক্কার বিলাল এবং আফগানিস্তানের বহু আধুনিক বিলালদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

"হযরত বিলাল উমাইয়া বিন খলফের ক্রীতদাস ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বালুর ওপর ছুঁড়ে ফেলা

---

* হযরত উমর (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং রাসূল (সা)-এর ঘোরতর দুশমনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইসলামের পরশে তিনিই পরে সোনার মানুষে পরিণত হন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

হলো এবং একখণ্ড ভারী পাথর তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো। যখন উমাইয়া তাঁকে বলল, তিনি ইসলাম ত্যাগ না করলে তাঁকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তখন তাঁর একটিই মাত্র জবাব ছিলো ঃ "আহাদ, আহাদ"। উমাইয়া আরও রেগে গেলো এবং তাঁর গলায় একটি রশি বেঁধে শিশুদের বললো তাঁকে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে।"[২৩]

আজ আফগানিস্তানে মুসলমানদের নিয়ে কে টানা-হেঁচড়া করছে, কে তাদের নাস্তানাবুদ করছে??

"সোভিয়েত-সীমান্তবর্তী এলাকায় দায়িত্ব পালনরত প্রতিরোধ-সংগ্রামের একজন কমান্ডার গফুর ইউসেফজাই বলেন যে, মুজাহিদদের সাহায্যকারী হিসেবে সন্দেহভাজন বেসামরিক ব্যক্তিদের ট্যাংকের পেছনে বেঁধে দেয়া হতো এবং তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হতো। তারা আমাদের অনাহারে মারছে, ফসল পুড়িয়ে দিচ্ছে, এমনকি আমাদের পশুদের পর্যন্ত হত্যা করছে।"[২৪]

মক্কার জালিমরা নিষ্ঠুর, পাশবিক এবং বর্বর ছিলো। কিন্তু তারা 'সর্বনিম্ন' স্তরের পশু ছিলো না। তারা তাদের শিকারদের ওপর স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বিশ্ব-ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি অন্যান্য বহু-বিচিত্র বোলচালের নামে নির্যাতন চালাতো না। তারা ছিলো সাদামাঠা পশু।

আজকের মার্কসবাদী পাশবিকতা মানুষের ইতিহাসে নজীরবিহীন। তারা তাদের পশুত্ব প্রদর্শন করছে স্বাধীনতা ও মানবতার নামে। সমগ্র মানবজাতির জন্য এ কেমন ঘৃণ্য অভিশাপ!

মক্কার জালিমরা তুলনামূলকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলো। সুতরাং তারা সকল মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু আজকের মার্কসবাদী জালিমদের হীনতা, নিচতা এর সর্বনিম্নতম স্তরে পৌঁছে গেছে; পক্ষান্তরে, আমরা মক্কার সেইসব জালিমের কথা ভাবি, যাদের উন্নতমানের সম্ভ্রমবোধ ছিলো।

একটি দৃষ্টান্ত পেশ করি ঃ

কাফিরপক্ষের অন্যতম শক্তিশালী যোদ্ধা আমর বিন উদ খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল তার সংগে যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার জন্যে।

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) তার সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

হযরত আলী (রা) প্রতিপক্ষকে জিগ্যেস করলেন যে, তাকে কেউ যদি তিনটি অনুরোধ করে, সে তার একটি মেনে নেবে, এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে সে ঘোষণা দিয়েছিলো কি-না। প্রতিপক্ষ যোদ্ধা বললো যে, কথাটি সত্য এবং সে তার ঘোষণা মেনে চলবে।

www.pathagar.com

হযরত আলী ঃ "আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করছি।"

আমর ঃ "আমি এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না।"

আলী ঃ "লড়াই থেকে ফিরে যাও।"

আমর ঃ "আমি তা' করতে পারি না।"

আলী ঃ তা হলে আমার সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হও।"

আমর হাস্য করে বললো ঃ "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন ধারা অনুরোধ আমি কস্মিনকালেও আশা করি নি।"

সে তার ঘোড়া থেকে নিচে নামলো। তরবারী কোষমুক্ত করলো এবং তার ঘোড়ার পা দু'টি কেটে ফেললো। একজন অশ্বারোহী সৈন্য হয়ে একজন পদাতিক সেনার সংগে যুদ্ধ করা ছিলো তার জন্য অবমাননাকর।[২৫]

সামান্য রাইফেলধারী আফগানদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক মিগ ফাইটার ব্যবহারকারী মার্কসবাদীদের নজীরবিহীন নিচতার পরিমাণ কেউ কি করতে পারে? এই নতুন প্রজাতির তথা নর পশুদের কাছ থেকে মানুষ অধিক আর কি আশা করতে পারে! তারা (আরব-কাফিররা) বর্বর ছিলো, কিন্তু মার্কসবাদীদের মত আপাদমস্তক বর্বর, জাহিল ছিলো না। তারা মানুষ ছিলো, কিন্তু হিদায়েতের আলোকপ্রাপ্ত ছিলো না। কিন্তু এই গুমরাহ্ মার্কসবাদীদের কাছে মানবতা হলো একটি ঘৃণিত বিষয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মক্কার জালিমরা রাশিয়ার নব্য-জারবাদীদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান।

মক্কার কাফিররা ইথিওপীয় সম্রাট নীগাসকে* অনুরোধ জানালো মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের তাদের হাতে প্রত্যর্পণের আদেশ দেয়ার জন্যে; কারণ তারা ফেরারী আসামী; তারা সুপ্রতিষ্ঠিত একটি শাসনব্যবস্থা ও 'জীবন-বিধানে'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে।

সম্রাট অভিযোগমালার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন।

মুসলমানদের নেতা জাফর প্রশ্ন করলেন ঃ "আমরা কি মনিবের বাড়ি থেকে পালিয়ে-আসা ক্রীতদাস? যদি তা' হয়, তাহলে আমরা ফিরে যেতে বাধ্য।

দূত ঃ "তারা ক্রীতদাস নয়, তারা সকলেই স্বাধীন মানুষ।"

জাফর ঃ "আমরা কি কাউকে হত্যা করেছি?"

দূত ঃ "তারা এক বিন্দু রক্তপাতও ঘটায় নি।"

জাফর ঃ "মক্কার কারো কাছে আমরা কি ঋণী আছি।?"

দূত ঃ "না, একটা কানাকড়িও না।"[২৬]

---

* নীগাস ঃ ইথিওপীয় সম্রাটের উপাধি। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

রাশিয়ানদের জন্যে যদি ন্যুরেমবার্গ বিচারের মত কোনো ব্যবস্থা থাকতো

মানবজাতির হত্যাকারী রাশিয়ানদের বিচারের জন্যে যদি ন্যুরেমবার্গ* বিচারের মত একটি ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে আফগানরা তাদের জিগ্যেস করতো ঃ

"আমরা কি তোমাদের জারবাদী ঔপনিবেশিক শৃঙখল থেকে পালিয়ে এসেছি?

আমরা কি রাশিয়ার অভ্যন্তরে কোনো রাশিয়ানকে হত্যা করেছিলাম?

আমরা কি রাশিয়ার জনগণের কাছ থেকে কোনো কিছু ঋণ করেছি?"

চৌদ্দশো বছর আগে ইথিওপিয়ার মাটিতে মক্কার জালিমরা এসব জিজ্ঞাসার না-সূচক জবাব দিয়েছিলো। কিন্তু আজকের নরপশুরা হ্যাঁ-সূচক বাক্যে এই জবাব দিয়ে আসছে ঃ

"আমেরিকানরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাই আমরা তোমাদের হত্যা করছি।

তোমাদের দস্যুরা আমাদের ওপর হামলা করছে, তাই আমরা তোমাদের খুন করছি।

তোমরা আমাদের নয়া দাস হতে অস্বীকার করছো, তাই আমরা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করছি।"

ইসলামে এমন কি আছে, যা প্রাচীন ও আধুনিক অসত্যের ভীতির কারণ?

ইথিওপিয়ায় মুসলিম হিজরতকারীদের যখন নীগাস ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে বলেন, তখন জাফর নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছিলেন ঃ

"হে মাননীয় সম্রাট! আমরা বর্বরতা ও জাহিলিয়াতের নোংরা পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম; আমরা মূর্তিপূজা করতাম, আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম; আমরা মরা মানুষের মাংস খেতাম**, অশ্লীল কথা বলতাম; আমরা মানবতাবোধ এবং অতিথিপরায়ণতা ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনকে ঘৃণা করতাম; আমরা কোনো আইন-শৃঙখলার ধার ধারতাম না। সেই সময় মহান আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ পাঠালেন, যাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, সততা এবং নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের আল্লাহ্র একত্বে ঈমান আনার আহবান জানালেন এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করার শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদের মূর্তি পূজা করতে

---

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রীঃ) পর পরাজিত নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রায়াল। — অনুবাদক।

** অর্থাৎ গীবত করতাম। উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ্ (স) গীবত করাকে মৃত-মানুষের মাংস খাওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ বলে অভিহিত করেছেন। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

নিষেধ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন সত্য কথা বলতে, আমাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের প্রতি বিশ্বস্ত হতে, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হতে ও তাদের সম্মান করতে; তিনি মহিলাদের সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলতে কিংবা ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে নিষেধ করলেন; তিনি আমাদের পাপ থেকে দূরে থাকতে এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন, আদেশ দিলেন সালাত কায়েম করতে, যাকাত আদায় করতে এবং সাওম পালন করতে। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছি, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুর শরীক না করা সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা ও বিধি-নিষেধ আমরা মেনে নিয়েছি। এ কারণেই আমাদের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, কাঠ, পাথর ও অন্যান্য ঘৃণ্য বস্তুর তৈরি মূর্তিকে পূজা করতে আমাদের বাধ্য করার জন্য তারা আমাদের প্রতি নির্যাতন করেছে। তারা আমাদের অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে এবং আমাদের জখম করেছে। সেখানে নিরাপত্তার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখেই আমরা আপনার দেশে এসেছি এবং আশা করব, আপনি আমাদের জুলুম থেকে রক্ষা করবেন।"[২৭]

ইসলামের পরশে মানবজাতির কল্যাণকর অগ্রগতি

মানবজাতির সমস্ত খাঁটি, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর অগ্রগতি ইসলামকে অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এ ব্যাপারে 'আফিম' অধ্যায়টি পুনরায় পাঠ করতে পারেন।

কিন্তু মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে তা' অবশ্য অধোগতি। তাদের তথাকথিত অগ্রগতি যার মধ্যে নিহিত, তা হলো ঃ

স্ট্যালিন ও মাওদের মত সজীব পুতুলদের পূজা করা, বর্বরের কাছেও অজ্ঞাত জঘন্যতম বর্বরতার নোংরা পংকে নিমজ্জিত হওয়া;

মিথ্যা, শুধু মিথ্যা এবং একমাত্র মিথ্যারই পুনরাবৃত্তি করা;

সভ্য সমাজের কোনো আইন নয়, বরং জংগী আইন সম্পর্কে অবহিত থাকা;

অমিত শক্তিমান হওয়া এবং দুর্বলতমকে নিশ্চিহ্ন করা;

কুরীল দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসতোনিয়া, সাইবেরিয়া থেকে কাবুল পর্যন্ত নিজ প্রতিবেশীদের ধ্বংস করা;

শয়তানী করা, শয়তানীতে মদদ যোগানো এবং শয়তানীকে নিরঙকুশভাবে ভালোবাসা;

তাদের শয়তানী মতবাদের জালে লক্ষ লক্ষ অনিচ্ছুক মানুষকে নির্দয়ভাবে ছুঁড়ে ফেলা;

ছিনতাইকারীদের মত বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাদের কব্জা করে রাখা;

একমাত্র-ভোক্তা, শুধু মৃত্যুর জন্যেই যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা;

www.pathagar.com

সেই অস্ত্রশস্ত্রের ব্যয় মেটাতে গিয়ে নাগরিকদের জীবন যাত্রার মানের অবনতি ঘটানো;

তাদের সম্পর্কে সমালোচনা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে জনগণকে স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় শৃঙখলে আবদ্ধ করা;

এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য একনায়কের মানব-নেকড়েয় রূপান্তরিত হওয়া।

যেমনভাবে মক্কার জালিমরা চেয়েছিলো মুসলমানরা কুফ্রী মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তন করুক, সেইভাবেই মার্কসবাদী জালিমরা তাদের ঘৃণিত অধোগতিকে স্বাগত জানাবার জন্য মুসলমানদের বাধ্য করছে। হিজরীর প্রথম শতক এবং এই পঞ্চদশ শতকের মাঝখানে অসংখ্য জালিম ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং পরিণামে ধ্বংস হয়েছে কিংবা তাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে।

মাইন এবং কাঁটা বিছানো ঃ এখন আর তখন

কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী নির্যাতন নজীরবিহীন।

আবূ লাহাবের স্ত্রী মহানবী (স)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো।

পশ্চাৎপদ মার্কসবাদ সমগ্র আফগানিস্তানে তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পার্থক্য শুধু কাঁটার আকৃতি এবং ধরনে। হামলা-বিধ্বস্ত দেশে ব্যবহৃত পশ্চাৎপদ মার্কসবাদী 'কাঁটাসমূহের' কয়েকটির বর্ণনা এখানে দেয়া হলো ঃ

(১) মাইন, যেসব মাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্থাপিত হয় ঃ

"রাশিয়ানরা হাজার হাজার স্থলমাইন বিমান থেকে নিচে ফেলে, যা ডুমুর-বীচির মত দু'টি ডানা বের করে স্থলমাইনগুলোকে ভাসমান অবস্থায় সর্পিল গতিতে নিচে নেমে যেতে সাহায্য করে এবং ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিজেদেরকে মাটিতে স্থাপিত করে।"[২৮]

(২) ডানাযুক্ত মারণাস্ত্রসমূহ চক্রাকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে আফগানদের হত্যা করার জন্য ঃ

"আফগান-যুবকরা মাইন সাফ করতে গিয়ে তাদের অংগ-প্রত্যংগ হারাচ্ছে, রাশিয়া জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অসংখ্য মাইন স্থাপন অব্যাহত রেখেছে। শত্রু নিচে নামিয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার ডানাযুক্ত 'ছদ্মবেশী' অস্ত্র (স্বয়ংস্থাপনযোগ্য মাইন) যা সর্পিল গতিতে নামছে ভূপৃষ্ঠে; কিন্তু তাতে অকুতোভয় মুজাহিদদের লড়াইয়ের মনোবলে ভাটা পড়েনি।"[২৯]

www.pathagar.com

(৩) গুপ্ত মাইনের ছড়াছড়ি ঃ

"জার্মানীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনৈক আফগান ডাক্তার নয়াদিল্লীতে বলেছেন ঃ পূর্বাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশে বিদ্রোহীদের শক্তিশালী ঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নতুন সোভিয়েত বাহিনীসমূহ সীমান্ত বরাবর আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে শীতপূর্ব চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্যে। তিনি বলেন ঃ আমি তাদেরকে ত্রিশ ব্যক্তিকে গুলী করতে দেখলাম, হতভাগ্য এই লোকগুলো সীমান্ত অতিক্রম করছিলো।' গত তিন সপ্তাহে তিনি শত শত আহত মানুষের অপারেশন করেছেন, অধিকাংশ অপারেশনই করতে হয়েছিলো দেশত্যাগী মহিলা ও শিশুদের মাইনবিধ্বস্ত পা অপসারণের জন্যে, সীমান্ত-এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে পুঁতে রাখা ছোটো ও গুপ্ত মাইনের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময়ই এরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়।"[৩০]

(৪) সেই সব মাইন যেগুলো মাটিতে মিশে যাওয়ার কৌশল জানে ঃ

"রাশিয়ানরা এক ধরনের বাদামী প্লাস্টিক-মাইন নিচে ফেলছে, যেগুলো মাটির সাথে মিশে থাকে এবং স্পর্শমাত্রই বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষা করে।"[৩১]

(৫) প্রজাপতিগুলো কি মানুষ হত্যা করে?

"পর্বতমালা বরাবর গিরিপথ ও পায়েচলা সংকীর্ণ পথগুলোয় প্রজাপতি, রঙিন বস্তু ও কলমের আকারের মাইন ও ক্ষুদ্র মানুষবিধ্বংসী অসংখ্য বোমা পেতে রাখা হয়েছিলো।"[৩২]

(৬) সবুজ তোতাগুলো কি মানুষদের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়?

"সোভিয়েত ফাঁদ-বোমাসমূহ বেসামরিক লোকদের জখম করছে। ছয়জন আহত শরণার্থীকে পেশওয়ারের 'লেডী রিডিং হসপিটাল'-এ চিকিৎসা করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো খেলনা, সুগন্ধীর বোতল, লেখার কলম, বই, কাগজের টাকা, ফ্লাশলাইট প্রভৃতির আদলে। বারো বছরের একটি ছেলে প্লাস্টিকের তৈরি একটি হলুদ-সবুজ তোতার আঘাতে একটি পা হারায় — পাখি-আকৃতির বোমাটি তখন বিস্ফোরিত হয়ে তাকে আঘাত করেছিলো। এই পেতে রাখা ফাঁদ-বোমার শিকার শিশু ও গবাদিপশু। তারা মুজাহিদদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে। পার্বত্য পথগুলো বিপদসংকুল।"[৩৩]

(৭) যে বোমা বহু সংখ্যক ছোটো ছোটো বোমা ছড়িয়ে দেয় ঃ

"রাশিয়ার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছিলো। এর জবাবে দুশমন কোহ্ দামান উপত্যকার একটি গ্রামে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে। শত শত মানুষকে হত্যা

www.pathagar.com

করা হয়। হাজার হাজার মানুষকে করা হয় গৃহহারা। মুজাহিদদের প্রতিহত করার এক বেপরোয়া অভিযানে বহু স্তবক-বোমা যেগুলো অসংখ্য ছোট ছোট বোমার সমষ্টি — বড় বড় বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং আঘাত লাগার ফলে বোমাগুলি বিচ্ছিন্ন হয় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বোমায় বিধ্বস্ত হয়। তারা সূঁচাকৃতির তীক্ষ্ণ প্রক্ষেপকপূর্ণ গোলা ব্যবহার করে, বিস্ফোরণের ফলে যা' মানুষের সমগ্র সত্তাকে ভীতি-বিহবল করে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।"[৩৪]

(৮) ডাম ডাম বুলেট, যা মাংস বিদ্ধ করে ঃ

"লেনিনগ্রাদের নির্বাসিত ফেমিনিস্টরা (স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার মতবাদের প্রবক্তা) বলেছেন যে, সোভিয়েতরা আফগানিস্তানে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছিলো। দায়িত্ব শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকারী সৈনিকদের কাছ থেকে তাঁরা এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলো। তারা ডাম ডাম বুলেট ব্যবহার করছে, যা' মাংসে বিদ্ধ হওয়ার পর শরীরের মধ্যে অসংবদ্ধতা সৃষ্টি করে।

নিহত রাশিয়ান সৈন্যদের লাশপূর্ণ কফিন লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছুচ্ছে।"[৩৫]

(৯) বুলেট-বমি করে যে বোমা ঃ

"সোভিয়েতরা পিরামিড-আকৃতির বোমা বর্ষণ করছে, যা' মাটিতে আঘাত করার সংগে সংগে সর্বদিকে বুলেট-বমি* করতে থাকে। হেলিকপ্টার গানশীপগুলো পর্বতমালার উপর দিয়ে দ্রুত ধাবিত হয়ে রকেট-বোমা বর্ষণ করে, এতে ছিলো বিষাক্ত গ্যাস, যার ক্রিয়ায় আমরা পড়ে যাই এবং ঘুমিয়ে পড়ি। রকেটগুলো এক ধরনের কালচে-সবুজ বর্ণের গ্যাস উদ্‌গীরণ করে, যা অত্যন্ত কটু গন্ধের। সেখানে প্রবহমান প্রবল বাতাসের কারণে কেউ মারা যায় নি।"[৩৬] এহেন নজীরবিহীন মাইন ও বোমাবৃষ্টি সত্ত্বেও আফগানদের বীরত্ব এখনও অম্লান, অনন্য। তারা অকুতোভয়, দৃঢ়-প্রত্যয়ী।

ফসল তোলার উদ্দেশ্যে রাশিয়া সেই ৮৮২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আগাছার চাষ করে আসছে। সে তা গোলায় তুলতে পারবে না। সে শুধু প্রতারণার আগাছাই জড়ো করে এসেছে, যা' একদিন কোন্ অলক্ষ্যে কোনো আলামত না রেখেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এমন যদি হয় যে, রাশিয়া সমগ্র আফগানিস্তানের প্রতিটি কন্দরে বোমা এবং ফাঁদ-মাইন বিছিয়ে দিচ্ছে, বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের বিস্ফোরণের বিভীষিকা সৃষ্টি করছে, তাহলে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

বিশ্বকে যা' বিস্ময়-বিমুগ্ধ করছে, তাহলো আফগানদের অজেয়, অকুতোভয়

* বুলেট-বমি ঃ এখানে অনবরত বুলেট নির্গমন বোঝানো হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

ঈমানী জোশ। তারা মহানবী (স)-কে অনুসরণ করে, যারা তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা করে, তিনি তাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মক্কার জালিমদের সর্বপ্রকারের নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলামের দুর্বার ঊর্মিমালা স্তব্ধ হয় নি। কুরাইশ সর্দারদের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (স)-এর চাচা আবূ তালিবকে সোজাসুজি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলো ঃ

"আপনার ভাতিজা আমাদের দেবতাকে অপমান করছে, আমাদের পূর্ব-পুরুষের গুমরাহ্ বলছে এবং আমাদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করছে। হয় তাকে পরিত্যাগ করুন, নতুবা আমাদের সকলের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হোন।"

সদাশয় চাচা গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। তাঁর সামর্থ্য নেই তাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। তিনি ভাতিজাকে বললেন ঃ

"প্রাণাধিক ভাতিজা! এমন ভারী বোঝা আমার কাঁধে চাপিও না, যা' বহন করা আমার সাধ্যের বাইরে।"

আকাশের নিচে, আল্লাহ্র জমীন একমাত্র চাচাই ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিরঙ্কুশ আশ্রয়স্থল। তিনি দেখলেন, প্রচণ্ড অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর এই সর্বশেষ আশ্রয়স্থলটুকুও বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

যদি এক হাতে সূর্য এবং আরেক হাতে চন্দ্র দেয়া হতো

"আল্লাহ্র কসম, এই লোকগুলো যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং আরেক হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও ইসলাম প্রচারের এই কাজ আমি পরিত্যাগ করব না। হয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করবেন, নতুবা আমি এর জন্য আমার জীবন কুরবানী দেবো" — রসূলুল্লাহ্ (স) জবাব দিলেন।[৩৭]

তাঁর একনিষ্ঠ উম্মত, আজকের আফগান মুসলমানরা তাদের এবং অন্যদের পরিপূর্ণ আদর্শ হওয়ার জন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছে। আজ আফগান মুসলমানরাই তাঁর সত্যিকারের উম্মত, যথার্থ অনুসারী; তারা ঔপনিবেশিক রাশিয়ার জঘন্যতম সর্বনাশা দানবের সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞের মুখে হিমাদ্রিকঠিন সংকল্প ও অনতিক্রম্য মনোবল প্রদর্শন করে নিজেদেরকে রসূল (স)-এর খাঁটি উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(১) উপত্যকার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় বোমাবর্ষণ ঃ

"রুশ হামলাকারীরা পানশীরের একটি উপত্যকায় হামলা চালায়। এই উপত্যকাটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখসমূহের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৯ সালের হামলার পর এটিই ছিলো বৃহত্তম হামলা। ৯০ হাজার মানুষ এর ফলে গৃহহারা হয়। উপত্যকার প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে বোমাবর্ষণ করা হয়। শতকরা ৮০ ভাগ

www.pathagar.com

ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, ২০ ভাগ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যায়। বোমা বর্ষণ চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সোভিয়েত পক্ষের ৩ হাজার সৈন্য হতাহত হয়। তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হারায়। ১৩ হাজার সেনা এই অমানুষিক হামলায় অংশ নিয়েছিলো।"[৩৮]

(২) মার্কসবাদ পৃথিবীতে সংক্রামক ব্যাধির মতো ঃ

"যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই শীতে দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-ব্যাধি আফগানিস্তানের পার্বত্য অধিবাসীদের ভীতি-বিহ্বল করে তুলেছে। কোনো ফসলেরই চাষ হয় নি। হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষিপ্ত প্রাণী-বিধ্বংসী মাইনের আঘাতে অধিকাংশ গবাদিপশু নিহত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে এক লক্ষ আফগানের জন্য ছিলো একজন ডাক্তার। এখন একজনও আফগান ডাক্তার নেই।"[৩৯]

(৩) নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে ট্যাংক ও বিমানবহর ঃ

"বন্ধুর পার্বত্য এলাকায় প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে সোভিয়েতরা একটি বড় ধরনের হামলা পরিচালনা করেছে। যে সকল গ্রামবাসীর কাছ থেকে মুজাহিদরা সাহায্য পেয়ে আসছে, দৃশ্যতঃ সেসব সমর্থন-স্থল নিশ্চিহ্ন করার জন্যই নিশানা করা হয়েছে। বিগত দু'সপ্তাহে গজনী এবং নান্‌গারহার প্রদেশের ওপর হামলায় ট্যাংকবহরের সাহায্যপুষ্ট হেলিকপ্টার গানশীপগুলো প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ হত্যা করেছে।"[৪০]

(৪) কম্পিত দেহ, দৃঢ় মনোবল ঃ

"প্রায় শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রার হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে শরীরকে রক্ষার জন্য রাশিয়ানদের ভারী বুট, ফারের* টুপী ও বুলেট প্রুফ পুরু তুলার জ্যাকেট রয়েছে। কিন্তু আফগানরা বরফের মধ্য দিয়ে তাদের পথ খুঁজে নিচ্ছে, তাদের সম্বল ঢিলা তুলোর ট্রাউজার, মোজাবিহীন রবারের জুতো এবং কম্বল — এতে শীতের কাঁপুনি থামে না।"[৪১]

(৫) ছাদের ওপর থেকে ধ্বনিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি একটি পরাশক্তিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করছে ঃ

"সোভিয়েত-সরকারের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধ সংগ্রাম বেগবান হচ্ছে। ছাদের ওপর থেকে নাগরিকদের গগনবিদারী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শক্তিশালী প্রতিরোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে। ইরানে তা ছিলো এক উদ্দীপনাসঞ্চারী, অগ্নিদীপ্ত যূথবদ্ধ আহবান। কান্দাহার শহরের প্রধান চারটি বাজার এবং শত শত

---

* ফার ঃ পশুর সূক্ষ্ম, মোলায়েম লোম অথবা কোমল লোমবিশিষ্ট পশু-চর্ম, স্বভাবতই উষ্ণ ও আরামদায়ক। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অলি-গলির দোকানপাট ষষ্ঠ দিনের মত বন্ধ থাকে। হেরাতে দশ দিনের ধর্মঘটের অবসান হয় দোকানীদের পুনরায় দোকান খোলার মধ্য দিয়ে; জনগণের খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের স্বার্থেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।"[৪২]

(৬) নয়নাভিরাম কোনার উপত্যকায় লাশের দুর্গন্ধ ঃ

"সোভিয়েত বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলা বহু আফগান গ্রাম ধ্বংস করছে। তাদের নির্মম হামলায় অধিকাংশ জন-অধ্যুষিত এই কোনার প্রদেশের মনোরম উপত্যকা জনশূন্য হয়েছিলো এবং অধিকাংশ পরিত্যক্ত গ্রাম-জনপদ ধ্বংস হয়েছিলো। একদার স্বর্ণ-প্রসূ উর্বর উপত্যকাটি এখন জন্তু-জানোয়ারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পচা লাশের দুর্গন্ধে সয়লাব। ধ্বংস এবং সর্বনাশের চিহ্ন সর্বত্র। পাথরের দেয়ালগুলো ভেঙে পড়েছে। মাটির ঘর-বাড়ি ট্যাংকের পেষণে চিড়ে-চ্যাপ্টা কিংবা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, ট্যাংকের দানবীয় গমনাগমনের কারণে মাটি ঝল্‌সে গেছে এবং কামানের পজিশনের কারণে গমক্ষেতের গম গাছ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত ছেঁড়া-ময়লা সামরিক পোশাক অধিকতর ভয়ানক হামলার প্রমাণ বহন করছে। সোভিয়েতরা মৃতদেহগুলি নিয়ে গিয়েছিলো এবং টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিলো ট্যাংকগুলি।"[৪৩]

(৭) ভূমিকম্পের ধ্বংসের মত একটি শহরের ধ্বংস সাধন ঃ

"রুশ বোমা কান্দাহারের শত শত মানুষকে হত্যা করেছে, জখম করেছে হাজার হাজার এবং ধ্বংস করেছে অগুনতি ঘর-বাড়ি। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী ঃ 'আমি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ার মতো একটি জায়গা দেখলাম। তারা পুরাতন শহর-এলাকাগুলো মুক্ত করার জন্য লাগাতার বোমা নিক্ষেপের মতো ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। সমগ্র শহরটি গুড়গুড় শব্দে কম্পিত হয়। ট্যাংকবহর নাবিয়া মহল্লায় প্রবেশ করে এবং তখন পর্যন্ত বিদ্যমান বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠাসমূহ কামানের গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত, ভূমিসাৎ করে দেয়।"[৪৪]

অসত্যের অনুসারী শক্তিগুলো মক্কায় ইসলামের সংহত সফলতায় আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। জনগণ 'উড়োখৈ গোবিন্দয় নমঃ', বেপরোয়া এবং বাধা-নিষেধহীন অবাধ জীবন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করছিলো ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার জন্য, যার প্রতিটি কর্মসূচীই শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় ও প্রগতিশীল। তারা (নেতৃস্থানীয় কাফিররা) এটা জানার জন্য গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিলো কেনো ধনী লোকেরা পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করছে; অথচ এই ইসলামই প্রশাসনযন্ত্রের সহায়তায় ধনীদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ* সংগ্রহ বা আদায় করে এটা বোঝাতো যে, ইসলামের কল্যাণী ছায়াতলে প্রতিটি নাগরিকই

---

* এখানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল; আর এটা বোঝানো হয়েছিলো অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং শোষণ-বঞ্চনার বিষবৃক্ষকে এভাবে অংকুরে বিনষ্ট করার মাধ্যমেই। তারা ইসলামের প্রসার দেখে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে, যা' শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধি-শাসক হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের মহিমান্বিত মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করতে মানুষের বিবেকের প্রতি আহ্বান রেখেছিলো; আহ্বান রাখেনি পাথরের মূর্তির গোলামি করার জন্যে, একটি সজীব পুতুলের অর্থাৎ লাল একনায়কের 'জ্বী-হুজুরমার্কা' বশংবদ গোলাম হতে এবং আহ্বান রাখেনি জাহেলী জড়বস্তুর গোলামি করতে, যার সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে।

"একটি 'উড়োখৈ গোবিন্দয় নমঃ' অর্থাৎ 'সস্তা' ধর্ম হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি।"[৪৫]

আত্মার স্বাধীনতা, তৎপরবর্তী মন, দেহ, কর্ম এবং চিন্তার স্বাধীনতাকে দমন করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হলো। উমর এবং হামজার মত নেতারা ইসলাম কবুল করলেন। ইথিওপিয়া থেকে তাদের দূতেরা শূন্য হাতে অপদস্থ হয়ে ফিরে এলো। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুতরাং তারা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিবারকে মক্কার নিকটবর্তী একটি সংকীর্ণ গিরিপথে আটকে রেখে না খাইয়ে মারার জন্যে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করলো।

সকল গোত্র-সর্দাররা এ রকম একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলো ঃ ''যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য আমাদের হাতে তুলে দেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদের বংশ বনু হাশিম গোত্রের সাথে কেউ কোনো সংস্রব রাখতে পারবে না। তাদের সাথে কোনো ব্যবসায়িক লেন-দেন চলবে না। কোনো প্রকারের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাদের কোনো খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যাবে না।"[৪৬]

তারা এই ঘোষণা পত্রটি পবিত্র কা'বাঘরের দরজায় টাঙিয়ে রাখলো।

দীর্ঘ তিনটি বছর ধরে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিবার অবর্ণনীয় এবং ব্যাখ্যাতীত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাঁদেরকে জীবন বাঁচাবার জন্যে গাছের পাতা খেতে হয়েছিলো। একদা তাঁদের একজন এক টুকরো শুকনো চামড়া দেখতে পেলেন। তিনি চামড়ার টুকরোটি ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তা সিদ্ধ করলেন এবং সুরুয়ার মত পান করলেন। জালিমরা যখন শিশুদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেত পেলো, তখন তাদের মধ্যে পাশবিক উল্লাস ও হর্ষধ্বনির সয়লাব বয়ে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে রুশ অস্থিরতার ক্রমবিকাশ

এখন আসুন, আমরা মক্কার জালিমদের আধুনিক প্রতিরূপ রুশদের মধ্যকার অস্থিরতা ও হতাশার ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করি।

তারা ভেবেছিলো যে, তারাকীর* মার্কসবাদী ওয়াদাসমূহ নয়া লাল-পুতুলদের** ভজনা করতে, তাদের নিজেদেরকেই শৃঙখলিত করতে এবং নয়া যান্ত্রিক মানবে পর্যবসিত হতে জনগণকে কবজা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দুর্দান্ত স্বাধীনতাপ্রেমিক আফগান ভ্রাতৃবৃন্দ, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সাগ্রহে তাদের ইসলামী বিশ্বাসকে রক্ষা করে আসছে — মক্কার মূর্তিপূজক ও জড়োপাসক কাফিরদের প্রতিরূপ লাল-পুতুল অর্থাৎ বস্তু-পূজক মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিলো।

রুশরা অগণিত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপদেষ্টার সমাবেশ ঘটালো আফগানিস্তানের মাটিতে। তবুও তারা প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রমত্ত জোয়ার ঠেকাতে পারে নি। আমিনের*** মুক্ত মার্কসবাদ তাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিলো।

সরকারকে ইসলামী মৌলবাদের অনুসারী বা ইসলামীকরণের কোনো পরিকল্পনা গোড়াতে আফগানদের ছিলো না। তারা শান্তিপ্রিয় ও ঐতিহ্যগত মুসলমান ছিলো। কিন্তু তাদের ওপর মার্কসবাদ চাপিয়ে দেয়ায় তারা জেগে উঠলো। এখন তারা পরিপূর্ণ ইসলামী সরকারের কোনো বিকল্পই চায় না। কোনো ঐতিহ্যগত ইসলাম নয়; নয় রাজতন্ত্র****; এমন কোনো যেনো-তেনো সরকারও তারা চায় না, যা' জন-বিচ্ছিন্ন, ভুঁইফোঁড়।

---

* তারাকী ঃ পুরো নাম নূর মোহাম্মদ তারাকী। ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল তৎকালীন আফগান শাসক জেনারেল মোহাম্মদ দাউদকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত ও সপরিবারে হত্যা করে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি এক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। — অনুবাদক

** অর্থাৎ মার্কসবাদী শাসক গোষ্ঠীকে। — অনুবাদক।

*** আমিন ঃ পুরো নাম হাফিজুল্লাহ আমিন। ১৯৭৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আফগান শাসক নূর মোহাম্মদ তারাকীকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে তিনি আফগানিস্তানের শাসন-ক্ষমতা দখল করেন। ইতোপূর্বে তিনি তারাকী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ঐ বছরের ২৭শে ডিসেম্বর এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। এবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বারবাক কারমাল। তাঁর অনুরোধেই আফগানিস্তানে পূর্ণাংগভাবে সোভিয়েত বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। — অনুবাদক।

**** উল্লেখ, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র চালু ছিলো। রাজতন্ত্রের শেষ রাজা (বাদশাহ) জহীর শাহ একটানা ৪০ বছর একচ্ছত্রভাবে আফগানিস্তান শাসন করেন। তাঁর ভগ্নিপতি জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

(১) মার্কসবাদী শক্তি প্রয়োগের কারণে সামরিক ইসলামের উত্থান।

(২) দেশীয় এবং রুশ লালপন্থীদের খতম করে মুজাহিদদের বিজয়।

(৩) একজন 'অ-স্ত্রীহুজুরবাদী' লালপন্থী আমিন।

রুশ ঔপনিবেশিক প্রভুরা আফগানিস্তান আক্রমণ করলো। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

(৪) রুশরা তাদের দমন করার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ করলো।

এটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র, যেখানে আমরা মক্কার কাফিরদের হতাশা, পরাজয় এবং দুর্ভোগের সাথে রুশ-নিপীড়নকারীদের অনুরূপ অবস্থার তুলনা করতে পারি।

একদা মক্কার কাফিররা যেমন মুসলমানদের অনাহারে মারার পন্থা অবলম্বন করেছিলো, তেমনি আজকে তাদের ঘৃণ্য-শিষ্য রাশিয়ানরাও আফগানদের বশীভূত করার লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে হত্যা করার একই কৌশল অবলম্বন করেছে। জুলুম পুরুষ পরম্পরাক্রমে তিক্ততার সৃষ্টি করে চলে যতক্ষণ না তা' সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এটাই ইতিহাসের বিবর্তনশীল ও অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। কিন্তু সকল জালিমই তাদের চরমোৎকর্ষ-কালে তা' ভুলে যায়।

"কোমে* অবস্থানকারী আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ আসিফ মোহ্সানী, যিনি বর্তমানে ইসলামাবাদে একটি ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন, গজনীর ওপর বিমানবাহিনীর বোমা-হামলায় ৫ হাজার বেসামরিক নাগরিক হতাহত এবং রাজধানী কাবুলে চারশো ছাত্র-ছাত্রী হত্যার এক মর্মন্তুদ আগ্রাসনের বিবরণ দেন। তিনি একটি সংবাদ-সম্মেলনে এই তথ্য পেশ করেন। তিনি হচ্ছেন শিয়া মুসলমান হাজারাদের নেতা। হাজারা জনগণ মধ্য এবং পূর্ব-আফগানিস্তানের পাহাড়ী এলাকার অধিবাসী। তিনি বলেন ঃ সমগ্র এলাকায় অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে রাশিয়ানরা আমাদের অনাহারে রাখছে। তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৪টি জেলার এক ইঞ্চি ভূমিও রুশ-বশ্যতা মেনে নেয় নি।"[৪৭]

"প্রাক্তন আফগান প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ ইউসুফ জার্মানীতে বলেন যে, রাশিয়া মুজাহিদদের দমন করার লক্ষ্যে তাদের না খাইয়ে মারছে। তাদের পোশাক ছিলো নগণ্য। তাদের না ছিলো খাদ্য, না ছিলো জুতো। তারা মধ্যযুগীয় এবং সেকেলে-ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে।"[৪৮]

মার্কসবাদীরা যে ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করছে, তা হলো, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সরবরাহ থেকে মুজাহিদদের বঞ্চিত রাখা। বাস্তুত্যাগীদের

---

* কোম ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি শহর। ইরানী ইসলামী বিপ্লবের স্থপতি আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী প্রধানতঃ এই শহর থেকেই মার্কিন-পদলেহী, ইসলাম-ভ্রষ্ট একনায়ক শাহের বিরুদ্ধে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। সে সময় কোমই ছিলো ইসলামী বিপ্লবের প্রধানতম ঘাঁটি। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন বন্ধ করার জন্য গ্রামগুলো মাটির সংগে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটাবার জন্য গবাদিপশু ও ফসল ধ্বংস করা হচ্ছে। যদি কোনো মুজাহিদ পর্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে গোলাবর্ষণকারীদের লাগিয়ে দেয়া হয় তাকে পুড়িয়ে কয়লা করতে কিংবা গুহার বাইরে বার করে আনতে। যদি সে সীমান্তের দিকে ধাবমান হয়, দানবীয় হেলিকপ্টারের ঝাঁক তাকে অসহায় পাখির মতো শিকার করে। এসব বিপদাপদ যদি সে কৌশলে এড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সন্দেহজনক পার্বত্য পদরেখা, পথ ও গিরিসংকটসমূহে পেতে রাখা অগুনতি মাইনের যে কোনো একটির আঘাতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়। শুধুমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই জীবন্ত-শরণার্থী হিসেবে সীমান্তবর্তী দেশসমূহে পৌঁছাবার সুযোগ পায়।

এতদসত্ত্বেও মানবতার এই শত্রু সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। মুজাহিদদের দুর্বার মনোবল ও ঈমানী চেতনা রুশ-পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয় ছিনিয়ে আনছে; এমন কি রাশিয়ার নব্য-জারবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পঞ্চম বছরে এবং সকল কিসিমের মার্কসবাদী চেলা-চামুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সপ্তম বছরেও তা' অব্যাহত রয়েছে।

"কাবুলের একটি আবাসিক এলাকায় একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এটা করেছিলো মুজাহিদরা। জনসাধারণ দেখতে পায় যে, এটা পাখির ছোঁ মারার মত সশব্দে নিচের দিকে নামছে এবং বিস্ফোরিত হচ্ছে।

এর অভ্যন্তরস্থ গোলাবারুদের বিস্ফোরণে সোভিয়েত পাইলট ও অন্যান্যরা নিহত হয়। সন্দেহ করা হয় যে, ভূমি থেকে সরাসরি গুলীবর্ষণে কপ্টারটি ধ্বংস করা হয়েছে। এই ঘটনার জন্যে অস্বাভাবিক বেশি সংখ্যক গুপ্তঘাতকের নাম রাজধানীতে রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে।"[৪৯]

"শুধুমাত্র রাত দশটার পরেই কারফিউ বলবৎ করা হয়, কিন্তু নৈঃশব্দের সাগরে নিমজ্জিত কাবুলের স্বল্পালোকিত রাস্তাঘাট ঐ সময়ের কয়েক ঘন্টা আগেই জনশূন্য হয়ে যায়। রাতের নীরবতা প্রায় প্রতি রাতে সৈন্যদের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও মেশিনগানের গুলীর শব্দে ভেঙে খান্ খান হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে তারা তাদের দিনের বেলার অবস্থান থেকে বেরোয়, সেভাবে বেরিয়ে এই নারকীয় তাণ্ডব চালায়। কাবুল শহর এখন গুপ্তচরে সয়লাব।"[৫০]

ট্যাংক এবং মিগের মাধ্যমে মার্কসবাদ তার অযোগ্যতার প্রমাণ রাখছে

পাঁচ হাজার ট্যাংক, শত শত জেট জংগী বিমান, হাজার হাজার হেলিকপ্টার, হাজার হাজার বিমান-বিধ্বংসী কামান, লক্ষ লক্ষ বুলেট, কোটি কোটি ডলার

www.pathagar.com

এবং প্রতিরাতে কারফিউ ছাড়াও সাহিত্যের লোমহর্ষক ট্রাজেডীর কাছে অজ্ঞাত সর্বপ্রকার লোমহর্ষক ট্রাজেডীর সাহায্যে মার্কসবাদী আদর্শিক প্রতারণা —

(১) মানুষের জন্য কল্যাণী বিধান হিসেবে এর নিজস্ব কৃত্রিমতা প্রকাশ করছে;

(২) মানুষের কল্যাণে এর যোগ্যতাহীনতার কথা প্রকাশ করছে;

(৩) মানুষের জন্য তার অভিশপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদর্শন করছে;

(৪) স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে এর যে দুর্বলতা, তা প্রতিফলিত করছে;

(৫) এর বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে নিজের জালিম-চরিত্র জাহির করছে;

(৬) নামের মাধ্যমেই জনগণের কাছে এর রক্তর্তৃষ্ণা প্রমাণ করছে;

(৭) প্রগতির নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে পুনর্জীবিত করছে;

(৮) স্বীয় বন্য জীবন-বিজ্ঞানকে চিত্রিত করছে;

(৯) হত্যা, ধ্বংস, আগ্রাসন এবং উপনিবেশবাদের ইতিহাস নতুন করে লিখছে এবং

(১০) টিকে থাকার জন্যে শুধু রক্তপাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে স্বীয়জন-বিচ্ছিন্ন, ভুঁইফোঁড়-স্বভাব প্রকটিত করছে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ

"হীরের ছুরি দিয়ে যদি আমার গর্দানটি কাটা হয়, তা হলে তা' কি আমাকে আনন্দিত করবে? আমাকে কি আনন্দিত করবে দারুচিনির ডাল দিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে কিংবা মুক্তোর গুলীতে আমাকে হত্যা করলে?

আমি জানি, মৃত্যুর আছে দশ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন দরজা মানুষের জন্যে, তাদেরকে বন্দী করতে;

এমনি নিপুণ দরজার দিকে তারা ছুটতেই থাকে, দেখা যায়,

তাদের জন্যে তুমি পারো দু'টি দরজাই মুক্ত করতে।"[১]

দারুচিনির ডালের আঘাতে যদি একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়, তবে তা' হত্যাকাণ্ড;

কোনো নিরপরাধকে যদি হীরের আঘাতে হত্যা করা হয় তা-ও হত্যাকাণ্ডই;

যদি কোনো নির্দোষ মানুষকে মুক্তোর আঘাতে খুন করা হয়, তাকেও আমরা হত্যাকাণ্ডই বলব;

যদি কোনো নির্দোষকে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়, সেটাও হত্যাকাণ্ড;

যদি কোনো নিরপরাধকে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মারা হয়, তা-ও হত্যাকাণ্ড;

যদি কোনো নির্দোষকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করা হয়, সেটাও হত্যাকাণ্ড।

অতএব, উগ্র স্বাজাত্যবাদী একনায়কতন্ত্র অমানবিক ও অত্যাচারী;

অতএব, ধর্মীয় একনায়কতন্ত্র অমানবিক ও অত্যাচারী;

অতএব, কৃষাণ-মজুরের একনায়কতন্ত্র অমানবিক ও অত্যাচারী;

অতএব, বর্ণবাদী একনায়কতন্ত্র বর্বর ও অত্যাচারী;

অতএব, নির্বাচিত স্বৈরাচারের একনায়কতন্ত্র বর্বর ও অত্যাচারী;

অতএব, শ্রদ্ধেয় মুক্তিদাতার একনায়কতন্ত্র বর্বর ও অত্যাচারী;

আর, এসবের সম্মিলিত যোগফল একটি মাত্র শব্দ, যার নাম ঃ 'স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ'।

www.pathagar.com

দীলে মোহর-মারা হয়ে গেছে, শুধুমাত্র এমন গুমরাহ্‌ ব্যক্তিরাই স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদকে দশ সহস্র প্রকারে বৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে সুরক্ষিত অবস্থানে রাখতে চায় এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার নির্যাতনমূলক পন্থায় একে রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

বর্তমানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন নেতা বা জননায়ক পর্যন্ত তার নিজের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে মনোযোগী হন এবং ফলস্বরূপ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্যেই নিষ্ঠুর একনায়কে পর্যবসিত হন।

যে-কেউ তাদের মধ্যকার নষ্টামির কৌশল অনুধাবন করতে পারে, যাদের সর্বজনবিদিত লক্ষ্যই হলো ক্ষমতার স্বৈরতন্ত্র এবং জনগণের ওপর একনায়কতান্ত্রিক স্টীম-রোলার চালানো।

শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার'* রোমের কাইয়াস ক্যাসিয়াস ও আজকের মার্কসবাদীর মধ্যে একটি সাদৃশ্য উপস্থাপন করছে।

ক্যাসিয়াস সীজারের মতোই উচ্চাভিলাষী ছিলো। সে সীজারের চেয়ে অধিকতর নীতিহীন ছিলো। 'বড় শয়তানের' বিরুদ্ধে হীনবল 'ছোটো শয়তানের' পরাজয় শুধু পূর্ব-নির্ধারিতই নয়; বরং এ ধরনের অসম লড়াই অবিবেচনা-প্রসূতও। তাই সে ব্রুটাস নামক ন্যায়পরায়ণ, সরল এবং ধার্মিক এক দার্শনিককে প্রলুব্ধ করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁকে ব্যবহার করেই সে যশস্বী হতে চাইতো। ব্রুটাসের কাঁধে বন্দুক ঠেকিয়ে সে তাঁকে গুলী করতে চাইতো।

আজকের একজন মার্কসবাদী জনগণের কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক অভাব-অভিযোগ অতিরঞ্জিতভাবে প্রদর্শন করে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা দখলের এই ঘৃণ্য খেলার প্রতিটি স্তরে ক্যাসিয়াসের চেয়ে এগিয়ে আছে।

ক্যাসিয়াস তার এই স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে তার ভেতরের সত্তাটিকে মূর্ত করে তুলছে ঃ

"ব্রুটাস, তুমি সত্যি উদার, মহান। মনে হচ্ছে, তোমার মহৎ মনকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে গলানো সম্ভব হবে; তোমাকে আমি রাযী করাবো ... আজ রাতেই বিভিন্ন হস্তাক্ষরে অনেকগুলো চিঠি লিখিয়ে, তার ঘরের জানালা গলিয়ে ভেতরে ফেলে দেব। যেন বহুজন তাকে চিঠি দিচ্ছে। আর লিখছে, রোমবাসীরা তাকে কত শ্রদ্ধা করে, কত সম্মান করে। অবশ্য সীজারের উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কেও একটু

---

* জুলিয়াস সীজার ঃ রোম-সম্রাট জুলিয়াস সীজারের (১০২-৪৪ খ্রীঃ পূঃ) কাহিনী নিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ) লেখা বিখ্যাত নাটক। এটি একটি বিয়োগান্তক নাটক। এর প্রকাশকাল ১৬০৮ খ্রীঃ।
— অনুবাদক।

www.pathagar.com

বিরূপ সমালোচনা করে আলগোছে কিছু ইংগিত দিতে হবে দু'একটি চিঠিতে। ব্রুটাস, তার বাড়ির দিতে তাকিয়ে দেখ, তার তিনটি অংশ ইতোমধ্যেই আমাদের হয়ে গেছে; এবং সমস্ত লোকজন, আগামী যুদ্ধের পর তার সমস্ত মাল-সামান আমাদের হবে।"*

নিপুণ মতলববাজ, চক্রান্তকারী, ঈর্ষাতুর, পাপিষ্ঠ ও কু-পরিকল্পনাকারী ক্যাসিয়াস প্রায়ই সীনেট-কক্ষে সীজারের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তো, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ঃ নিজের উত্থান ও সীজারকে হত্যা। চিন্তা করুন, রাজা-রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে আজকের মার্কসপন্থী ও তার হামাগুড়ি দেয়ার কথা, উদ্দেশ্য একই ঃ শীর্ষে আরোহণ এবং তারপর তাদের খতম করা। জহীর শাহ্ এবং দাউদের মর্মন্তুদ নিয়তিতো সমসাময়িক ইতিহাসেরই কলংকিত অধ্যায়।

ক্যাসিয়াস ঃ ক্ষমা করুন সীজার, ক্ষমা করুন ঃ
আপনার পদদ্বয় যতই নিচে নামুক
ক্যাসিয়াস সেখানেই নতজানু হবে
পাবলিয়াস সিম্বারের জন্যে ক্ষমা-ভিক্ষা করতে।"

মেকিয়াভেলী** এবং কার্ল মার্কসের মত সে-ও বিশ্বাস করতো যে, ক্ষমতা দখলের জন্যে যত মানুষ হত্যা প্রয়োজন, কোনো দ্বিধা নেই, তাই-ই করতে হবে।

"অ্যান্টনী*** এবং সীজারকে একত্রে ধ্বংস হতে দাও।" কিন্তু দার্শনিক প্রবর খুনের এই তীব্র আকাঙক্ষায় আপত্তি তুললেন ঃ

"মনে হয় আমাদের কার্যধারা হবে অধিক রক্তাক্ত,
কাইয়াস ক্যাসিয়াস।
কারণ, অ্যান্টনীতো সীজারের সহযোগী বই কিছু নয়।"

রক্তপাতের জন্য তার খেপামীর নিন্দা করার পর ব্রুটাস মানুষ সীজার এবং সীজারবাদ (স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ) অর্থাৎ তার চেতনার মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করলেন।

---

* উইলিয়াম শেক্সপীয়র কৃত নাটক 'জুলিয়াস সীজার'-এর প্রথম অংক ২য় দৃশ্যের শেষাংশ। উদ্ধৃতাংশের সর্বশেষ পংক্তিটি বাদে বাকি অংশ ডঃ মফিজ চৌধুরী অনূদিত 'জুলিয়াস সীজার' পৃঃ ২৬ থেকে গৃহীত — অনুবাদক।

** মেকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ) ঃ পুরো নাম নিকোলো মেকিয়াভেলী। ইটালীর ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। কূটনীতিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম 'ইল প্রিনসিপ'। — অনুবাদক।

*** অ্যানটনী ঃ রোম-সম্রাট জুলিয়াস সীজারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধু। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

১৯১৭ সাল নাগাদ জারের পতন, কিন্তু জারবাদের জয়জয়কার

আমাদের বর্তমান সময়ের ট্রাজেডী হলো রাশিয়ার মৃত রাজকীয় জার* এবং বিদ্যমান প্রলেতারীয় জারবাদের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবনের ব্যর্থতা। এই নয়া-জারবাদের যাত্রা শুরু ১৯১৭ সাল থেকে।

"ক্যাসিয়াস, এসো আমরা কসাই নয়,
আত্মত্যাগী হই।
আমরা সকলে রুখে দাঁড়াবো
সীজারের স্বেচ্ছাচারী শক্তির বিরুদ্ধে।
এসো আমরা তাকে খণ্ড খণ্ড করে কাটি
দেবতার উপযোগী হিসেবে —
শিকারী কুকুরের উপযোগী করে নয়।"

ইতিহাসের রংগমঞ্চে ভুয়া অভিনেতাদের পাল্লায় পড়ে মানবজাতি অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার হচ্ছে। কদাচিৎ একজন প্রকৃত ভালো মানুষের আর্বিভাব ঘটে। ছদ্মবেশী প্রতারকের দল এক সর্বনাশা মহামারীর মত, যা' অহরহ তার প্রাপ্য খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেয়। আজকের মার্কসবাদী প্রতারক ক্যাসিয়াসের মতই চতুর, ধুরন্ধর। সীজারের স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে ব্রুটাস বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ক্যাসিয়াস তার নিজস্ব ধাঁচের স্বৈরাচার পছন্দ করতো, যা' মানুষ-সীজারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবতার মুখ দেখবে না। বিদ্রোহের মূল নেতা ক্যাসিয়াসের মধ্যে স্বৈরাচারের জীবাণুর সদম্ভ উপস্থিতি অনুধাবন করতে না পারার কারণে ব্রুটাসকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো। আর আজ প্রলেতারীয় জারবাদের ভয়াবহতা অনুধাবন না করার কারণে পৃথিবীকে তার মাশুল দিতে হচ্ছে। আফগান ব্রুটাস, জহীর শাহের ব্যর্থতার জন্য লক্ষ নির্দোষ আফগান ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, ৪০ লক্ষ শরণার্থী, হাজার হাজার বিধ্বস্ত গ্রাম এবং বিদেশী দখলদারিত্বের আদলে চরম মূল্য পরিশোধ করছে।

কাউকে তার ভুলের জন্য দোষারোপ করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ ব্যাপার। অতএব, সংগঠন, গুপ্ত ও প্রকাশ্য সমর্থকের তালিকাভুক্তিকরণ, সংগ্রাম, সাফল্য এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠান — এসব পর্যায় লক্ষ্য করুন। এখানে যে প্রশ্নটি

---

* জার : রুশ সম্রাটদের উপাধি। জারেরা দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া শাসন করে। এদের সামন্ততান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী শাসনের ফলে দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণী তথা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। গণ-রোষের সামনে ১৯১৭ সালে শেষ জার সম্রাট নিকোলাসের ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে জারতন্ত্রের অবসান হয় এবং কম্যুনিস্টরা শাসন ক্ষমতা দখল করে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো ঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয়া শাসকবৃন্দ বা শাসক সেসব ভুলত্রুটির মূলোচ্ছেদ করবেন, নাকি তা চিরস্থায়ী করবেন নতুন আদলে, কিংবা কৌশলগত কারণে সাময়িকভাবে তা পরিহার করবেন, যাতে সময়-সুযোগমতো নতুন উদ্যমে তার পুনরাবির্ভাব ঘটাতে পারেন।

মার্কসবাদ অনুৎপাটনীয় অভ্যন্তরীণ স্বৈরশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদী জুলুম-নির্যাতন সমভিব্যহারে নিজকে পুনঃস্থাপিত করে একটি সহজ উৎপাটনযোগ্য নিপীড়নের অবসান ঘটায়।

কিন্তু ইসলাম পূর্বেকার অনিষ্ট এবং খারাবীকে চিরকালের জন্য কবরস্থ করে। খাঁটি মুসলমানরা তা প্রমাণ করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন, ইসলামের পঞ্চম খলীফার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

ব্রুটাসকে ক্যাসিয়াসের সংগে স্থির ও শান্তভাবে কথা বলতে এবং তর্ক-বিতর্ক করতে হয়েছিলো, কারণ তিনি জানতেন না যে, ক্যাসিয়াস সীজারের গৌরবে ঈর্ষাতুর ছিলো।

ক্যাসিয়াস ঃ "এভাবেই একজন দুর্বলচিত্তের মানুষ
পেয়ে যাবে মনোহারী পৃথিবীর
একচ্ছত্র আধিপত্য
এবং বহন করবে সমস্ত সমৃদ্ধির ডালি।"

ব্রুটাস জানতে পারেন নি, কীভাবে ক্যাসিয়াস তাঁকে ফাঁদে ফেলেছে। সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যখন ক্যাসিয়াস অ্যান্টনীর বাক-স্বাধীনতা রুদ্ধ করতে চেয়েছিলো, তখন তিনি ক্যাসিয়াসের মধ্যে সীজারের স্বৈরাচারী সত্তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে ক্যাসিয়াস যখন কয়েকটি অঞ্চলে কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন তার মধ্যে স্বৈরাচারী চরিত্রের উপস্থিতি দেখতে পান ব্রুটাস।

সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তার বন্ধু অ্যান্টনী ব্রুটাসকে অনুরোধ করে, কিছু কথা বলার জন্যে তাকে মুক্ত করে দিতে। মহৎহৃদয় রোমান দার্শনিক ব্রুটাস সাথে সাথেই এই অনুরোধে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ক্যাসিয়াস তাতে বিরক্ত হলো ঃ

"ব্রুটাস, একটি কথা শোনো ঃ
তুমি জানো না কি তুমি করছো;
অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে অ্যান্টনী বক্তব্য রাখুক —
এতে কখনই দিওনা সম্মতি।"

প্রত্যেক একনায়ক বা স্বৈরাচারী শাসক প্রথমেই বাক্-স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করে। আর প্রত্যেক গণতন্ত্রীই সর্বপ্রথম এই বাক্-স্বাধীনতাকে

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দেয়। প্রথম জন চায় এমন এক ক্রুদ্ধ সিংহকে, যার দাঁত থেকে আগের শিকারের কিছু রক্ত-বিন্দু তখনও ঝরছে। পরের জন চায় এমন একজন মেধাবী শিক্ষক, যাঁর অভিজ্ঞতা ও মেধা তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে প্রস্তুত থাকে। আজকের বিশ্বে দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে কি বেহেশত-দোজখ ফারাক বিদ্যমান নয়?

অগ্নিময় হাবিয়া দোজখ পৃথিবীকে লেলিহান শিখা দিয়ে ঢেকে দেয়ার জন্য তার আগ্নেয়-পাখা প্রসারিত করছে। এর প্রথম শিকার আফগানিস্তান।

ক্যাসিয়াস কেনো অ্যান্টনীর বক্তব্যে ভীত ছিলো?

"তুমি কি জানো, জনগণ কতখানি বিক্ষুব্ধ হতে পারে
সেই কথায় —
যা সে উচ্চারণ করবে?"

বাক্-স্বাধীনতা পাপীর মুখোশ উন্মোচন করে

সর্বযুগে, জাতি ও বর্ণের সমস্ত স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদী একনায়কদের পক্ষ থেকে এটাই প্রকৃত জবাব যে, বাক্স্বাধীনতা পাপীর কুৎসিত মুখোশ উন্মোচন করে। বাক্-স্বাধীনতা অনাবৃত করবে তাদের অন্তঃসারশূন্যতা, পাপ, সন্ত্রাস এবং রক্ত-তৃষ্ণা। জনগণ আন্দোলনমুখর হবে। খুনী, হত্যাকারী কসাই এবং ঘাতকদের পায়ের নিচের সামান্য জমি উবে যাবে হাল্কা হাওয়ায়, যখন সমস্ত কঠিন বাস্তবতা উপস্থাপিত হবে জনগণের সামনে।

এটা ছিলো ক্যাসিয়াসেরই প্রতিরূপ, যে চিৎকার করে বলেছিলো ঃ

"এসো আমরা সবাই উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলি — শান্তি! মুক্তি! এবং স্বাধীনতা!"

তার সে শ্লোগানগুলো এখন কোথায়? সেগুলো কি তাকে রক্ষা করবে না? যদি তা সত্যি সত্যি শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতা হতো, তাহলে কেনো সে এবং তার উত্তরসুরি, বর্তমান কালের মার্কসবাদীরা জনগণকে ভয় পায়?

এর অর্থ হলো ঃ এটা শুধু ক্ষমতালিপ্সুদের জন্য ছিলো স্বাধীনতা এবং জনগণের জন্যে ছিলো দাসত্ব। এটা 'শান্তি' ছিলো শুধুমাত্র উচ্চাভিলাষী একনায়ক এবং দাগী-আসামীদের কাছে; আর জনগণের কাছে ছিলো বন্দীশিবির, কারাদণ্ড, গুমখুন, নির্বাসন এবং একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের জীবন। এটা ছিলো প্রতারকদের স্বাধীনতা এবং জনগণের দাসত্ব।

ব্রুটাস এই বলে তাকে শান্ত করলেন যে, তিনি জনগণের উদ্দেশে প্রথমে কিছু বলবেন এবং তারপর সীজারের হত্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করবেন।

"সীজারকে আমি কম ভালোবাসতাম, তা নয়, কিন্তু তারও চেয়ে বেশি

www.pathagar.com

ভালোবাসতাম রোমকে। ... তোমার বরং পছন্দ হতো : সমস্ত স্বাধীন মানুষকে বাঁচাতে সীজারকে মারা হয়েছিলো-র চেয়ে সীজার বেঁচে ছিলেন, আর মারা গিয়েছিলো সকল ক্রীতদাস, এই কথাটি। তার ভালোবাসার জন্য চোখে পানি আসে; আনন্দ হয় তার ভাগ্যের জন্যে; শ্রদ্ধা হয় তার নির্ভীকতার জন্যে; তার মৃত্যু তার উচ্চভিলাষের কারণে।"

নাগরিকগণ তার প্রধান যুক্তিটি স্বীকার করলো যে, সীজারকে মরতে হয়েছে তার উচ্চাশার জন্যেই।

কিন্তু অ্যান্টনী যখন ধীরে ধীরে এবং নিপুণভাবে প্রমাণ করলো যে, সীজার তার হত্যাকারীর চেয়ে কম উচ্চাভিলাষী, তখন জনগণ ক্যাসিয়াস-চক্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো*।

অ্যান্টনীর বক্তব্যে ক্যাসিয়াস ভীত হয়ে পড়েছিলো, কারণ, সে জানতো যে, সীজার ততটা উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, যতটা সে ব্রুটাসের কাছে প্রমাণ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলো গোপনে তাঁর (ব্রুটাস) জানালা-পথে ঘরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত একটি কাল্পনিক, উদ্ভট চিঠির মাধ্যমে।

তার উত্তরসুরি মার্কসবাদীর হাতে এই মৌলিক ও স্বাভাবিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো যথেষ্ট ওজনদার একাধিক কারণ রয়েছে। চোর সব সময়ই পুলিশের ভয়ে ভীত থাকে।

অ্যান্টনী ও অক্টাভিয়াসের বিরুদ্ধে ক্যাসিয়াসের যুদ্ধ-আয়োজনের সময় যখন ব্রুটাস ক্যাসিয়াসের মধ্যে স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদের নির্মম দৈত্যের অধিষ্ঠান বুঝতে পারলেন, তখনই তিনি বিরক্ত ও অস্থির হয়ে উঠলেন।

"এমন একটি সময়ে তা শোভন নয় যে, প্রতিটি মজাদার অপরাধই তার সমালোচনা সহ্য করবে।"

ক্যাসিয়াস তার একনায়কতান্ত্রিক অপরাধসমূহকে এই যুক্তিতে বৈধতার লেবাস পরাচ্ছিলো যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিলো না। এটা ছিলো একটি জরুরী ঘোষণা, যা একনায়ককে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রহিতকরণের এবং তাদের নিষ্পেষিত করার জন্য সমস্ত অবৈধ পন্থা অবলম্বনের ক্ষমতা প্রদান করে।

তার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ কার্ল মার্কস নিকৃষ্টতম, বস্তাপচা একনায়কতন্ত্রকে এমন চাতুরীপূর্ণ বা রহস্যময়, কুটিল, জোচ্চুরিপূর্ণ 'বৈজ্ঞানিক' পন্থায় মনোহারী এবং স্বাদুতর করেছিলেন যে, কোনো ব্রুটাসেরই সাধ্য ছিলো না তার মধ্যে কোনো খুঁত আবিষ্কার করে। যদি কোনো 'ব্রুটাস' এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উথাপন করতে সাহস করে, তাহলে সোজাসুজি তার মস্তিষ্ক ধোলাই

* উইলিয়াম শেক্সপীয়র রচিত 'জুলিয়াস সীজার'-এর ৩য় অংক, ৪র্থ দৃশ্য। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

করে পরিশোধন করা হয়। আর যদি সাধারণ জনগণ প্রশ্ন তোলে, তাহলে তাদেরকে নির্মমভাবে খুন করা হয়।

ক্ষমতা কুক্ষিগত করার আগে তা (একনায়কতন্ত্র) জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, শত্রুর অশুভ প্রেতাত্মাকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। যখন শত্রু খতম হবে, তখন জরুরী অবস্থা তুলে নেয়া হবে এবং জনগণ স্বর্গের জীবনের মতো এক আনন্দময় সমৃদ্ধ জীবনে প্রবেশ করবে। ক্রান্তিকালীন অবস্থায় জনগণের তা' সহ্য করা উচিত।

কিন্তু ব্রুটাস জোচ্চুরির কলংকিত কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছেন এবং জনগণের শান্তি, মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে জনগণের মাথার ওপর ওড়ানো প্রতারণার রঙিন ফানুস ছেঁদা করে চুপ্‌সে দিয়েছেন।

এখানে, অতীত ও বর্তমান স্বৈরাচারের সকল প্রতিভূকে নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তোলা হয়েছে ঃ

"তবে শোনো ক্যাসিয়াস, তোমার বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ আছে। তোমারও এই হাত-চুলকানি রোগ আছে — তুমিও ঘুষ খাও। তোমার পদমর্যাদা, প্রভাব অর্থের বিনিময়ে অপদার্থ লোকদের নিকট বিক্রি কর।"*

ক্যাসিয়াসের প্রেতাত্মারা অর্থাৎ আজকের দিনের মার্কসবাদীরাও একই নায়ে পাল তুলেছে। কেবল 'অযোগ্য মাকালফলেরাই' একনায়কতন্ত্রের প্রশ্রয়ে সযত্নে লালিত-বর্ধিত হয়; কারণ তারা স্বৈরাচারী প্রভুদের তোষামোদ ও পদলেহনে সর্বদা তৎপর থাকে। যোগ্য ব্যক্তিরা তাদের দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়; কারণ তারা একনায়কের নিন্দিত সৌভাগ্যের মর্যাদাহানি, তোষামোদ কিংবা তার পায়ে তৈলমর্দন করতে জানে না।

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে ক্যাসিয়াস সীজারের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা প্রকাশ করেছিলো ঃ

"এবং একাই বহন করবে যশোগৌরবের ডালি।"

এখন ক্যাসিয়াসই একাকী "বহন করতে চায় যশোগৌরবের ডালী"। পূর্ববর্ণিত একনায়কদের আত্মাসমূহ এই এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দ্বারাই উন্মোচিত হয়েছে। তার মতো ব্যক্তিরা শান্তি, মুক্তি এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে মর্যাদাহানিকরভাবে কথা বলে। তাদের প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

(১) তাদের নিজস্ব ধাঁচে একনায়কতন্ত্রকে পুনঃস্থাপিত করা;

(২) মিথ্যা শ্লোগান দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করা; এবং

(৩) জনগণের পয়সায় বিলাসী জীবন যাপন করা।

---

* এই অংশের অনুবাদ উইলিয়াম শেক্সপীয়র রচিত এবং ডঃ মফিজ চৌধুরী অনূদিত 'জুলিয়াস সীজার'-এর ৪র্থ অংক, ৩য় দৃশ্য, পৃ. ৭৫ থেকে গৃহীত। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

কিন্তু দুনিয়ার জমীনে নিকৃষ্টতম একনায়কতন্ত্রকে চিরকাল রক্তপাত ঘটানোর সুযোগ দেয়া হয় না। এর নিজের অন্তর্গত স্বভাবই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এর অবস্থাকে শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। অথবা, এর চেয়ে আরও বৃহত্তর শক্তি এর রাশ টেনে ধরে, যাতে এর সর্বনাশা অগ্নিশিখা সমগ্র বিশ্বকে অধিকতর দগ্ধীভূত করতে না পারে। ব্রুটাসের সিদ্ধান্ত ক্রুদ্ধ ক্যাসিয়াসকে নিরুৎসাহিত করেছিলো ঃ

"শুধুমাত্র ন্যায়-নীতির কারণেই কি মহা প্রতাপশালী জুলিয়াসকে রক্ত দিতে হয় নি? ... আমি বরং একটি কুকুর-জন্ম নিয়ে চাঁদের দিকে ঘেউ ঘেউ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেবো, তবু অমন জঘন্য রোমান কখনো হবো না।*

প্রকৃত শান্তি, মুক্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং সদাচরণের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি অসদাচরণের ধারক-বাহক একনায়কতন্ত্রের অপমানজনক দুর্ব্যবহারকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করে, ইতোপূর্বে যেমনটি করেছিলো দার্শনিক ব্রুটাস।

শুধুমাত্র মানবাকার পশুরাই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে সর্বপ্রকার মুখোশ পরিধান করে।

"প্রিন্স চার্লস, যিনি বৃটিশ সংবাদমাধ্যম বি.বি.সি (বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন)-র ওপর আস্থাশীল, বলেন ঃ বি.বি.সি স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ, যারা 'রাষ্ট্রযন্ত্রের আজ্ঞাবাহী গোলাম নয়'।

তিনি বলেন, 'যুক্তিসিদ্ধভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত গণতন্ত্রের' অগ্রগতি মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, 'যা' সংবাদ-মাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে'। 'ডানপন্থী, বামপন্থী, এই উভয় কিসিমের স্বৈরশাসকই তাদের টিকে থাকার জন্যে বাস্তবে যা' করে, তা'হলো ঃ তারা সংবাদের ব্যপ্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তা' ঢালাওভাবে বিকৃত করে' — তিনি বলেন।"[২]

একজন রাজপুত্র ফক্‌ল্যান্ড যুদ্ধের** সময়ে বৃটেনে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সমর্থন করছেন, যে সময় রাশিয়ার প্রলেতারীয় একনায়করা তাদের উদ্ধত বুটের তলায় সেই-স্বাধীনতাকে পিষ্ট করছে নির্মমভাবে।

---

* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬। — অনুবাদক।

** ফকল্যান্ড যুদ্ধ ঃ ফকল্যান্ড হলো দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি ছোট্ট দ্বীপ, আয়তন ১২,১৭৩ বঃ কিঃ মিঃ। ১৬৯০ খ্রীঃ থেকে এটি একটি বৃটিশ উপনিবেশ। এই দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে আর্জেন্টিনার সংগে বৃটেনের পুরনো বিরোধ ছিলো। তারপর সর্বশেষ ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে কয়েকজন আর্জেন্টিনাবাসীর অবৈধভাবে ফকল্যান্ডে প্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধ চরমে ওঠে, যার প্রেক্ষিতে ২রা এপ্রিল আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দখল করে নেয়। কিন্তু বৃটিশ বাহিনীর সংগে তারা এঁটে উঠতে না পেরে অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। উপরে এই যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ব্যতীত বৃটিশ স্বেচ্ছাতন্ত্র

বৃটেনে স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ব্যতীতই সেচ্ছাতন্ত্রী টিকে আছে। একই ব্যাপার ঘটেছে স্পেন এবং অন্যান্য দেশ সমূহে, যেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ ব্যতীতই স্বেচ্ছাতন্ত্রীরা বহাল তবিয়তে টিকে আছে। আর রাশিয়ায় স্বেচ্ছাতন্ত্রী ছাড়াই স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ দাপটে সক্রিয়। ক্যাসিয়াস রোমান স্বৈরাচারী শাসক (সীজার)-কে হত্যা করেছিলো তার নিজের স্বৈরাচারী চরিত্রকে উচ্চে তুলে ধরার জন্যে। তেমনি মার্কসবাদীরা রাজকীয় জারকে হত্যা করেছিলো তাদের নিজস্ব প্রলেতারীয় জারবাদকে সমুন্নত করার জন্যে।

রুশদের এই মুনাফেকীর কোনো দৃষ্টান্ত কি ইতিহাস পেশ করতে পারবে, যা' বিশ্বের লক্ষ লক্ষ সরলপ্রাণ মানুষকে প্রতারিত করছে এবং লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের তাজা খুনে পৃথিবী সিক্ত করছে?

মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভায় বি. বি. সি. প্রধান ও বি. বি. সি. রেডিও উইং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিচার্ড র‍্যানসিস বলেন ঃ "স্বদেশ প্রেম থেকে আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করি না।" বি.বি.সি. প্রধান বলেন ঃ "অ-দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে আর্জেন্টিনীয় এবং পাশাপাশি বৃটিশ বিধবাদের করুণ চিত্র* গোপন করা পরিণামে অমর্যাদাকর হবে। পোর্টস্‌মাউথের** বিধবারা বুয়েন্‌স আয়ার্সের*** বিধবাদের থেকে পৃথক নয়।"[৩]

নিকট-অতীতের ক্ষুদে ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে রাশিয়া লাগামহীন প্রচারণা চালাচ্ছে, ঠিক যে-সময় নিজের নিকৃষ্টতম জারবাদী চরিত্রকে গলাবাজির লাল-মোড়কে ঢেকে রাখছে। এই জারবাদ তার অধীনস্থ উপনিবেশসমূহের একটিতেও উপনিবেশের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করার স্বার্থে একবারও তার নিজের পতাকা অবনত করে নি, যেভাবে বৃটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক প্রভুরা করে এসেছে।

রুশ জারবাদ মানবিক মূল্যবোধে মহিমান্বিত হবে, যদি সেখানে সংবাদ-মাধ্যমের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এর অনুপস্থিতিতে তা' শয়তানী কর্মকাণ্ডের নিদর্শনসহ শয়তানের কুৎসিত মুখকেই প্রতিভাসিত করছে।

---

* এখানে ফকল্যান্ড যুদ্ধে নিহত বৃটিশ এবং আর্জেন্টিনীয় সৈনিকদের বিধবা স্ত্রীদের করুণ অবস্থার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই যুদ্ধের বিবরণ ইতোপূর্বেই দেয়া হয়েছে।
— অনুবাদক।

** পোর্টসমাউথ ঃ ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত সমুদ্র বন্দর ও নৌ ঘাঁটি। — অনুবাদক

*** বুয়েনেস আয়ার্স ঃ আর্জেন্টিনার রাজধানী, দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ শহর।
— অনুবাদক

www.pathagar.com

পূর্বতন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ এবং তাদের উপনিবেশসমূহকে শৃঙখলিত করা ব্যতীতই বৃহৎ শক্তি হিসেবে দুনিয়ার বুকে টিকে আছে। কিন্তু রাশিয়ার উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে গেলে কিংবা তার জারবাদ খতম হয়ে গেলে তার অস্তিত্ব থাকবে না। এমন কি এর নব-রূপায়ণ জারবাদী সাম্রাজ্যের পতনের সংকেতই প্রদান করছে।*

কেমন শেকড়হীন, অসংহত অন্তঃসারশূন্য এই নশ্বর জারবাদ!

মহানুভবতার কৃতিত্ব বৃটিশদেরই প্রাপ্য, যারা আর্জেন্টিনীয় এবং বৃটিশ বিধবাদের আলাদা চোখে দেখেনি। বিশ্ব কি আফগানদের প্রতি এবং আফগানিস্তানে রুশ-প্রলেতারীয় জারবাদের শিকার লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের প্রতি এমন মহত্ত্ব আশা করে? বৃটিশরা কি আর্জেন্টিনীয়দের দস্যু এবং দুর্বৃত্ত বলে আখ্যায়িত করতো? হীনতার উৎস কোথায়? বৃটিশরা কি প্রকাশ্য দিবালোকে বা মধ্যরাতের অন্ধকারে ফক্ল্যান্ড আক্রমণ করেছিলো? প্রকৃত দস্যু কে, আর কোথায় হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাহাজানি?

"দখলদারী হামলা শুরু হয়েছিলো সেই ভয়াবহ রাতের তিন দিন পূর্বে, বড়দিনের প্রাক্কালে মধ্যরাতে। রাজধানীতে নিয়মিত সান্ধ্য আইন বলবৎ ছিলো, ফলে চারদিক সুনসান, নিস্তব্ধ। সহসা নগরীর উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া একটি এরোপ্লেনের তীব্র শব্দে রাতের নৈঃশব্দ খান খান হয়ে ভেংগে গেলো; যেন একটি বৃহৎ কালো মৌমাছি গুঞ্জন করে উড়ে যাচ্ছে, তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে স্বল্পস্থায়ী শান্ত-সৌম্য পরিবেশ। প্রথম প্লেনটির গর্জন মিলিয়ে যেতে না যেতেই দ্বিতীয়টি উপস্থিত, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ... দু'দিন দু'রাত ব্যাপী দ্রুত ধাবমান অসংখ্য বিমানে যতক্ষণ না সারা শহর ছেয়ে যায়, ততক্ষণ তাদের আগমন অব্যাহত থাকে। কি ঘটছে, কেউ সে-ব্যাপারে কিছু জানতে পারছিলো না।

২৭শে ডিসেম্বর রাতে আমরা একটি ক্রীস্‌মাস উৎসব উপভোগ করছিলাম। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। উৎসব চলছে পুরোদমে। তখন রাইফেলের তীব্র গর্জন শুরু হলো। সহসা বিদ্যুৎ চলে গেলো এবং কি ঘটছে, সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানার আগেই টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।"[৪]

---

* রুশ-প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ-প্রবর্তিত গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা নামক সংস্কার কর্মসূচী সমাজতন্ত্রের বিষবৃক্ষের নড়বড়ে গোড়ায় তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত হানে এবং সমাজতন্ত্রের পতনের আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র এখন মৃত লাশ। রুশ প্রজাতন্ত্রগুলো একে একে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে রুশ সমাজতান্ত্রিক তথা একনায়কতান্ত্রিক জারবাদী সাম্রাজ্যের কবর রচনা করেছে। লেখকের ভবিষ্যৎবাণী কী নির্মমভাবেই না সত্যে পরিণত হয়েছে! — অনুবাদক।

www.pathagar.com

৮৮২ সাল থেকে রাশিয়ার লাগামহীন রাহাজানি

৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আন্তর্জাতিক রাহাজানির কলংক-তিলক-পরা একটি জাতি আফগান এবং অন্যান্য উপনিবেশসমূহের মুসলিম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ডাকাত হিসেবে আখ্যায়িত করছে। মানবেতিহাসের সুদীর্ঘ পরিসরে এমন একটি জাতি কি আছে, যে জাতি পুরো এগারোশো বছর ধরে রাহাজানি অব্যাহত রেখেছে? দস্যুতার মাধ্যমে লালিত-বর্ধিত হচ্ছে? দস্যুতার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ চালাচ্ছে? সমগ্র পৃথিবীকে পদানত না করা পর্যন্ত এই দস্যুতা ও রাহাজানি অব্যাহত রাখার শপথ নিচ্ছে? সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ানরাই সেই নজীরবিহীন জাতি, যাদের প্রধান বৃত্তিই হলো রাহাজানি। তার ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠার মুখোমুখি হোন। আপনি দেখতে পাবেন এই দস্যুদের দ্বারা সংঘটিত কয়েকটি জাতির ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার বিবরণ। একজন রাশিয়ানের গায়ে আঁচড় কাটুন, আপনি তার রক্তের মধ্যে অন্যের দেহ থেকে শোষিত রক্তের লালিমা দেখতে পাবেন, যদিও রাশিয়ার সাধারণ জনগণ যে-কোনো নির্দোষ জাতির মতোই নিরপরাধ; তারা এই পৃথিবীর যে-কোনো মর্যাদাশীল মানুষের মতোই মর্যাদাবান। জুলুমের জাঁতাকলে পিষ্ট যে-কোনো জাতির তুলনায় তারা অধিকতর সম্মান ও সহানুভূতি লাভের অধিকারী; তারা কখনও জানতে পায়নি স্বাধীনতার অর্থ কি, মানবাধিকার কি বস্তু, গণতন্ত্রেরই বা অর্থ কি। তাদের রাজকীয় এবং প্রলেতারীয় জারবাদ তাদের স্বাধীনতা অস্বীকার করে আসছে; তাদেরকে ব্যবহার করে আসছে আরও অধিকসংখ্যক জাতিকে দাসত্বের শৃঙখলে বন্দী করার কাজে।

রাশিয়ার নির্যাতিত সাধারণ মানুষ নয়, বরং তাদের সর্বনাশা জারবাদই সমগ্র জাতিকে পরিণত করেছে ঃ

"লুণ্ঠনকারী জাতিতে, যা এখনও হামলা করার জন্য উদগ্রীব;
তারা লুটের মাল খেয়ে জীবন ধারণ করে
এবং চুরিকে নিয়েছে ব্যবসায় হিসেবে।"

উল্লেখিত পংক্তি দু'টি রুশ-ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ, যা' খাবার ঘরে ভদ্রলোকটি তার প্লেট থেকে চুরি করে নিচ্ছে — সেই খোয়া-যাওয়া রুটির প্রসংগের প্রতি ইংগিত করছে। এশিয়ার সম্পদরাজি রুশ-ট্যাংকের আদলে ভয়াল গর্জনে ধেয়ে আসছে এশীয়দেরকেই মিসমার করতে। এশিয়ার অর্থ-সম্পদ মিগ ফাইটার বিমানের আদলে প্রচণ্ড বেগে আকাশে উড়ছে এশীয়দেরকেই অগ্নি-গোলায় ঝলসে দিতে। এশিয়া থেকে লুণ্ঠিত ধনরাশি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট-বোমার আদলে এশীয় ও ইউরোপীয়দের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে।

www.pathagar.com

রাহাজানির এই নগ্ন রেকর্ডের কারণে রাশিয়া বিশ্বের সমৃদ্ধতম প্রাকৃতিক সম্পদদরাজি নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্ব-ইতিহাসের এই বৃহত্তম ডাকাতিই বিশ্বের বৃহত্তম সম্পদ-উৎস হিসেবে গণ্য হয়, তৎসত্ত্বেও রুশ-জনগণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

"রাশিয়ায় খাদ্য ঘাটতি চরম আকার ধারণ করেছে, রাশিয়া থেকে সদ্য-আগত উদ্বাস্তুরা ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির বিবরণ দিচ্ছে। ভোদ্কা* পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্রই ; খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং চালু হয়েছে এবং শেল্‌ফে একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্যন্ত নেই। ৭৮২ জন সদ্য-আগত উদ্বাস্তুর মধ্যে একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়েছিলো। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ জানায় যে, মাখন, পনির, দুধ, ফল, বাঁধাকপি, আলু, সসেজ, গরুর মাংস এবং মুরগীর মাংস নিয়মিতভাবে স্টোরে পাওয়া যায় না।"[৫]

"সোভিয়েত-অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করছে ... আমদানীকৃত কাপড় ধোয়ার পাউডার মাসের পর মাস ধরে মস্কোয় পাওয়া যাচ্ছে না। সোভিয়েত অর্থনৈতিক চোরাবালিতে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত ভোক্তার জন্য এ ধরনের সংকট, ঘাটতি এই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে যে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির 'মায়াবী' স্পর্শে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। ভোক্তাগণ সাধারণ ঔষধপত্র, সাবান, টুথপেস্ট, টুথ ব্রাশ, সুঁই-সুতো, শিশুর দুধ খাওয়া নিপ্‌ল প্রভৃতির টিকিটিও খুঁজে পাচ্ছে না। মাংস ও দুধের সরবরাহ এখনও অপর্যাপ্ত, যেমনভাবে অনেক এলাকায় ফল ও শাকসবজী অপর্যাপ্ত।"[৬]

রাশিয়ার নাগরিকেরা কেন ক্লান্তিকর দীর্ঘ লাইন, ঘাটতি এবং সংকটের জীবনের দুঃসহ পংকে হাবুডুবু খাচ্ছে? অব্যাহত রাহাজানির মাধ্যমে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম সম্পদ-উৎসের ওপর যে দুর্ভোগের কালোছায়া নেমে এসেছে, তা' যেনো স্বয়ং ছিনতাইকারীর ওপরেই অভিশাপ হিসেবে নিপতিত হয়েছে।

প্রলেতারীয় জারবাদই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। সাম্রাজ্যের সম্পদরাশি ব্যয় করা হয় অস্ত্র-উৎপাদনের কাজে। স্বাধীনতা না থাকলে দেশের নাগরিকেরা পথভ্রষ্ট শাসকদের সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে না। প্রলেতারীয় জারবাদের দানবীয় পদচারণা সাম্রাজ্যের নাগরিকদের জন্যে কেবল একটি অব্যাহত অভিশপ্ত জীবনের প্রতিভূ নয়; বরং সাম্রাজ্যব্যাপী এবং জারবাদী গণ-বিচ্ছিন্নতার কারণে তা' অবধারিত ধ্বংসের কারণও বটে।

যে কয়টি প্রধান কারণ রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলো, ইতোমধ্যে তা' রুশ সাম্রাজ্যের সদর-দরজায় আঘাত হানছে।

"ক্রমবর্ধমান স্বৈরতন্ত্র সরকারকে সম্রাটের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির ওপর অতি-মাত্রায় নির্ভরশীল করে তুলেছিলো। রাজনীতিতে জনগণের ব্যাপক

---

* ভোদ্কা : রাশিয়ার বিশেষ ধরনের মদ। — অনুবাদক

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের অভাবই দেশপ্রেমে ধস এনেছিলো এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক স্থবিরতার জন্ম দিয়েছিলো। অর্থনৈতিক মুনাফার দুর্বল ও নিকৃষ্ট বন্টন-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত করেছিলো। প্রকট শ্রেণী-ব্যবস্থা এবং দারিদ্রের পূতিগন্ধ থেকে বিস্তারলাভ করেছিলো নানাবিধ সামাজিক ব্যাধি।"[৭]

প্রলেতারীয় জারের নজীরবিহীন স্বৈরতন্ত্র জনগণের ওপর একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে; ঠিক সেই সময় জনগণের ব্যাপক স্থবিরতা নগ্নভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে মাত্রারিক্ত সুরাসক্তির মাধ্যমে। অর্থনৈতিক সংকটসমূহ যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের চাকচিক্য প্রতিফলিত করছে। মার্কসীয় শ্রেণী-ব্যবস্থা নিজকে সুপ্রসারিত করছে — (১) এক, তিন কিংবা তেরোজন একনায়কের মধ্যে; (২) তাদের সহযোগী, দলীয় রাঘব বোয়ালদের মধ্যে; (৩) যন্ত্রমানব অর্থাৎ প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে; (৪) বশীভূত উপনিবেশসমূহের পরাধীন লোকদের মধ্যে।

সিংহের চামড়ায় গাধা

স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদের বিনাশ ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। কোনো চটকদার স্লোগানই তার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। ছদ্মাবরণ শুধুমাত্র মূর্খদেরই স্বল্পসময়ের জন্য প্রতারিত করতে পারে। সিংহের চামড়া পরিহিত গাধা তার প্রকৃত মনিবের দ্বারা সনাক্ত হতে বাধ্য। ঈশপের* গল্পে সে একদা বন্য পশুদের ভয় দেখাতে সক্ষম হয়েছিলো, কিন্তু অচিরেই তার মনিব তাকে মুগুরপেটা করেছিলো।

"তার মনিব তার লম্বা কানের জন্য তাকে সনাক্ত করে ফেলেছিলো। একটা পেল্লায় মুগুর দিয়ে আচ্ছামত ধোলাই দেয়ার মাধ্যমে মনিব তাকে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে, যতই সে তার গায়ে সিংহের চামড়া পরুক-না-কেনো, সে একটা নিরেট গর্দভ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৮]

লাগামহীনভাবে বিজ্ঞান, প্রগতি, ইতিহাস ও যুক্তির নামে মার্কসবাদী একনায়ক সিংহের চামড়ায় ঈশপের গাধার মত ছদ্মবেশ পরেছে; যা অশিক্ষিত, মাথামোটা, সরল-সহজ এবং নির্বোধদের শংকিত করছে; কিন্তু গাধা গাধাই। সমস্ত মুখোশ, বাহারের পোশাক, আলখাল্লা এবং চটকদার বোলচাল তার লম্বা কানকে লুকোতে পারছে না। সে সহজেই সনাক্তযোগ্য। অবশ্য, তাদেরকে চিহ্নিত করতে এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পশুটিকে মুগুরপেটা করতে কিছুটা সময় লাগবে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচকমণ্ডলী মুখোশধারী, ছদ্মবেশী মার্কসীয়

---

* ঈশপ ঃ প্রাচীন গ্রীসের জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি — গৃহভৃত্য। তিনি বহু ছোটো ছোটো উপদেশমূলক গল্পের স্রষ্টা। তাঁর গল্পাবলী 'ঈশপের গল্প' নামে জগদ্বিখ্যাত। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

চেলা-চামুণ্ডাদের খোতামুখ ভোঁতা করে দিচ্ছে। এ কারণেই মার্কসবাদ গণতন্ত্রের ভয়ে কম্পিত হয় এবং একে ঘৃণা করে।

যখন এবং যেখানেই জনগণ অনুকূল সুযোগ পেয়েছে, তারা এই ভুঁইফোঁড় মার্কসবাদীদের এমন মোক্ষম পন্থায় মুগুরপেটা করেছে যে, তারা ঐ সব দেশ থেকে চিরতরে খতম হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যেমনটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়া, মিসর এবং অন্যান্য দেশে।

কিন্তু রাশিয়ার নব্য-জারবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানেই এই মার্কসবাদী মুখোশধারী 'গাধা' মওকা পাচ্ছে, সেখানেই সে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হত্যার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে।

জন-বিচ্ছিন্ন, একগুঁয়ে, দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী একনায়ক নিজের ধ্বংসের হলাহল নিজেই ধারণ করে আছে। সময়ের ব্যাপারটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা' গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো ঃ এর ধ্বংস অবধারিত।

"শক্তি ও কর্তৃত্ব দ্বারা সৃষ্ট জীবনের স্থবিরতা ও হৃদয়ের কঠোরতা সম্পর্কে লাও-জে* নিগূঢ় সত্য কথাটি বিবৃত করেছেন এভাবে ঃ

"ঘাস ও গাছপালা যখন জীবিত থাকে, তখন কোমল ও নমনীয় থাকে; যখন মারা যায়, তখন শক্ত ও শুষ্ক হয়ে যায়। সুতরাং শক্ত এবং শক্তিমানরা মৃত্যুর সহচর। পক্ষান্তরে, কোমল ও নমনীয় যারা, তারা জীবনের সহচর। অতএব, যে অস্ত্রের শক্তিতে শক্তিমান, সে জয়লাভ করবে না। শক্তিমান এবং নামী ব্যক্তিরা নিচে পড়ে থাকে; আর, নমনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিদের স্থান হয় উচ্চে।"[১]

আজ মৃত্যু ও ধ্বংসের সহচর হলো রুশ ও মার্কিনীরা। আজ তারা উভয়েই স্ব স্ব ভাগাড়ে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিনী বর্বরতা খোলামেলা, প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। সুতরাং এর পরাজয় সহজসাধ্য। কিন্তু রুশ-বর্বরতা প্রতারণাপূর্ণ মুখোশ দ্বারা আচ্ছাদিত গুপ্ত ও কপট; সুতরাং একে জানা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। এভাবে একে পরাজিত করা বেশ কঠিন। এর অর্থ হলোঃ মার্কিন নিপীড়নের যোয়াল ভাঙতে যদি এক মিলিয়ন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়, তাহলে রুশ-নিপীড়নের যোয়াল ভাঙতে অবশ্যই দশ মিলিয়ন মানুষকে প্রাণ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীনে আফগানদের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন ঃ

"এই পত্রিকায় (মার্কিন সাপ্তাহিক 'নেশন') বর্ণিত ঘটনাটি ঘটে সেই সময়, যখন বৃটিশ বোমারু বিমান সমূহের একটি বিমানকে জোর করে মাহ্‌সুদ নামক

---

* লাও-জে ঃ বিখ্যাত চীনা দার্শনিক, চিন্তাবিদ। তিনি প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের (জন্ম ৫৬৩ খ্রীঃ পূঃ) পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
—অনুবাদক।

www.pathagar.com

একটি গ্রামে নামানো হয়; এবং যখন বৈমানিকেরা শুধুমাত্র পাঁচ-ছয়জন বৃদ্ধা মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির সামনে হাজিরা দেয়ার জন্য বিধ্বস্ত বিমান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। এই মহিলারা ঘটনাচক্রে বোমা এবং উদ্ধত, ভয়ালদর্শন ছোরার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। 'নেশন' সম্পাদক লন্ডন টাইমসের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

'জনৈকা সুদর্শনা তরুণী বৈমানিকদের তার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করে নিকটস্থ একটি গুহায় নিয়ে গেলো, এবং একজন গোত্রসর্দার গুহার প্রবেশ-পথে অবস্থান গ্রহণ করলো; চল্লিশ জন লোকের একটি জনতা সেখানে জমায়েত হয়ে চিৎকার করছিলো এবং হাতের ছোরা আন্দোলিত করছিলো। এদের ঠেকাবার জন্যেই সর্দারের এই ব্যবস্থা। বিমান থেকে তখনও বোমা বর্ষিত হচ্ছিলো। সুতরাং গুহায় বৈমানিকদের নিরাপত্তা প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত জনগণ তাদের ব্যাপারে তীব্রভাবে চাপ প্রয়োগ করছিলো এবং বৈমানিকেরা পাশবিক শক্তির নির্মম নখরাঘাতে বহির্গমন-পথ রুদ্ধ করে দিলো। .... তাদেরকে খানাপিনা করানো হলো এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকজন গোত্র-সর্দার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলো, যারা খুবই বন্ধুবৎসল ছিলো। একজন মোল্লাও (ধর্মীয় নেতা) তাদের সংগে দেখা করেন, তিনিও সমানভাবে আনন্দিত। মহিলারা খানাপিনার ব্যবস্থাপনা এবং লাদ্ধা এবং রাস্তাক থেকে নিরাপদে রসদাদি সরবরাহের বিষয় তত্ত্বাবধান করছিলেন।... ২৪ তারিখের সন্ধ্যায় তাদেরকে নিয়ে প্রহরাসহকারে লাদ্ধা অভিমুখে যাত্রা শুরু হলো এবং পরদিন সন্ধ্যায় তারা সেখানে পৌঁছুলো। প্রহরীদল বন্দীদের সম্ভাব্য হামলা থেকে বাঁচাবার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের মাহ্সুদ গ্রামের অধিবাসীদের ছদ্মবেশে সাজিয়েছিলো।'

উপরের বর্ণনা থেকে যে-সত্যটি সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসছে তা' হলো, পাশ্চাত্য-বিশ্ব বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে, কিন্তু এই ব্যাপক অগ্রগতি মানুষকে হীন করে ফেলেছে। অগ্রগতির ফলাফলের আকাশচুম্বিতা ও যন্ত্রপাতির প্রাযুক্তিক চরমোৎকর্ষ তার মধ্যকার পরম সত্যটিকে আড়াল করে ফেলেছে; আর সেই সত্যটি হলো ঃ তার ভেতরের মানবিক সত্তাটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ রুশ বুলেট-বৃষ্টি, আফগানিস্তানের পার্বত্য এলাকায় পেতে রাখা মানব বিধ্বংসী মাইন এবং মাটির সংগে মিশিয়ে দেয়া গ্রামগুলোর ব্যাপারে কিছু জানতেন না; তিনি জানতেন না নিরপরাধ আফগান জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত পৈশাচিক গণহত্যার কথা। আমরা মানবতার নামে মার্কসবাদের এই পাশবিকতার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পাশ্চাত্যের সকল উপনিবেশবাদী এবং স্বেচ্ছাচারী শাসকই নিষ্ঠুর ছিলো। কিন্তু তাদের নিষ্ঠুরতার পরিসর ছিলো সীমিত। যদি তাদের উপনিবেশের দেশীয়

www.pathagar.com

অধিবাসীরা তাদেরকে লুটপাট ও কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতো; তাহলে তারা বিজিত দেশসমূহের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধগুলোর কোনো ক্ষতি না করেই ঐসব দেশ ছেড়ে যেতো। তারা এমন কিছু সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতো, যা' তাদের স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক হতো। কয়েক দশক পর তারা কিছুসংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হত্যা করতো। কিন্তু পরিশেষে তারা তাদের ঔপনিবেশিক-পতাকা নামিয়ে ফেলতো; আর উড্ডীন করে দিতো প্রাক্তন উপনিবেশ ও নব্য-স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহের নিজস্ব পতাকা।

কিন্তু একটি জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশে শৃঙখলিত করার সময় রাশিয়ার পুরাতন ও নব্য-জারবাদ নিষ্ঠুরতার কোনো সীমারেখার ধার ধারে না। এরপর সে ঐ জাতির ব্যক্তি-সত্তার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে। শুরু হয় জীবনের রুশকরণ-প্রক্রিয়া। একদলীয় স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত করে। ঐ জাতির কিছু কিছু সামগ্রী লোক-দেখানোর জন্য "শো-পিস" হিসেবে সংরক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়।

সুতরাং সারা বিশ্বে রাশিয়া এবং একমাত্র রাশিয়াই এককভাবে উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে।

মানবাকার পশু : নর-পশুদের একটি নতুন প্রজাতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পশ্চিমা-বিশ্ব ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে; ঠিক একই সময় সে মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করছে। সামান্য যে-টুকু মানবতার শিখা শ্বাসরুদ্ধকর পাশ্চাত্যের মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো, মার্কসবাদ তাকে নিষ্প্রভ করেছে। আর প্রলেতারীয় জারবাদ একে সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করেছে, সমূলে ধ্বংস করেছে। যেভাবে আফগান গ্রামগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে, একজন মার্কসবাদীর মধ্যকার সামান্য মানবতার রেশটুকুও তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নব্য-জারবাদীরা আফগানদেরকে হত্যা করছে না, বরং তারা তাদের মানবতাবোধকেই হত্যা করছে নির্বোধের মতো। তাদের নির্মম বর্বরতা অবধারিতভাবে একটি নয়া-ইসলামী আফগান জাতির সৃষ্টি করছে, যে সময় তারাও তাদের মধ্যে একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করছে; অবশ্য এ নতুন প্রজাতিটি মানবাকার পশু-প্রজাতি।

"মাহ্সুদ গোত্রের মানুষের বহুবিধ দোষ থাকতে পারে, যার জন্য তাকে দায়ী হতে হবে; কিন্তু যা' তার জন্যে গুরুত্ববহ, তা হলো প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে আতিথেয়তা মূল্যবান; এটাকে হয়তো অগ্রগতি বলা যাবে না, কিন্তু সভ্যতা বলা যাবে নিশ্চিতভাবে।"[১১]

www.pathagar.com

অন্য কথায়, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আফগানরা সভ্য, আর সেই একই সময়ে বোমাবাজ পশ্চিমারা অসভ্য। পাশ্চাত্যের উন্নতি হলো মৃত্যুমুখী। প্রাচ্য এ ধরনের উন্নতিতে বিশ্বাস করে না। প্রাচ্যের উন্নতি হলো জীবনমুখী।

মার্কসীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ আজ সেই উন্নতিকে সমর্থন করছে, যা' একজন মার্কসবাদীকে প্রগতিবিমুখ উটপাখিতে রূপান্তরিত করছে;

যার উৎপাদন মানেই যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদন;
যার ভোক্তা হলো মৃত্যু;
যার অর্থনীতি যুদ্ধমুখী;
যার শিক্ষা যুদ্ধমুখী;
যার জীবনবিধান যুদ্ধমুখী;
যার বিজ্ঞান যুদ্ধমুখী;
যার একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যুদ্ধমুখী;
যার নির্যাতন-নিপীড়ন বিজ্ঞান ভিত্তিক;
যার মতাদর্শ হলো শ্রুতিমধুর সামরিকতন্ত্র এবং
যার বিশ্বের "নব-রূপায়ণ" হলো সমগ্র বিশ্বের সকল জীবন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

"একের শুরু হয় ক্ষণিক আলোর ঝলকে,
এবং শেষ হয় ধোঁয়ায়;
অন্যজন ধোঁয়ার মধ্য থেকে নিয়ে আসে
মহিমান্বিত সুতীব্র আলোক-শিখা।"[১২]

মার্কসীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদের শুরু হয় ক্ষণিক আলোর ঝলকানির মাধ্যমে, আর শেষ হয় অস্থায়ী ধোঁয়ায়, যেমনটি ঘটেছিলো অনেকগুলো দেশে। কিন্তু রাশিয়ায় তা ধোঁয়ায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ হলো রাশিয়ার জারবাদী ইতিহাসের সাথে এর সম্পৃক্ততা। সমূলে ধ্বংস হতে সময় লাগবে।*

মার্কসবাদী আগাছার মূল সংকুচিত হয়ে তা' শুকিয়ে মরে যাবে, যদি না তার একমাত্র অভিভাবক দেবতুল্য এবং পৃষ্ঠপোষক সাধু রাশিয়া তাকে মদদ না যোগায়। যখনই দেশীয় লাল-পন্থীরা সংশ্লিষ্ট অ-মার্কসীয় দেশসমূহের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হয়, তখন মার্কসীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদের মুরুব্বী-সাধু তাদেরকে হুমকি দেয় যে, তারা যদি মার্কসবাদী আগাছার গায়ে নখের আঁচড় দেয়ার সাহস করে,

* লেখকের অভিমতই সত্য। জোরালো বহুমুখী আনুকূল্য এবং আটঘাট বেঁধে পথ চলার কারণে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও এর বালির বাঁধের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যটি কোনোরকমে ৭৪ বছর টিকে থাকার পর গত ২১.১২.৯১ তারিখে অক্কা পেয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

তাহলে তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তির বিভীষিকা। হুমকির সাথে সাথে হামলাও চালানো হয়। এটা জানা অনাবশ্যক, কোথায় এই আগাছা শুকিয়ে মরছে, আর কোথায় মরছে না; যেটা আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো এর আগাছা-স্বভাবের প্রমাণ করা। এর অনুসারীরা ক্ষণিক-আলোকে উদ্ভাসিত হয় শুধুমাত্র ধোঁয়া হিসেবে নিঃশেষ হওয়ার জন্যেই।

আফগানরাও কি মক্কা ও মদীনার কোনো পার্থিব সমর্থক পাচ্ছে, যেখানে ইসলাম আদর্শ বিকশিত, লালিত-চর্চিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিলো চৌদ্দ শো বছর পূর্বে? না তারা, না বিশ্বের কোনো মুসলমান সেখানে এ ধরনের সমর্থক পেয়েছে। ইসলামের বাণী শাশ্বত।

"এটা ফিত্‌রতমুখী ধর্ম।" এটা প্রকৃতির মতই স্থায়ী; প্রকৃতি যতদিন টিকে থাকবে, ইসলামও তত দিন টিকে থাকবে। যে কেউ তার আত্মার মুক্তিতে আগ্রহী, সে এই ধর্ম অনুসরণ করতে পারে। এর অন্তর্নিহিত সত্যের কারণেই এর বিস্তার অব্যাহত রয়েছে। তা ধোঁয়ার মধ্য থেকে বের হয়েছে প্রদীপ্ত, মহিমান্বিত আলোক-শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে, যা' প্রগাঢ় অন্ধকারের দেয়াল বিদীর্ণ এবং গোমরাহ্ মানুষকে হিদায়েতের স্বর্ণালি আলোয় উদ্ভাসিত করে চলেছে।

মহিমান্বিত অনির্বাণ আলোক-শিখায় উদ্ভাসিত হওয়ার জন্যে এর অনুসারীরা কালে কালে, দেশে দেশে নশ্বর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু এই অসত্যের কুণ্ডলায়িত ধোঁয়া আপন শক্তিতে তাদের শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করে। ইসলামের গৌরব-দীপ্ত চৌদ্দ শো বছরের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, অসত্যের কুণ্ডলায়িত ধোঁয়ার মারণ-ছোবলে মুসলমানেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

যেকোনো ধরনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমান জাতির টিকে থাকা ও বিজয় অর্জনের অন্যতম গোপন হাতিয়ার হলো ইসলামের শিক্ষা।

"তুমি তোমার রোমান সম্রাটকে নিয়ে গর্ববোধ করো, যিনি তোমার জীবন-মরণের মালিক। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত নেতা আমাদের চেয়ে পদাধিকারগত কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন না। যদি তিনি চুরি করেন, তাহলে তাঁর হাত কেটে দেয়া হবে। তিনি আমাদের ওপর কখনই কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন নি"—মু'আয বিন জাবাল রোমানদের কথার প্রত্যুত্তরে কথাগুলো বলেন। উল্লেখ্য, রোমানরা মুসলমানদের সাথে শান্তি আলোচনায় বসতে চাইলো। এরাই ইতোপূর্বে সিরিয়ায় মুসলিম সেনাপতি আবু উবায়দা কর্তৃক মনোনীত দূতের সামনে তাদের সম্রাট ও তাঁর সৈন্যদের মহত্ত্ব সম্পর্কে দম্ভোক্তি করেছিলো।"[১৩]

যে-কোনো ধরনের একনায়কতন্ত্রই হলো নিকৃষ্টতম শয়তানের চাপানো নিকৃষ্টতম শয়তানী। একনায়কতন্ত্রের 'টন্নি মোক্তার' (ঘোর-সমর্থক) মার্কস বিশ্বের সকল নিকৃষ্ট স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম; কারণ, তারা প্রাদুর্ভূত

www.pathagar.com

হয় মহামারীর মতো এবং এর স্বাভাবিক পতনের পর অন্তর্হিতও হয় মহামারীর মতো।

কিন্তু ইতিহাস, সমাজের বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ ইত্যাদির অমোঘ নিয়ম হিসেবে নিকৃষ্টতম পদ্ধতি জারবাদের স্বর্গসুখ ভোগ সর্বনিম্নস্তরের পাপ। পৃথিবীর কোনো রুচিশীল, সচেতন মানুষই অন্যের ক্রীতদাস হতে পছন্দ করবেন না। এটা মানবিক শোভনীয়তা ও মর্যাদার পরিপন্থী।

একমাত্র ইসলামী আদর্শই পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের পতাকাকে উড্ডীন করেছে। এটা সত্য যে, মুনাফিকরা নয়, সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তিরাই আজ পর্যন্ত এর চর্চা অব্যাহত রেখেছে এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তা' জারি থাকবে।

"আপনাদের নেতা কে?" — বিস্ময়-বিমূঢ় রোমান দূত প্রশ্ন রাখলো, যাকে মুসলমান-সেনাপতির সাথে সরাসরি শান্তি আলোচনার জন্য রোম-সম্রাটের পক্ষ থেকে মনোনীত করা হয়েছিলো। মুসলমানরা তাকে কয়েকজন লোকের একটি গ্রুপের দিকে ইশারা করে দেখালেন, যাঁরা মাটিতে বসে কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

রোমান-দূতের চোখ ছানাবড়া। তার চোখ কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, মুসলিম সেনাদলের প্রবল প্রতাপান্বিত সিপাহ্‌সালার ঐ সব সাধারণ মুসলমানের সাথে মাটিতে বসে রয়েছেন।

যখন ঐ গ্রুপের একজন আবু উবায়দার প্রতি ইশারা করে দেখালেন, তখন বিস্মিত দূত প্রশ্ন করলো ঃ "আপনি কি সত্যিই সিপাহ্‌সালার?"[১৪]

ব্যক্তি-খোদা ও বস্তু-খোদার প্রাচীন ও আধুনিক ভজনা

মার্কসবাদীদের রোমান 'পূর্ব-পুরুষগণ', যারা ব্যক্তি-খোদা সীজারের এবং বস্তু-খোদা জড়বাদের ভজনা করতো, তাদেরকে একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের ব্যাপক ধ্বংসলীলা এবং জড়বাদের গুম্‌রাহীর অভিশপ্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। মুসলমানরাই সুনির্দিষ্টভাবে, যথাযথভাবে বস্তুকে কাজে লাগিয়েছিলেন, যেমনভাবে একজন অনুগত বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন তাঁর ইবাদতের জন্যে, মানুষ-প্রভুর ইবাদতের জন্যে নয়। মানুষের সমান্যতম দাসত্ব থেকেও মানুষকে মুক্তি দেয়া হয়েছিলো।

প্রগতিবিমুখ, অধঃপতিত মার্কসবাদীরা কি মানবজাতির এই ইতিবাচক ও হিতকর অগ্রগতি অনুধাবন করতে সমর্থ হবে?

দামেস্ক, হাইম্‌স এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রোম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস বিস্মিত হন। সংখ্যালঘু মুসলিম বাহিনী এবং সংখ্যাগুরু রোমান

www.pathagar.com

বাহিনীর মধ্যে বিস্ময়কর, চোখ-ধাঁধানো লড়াই এবং তাতে মুসলমানদের জয়লাভ সম্পর্কে সম্রাট তাঁর সেনানায়কদের বক্তব্য জানতে চান।

লজ্জায় তাদের মাথা নিচু হয়ে এলো। তাদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিলো ঃ

"তাঁরা উন্নত চরিত্রের মানুষ। তারা রাতে প্রার্থনা করেন, দিনে রোযা রাখেন। তাঁরা কখনও মানুষকে নির্যাতন করেন না। তাদের মধ্যে পূর্ণ সৌভ্রাতৃত্ব বিরাজমান।"[১৫]

সত্য হলো সেই অমূল্য পরশপাথর, যা' এর মহৎ শত্রুকেও এর স্পর্শলাভে ধন্য করতে সক্ষম। একমাত্র অভিশপ্ত, পতিত শত্রু যারা, তারাই শুধু অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এর সুশীতল স্পর্শলাভে অস্বীকৃতি জানায়।

সর্বশেষ মুসলিম দূতকে পারস্যের সর্বাধিনায়ক মুগীরার সংগে দেখা করার জন্য মনোনীত করা হলো। তিনি রাজসভায় হাজির হয়ে সম্রাটের পাশে উপবেশন করলেন।

আধুনিক মার্কসবাদীদের এই পারসিক 'পূর্ব-পুরুষরাও' ছিলো ব্যক্তি-খোদা স্বৈরাচারী শাসক এবং বস্তুখোদা জড়বাদের উপাসক; তারাও মুসলমানদের সাহস দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো এবং তাদের 'ব্যক্তি খোদাদের' অসম্মানে ভীত-শংকিত হয়ে পড়লো।

দূতের সাহসী উচ্চারণ রাজসভায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো ঃ "তোমাদের মধ্যকার একজনের সামনে নতজানু হওয়া এবং তাকে খোদার আসনে বসিয়ে ভজনা করা তোমাদের রীতি; কিন্তু আমাদের মধ্যে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।"[১৬]

আজকে আফগানরা প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের ভজনা করতে গররাজী হওয়ার চরম মূল্য দিচ্ছে, তারা মূল্য দিচ্ছে এই নিকৃষ্ট মানবিক অধোগতির ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে; তারা মূল্য দিচ্ছে সবচেয়ে অধঃপতিত ও নিচ স্বেচ্ছাচারী মার্কসীয় একনায়কতন্ত্রের কাছে তাদের মানবিক মর্যাদাকে বিকিয়ে না দেয়ার কারণে।

প্রত্যেক অসত্যেরই আধিপত্য প্রবল, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তা' ধ্বংসশীল। তা' ধ্বংস হয়। লাল-চামচাদের মনের আনন্দে গান গাইতে দিন; মার্কসবাদীদের মানব-রক্তে মৃত্তিকা সিক্ত করতে দিন; নিজের বিনাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রলেতারীয় জারবাদকে ক্রমাগত আধিপত্য বিস্তার করতে দিন।

একদা ইসলামের কল্যাণী আদর্শ ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করার জন্য চৌদ্দজন মুসলমান মুসলিম-বাহিনীর সিপাহ্সালার কর্তৃক পারস্যের রাজা ইয়াজিদ গিরদের দরবারে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাজা তাদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ

www.pathagar.com

"তোমরা যে পৃথিবীর সবচেয়ে অধঃপতিত নিকৃষ্ট মানুষ ছিলে, সে সত্য কি তোমরা ভুলে গেছো?" প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ কিন্তু রাজা সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা বললেন।[১৭]

আরবরা স্বীকার করলেন যে, একদা পৃথিবীতে তাদের কোনো পরিচিতি ছিলো না, কিন্তু ইসলাম তাদের নব জীবন দান করেছে। এবং তাদের এই পরিবর্তন সমগ্র মানবজাতির জন্যে ছিলো এক অপার আশিস্। সমসাময়িক ইতিহাস একে আশিস্ হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছিলো। কিন্তু এত কথা শোনার পরও কোনো ফল হলো না। বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ জড়বাদ এবং রাজা হিসেবে প্রাপ্ত নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব তাকে হিদায়েতের দীপ্ত আলোক থেকে বঞ্চিত করলো, চোখ থেকেও অন্ধের মতো অবস্থা হলো তার।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্লেটোর মতে ঃ "একনায়ক নিজেকে রূপান্তরিত করে একজন মানব-নেকড়েয়"; আজকের বৃহত্তম এবং একমাত্র পাশবিক ব্যবস্থা হচ্ছে মার্কসীয় ব্যবস্থা, যা' তার অনুগামীদের মানব-নেকড়েয় রূপান্তরিত করেছে। এই পাশবিক রূপান্তরই আফগানিস্তানের গ্রাম, নগর, শহর মাটির সংগে মিশিয়ে দিচ্ছে।

এই নারকীয় রূপান্তর বা পরিবর্তনের কথা ছেড়ে এখন আসুন আমরা এমন এক আদর্শের কথা চিন্তা করি, যার অনুগামী বিশ্বাসীদের রূপান্তর মানবজাতির জন্যে এক পরম আশিস্।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইসলাম সব সময়ই জোর-জবরদস্তির বিরোধী। আশিস্ বা রহমত কখনও জনগণের ওপর জোর করে চাপানো হয় না। আন্তরিকভাবে এর সমীপবর্তী হওয়া এবং এতে দাখিল হওয়া সম্পূর্ণই জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অন্যথায় তা' ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

অনিষ্ট চাপিয়ে দেয়া হয়, যখন আশিস্ পেশ করা হয়

কিন্তু অনিষ্ট বা অকল্যাণ সব সময়ই মানুষের ওপর জোর করে চাপানো হয়। জবরদস্তি-মতের অর্থ হলো ঃ জনগণ নিজেরা যদি গুমরাহ্ না হয়, তাহলে এই অনিষ্ট তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং অনিষ্ট, ঈর্ষাপরায়ণতা এবং কূটতা তখনই পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, যখন তা' লক্ষ লক্ষ অনিচ্ছুক মানুষকে গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়, হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে।

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۔ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۔

"ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে।"[১৮] (২ ঃ ২৫৬)

www.pathagar.com

যেখানে জোর জবরদস্তিকে ইসলাম এভাবে নিষেধ করেছে, এমন কি মানুষকে ইসলামের আশিস্ গ্রহণে অংশীদার করার ক্ষেত্রেও, সেখানে তা কি একজন মানুষকে বা তিনজন ক্ষমতাধর শাসককে দেশ শাসন করার জন্য একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারের রূপ পরিগ্রহ করার অনুমতি দেবে?

وَلاَ تُطِيعُوٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ . اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ .

"এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না; তাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।"[১৯] (২৬ ঃ ১৫১-১৫২)

আজকের মার্কসবাদী দস্যুতা এবং যথেচ্ছাচারের বাস্তব চিত্র উপরের তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব যথেচ্ছাচারী এবং চরম নির্বোধ সাদা কিংবা লাল স্বৈরতন্ত্রীদের অনুসরণ না করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজকের দিনের বীর মুসলমানেরা দুই পরাশক্তির দস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তি সত্যের স্বভাবেরই পরিপন্থী। শুধুমাত্র অসত্যই জনগণের ওপর জবরদস্তির স্টীম-রোলার চালায় তার ওপর বিশ্বাসস্থাপনে তাদের বাধ্য করতে।

فَذَكِّرْ ، اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ .

"অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা, তাদের কর্ম-নিয়ন্তা নহ।"[২০] (৮৮ ঃ ২১-২২)

এমন কি মহানবী (স)-কে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র মানুষকে উপদেশ দেয়ার জন্যে, তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। সেভাবেই তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করেছেন। জনগণের কোনো বিষয় নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয় নি। সৎ ও কল্যাণময় জীবন যাদের অন্বিষ্ট, তারা অবশ্যই সত্যের দিকে ঝুঁকবে, একে গ্রহণ ও এর অনুশীলন করবে। যদি কোনো খল-চরিত্রের বা ঘোর বিদ্বেষী মানুষ সত্য গ্রহণের ব্যাপারে শয়তানের ফেরেবে পড়ে, তাহলে তার কপাল মন্দ। সে খারাপই থেকে যাবে।

মানবজাতির একমাত্র পরিচালকবৃন্দ

কিন্তু মার্কসবাদ ও রুশ-জারবাদী ইতিহাস মানবজাতির কাজ-কর্মের একমাত্র পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক সেজে বসে আছে। সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার তাদের

www.pathagar.com

মধ্যেই কুক্ষিবদ্ধ। মানবজাতির কল্যাণ যেন তাদেরই করতলে আবদ্ধ। সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষই যেন কিন্ডারগার্টেনের কচি শিশু। এই দু'জনই এসব ক্ষুদে প্রাণীদের একমাত্র আদর্শ। তারাই যেন পৃথিবীর এতীম, অসহায় মানব সন্তানদের একমাত্র অভিভাবক, রক্ষক। এরাই বুঝি বিশ্বের মানবজাতির সকল অধিকারের মালিক।

এহেন বোকামি কিছু সরল-সোজা মানুষের কাছে বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে; এহেন দুর্গতি কিছু কিছু বিপথগামী ভদ্রলোকের কাছে অগ্রগতি রূপে প্রতিভাত হয়েছে; মানবজাতির বিরুদ্ধে এহেন নিদারুণ বিদ্বেষের বিষবাষ্প কতিপয় দুঃসাহসী নির্বোধের কাছে একটি ফ্যাশন হিসেবে পরিণত হয়েছে; এবং এহেন নিষ্ঠুর পাশবিকতা ক্ষমতা-সন্ধানীদের হাতের উপযুক্ত হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েছে; যারা প্রলেতারীয় জারবাদের বশংবদ পোষ্য হওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। এই নিষ্ঠুর পাশবিকতা তাদের প্রতি সমর্থনের হাত প্রসারিত করছে লগ্নি হিসেবে; বিনিময়ে সুদে-আসলে সে তার লভ্যাংশ উসুল করে নেবে।

পৃথিবীকে শাসন, কিংবা পুনর্নির্মাণ কিংবা একে নব-রূপদানের স্বপ্ন নতুন নয়। এটা তার রাক্ষুসে ফালের আঘাতে পৃথিবীর বুককে ফালাফালা করছে এবং রক্ত ঝরাচ্ছে। সকল নিষ্ঠুর, নিকৃষ্ট স্বপ্নদ্রষ্টারাই তাদের উঁচু মাথা অবনত করেছিল ইতিহাসের নোংরা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যে। তাদের প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব সময়ের অগ্রগতির মানদণ্ডে নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে দাবি করতো। কিন্তু মানুষের অবয়বে পাশবিকতার অধিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ডাহা বোকামিরও পোয়াবারো

"দূর পারস্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ খোদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ খোদা, সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর চোজরোজের নিকট থেকে তার কুলাংগার ও নির্বোধ দাস রোমান হেরাক্লিয়াসের প্রতি ঃ তুমি বলো তোমার খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহলে কেনো তিনি তোমার জেরুজালেমকে আমার থাবা থেকে রক্ষা করেন নি?"[২১]

এহেন বোকামি ও জাহিলিয়াতের যখন পোয়াবারো অবস্থা, তখন বহু মাথামোটা ব্যক্তি এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, যেমনটি তারা আজকের প্রলেতারীয় জারবাদের জয়জয়কারের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছে। এটা সেই একই পুরনো মদ, একই মাতলামী এবং সেই মাতলামীর ফলাফল একই। কিন্তু মার্কসীয় ভেল্কিবাজরা স্রেফ বোতল এবং লেবেল পরিবর্তন করেছে। পারসিকরা সিরিয়া, জেরুজালেম, মিসর, এমন কি উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলী পর্যন্ত জয় করেছিলো এবং কনস্টান্টিনোপলের দ্বার পেরিয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। আজকের দিনের প্রলেতারীয় জারবাদীরাও এ ধরনের নয়ন-সুখকর বিজয়সমূহের হিসাব রাখতে পারে এবং নির্বোধদের চমকিত ও মানবজাতিকে

www.pathagar.com

এর বোকামি অর্থাৎ বিশ্ববিজয় ও এর 'নব-রূপায়ণ' সম্পর্কিত চরম মিথ্যাচারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। ঐ সময়ে নাস্তিক আরব, ইয়াহূদী এবং অন্যরা রোমান খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সাহায্য করেছিলো। আজকের প্রলেতারীয় জারবাদও তাদের সংগে নিয়ে যূথবদ্ধ হয়েছে পৃথিবীকে ধ্বংস করার মানসে।

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ . فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ .

"রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, — নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তাহারা তাহাদিগের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে।"[২২] (৩০ ঃ ২-৩)

"কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো অমোঘ বাস্তবতার নযীর মিলবে না, কারণ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের রাজত্বের প্রথম এক যুগ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ঘন্টাধ্বনিই নিনাদিত করছিলো।"[২৩]

বাস্তব অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা ছিলো এই ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিকূলে। কিন্তু অসত্যের দানবীয় শক্তিদর্শনে অসত্যের ধ্বংসশীল সত্তা কেবল উল্লাসে হাসছিলো।

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ

"যাহা আবর্জনা, তাহা ফেলিয়া দেয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে, তাহা মাটিতে থাকিয়া যায়।"[২৪] (১৩ ঃ ১৭)

বুদ্‌বুদ্-স্বরূপ নশ্বর অসত্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। তা' তার ধারক-বাহকদের আকৃষ্ট করে, একাকীই দর্শকদের মাত্ করতে চায়। এর ধ্বংস অনিবার্য। অনুরূপভাবে আবর্জনাও অন্তর্হিত, পরিত্যক্ত হয়, যে সময় "যাহা মানুষের উপকারে আসে, তাহা মাটিতে থাকিয়া যায়।"

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) খবর পান যে, মিসরের গভর্নর আয়াদ বিন গানাম মিহি কাপড় পরিধান করছেন, যা' বিলাসিতার লক্ষণ। তিনি তাঁর দরজায় সশস্ত্র প্রহরীও নিযুক্ত করেছেন, যা একনায়কতন্ত্রের লক্ষণ।

খলীফা হযরত উমর (রা) মুহাম্মদ বিন মুসলিমাকে নির্দেশ দিলেন মিসরে গিয়ে আয়াদকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসার জন্যে।

www.pathagar.com

গভর্নরের মেষ চরানো

"খলীফা গভর্নরকে দাগ্ড়া অমসৃণ পশমের জামা পরিধান ও পাহাড়ে গিয়ে মেষ চরাবার হুকুম দিলেন।"[২৫]

ইসলামের মহিমাদীপ্ত আদর্শ অসত্যের ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মত অদৃশ্য হয়ে যায় না; কারণ তা' একই গাণিতিক নিয়মে অভূতপূর্ব নিপুণতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকাকে উড্ডীন করেছে। আয়াদের কোনো অধিকার ছিলো না আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর একনায়কতন্ত্রের নিশানা প্রকাশকারী একজন প্রহরী নিয়োগের। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থায় এটা কি কল্পনাসাধ্য? একজন শাসক যদি বিলাসী জীবন যাপন করেন, তাহলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই জনগণের স্বার্থ বিস্মৃত হন। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থায় এটা কি চিন্তা করা যায়?

আবি বিন কা'ব মহানবী (স)-এর একজন বিশিষ্ট বিশ্বস্ত সাহাবী ছিলেন। একদা খলীফা লক্ষ্য করলেন যে, বহু লোক বিনয় ও তা'জিমের সাথে তাঁকে (কা'ব) অনুসরণ করছে। খলীফা তাঁর চাবুকটি আনার আদেশ দিলেন। সাহাবী হযরত কা'ব (রা) এর কারণ জিগ্যেস করলে খলীফা মন্তব্য করলেন ঃ

"তুমি কি জানো না যে, এ কাজ ইসলামের অনুসারীদের জন্যে গর্হিত, অপবাদজনক এবং তোমার নিজের জন্য অনিষ্টকর?"[২৬]

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে কোনো তুলনা হবে কি? পাঠকবৃন্দ মার্কসবাদের কথা চিন্তা করুন, যার অস্তিত্বই টিকে আছে একনায়কতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও একদলীয় স্বৈরাচারী দানবের রক্ত-চক্ষুকে সম্বল করে।

কয়েক ফোঁটা মধু গ্রহণের সম্মতি

একদা খলীফা হযরত উমর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হেকিমগণ ওষুধের মধ্যে মধু মেশানোর পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বাজার থেকে মধু কেনার মতো পয়সা তো তাঁর নেই। বায়তুল মাল-এ মধু মওজুদ ছিলো। কেউ একজন তাঁকে সেখান থেকে কয়েক ফোঁটা মধু নেয়ার কথা বললো। তিনি মধু নিতে অস্বীকার করলেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে জনগণ তাকে এর দায় থেকে মুক্ত করে।"[২৭]

তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সরকারের একজন শাসক জনগণের সম্মতি ব্যতীত কয়েক ফোঁটা মধু গ্রহণ করেন নি।

আজকের মার্কসবাদীদের কথা ভাবুন। তারা বিনাসম্মতিতে, আসুরিক উন্মত্ততায় একটি গোটা জাতিকে গ্রাস করছে, তার ওপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে এবং তাদের জীবন্ত সত্তাকে একদলীয় স্বৈর-শৃঙখলে বন্দী করছে।

www.pathagar.com

এই কি উন্নতি?
এই কি বিজ্ঞান?
এই কি জুলুম থেকে মুক্তি?
মানবজাতির জন্যে এ কি অভিশাপ, না আশীর্বাদ?

ইতিহাসের সমস্ত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের স্বেচ্ছাচার তুচ্ছতায় ম্লান হয়ে যায়, যখন আমরা আজকের মার্কসীয় স্বেচ্ছাচারের কথা ভাবি। এই উলংগ স্বেচ্ছাচার কাপুরুষোচিতভাবে, অত্যন্ত হীন উপায়ে এর বিচিত্র লেবাসধারী প্রলেতারিয়েতদের একনায়কতন্ত্র ও অগ্রগতি এবং পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি ইত্যাদির মুখোশের আড়ালে এর ঘৃণ্য একদলীয় চেহারাকে লুকোবার চেষ্টা করছে।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ .

"তাহারা যাহা বলে, তাহা আমি সম্যকভাবে অবগত আছি, তোমাকে তাহাদের উপর জবরদস্তি করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় নাই; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।"[২৮] (৫০ ঃ ৪৫)

সপ্তম শতাব্দীতে শক্তি প্রয়োগ যখন আইনের বিধান ছিলো, তখন ইসলাম তা' নিষিদ্ধ করে। অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের সেই দিনগুলোতে শান্তিপূর্ণ সতর্কীকরণের এই নীতিকে ইসলাম উৎসাহিত করেছিলো। আজকের বিশ্ব সুসভ্য, প্রাগ্রসর। এটা সপ্তম শতাব্দীর সেই বর্বরতার যুগের মতো নয়। তবুও মার্কসবাদ শক্তি প্রয়োগ করছে, পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শক্তি, জবরদস্তি ও ভীতিপূর্ণ সেই অন্ধকার যুগের দিকে।

আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার যুগ। তথাপি মার্কসীয় গুম্‌রাহী জনগণকে সপ্তম শতাব্দীর লোকদের মতো অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং মূর্খ ঠাওরাচ্ছে। জনগণকে এর বোকামির অষ্টরম্ভা গেলানোর জন্যে তা তাদের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করছে আগ্নেয়াস্ত্র।

এটা যদি বিন্দু পরিমাণও সত্য ধারণ করে; সভ্য পৃথিবী তা' চিন্তা-ভাবনা করুক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে গ্রহণ করুক।

এভাবেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা আদৌ মংগলজনক 'সত্য' নয়; বরং সর্বনাশা অসত্য, যা' টিকে থাকার জন্য কেবল শক্তির ওপরই নির্ভর করে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

শিং এবং গরু

"বিধাতা প্রেরণ করলেন একটি পট্‌কা গরু
ছোট্ট তার শিং;
কিন্তু আরেকটি গরু,
আরও বেশি পটকা, তার একটিও শিং নেই।"[১]

"সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউরী আঁদ্রোপভ গত রাতে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর দেশ মহাসাগর এবং সাগরে পারমাণবিক ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটাবে, যা' আমেরিকাকে সেই একই কায়দায় আতঙ্কগ্রস্ত করবে, যেমনটি ইউরোপে আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ রাশিয়া ও তার সমাজতান্ত্রিক মিত্রদেরকে আতঙ্কিত করছিলো।"[২]

আমেরিকার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এটাই উপযুক্ত জবাব। যদি রাশিয়াকে হুম্‌কি দেয়া হয়, তাহলে আমেরিকাকেও একইভাবে হুম্‌কির সম্মুখীন হতে হবে। মার্কিনীদের মতো রুশরাও তো একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মার্কিন হুম্‌কি যদি রাশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রসমূহও আমেরিকার আকাশ ছেয়ে ফেলবে এটা দেখাতে, আমেরিকার প্রত্যন্ত গৃহবাসী মানুষও যেন একই ভয়াবহ আতঙ্কের দৃশ্য অবলোকন করতে পারে।*

কিন্তু ইউরোপে আগ্রাসন বিস্তারের লক্ষ্যে পারশিং-২ ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আনয়নের পূর্বে তারা তা' করেনি কেনো? এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব হলো ঃ তাদের নিজের ঘর হুম্‌কির সম্মুখীন হয় নি। পক্ষান্তরে, তারাই তাদের এস.

---

* বর্তমানে এই 'ঢিল মারলে পাটকেল' অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ার অবস্থা তুষারাক্রান্ত বেড়ালের মতো — শক্তিহীন, নিতান্তই কাহিল অবস্থা। সমাজতন্ত্রের বিষবৃক্ষ উপড়ে পড়েছে, প্রজাতন্ত্রগুলোতে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে, চরম খাদ্যাভাব, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা, অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব এখন রাশিয়াকে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করার উপক্রম করেছে। এখন আমেরিকা-আক্রমণ তো দূরের কথা, আমেরিকান সাহায্যের বিনিময়ে মার্কিনীদের চপেটাঘাত হজম করার মতো মানসিকতাও সে রপ্ত করে ফেলেছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ইউরোপের ঘরে ঘরে আতঙ্কের ঝড় তুলেছিলো। কেনো তারা ইউরোপের ঘরে ঘরে আতঙ্কের ঝড় তুলেছিলো? এর সোজা-সাপ্টা জবাব : এটা করেছিলো তাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত 'সর্দারীকে' কুক্ষিগত করার একটি অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবেই।

"শত-সহস্র মানুষ সমাবেশে যোগদান করেছিলো। তারা আজ পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র সোভিয়েত নয়া পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানব-শিকল রচনা করে। ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বন, হামবুর্গ, পশ্চিম বার্লিন ও স্টুটগার্টে সপ্তাহ ব্যাপী এক চরম প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।"[৩]

ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের অধিকার আছে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। কিন্তু রুশ জনগণের ব্যাপারে কি ঘটেছে? তারা কেনো এস. এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্র বিস্তার সংক্রান্ত তাদের সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নি?

কিন্তু ইউরোপীয় শান্তিবাদীরা এই সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন, যা' তাঁদের বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্যকেই খারিজ, অকার্যকর ও সমূলে ধ্বংস করে। শান্তি কি কখনও একতরফা আসে?

অধিকন্তু, এই ভদ্রমহোদয়েরা তাঁদের নির্বাচিত সরকারসমূহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে ভুল-সময় বেছে নিয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংঘাতের সঠিক সময় তখন ছিলো, যখন এস. এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্র সমূহ ব্যাপকভাবে তাদেরকে খতম করা শুরু করেছিলো, তারা কি তখন ভেবেছিলো যে, ঐ সব ক্ষেপণাস্ত্র রাস্তায় রাশি রাশি ফুল এবং চকোলেট ছড়িয়ে দেবে?

ইতোপূর্বে মোতায়েনকৃত এস. এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্রের জবাবে তাদের নির্বাচিত সরকারসমূহ যখন মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখনই তারা প্রতিরোধের জন্য জেগে ওঠে।

একতরফা নিরস্ত্রীকরণ অবাস্তব

একতরফা নিরস্ত্রীকরণ স্বাভাবিকতার পরিপন্থী, অসম্ভব। পাখিদের জন্ম হয় ঠোঁট এবং নখরসহ। এমন কি গরুদেরও শিং দেয়া হয়েছে নিজেদেরকে রক্ষার জন্যে। অবশ্য, একতরফা নিরস্ত্রীকরণের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে, যখন কোনো একপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ে, তখন। গরুটি যদি পট্‌কা ও খর্বাকৃতির হয়, তাহলে বিধাতা তাকে খাটো শিং দেন। কিন্তু গরুটি যদি অতিশয় পট্‌কা ও খর্বাকৃতির হয়, তাহলে শেক্সপীয়রের ভাষায় "তাকে কিছুই দেয়া হয় না।"

www.pathagar.com

প্রত্যেক ক্ষমতালোভী ব্যক্তিই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অরক্ষিত ও দুর্বল রাখতে চায়; অর্থাৎ সে (প্রতিদ্বন্দ্বী) থাকবে শিংবিহীন অথবা খাটো শিংওয়ালা গরুর মতো। সে লম্বা শিং চায় শুধুমাত্র তার নিজের গরুগুলোর জন্যে, যাতে তারা পট্‌কা গরুটিকে সারা মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে; পট্‌কা বেচারা পদদলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত চলে এই নির্মম পশ্চাদ্ধাবন।

এজরা পাউন্ড অজ্ঞ ছিলেন না, যখন তিনি ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের "গরু এবং তারা পরিপূর্ণ আনুগত্যের সংগে জবাই হতে যায়" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

তাদের মধ্যে এই গোলামি-মানসিকতার স্রষ্টা কে, সেটা খুঁজে বের করা তাদের বিষয়; কিন্তু তাদের এই 'গরু স্বভাব' সম্পর্কে অবহিত হওয়া একান্তই সহজ। তারা তাদের একান্ত হালের সত্য ইতিহাসকে ভুলে গেছে।

"বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী তিনটি শক্তির একটি" অন্যদের সংগে শত্রুর মতো আচরণ করছে। ১৯৪৯ সালে একটি সোভিয়েত পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর ভদ্রতার ভান করার আর প্রয়োজন ছিলো না; রুশরা এখন খোলাখুলিভাবে হিংস্র চেহারায় আবির্ভূত হতে পারঙ্গম।"[৪]

রাশিয়ার যুদ্ধকালীন মিত্রদের রুশ-হিংস্রতায় অনুশোচনা বা অভিযোগ করার কোনো কারণ নেই; তারা শুধু তাদের গো-মূর্খ আচরণের জন্যে নিজেদেরকে অভিযুক্ত করবে, অসহায় আক্রোশে চুল ছিঁড়বে। হিটলারের নিষ্ঠুর একদলীয় স্বেচ্ছাচার ও তাঁর নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ছিলো অবাধ, খোলামেলা; মানুষকে বোকা বানানোর কোনো স্বভাব নাৎসীদের চরিত্রে ছিলো না। কিন্তু রাশিয়ার মার্কসীয় একদলীয় স্বেচ্ছাচার এবং দাসোচিত রুশ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা ছিলো আরও বেশি কপট, ধূর্ত এবং প্রতারণাপূর্ণ। মানুষকে বোকা বানানোর ক্ষেত্রে তার স্বভাব নজীরবিহীন।

নিরবচ্ছিন্ন রুশ-উপনিবেশবাদী সম্প্রসারণ ছিলো ইতিহাসে অনন্য। মার্কসবাদসহ রুশ-ইতিহাস পৃথিবীর জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়েছিলো। কিন্তু 'গো-মূর্খ' ইউরোপীয়রা আজ অবধি তা' বুঝতে পারে নি।

"যুদ্ধের পর সত্তর মার্কিন সৈন্যবাহিনী ভেংগে দেয়া হয়, কিন্তু সে সময় রুশ-সেনাবাহিনীকে বহাল তবিয়তেই রাখা হয়েছিলো।"[৫]

এ রকম হাজারো ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে, যেগুলো পশ্চিমারা উপেক্ষা করেছে। উটপাখিসদৃশ এই পশ্চিমারা হাজার হাজার সোল্‌ঝিনিৎসিনদের দ্বারা ধাক্কা খায় না, সুপ্তোত্থিত হয় না। অবশ্যই "মাথামোটারা অভিশপ্ত, কোনো নিয়ম-কানুনের ধারই তারা ধারে না।"

দুই প্রতিবেশী পরাশক্তি

দুই পরাশক্তির দুই প্রতিবেশীর অবস্থা তাদের স্ব স্ব স্বভাবেরই বাস্তব চিত্র। দুই পরাশক্তিই কর্তৃত্ববাদী, বস্তুবাদী, উপনিবেশবাদী এবং সম্প্রসারণবাদী। কিন্তু কে সংযত, আর কে অসংযত, সেই প্রশ্নই আমাদের বিবেচ্য।

কিউবা মার্কসবাদীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে ..... আমেরিকার প্রতি একটি হুমকি

জহীর শাহের সময়ের আফগানরা মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদীদের দ্বারা শাসিত হয় নি ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি ছিলো না।

কিউবা মার্কসবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে ..... আমেরিকার প্রতি একটি হুমকি

জহীর শাহ্ ও দাউদের অধীনে আফগান শাসন অনৈসলামিকতার বিস্তার ঘটাচ্ছিলো ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি ছিলো না।

কিউবা আমেরিকার বিরোধী রয়েছে ..... রাশিয়ার জন্যে হুমকি ছিলো না।

আমেরিকায় কিউবার শরণার্থী ছিলো ..... আমেরিকার জন্যে একটি হুমকি ছিলো।

রাশিয়ায় কোনো আফগান শরণার্থী নেই ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি নয়।

কিউবায় রাশিয়ার সেনাবাহিনী ছিলো ..... আমেরিকার জন্যে একটি হুমকি।

আফগানরা রাশিয়ার দ্বারা সশস্ত্র হয়েছিলো ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি ছিলো না।

কিউবা মার্কিন বিরোধী গোলা ও রসদাদি বৃদ্ধি করছিলো। ..... আমেরিকার জন্যে একটি হুমকি ছিলো।

আফগানিস্তানের শুধুমাত্র রুশ-সমর্থক গোলা ছিলো ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি ছিলো না।

কিউবায় মার্কসবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো ..... আমেরিকার জন্যে একটি হুমকি ছিলো।

আফগানিস্তানে মার্কসবাদ ক্ষমতা দখল করেছিলো ..... রাশিয়ার জন্যে কোনো হুমকি ছিলো না।

তবুও আফগানিস্তান আক্রান্ত হয়েছে এবং একটি পরাশক্তি তার আরোপিত সন্ত্রাস হজম করতে আফগানদের বাধ্য করছে। মেষশাবককে খেয়ে ফেলার সমস্ত নেকড়েসদৃশ নিষ্ঠুর ছুঁতো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। এই নিষ্ঠুর নেকড়েসদৃশ পরাশক্তি কেনো একটি অগ্রসরমান জাতিকে খতম করছে?

www.pathagar.com

মার্কসবাদের স্রষ্টারা শুধুমাত্র তাদের আন্তর্জাতিক পুলিশী-ভূমিকাকেই জায়েয করেনি; মার্কসবাদীদের নির্দেশও দিয়েছে বিশ্বকে 'নব-রূপায়ণের' এই লক্ষ্যে অগ্রগামী হওয়ার জন্যে। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র এবং বর্বর আন্তর্জাতিক উপনিবেশবাদ এই মার্কসবাদী উচ্চাশাকে স্বাগত জানিয়েছিলো। একের ভিতরে দুই প্রলেতারীয় জারবাদ পরিণাম বিবেচনা না করেই এখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার শ্বেত-স্বৈরতন্ত্র একদা কিউবা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হওয়ার পর সে তার স্বৈর তৎপরতা অব্যাহত রাখতে সাহস করে নি; কারণ স্বদেশে সে পাঁচটি শক্তিশালী বাধার মুখোমুখি হয় তাহলোঃ (১) স্বাধীন পার্লামেন্ট বা কংগ্রেস; (২) স্বাধীন প্রচার-মাধ্যম; (৩) স্বাধীন জনমত, (৪) একনায়কতন্ত্র অবৈধ; এবং (৫) গণতন্ত্রের সংগে একাত্মতা।

এই আমেরিকান স্বৈরতন্ত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। যদিও তা আরব-বিশ্বে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার মুখোমুখি হচ্ছে, কিন্তু সে এই এলাকা থেকে হাত গুটিয়ে ফিরে যায় না। মানুষের খুন সেখানে বৃষ্টি-ধারার মতো ঝরছে এই পরোক্ষ উপনিবেশবাদের কারণেই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পর ইয়াহুদীতন্ত্রই প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা শাসন করছে। নির্বাচনের সময় আমেরিকা উল্লেখিত বাধাসমূহ আমেরিকা ইয়াহুদী মহাজনের কাছে (চাঁদার জন্যে) বন্ধক রাখে। মার্কিন গণতন্ত্রের এই বন্ধক প্রদান রুশ একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ নিকৃষ্ট, যা' নিজের স্বার্থসমূহ বিদেশী শক্তির কাছে বিক্রি করতে তত বেশি তৎপর নয়; যা' এত বেশি হীন, নিকৃষ্ট নয় যে, সামান্য ক'টি ডলারের বিনিময়ে তার বিবেক বিক্রি করবে এবং যা' এত বেশি গোলামি মনোভাবাপন্ন নয় যে, একটি বিদেশী কসাইয়ের ছুরি শাণাতে সাহায্য করার জন্যে সাগ্রহে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

সাদা চামচাগুলো ইয়াহুদীতন্ত্রের অধীনে মার্কিন নেতারা যেভাবে নিকৃষ্টতম গোলামি মানসিকতা রপ্ত করেছে, তার অনুকরণে অবশ্যই রুশ একনায়কতান্ত্রিক অসুরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবে।

রাশিয়াও একাধিকবার আফগানিস্তানে বিফল হয়েছে। জহীর শাহ্ ও দাউদের ইসলাম-বিরোধী সংস্কার কর্মসূচী, যা' রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলো — রাশিয়ার পরিকল্পনা মাফিক অদূর ভবিষ্যতে মার্কসবাদকে স্বাগত জানাতে ব্যর্থ হয়। তারাকী প্রদত্ত মার্কসবাদী প্রতিশ্রুতিসমূহ জাতিকে কবজা করতে ব্যর্থ হয়; মানবজাতির দুশমন মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) দমন করতে তাদের হাজার হাজার সামরিক উপদেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা আমিনকে স্বল্পস্বাধীন লালপন্থী বানাতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় বহু লালপন্থীর

www.pathagar.com

মধ্যকার স্বাধীনতার উন্মাতাল জোয়ার ঠেকাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রকৃত সরাসরি আক্রমণটাই একটি চরম ব্যর্থতা।

এত এত ব্যর্থতার পরও কেনো লাল-জারবাদ ঘরে ফিরে যাচ্ছে না, যেমনটি আমেরিকার শ্বেত-স্বৈরতন্ত্র কিউবা থেকে হটে গিয়েছিলো?

প্রলেতারীয় জারবাদের গোঁয়ার ইঞ্জিনের গতিরোধ করার মতো কোনো গতিরোধক বা ব্রেক রাশিয়ার হাতে নেই, এর শুধুমাত্র এক্সেলেটরই (যন্ত্রের গতিবর্ধন অংশ) আছে। ফলে, হয় চালককে পথের সমস্ত কিছু মাড়িয়ে, তছনছ করে, গন্তব্যে পৌছুতে হবে, নতুবা ইঞ্জিন বার্স্ট হলে নিজকেই পুড়ে-ঝলসে মরতে হবে।

এটাই হলো মার্কসীয় মোটরগাড়ি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিস্ময়। এটাই হলো মার্কসীয় 'বিজ্ঞান'। কতো সংখ্যক বিজ্ঞানী এহেন 'বিজ্ঞান' সম্পর্কে জ্ঞাত? বর্বরদের যদি বিন্দুপরিমাণও লাজ-শরমের বালাই না থাকে, তাহলে তারা এবং একমাত্র তারাই এর মধ্যে জ্ঞানের কিছু আছে বলে দাবি করে। এবং "...... গোমূর্খরা পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে জবাই হতে যায়"...

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

দুই নগরের কাহিনী : মদীনা ও মস্কো

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا .

"আমি তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছি নিশ্চিত বিজয়।"[১] (৪৮ : ১)

সত্য অসত্যকে ভয় পায় না। বরং অসত্যই ভয় পায় সত্যকে। আলো অন্ধকারকে দূরীভূত করে, পক্ষান্তরে, আলো যখন অন্তর্হিত হয়, তখনই অন্ধকার সবকিছুকে গ্রাস করে। একটি ছোট্ট টর্চ লাইট রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে; অন্য দিকে, লক্ষ লক্ষ ঘন-কালো মেঘ দিনকে রাতে রূপান্তরিত এর আলো দূরীভূত করতে পারে না।

এ কারণেই অসত্য সত্যের কল্যাণী হাওয়ার সামনে থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ আলোচনায় কম্পমান হয়; ন্যায়-বিচারের সুবাতাসে থর্থর করে কেপে ওঠে স্বৈরাচারের মসনদ; একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক বর্বরতা উদারনীতি এবং মানবাধিকারকে ভয় পায়; একজন কারাধ্যক্ষকে এই চিন্তা ভীত করে যে, তাঁর বন্দীরা মুক্তভাবে স্বাধীন লোকজনের সংগে সাক্ষাত, যোগাযোগ, আলোচনা ও মেলামেশা করবে, অথবা কারাধ্যক্ষের কারা-ম্যানুয়াল অগ্রাহ্য করে মুক্তভাবে কারো কথা শুনবে, লেখাপড়া করবে এবং চিন্তা করবে। এই কারা-ম্যানুয়াল কারা বন্দীদের শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই ভদ্রলোকটি তাঁর বন্দীদের মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অতি-অবশ্যই শারীরিকভাবে কারাভ্যন্তরে আটকে রাখার লক্ষ্যে ভুলভাবে "সংক্রমণ" শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। শুধুমাত্র বাধ্য কারাবন্দী বা কারাধ্যক্ষের দালালদেরকে অলক্ষ্যে গুপ্তচরদের কড়া নজরদারীর মধ্যে আদর্শহীন লোকদের সংগে সীমিত সংযোগ রক্ষার সুযোগ দেয়া হয়।

পৃথিবীর একমাত্র মার্কসবাদই সেই কুখ্যাত কারাধ্যক্ষ, যে 'সংক্রমণ' শব্দটিকে অযথার্থভাবে ব্যবহার করেছিলো।

www.pathagar.com

যেহেতু এর বিজ্ঞান হলো বন্য-জীবন বিজ্ঞান;

যেহেতু এর স্বাধীনতা হলো লাল-একনায়কদের দ্বারা পরিচালিত প্রলেতারীয় নির্যাতন;

যেহেতু এর অগ্রগতি হলো যুদ্ধ-শিল্পের অগ্রগতি, যার উৎপাদিত সামগ্রী নিঃশেষিত হয় ধ্বংসের তাণ্ডবের দ্বারা, অথবা দশকের পর দশক ধরে ধ্বংস হয় অপ্রচলিত বা সেকেলে হওয়ার জন্যে কিংবা হত্যা ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে দরিদ্র দেশগুলোর কাছে তা' বিক্রি করা হয় অথবা উপহার হিসেবে দেয়া হয়;

যেহেতু এর অর্থনীতি হলো ঘাটতি, সংকট, নিম্নমানের জীবনযাপন এবং দীর্ঘ ক্লান্তিকর লাইন;

যেহেতু এর ইতিহাস হলো একটি মার্কসবাদী দেশের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণী এবং লাল-একনায়কদের মধ্যকার, ছোট-বড় লাল-দলসমূহের মধ্যকার, সংস্কারপন্থী লাল-মোসাহেব নেতৃবৃন্দ ও প্রলেতারীয় জারবাদের মধ্যকার অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস;

যেহেতু এর উদ্বৃত্ত মূল্য হলো সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, যখন একজন শ্রমিক সেই মূল্য গ্রহণ করে লোকসানের বিনিময়ে;

যেহেতু 'সংক্রমণ' শব্দটি নিতান্তই বেঠিক ও প্রতারণাপূর্ণ।

নিজের নাগরিকদের নিয়ে অত্যধিক ভয় এর নিজেরই অবিশুদ্ধতা, পচন, ভ্রষ্টতা এবং ব্যাধির প্রমাণ, যার কারণ নিহিত রয়েছে এর নিজ সত্তার অস্বাভাবিকতার মধ্যেই।

সুতরাং আদর্শহীন ব্যক্তিদের সংগে লালপন্থী কারাবন্দীদের অবাধ মেলামেশা কোনো দূষণ নয়, বরং যা' পচা, দূষিত তার শুদ্ধিকরণ বড়ি;

যা' সংক্রামক, এ তার মোক্ষম দাওয়াই; এবং তা' অপবিত্রতাকে পবিত্র করার অব্যর্থ ধন্বন্তরী।

মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যখন বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি-র শর্তাবলী চূড়ান্ত হচ্ছিলো, তখন কাফিরদের বন্দী অবস্থা থেকে পলায়নপর আবু জান্দাল মহানবী (স) এবং অপর চৌদ্দশত মুসলমানের সম্মুখে আবেদন জানালো "আমাকে মদীনায় নিয়ে চলুন, আমি মক্কায় কাফিরদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছি।"

মক্কার স্বৈরশাসকদের একজন প্রতিনিধি বললো, "একে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

রসূল (স) জবাবে বললেন ঃ

"সন্ধি চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয় নি।"

তখন কাফির-পক্ষের মধ্যস্থতাকারী বললো ঃ

www.pathagar.com

"তাহলে আমরা আদৌ কোনো সন্ধি চাই না।"

রসূল (স) বললেন ঃ

"তাকে এখানে, এই হুদায়বিয়াতে থাকতে দাও।"

কাফিরদের দূত দৃঢ়কণ্ঠে বললো, "না"।

অত্যাচারিত আবূ জান্দাল তখন মুসলমানদের প্রতি কাফিরদের অমানুষিক নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট ক্ষত ও আহত স্থানসমূহ দেখিয়ে বললো, "হে আমার মু'মিন ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি আমাকে পুনরায় এই অবস্থায় দেখতে চান? আমি একজন মুসলমান; আপনারা কি আমাকে মক্কার কাফির জালিমদের কাছে হস্তান্তর করবেন?"

মহানবী (স) এমতাবস্থায় সন্ধির শর্তাবলী মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিস্থিতি হযরত উমরকে (রা) অসহিষ্ণু করে তুলেছিলো। তিনি বললেন ঃ

"আপনি কি সত্যের নবী নন?"

"হ্যাঁ, আমি তাই।" — শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন রসূলুল্লাহ্ (স)।

হযরত উমর (রা) উত্তেজিতভাবে বললেন ঃ

"আমাদের বুনিয়াদ কি সত্যের ওপর সুদৃঢ় নয়?"

"হ্যাঁ, তাই" — পরম পরিতৃপ্তির সংগে রসূল (স) জবাব দিলেন।

"তাহলে আমরা কেনো এই অপমান সহ্য করবো?" — উমর (রা)-এর প্রশ্ন।

"আমি আল্লাহ্র নবী। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না।"[২] — রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জবাব।

সন্ধির শর্তসমূহের মধ্যে যে অসম ধারাটি মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি হতাশ এবং কাফিরদের উৎফুল্ল করেছিলো, তা' এই ঃ

"যদি কোনো মুসলমান বা অমুসলমান মদীনায় হিজরত করে, তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে; পক্ষান্তরে, মদীনা থেকে কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।"

একমাত্র অসত্যই 'আদর্শিক সংক্রমণ'-কে ভয় পায়

আজকের মার্কসীয় অসত্যের ন্যায় বিজয়-পূর্ব মক্কার একনায়কতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী অসত্য-কুফ্রীও 'আদর্শিক সংক্রমণের' ভয়ে ভীত ছিলো এবং মক্কাকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে বদ্ধপরিকর ছিলো। সে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া চুক্তির অসম শর্তাবলীর বিজয় উদ্‌যাপন করেছিলো, যে চুক্তিতে মুসলমানরা সাধারণভাবে হতাশ হয়েছিলো।

এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সত্যের ভয়ে ভীত অসত্য সর্বকালে কুরআন-বর্ণিত এই ঘটনাটি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"আমি তোমার জন্য অবধারিত করিয়াছি নিশ্চিত বিজয়।"

এমন কি ইসলামের ভবিষ্যৎ খলীফা হযরত উমর (রা) পর্যন্ত রসূল (স)-কে সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, "এটা কি বিজয়?"

এ শুধু বিজয়ই ছিলো না, বরং তা ছিলো "নিশ্চিত বিজয়।"

যেসব কারণে ইসলাম মক্কা থেকে হিজরতকারী একজন মুসলমানকে মক্কায় তার অত্যাচারীদের কাছে ফেরত পাঠাবে এবং মদীনা থেকে মক্কায় গমনকারীর দাবিও পরিত্যাগ করবে" — সংক্রান্ত সন্ধি চুক্তির এই কঠোর শর্তটি মেনে নিয়েছিলো, তা হলো ঃ

তা (১) আত্মত্যাগের ভয়ে, দাবি পরিত্যাগের ভয়ে ভীত হয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে কাউকে দলে ভিড়ানোর ব্যাপারে ছিলো না, যেভাবে মার্কসবাদ বর্তমানে করছে; (২) "প্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগের" শিক্ষার প্রতি তা আস্থাশীল ছিলো। ফিত্‌রত-পরিপন্থী মার্কসবাদ কখনই বিশ্বাসের 'ব'-ও জানে না, এ জন্যেই 'সংক্রমণ'-এ তা ভীত কম্পিত হয়; (৩) মার্কসবাদের মতো এর কারাগারও নেই, কারাবন্দীও নেই, নেই তাদের পালানোর ভয়; (৪) যদি কোনো মুসলমান ইসলাম পরিত্যাগ করে, তাহলে মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করে যে, একজন গুমরাহ্ মানুষ মু'মিনদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেলো, মার্কসবাদের মতো নয়, যা' দল পরিত্যাগ করাকে দারুণভাবে ভয় করে, যেহেতু তার কথিত রীতি-পদ্ধতি সবটাই মিথ্যাকে আশ্রয় করেই পল্লবিত।

সন্ধি চুক্তির উল্লেখিত অনুচ্ছেদটির সুযোগে কারুর ইসলাম পরিত্যাগ করার সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করেন ঃ

"যদি কেউ আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যায়, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না, আল্লাহ্ তাকে আমাদের থেকে দূরেই রাখুন।"[৩]

ইসলাম কেনো মদীনায় অবিশ্বাসী, গুপ্তচর, ছদ্মবেশী শত্রু ও আদর্শচ্যুৎ লোকজনের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত স্রোতকে ভয় করে নি, যেমনভাবে মস্কোয় ভয় পাচ্ছে মার্কসবাদ?

মার্কসবাদের মতো ইসলাম মদীনাবাসীদের ওপর জবরদস্তি এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। সত্য, দাওয়াহ্, দৃঢ়-প্রত্যয়, আলাপ আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ কর্মপন্থার মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম অবিশ্বাসীদের, আদর্শিক ভিন্নমতাবলম্বী ও আদর্শহীনদের স্বাগত জানায়, সহ্য করে; মার্কসবাদের মতো নয়, যা' জন্মলগ্ন, শৈশব, কৈশোর ও অন্তিম সময়ে পর্যন্ত রক্তপাত না ঘটলে, শক্তি প্রয়োগ না হলে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত না হলে তৎক্ষণাৎ অক্কা পায়।

মক্কার নাস্তিক্যবাদী অসত্য পবিত্র কুরআনকে সর্বাপেক্ষা ভয় পেতো, যেমনভাবে এর সকল আদর্শিক সহোদররা আজ ভয় পায়।

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীরা বলে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ .

"সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।'[৪] (৪১ ঃ ২৬)

একবার হযরত আবূ বকর (রা)-কে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করা হয়। পথের মাঝে কারা গোত্রের সর্দার ইবনে দাগ্‌নার সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গোত্র সর্দার তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনলো এবং শহরের মধ্যে ঘোষণা করলো যে, সে আবূ বকরকে আশ্রয় দেবে। স্বেচ্ছাচারী গোষ্ঠি এ ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করলো যে, আবূ বকর উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না।"[৫]

কতোবার—আর কতোবার ঘন-কালো মেঘমালা ঢেকে দেবে সূর্যালোককে?

রসূলুল্লাহ্ (স) বদরযুদ্ধের যেসব যুদ্ধবন্দী মুক্তিগণ দিতে পারে নি, তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা প্রত্যেকে দশজন করে মুসলমানকে লেখাপড়া শেখাবে। কে কাকে ভয় করেছিলো? কে কাকে স্বপক্ষ বা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়েছিলো? আজকের দিন পর্যন্ত লোক ভাগানোর কাজে কে শীর্ষে এবং পরিণামে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

"ভ্রমণের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ পোল্যান্ডবাসীদের ক্ষুব্ধ করেছে, পূর্ব-জার্মানরা পোল্যান্ডের অবস্থা 'স্থিতিশীল' না হওয়া পর্যন্ত পোল্যান্ডে গমন এবং সেখান থেকে প্রত্যাগমনের ওপর নয়া কঠোর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে।"[৬]

সলিডারিটি ইউনিয়নের নেতৃত্বে পোল্যান্ডে স্বাধীনতার কতিপয় মৃদুমন্দ হাওয়ার দোলা পোল্যান্ডের চারদিকের লাল-পন্থীদের আতঙ্কিত করে তোলে এই আশঙ্কায় যে, তাদের লাল-জাঁতাকলে বন্দী মানুষগুলোও অনুরূপভাবে স্বাধীনতার জন্য কখন-না সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মার্কসবাদী যুক্তি-কৌশল সমূহ জবরদস্তিমূলকভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাঁচাবন্দী করার এবং এই বন্দীরা যাতে খাঁচা ভেঙে পালিয়ে যেতে না পারে, জোর করে তা ঠেকানোর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কারাধ্যক্ষের শত ভয়-ভীতি কিংবা শক্তি প্রয়োগ কারাবন্দী এবং প্রতিভূদের স্বাভাবিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে কখনই সফল হবে না।

মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধে তাদের নিহত লোকদের জন্য শোক জ্ঞাপন করতে জনগণকে নিষেধ করেছিলো। তাদের পরাজয় এবং অপমানের কথা

www.pathagar.com

তাদের সকলেই জেনে যাক, এটা তারা চায় নি। পরাজয় ও অপমানের ক্ষেত্রে এহেন গোপনীয়তা অবলম্বনের নীতি কয়েক দশকের তমসাচ্ছন্নতা কাটিয়ে পোল্যান্ডে সলিডারিটি-সূর্যের নব-অভ্যুদয়ের ঘটনা সম্পর্কে এবং আফগানিস্তানে প্যাদানি ও অপমান-অপদস্থ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে, পরাজয় ও অপমানের ক্ষেত্রে এহেন গোপনীয়তা অবলম্বনের নীতি বর্তমান দুনিয়ায় মস্কো বজায় রেখেছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কয়েক দশকের তমসাচ্ছন্নতার অবসান শেষে পোল্যান্ডে সলিডারিটি-সূর্যের দীপ্ত অভ্যুদয়ের ঘটনা বেমালুম গোপন করা এবং আফগানিস্তানে 'রাম-ধোলাই' ও অপদস্থ হওয়ার ঘটনা চেপে যাওয়ার মাধ্যমে।

অসত্যের এই দু'টি প্রকরণের মধ্যে বিন্যাস-ক্রমগত পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই।

যে ব্যবস্থা তার নিজের নাগরিকদেরই ভয় পায়, তাতে কি মংগলজনক কিছু থাকে?

"প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের নাম ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো, কারণ তারা ছিলো গণতন্ত্রী।"[৭]

ভয়ংকর রুশ-ইতিহাস ভয়ংকর মার্কসবাদেরই সমরেখ

ভয়ংকর মার্কসবাদের সংগে ভয়ংকর রুশ-ইতিহাসের কুটুম্বিতা প্রলেতারীয় জারবাদকে বিশ্বের মধ্যে জনগণকে শাসন করার সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ব্যবসায়ে পরিণত করেছে।

"মস্কো স্টাইলের বিধি-নিষেধ বলবৎ করা হলো। তা' সকল রুশবাসীর জন্যে একটি অবরুদ্ধ নগরী; তবে যারা প্রমাণ করতে পারে যে, তারা সেখানে বসবাস ও কাজকর্ম করে, তাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এই নতুন নীতিমালা ১০ই আগস্ট অর্থাৎ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর নাগাদ কার্যকরী থাকবে। এই বিধি-নিষেধের অর্থ হলো 'আদর্শিক দূষণ' এড়ানো। নাগরিকদের নির্দেশ দেয়া হয় তাদের সংগে তাদের অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট এবং 'তুমি কোথায় থাকো' এই তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র রাখতে; এমন কি রাজধানীতে যাওয়ার একটি টিকিট ক্রয়ের চেষ্টার পূর্বেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।[৮]

স্বাধীন, অবাধ মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিকভাবে সভ্য এবং মর্যাদাশীল বহুভাষী ও বহু ধর্মের ভারতবর্ষে ভারতীয়রা এহেন বাধা-নিষেধ, অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট এবং অন্যান্য প্রমাণ-পত্র সম্পর্কে জানতো না, এমন কি জরুরী অবস্থা-কালেও না।

একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশের সাথে তুলনামূলক বিচারে একটি

www.pathagar.com

মার্কসবাদী দেশ একটি বৃহৎ কারাগার ছাড়া কিছুই নয়। সেখানে প্রত্যেক কারাবন্দীর গলায় ঝুলানো জেল-ম্যানুয়াল; তাতে তার আসামী-নম্বর ও কারা-জীবনের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিবরণ লেখা থাকে, যেখানে এবং যখনই সে যাক্ না কেনো।

"হাজার হাজার সোভিয়েত নাগরিক আরও ভালো কাজ, সম্ভাব্য জীবন-সংগিনী / সংগী, অধিকতর উন্নতর দোকান থেকে সামগ্রী ক্রয় অথবা স্রেফ মফঃস্বল জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তির সন্ধানে প্রতি বছরান্তে মস্কোয় আগমন করে।

কে রাজধানীতে থাকতে পারবে, সে-ব্যাপারটি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রত্যেক বসবাসকারীরই একটি সরকারী পারমিট থাকতে হবে, এমন কি সে যদি অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, তবুও।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো সোভিয়েত নাগরিকের বাড়িতে কোনো আত্মীয়কে সরকার দপ্তরে নাম তালিকাভুক্তি ব্যতীত মাত্র তিন দিন থাকার অনুমতি দেয়া হয়। এর বেশি সময় থাকতে হলে তার অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট স্থানীয় থানায় পাঠানো বাধ্যতামূলক।"[৯]

এই হলো আজকের মার্কসবাদী অসত্যের একচোখা দানব-শাসিত একটি নগরীর কাহিনী।

আরবীয়রা মদীনায় আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করছিলো। তার মুকুট তৈরি পর্যন্ত শেষ। তার অভিষেকের একেবারে পূর্বক্ষণে ইসলাম সেখানে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর হিজরতের পর মদীনা হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী।

মুনাফিকীর আশ্রয় গ্রহণ এবং মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাত করা ব্যতীত আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-র আর কোনো পথ ছিলো না। সে এবং তার অনুসারীরা মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করেছিলো। সেখানকার ইয়াহূদীদের সুদ ও লগ্নি ব্যবসায় ছিলো। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি দেখে ভীত হয়ে পড়লো। তারাও ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হলো।

মক্কার জালিমরা মদীনায় ইসলাম-বিরোধী এই দু'টি শক্তির সাথে যূথবদ্ধ হলো। অসত্যের এই তিনটি প্রধান প্রতিভূ ছাড়াও ছোটো চেলা-চামুণ্ডা আরও অনেক ছিলো। মারাউদিং গোত্র, অপরাধী-চক্র ও লুঠেরার দল তাদের অবৈধ ব্যবসার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়লো।

মার্কসবাদী একনায়কদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়, যদি লাল-সাম্রাজ্যের কোনো একজন নাগরিক মস্কোয় আসে এবং নাম তালিকাভুক্তি ও থানায় অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট জমাদান ব্যতীত সেখানে এক মাসের জন্যে অবস্থান করে।

www.pathagar.com

সর্বব্যাপী আইন-শৃঙখলাহীনতা, স্বৈরাচার, একদলীয় স্বেচ্ছাচার, বর্বরতা এবং খুনখারাবির সেই চরম বিশৃংখল দিনগুলোতেও ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা খাঁটি ইসলামী গণতন্ত্রের চর্চা, লালন ও সংরক্ষণে আজকের সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এমন কি ভারতীয় ধাঁচের জরুরী অবস্থাও মদীনার মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হয় নি; যদিও সেখানে অনবরত সংগ্রাম, যুদ্ধ এবং একটি সাঁড়াশী আক্রমণ (খন্দকের যুদ্ধ) ইসলামকে তখন নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তৎপর ছিলো। মদীনার সর্বত্রই গুপ্ত ও প্রকাশ্য দুশমনের আনাগোনা। তথাপি মানবাধিকার রহিতকরণ বা নাগরিকদের ওপর সামান্য প্রতিবন্ধকতার বোঝা চাপিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করাও ছিলো সেদিন মুসলমানদের কল্পনাতীত।

মার্কস 'অপরিহার্য বিধানাবলী'-র জয়ঢাক বাজাচ্ছেন। কেবল ঢোল সহরতই তাঁর ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করছে না, যা' কারা-প্রাচীরে কোনো ফাটল দেখা গেলেই ভয়ে সন্ত্রস্ত, কম্পমান হয় — কিংবা কোনো বন্দী "বৈজ্ঞানিক জেল-ম্যানুয়াল" সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুললেই ভীত-কম্পিত হয়।

অভ্যন্তরীণ অসত্য অবধারিতভাবে ধ্বংস হয়, যেমনভাবে প্রাচীন সূর্য-দেবতা — আজকে যা রান্নাঘরে যা' চা প্রস্তুত করছে। এর ছিলো রমরমা অবস্থা। বিশাল ক্রেমলিন ছিলো এর আবাসস্থল। এ-ই ছিলো এর 'বিজ্ঞান'। এ-ই ছিলো এর অনুসারী। কিন্তু কতোকাল অসত্য রাজত্ব করবে?

এসব ঢোল-সহরত না থাকলে চিরস্থায়িত্ব সেই মহতী আদর্শেরই পদতলে লুটিয়ে পড়ে, যার ভেতরটা অসার নয়, মিথ্যে নয়।

সন্ত্রাসী অসত্যের ওপর হিমাদ্রিকঠিন সত্যের জয়

ইসলাম হুদায়বিয়ার অসম চুক্তিটি এ কারণে মেনে নিয়েছিলো যে, তা' এর আন্তর-শক্তি ও খাঁটিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কুরআন এই বিজয়কে "নিশ্চিত বিজয়" হিসেবে ঘোষণা করেছিলো, কারণ, তা এই নীতিরই যথার্থতা প্রতিপাদন করে যে, শান্তিপূর্ণ ও আত্মরক্ষামূলক সত্য সন্ত্রাস ও আক্রমণাত্মক ও অসত্যের ওপর বিজয়ী হয়।

"মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির কারণে মক্কার কাফিররা পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক কাজের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাতায়াত করতে লাগলো। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি ও ইসলাম গ্রহণের পটভূমি তৈরি হতে লাগলো।

প্রত্যেক মুসলমানই তাদের কাছে দয়া, আন্তরিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী এক নতুন মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হলেন; তাদের অন্ধঘৃণা ও কুসংস্কার-লালিত বিশ্বাসের তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজ ছিলো সম্পূর্ণভাবেই একটি অভিনব ব্যবস্থা। তারা অর্থাৎ মক্কা থেকে মদীনায় যাতায়াতকারী কাফিররা দেখলো যে, এই সমাজ শোষণ, অসমতা, জুলুম অন্যায়, অপরাধ অনিষ্ট, বংশ ও ভাষার গরিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সামাজিক সম্পর্কের বুনিয়াদই ছিলো দয়া, করুণা।

ইসলাম তার সময়-কালের প্রথম উনিশ বছরে এক হাজার চারশো-র কিছু বেশি লোককে মুসলমান করতে পারতো।. কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর দুই বছরের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজারে দাঁড়ায়।

সিরিয়া এবং মিসর মুক্তকারী খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং আমর বিন আ'স এই সন্ধিচুক্তির পরই মুসলমান হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁরা উভয়েই ইসলামের ঘোর দুশমন হিসেবে মুসলমানদের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেন।"[১০]

এই হলো ইসলামী সত্যাদর্শের দ্বারা শাসিত একটি নগরীর কাহিনী।

বার্লিন প্রাচীর ঃ মার্কসবাদের জীবন্ত কারা-ম্যানুয়াল

মার্কসীয় বার্লিন প্রাচীর মার্কসবাদী কারা-ম্যানুয়ালেরই সংক্ষিপ্ত-সার।

"আজকের জার্মানীতে মৌলিক কদর্য বাস্তবতা হচ্ছে ১৩৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মৃত্যুফালি', যা দেশের মধ্যাংশ বরাবর অতিক্রম করেছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে।

জার্মান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯৬১ সালে বার্লিনে নির্মিত এই 'দুর্ভেদ্য' দেয়ালে রয়েছে একটি বিশাল ধাতব বেড়া, একটি ডাবল-খাঁজযুক্ত তারের বেড়া, স্পর্শমাত্র ঘোড়া-টেপা হয়ে যাবে এমন বৈদ্যুতিক অস্ত্রপাতি, মাইনক্ষেত্র, পরিখা এবং মারাত্মক জখম সংঘটনে সক্ষম স্বয়ংক্রিয় গোলাগুলী ছোঁড়ার অস্ত্রশস্ত্র।

এই সাথে আরও আছে স্বতন্ত্র একটি নিরাপত্তা-বেষ্টনী, যার ১৬৫ কি. মি. দৈর্ঘ্যের ১১২ কি. মি. কংক্রীটের দেয়াল দিয়ে তৈরি, উচ্চতা ৩.৫ মিটার থেকে ৪.৫ মিটার।

সমগ্র জার্মান-সীমান্ত এবং পূর্ব-বার্লিন বেষ্টনীর বরাবর ৫০ হাজার পূর্ব-জার্মান সীমান্ত-রক্ষী সৈন্য ২৪ ঘন্টা পাহারা দেয়। অবৈধ পারাপার দক্ষতার সাথে চিহ্নিত করার কাজে সাহায্য করার জন্যে সমগ্র সীমান্ত বরাবর রয়েছে ৬৬৯টি কংক্রিটের পরিদর্শন-চূড়া ও ৫৫টি পরিদর্শন-চৌকি।

এই ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ১,৯১,৫৫৯ জন পূর্ব-জার্মান নাগরিক শরণার্থী হিসেবে পশ্চিম জার্মানীতে নাম তালিকাভুক্ত করায়। এদের মধ্যে ৩৮,৫১৫ জন ছিলো প্রতিবন্ধক হিসেবে মোতায়েন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, যারা 'মৃত্যুফালি' অতিক্রম করতে তাদের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলো। এদের বাইরে ১৮২ জন

www.pathagar.com

নিহত এবং আরও বহু জখম হয়। হিসাব করা হয় যে, ২,৭৬৮জন সশস্ত্র বাহিনী-সদস্য, যাদের অধিকাংশই সীমান্ত-রক্ষী, পশ্চিম জার্মানীতে পাড়ি দেয়।"[১১]

বার্লিন প্রাচীর সমুন্নত করার কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি কংক্রীট বা ধাতুখণ্ড মানব-কল্যাণী ব্যবস্থা হিসেবে মার্কসবাদী শাসনেরই একটি ব্যর্থতার অভিজ্ঞান, যেভাবে এই আধুনিক কারা-প্রাকারের পশ্চাতে বসবাসকারী কয়েদীদের কাছে এর প্রতিটি খণ্ড মার্কসবাদী নির্যাতনের এক-একটি স্মারক-চিহ্ন।

প্রত্যেক প্রহরী-সৈন্য কারাধ্যক্ষ হিসেবে হতভাগ্য কয়েদীদের রক্ষায় নিয়োজিত নয়, বরং স্বয়ং মার্কসকেই, যার সম্পূর্ণ নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যদি এমনি সন্ত্রাসী প্রহরীরা তাকে প্রহরা না দেয়।

পলায়নকারীদের জন্য পেতে-রাখা "মৃত্যু-ফাঁদের" প্রতিটি ইঞ্চি স্বয়ং মার্কসবাদেরই অনস্বীকার্য মৃত্যু চিহ্ন হিসেবে উপস্থিত হয়, যদি না আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্যে এ ধরনের প্রক্রিয়া আরোপ করা হয়।

প্রতিটি পরিদর্শন-টাওয়ার দেশত্যাগীদের অনুসরণের জন্যে নিয়োজিত নয়, বরং তা' মার্কসবাদের নগ্ন-বর্বরতা পরিদর্শনের জন্যেই নিয়োজিত থাকে, যার শক্তমুষ্ঠি থেকে হতভাগ্য আদম সন্তানেরা উন্নততর জীবনের আশায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ডাবল-খাঁজযুক্ত তারের বেড়ার প্রতিটি জখমকারী ও তীক্ষ্ণাগ্র সূচালো খাঁজ মার্কসীয় তীক্ষ্ণাগ্র খাঁজের স্মারক, যা' সেইসব নাগরিকদের সূচ্যগ্র দণ্ড দিয়ে ছেদন ও বিদ্ধ করে, যারা লাল-একনায়ক ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে।

সীমান্ত রক্ষীদের প্রত্যেকেই এক-একজন ছিনতাইকারীর মতো; মার্কসবাদী প্রতিভূদের মধ্যে যদি কারো মধ্যে আনুগত্যহীনতার আলামত দেখা যায়, যাদের স্বাধীনতার জন্যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা তাদের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহিত, এই ছিনতাইকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের খতম করার জন্য তৎপর।

সেখানে নিয়োজিত প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় বন্দুক-রাইফেলই মার্কসবাদের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত মৃত্যুর উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে প্রতিভাত হয়, যদি ঃ (ক) রুশ-উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধভাবে লুণ্ঠিত সম্পদরাজি তাকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত না হয়; (খ) অভ্যন্তরীণ স্বৈরতন্ত্র ও বাহ্যিক উপনিবেশবাদী রুশ-ইতিহাস মার্কসবাদের সংগে গাঁটছড়া না বাঁধে; (গ) এ সবের সম্মিলিত উৎস থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা — মার্কসবাদের দেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্যে ধাবিত না হয়।

পলায়নকারীদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নিয়োজিত প্রতিটি মাইন-ক্ষেত্র এবং পরিখা এমন একটি অত্যুজ্জ্বল সত্য, যা' জনগণের অস্বস্তি ও দুঃখ-কষ্টের

আগ্নেয়গিরির শীর্ষ-চূড়ায় মার্কসবাদের শেকড় প্রোথিত — তা-ই নির্দেশ করছে। পলায়নকারীদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সে ভাবে যে, সে প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ রোধে সক্ষম, যার উপরে সে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থির হয়ে বসতে পারে।

স্বাধীনতা-প্রেমিকদের শনাক্ত করার কাজে নিয়োজিত প্রতিটি সার্চ লাইটই জনগণের সেবা, তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মানো এবং তাদের মনকে আকৃষ্ট করার কাজে প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী তমসার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নাগরিকেরা দাসত্বের অন্ধকার থেকে মুক্তির আলোকোজ্জ্বল শিখার দিকে ছুটতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করে।

কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েদীদের ঠেকানোর কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রহরী-কুকুর প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদের সর্বনাশা চরিত্রকেই প্রকটিত করছে, যার ঠোঁট, থাবা, দন্তরাজি এবং তীক্ষ্ণ নখরগুলো জনগণকে এই পাশবিক পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

পলায়নকারীদের গায়ের মাংস ফালাফালা করার কাজে নিয়োজিত প্রতিটি খাঁজকাটা ধাতব-প্রান্ত মার্কসীয় একনায়কতন্ত্রেরই নির্মম স্বাক্ষর, যা' সেই সব শ্রমিকদেরই মাংস ফালাফালা করে, যাদের নাম করে সে ক্ষমতা দখল করেছে এবং এহেন সন্ত্রাসী পন্থায় তাদেরকে শৃংখলিত করেছে, দাসে পরিণত করেছে।

প্রত্যেক পলায়নকারীই যেন এক-একটি খোলা পুস্তক, যা' মার্কসবাদী অসত্যকে জনপ্রিয় করার কাজে নিয়োজিত ১০০ মিলিয়ন মিথ্যা প্রচার-পুস্তিকার ওপর ঘৃণায় থুথু ছিটায়।

প্রত্যেক পলায়নকারীই যেন এক-একটি জীবন্ত সম্প্রচার কেন্দ্র যা' মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রদর্শিত সাপ্তাহিক দশ হাজার ঘন্টার সম্প্রচারকে নাকচ করছে।

বিশ্ব-নাগরিকদের মেলায় সন্ত্রাসের সমস্ত চিহ্ন বহনকারী প্রতিটি পলায়নকারীই এক-একটি জীবন্ত ছবি; সেই নির্মম সন্ত্রাস পলায়নকারীদের গতিরোধ করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং প্রতিভাত হয় লাল-একনায়কতান্ত্রিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হতভাগ্য মজলুমদের দৈনন্দিন জীবনে — জনগণকে শাসনের সবচেয়ে নির্দয়, অপ্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিহীন, প্রগতিবিমুখ এবং দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে।

যখন আমরা চীনের-প্রাচীর নির্মাতাদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করি, তখন, সেই প্রেক্ষিতে বহু প্রকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কারাগারের নির্মাতা ও রক্ষক মার্কসবাদের কুকীর্তিসমূহ মানবেতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কুকীর্তি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

"যাহোক, চীনের অভ্যন্তরে তাদের (উত্তর ও পূর্বদিকে হামলাকারী জনগণ) হামলা প্রতিরোধের জন্যে শি হুয়াং টি চীনের উত্তর সীমান্তবর্তী অনেকগুলো

www.pathagar.com

স্থানীয় প্রাচীরকে, যা' পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিলো, একটি বিশাল প্রাচীরের সংগে সংযুক্ত করেন; এটাই বিখ্যাত চীনের প্রাচীর, যা' অদ্যাবধি অটলভাবে টিকে আছে।"[১২]

চীনের প্রাচীরের উদ্দেশ্য ছিলো দেশের নাগরিকদের বাইরের হামলা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু মার্কসীয় লাল-কারাগারের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে মার্কসবাদকে রক্ষা এবং নাগরিকদের ওপর হামলা চালানো।

স্বাধীনতার প্রেরণা পানির পিপাসার মতই স্বাভাবিক

পানির পিপাসা যেমন স্বাভাবিক, স্বাধীনতার জন্যে মানুষের আকুতিও তেমনি। এ-দুয়ের অস্বীকৃতি সংগ্রাম ও যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং পরিশেষে অস্বাভাবিক ও স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়।

"২,৩৯২ জন পূর্ব-জার্মান নাগরিক এ বছর পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ ৪ মিটার উঁচু বার্লিন প্রাচীর টপ্‌কে পার হয়েছে। অন্যরা মাইন-ক্ষেত্র ও 'আছাড়-খাওয়ানো' ফাঁদের প্রতিবন্ধকতা সম্বলিত পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যকার ১,৩৭৮ কি.মি. সীমান্ত অতিক্রম করে। কেউ কেউ নৌকা বা জাহাজে করে বাল্টিক সাগর-পথে পশ্চিম জার্মানীতে যায়।'[১৩]

স্বাধীনতার জন্যে জনগণ কেনো তাদের জীবন বাজি রাখছে? কারণ এটা একটি মানবিক ও চিরন্তন তৃষ্ণা। "বিকৃত চরিত্রের অসুস্থ মনের" কুহকাচ্ছন্ন মানুষ হতভাগ্য মার্কসের এটা জানা ছিলো না।

"ফসলবহনকারী বিমানের একজন রুমানীয় চালক রাশিয়ায় নির্মিত একটি সেকেলে বিমানে করে তিনটি দেশ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে গতকাল অস্ট্রিয়ায় অবতরণ করেছে। তার সাথে রয়েছে তার পরিবারের ২০ জন সদস্য। অস্ট্রিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান যে, খুব নিচু দিয়ে ওড়ার কারণে এক-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমান অটোনোভ-২ রাডার-নিয়ন্ত্রণ এড়াতে সক্ষম হয়েছিলো।

স্বপক্ষত্যাগী পলায়নকারীরা খুবই সৌভাগ্যবান ছিলো, কারণ বিমানটি অবতরণের একেবারে পূর্ব-মুহূর্তে একটি বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তারের ওপর দিয়ে ওড়ার সময় বিধ্বস্ত হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিলো।"[১৪]

অস্ট্রীয় কৃষকরা বিমানটির অবতরণ-স্থলে ছুটে যায় এবং আরোহীদের খাদ্য ও পানীয় প্রদান করে। পলায়নকারীদের সংগে বক্তব্য-বিনিময় করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ, তারা শুধু রুমানীয় ভাষায় কথা বলছিলো। কেবল বিমান চালকই ইংরেজীতে দু-একটি কথা বলতে পারছিলো।

ইউরোপীয় শৌর্যের সমস্ত রেকর্ড এই বীরদের দ্বারা ভংগ হয়েছে, যারা দুর্লঙ্ঘ

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতার মধ্যদিয়ে জবুথবু অবস্থায় ভিন দেশে পাড়ি দিচ্ছে এবং বীরত্বের নয়া-রেকর্ড সৃষ্টি করছে।

এইসব বীর ও বীরাংগনাদের সম্পর্কে ক'টি মহাকাব্য রচিত হয়েছে? এ-বিষয়ের ওপর গাওয়া হয়েছে ক'টি গান? ক'টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এ বিষয়ে?

ইউরোপীয় 'গোমূর্খদের' ভাবতে দিন তাদের চিন্তাশক্তির নেপথ্য নিয়ন্ত্রক, ইচ্ছাশক্তির পরিচালক এবং প্রচার মাধ্যমের মালিকের সম্পর্কে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ধার্মিক বৃত্ত

মহানবী (স) তাঁর ৫০ জন বাছাই করা তীরন্দাজ ও তাদের অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়েরের উদ্দেশে বললেন, "যুদ্ধে জয়ী হলেও তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় অবিচল থাকবে এবং উহুদ পর্বতের ফাঁকা জায়গাটি পাহারা দেবে।" রসূলুল্লাহ্ (স) পর্বতের পেছন দিক থেকে একটি আকস্মিক হামলার আশঙ্কা করেছিলেন।

"তোমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় অবিচল থাকবে। তোমাদের অবস্থান থেকে নড়বে না। মহানবী (স)-এর সরাসরি হুকুম অমান্য কোরো না" — তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়ের তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের লক্ষ্য করে কথাগুলো বললেন, যারা মক্কার কাফিরদের বিতাড়িত ও পশ্চাদপসারণে নিয়োজিত মূল মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগ দেয়ার জন্যে স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করেছিলো।

শুধুমাত্র আবদুল্লাহ্ ও তাঁর কতিপয় সহযোগী সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রসূল (স)-এর হুকুম মান্য করলেন। কাফির-বাহিনীর অধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ সুযোগ বুঝে পর্বতের ফাঁকা জায়গা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করলেন এবং পশ্চাদ্দিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা চালালেন।

পলায়নপর কাফিরদল ফিরে এলো। মুসলমানরা মহাসংকটে পড়লেন। তাদের অবস্থা হলো ভয়ংকর বিপদাপন্ন। একটি জোরসন্দেহ সকলের মনে বদ্ধমূল হলো। মুসআব বিন উমায়ের, যাঁর চেহারা ছিলো রসূল (স)-এর চেহারা মুবারকের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত — এই যুদ্ধে শহীদ হলেন। এতে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, রসূলুল্লাহ্ (স) শহীদ হয়েছেন। অনেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হতাশও হয়ে পড়লেন।

অনেক উত্তেজনা, সন্দেহ ও ক্ষয়-ক্ষতির পর মুসলমানরা জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরোপুরি অক্ষতই আছেন। বিন্দুপরিমাণ সময় ক্ষেপণ না করে অসত্যের যথার্থ তল্পীবাহকেরা রসূল (স) যেখানে আছেন, সেদিকে ছুটে গেলো ইসলামের দীপ্ত শিখাটিকে নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

কাফিরদের সুতীক্ষ্ণ তরবারী, গুন্‌গুন্ ও সোঁ সোঁ শব্দে বুক-কাঁপানো তীর ও বল্লমের একমাত্র লক্ষ্যবস্তুই ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (স)। তিনি আক্রান্ত ও জখম হলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।

তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরছিলো। তাঁর শরীর জখম হলো। তাঁর অনুসারীদের অনেকেই শহীদ হলেন। ইসলামের মহতী উদ্দেশ্য হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়লো। তাঁর নিজেরই শাহাদৎ বরণের সম্ভাবনা ছিলো। অসত্য তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ছিলো সুতীব্র আক্রমণাত্মক, ভয়াবহ। ঐ সংকটময় সন্ধিক্ষণে তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমার জনগণকে ক্ষমা কর; কারণ, তারা বোঝে না।"[১]

মানবজাতিকে কে দিক্-নির্দেশনা দেবে, তিনি, না ইতিহাস-বিকৃতিকারীরা? তখনও পর্যন্ত তিনি রাগান্বিত হন নি। এমন কি তখনও তাঁর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধমূলক ঘোষণা উচ্চারিত হয় নি। এহেন পরিস্থিতিও নিরস্ত্র সৈনিকদের নির্বিচার (বিপ্লবাত্মক) হত্যা বৈধ করে নি।

তখনও ভারসাম্য ছিলো? অসত্যের "উন্মত্ততা" তাঁকে শহীদ করতে উদ্যত; তবুও তাঁর মধ্যে "উন্মত্ততা"-র কণামাত্র চিহ্ন দেখা যায় নি। তখনও তাঁর মধ্যে "উন্মত্ততা"-র বিন্দুমাত্র উপস্থিতি দেখা যায় নি, যখন মানবজাতির কসাই, ঘাতক এবং দুশমনরা "উন্মত্ততা"-র মধ্যে লাইব্রেরী কিংবা রিডিং-রুমে আরামে বসে আইন প্রণয়ন করছে।

তখন কি "প্রমত্ত ভাবাবেগ" ছিলো না? তখনও কি ছিলো না সমগ্রের বিরুদ্ধে আংশিক মোহান্ধতা?

যখন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি ছিলো রক্তস্নাত, মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংগ-প্রত্যংগে সয়লাব, ধুলা, মৃত্যু, চিৎকার ও ধ্বংসের হাহাকারে পূর্ণ, তখন, সেই চরম উত্তেজনাপূর্ণ বিশৃঙখল পরিবেশেও তাঁর মধ্যে অপরিসীম স্থৈর্য বিদ্যমান ছিলো। যখন অন্যায়-অবিচারের কালো দৈত্য নিরপরাধ ব্যক্তিদের তাজা খুন শুষে নিচ্ছিলো, সেই নাজুক পরিস্থিতিতেও তাঁর মধ্যে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা বিরাজমান ছিলো। এমন কি জালিম, হামলাকারী এবং হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সেই উহুদ পর্বতে ঘৃণা পর্যন্ত বর্ষিত হয় নি। তাহলে?

তাঁর ব্যক্তিত্ব কেনো এতো হিতকর ও কল্যাণময় ছিলো?

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

"তুমি অবশ্যই মহৎ চরিত্রের উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত।"[২] (৬৮ ঃ ৪)

"প্রশংসিত চরিত্রের" মানুষ ঐ ব্যক্তি, যিনি তাঁর মন ও চরিত্রে, অভ্যাস ও আচরণে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁকে দেয়া হয়েছিলো

www.pathagar.com

এমন অনুপম স্বভাব-চরিত্র, যা' দুঃখ-কষ্ট, অপবাদ কিংবা নির্যাতনের অনেক উর্ধ্বে ছিল।"[৩]

হযরত আনাস (রা) বলেছেন, "আমি ১০ বছর যাবৎ রসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে রত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে তিনি নেতিবাচক বা অপছন্দের একটি কথাও কখনও উচ্চারণ করেন নি। তিনি কখনই আমাকে জিগ্যেস করেন নি, কেনো তুমি ঐ কাজটি করলে; অথবা এ কথাও কখনই জিগ্যেস করেন নি, কেনো তুমি ঐ কাজটি করলে না।"[৪]

আদর্শ নবী (স)-এর মধ্যেই কেবল পূর্ণ ভারসাম্য বিদ্যমান

সকল অবস্থায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে তাঁর এই ভারসাম্যপূর্ণ চরিত্র সর্বকালের, সকল দেশের হিদায়েতকামী ও স্বাধীনতাপিয়াসী সকলের কাছেই তাঁকে আদর্শ নবী হিসেবে উপস্থাপিত করেছে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ،

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، اِنَّ

اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ .

> "আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে, তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। (৩ : ১৫৯)
>
> সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর।"[৫]

তায়েফের সকল গোত্রের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় গোত্রের তিন ভাইয়ের একজন রসূলুল্লাহ্ (স)-কে সম্বোধন করে বললো :

"তুমি কা'বার পর্দাসমূহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছো, আর তোমাকে কি না খোদা তাঁর পয়গাম্বর হিসেবে পাঠিয়েছেন!"

এবার ঐ প্রভাবশালী পরিবারের দ্বিতীয় ভাই বললো :

"খোদা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না, না?"

তৃতীয়জন নবী করীম (স)-কে বলল :

"সে যা-ই হোক, আমি তোমার সংগে কোনো কথাই বলতে চাই না। যদি

www.pathagar.com

তুমি সত্য হও, তাহলে তোমার সাথে কথা বলা শিষ্টতা বিরোধী, বেআদবী। আর যদি তুমি ভণ্ড হও, তাহলে তুমি আলোচনার যোগ্য নও।"[৬]

তায়েফের প্রভাবশালী ভাগ্যাহত ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনে বিরত থাকে নি।

তারা "রাস্তার দুষ্ট ছেলে-পিলে, চাকর এবং ক্রীতদাসদের লেলিয়ে দিলো রসূল (স)-কে তাড়িয়ে শহরের বাইরে বের করে দেয়ার জন্যে। বলার চেয়েও তারা বেশি করলো। তারা রসূল (স)-কে অকথ্য গালিগালাজ করলো এবং তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করলো। অধিকাংশ আঘাতই ছিলো তাঁর পায়ে এবং তা ছিলো প্রচণ্ড। নবী করীম (স)-এর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হতে লাগলো। যে সময় তিনি চলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন, তখন মাটিতে বসে পড়লেন; তারা তাঁর ঘাড় ধরে উঠিয়ে দিলো এবং পুনরায় পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। তাঁর পা ও জুতো রক্ত-রঞ্জিত হয়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখার জন্যে বহু লোক জড়ো হলো এবং দুষ্কৃতকারীদল তাঁকে রাবিয়ার ছেলে উৎবা ও শাইবা-র বাগানের দরজা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলো।"[৭]

তায়েফে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মন ও দেহ উভয়ই আক্রান্ত হয়েছিলো। দুর্ব্যবহার, অসম্মান এবং ধৃষ্টতা তাঁর মনকে বিশৃঙ্খল করতে ও এর ভারসাম্য টলানোর চেষ্টা করেছিলো। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডসমূহ, প্রবাহিত রক্তধারা এবং রক্তস্নাত পদদ্বয় কি সফল হয়েছিলো?

তাঁর অভীষ্টের গতিপথ ও প্রকৃতি পরিবর্তনে?

তাঁর "অনুপম চরিত্র-মাধুর্য দূরীকরণে?

ইচ্ছুক জনসাধারণকে মুক্তির শারাবন তাহুরা পান করাতে গৃহীত তাঁর বিপ্লবী কর্ম-পন্থা পরিত্যাগে?

অনিচ্ছুকদের হত্যা করে বিপ্লবী কর্ম-পন্থা গ্রহণে?

বর্বরদের বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে পাশবিক অভিধায় চিহ্নিত করণে?

নশ্বর পাশবিকতাকে অবিনশ্বর বলে ভুল করণে? এবং

শক্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে পৃথিবীকে "নবরূপায়ণের" অধিকার দাবি করণে?

তিনি যদি তা' করতেন, তাহলে তাঁর আত্মার একটি উপাদান সমস্ত কলুষের কার্যকারিতা "হরণ" করে নিতো; বিশ্বের অঘটনঘটনপটিয়সী দার্শনিকদের বেলায় যেমনটি ঘটে থাকে।

যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তাঁর একটি অংশ "উন্মাদনাগ্রস্ত" হয়ে পড়তো, যেমনটি আজ ঘটছে ইউরোপের ইতিহাস-বিকৃতিকারী মিথ্যুকদের ক্ষেত্রে।

যদি তিনি তা' করতেন, তাহলে তাঁর আত্মায় "সুস্থতার" পরিবর্তে "অসুস্থতার" ঘৃণ্য কীট বাসা বাঁধতো, যেমনটি ঘটেছে ইউরোপের উচ্চাভিলাষী ভাববাদী কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে।

তাঁর মতাদর্শও সেই আগাছার মতো হয়ে যেতো, শুকিয়ে যাওয়াই যার নিয়তি; যদিও সেই আগাছার গোড়া আজ অহরহ সিঞ্চিত করা হচ্ছে মানবরক্তে।

কিন্তু "এটা আল্লাহ্‌র রহমতেরই অংশ" যে, রসূলুল্লাহ্ (স) ছিলেন "সমগ্র মাখলুকাতেরই রহমতস্বরূপ"।

তায়েফে জায়েদ বিন হারিসা আহত রসূলুল্লাহ্ (স)-কে কাঁধে করে বহন করছিলেন। অত্যধিক রক্তপাতের দরুন রসূল (স) যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন তখন জায়েদ অত্যাচারী তায়েফবাসীদের অভিশাপ দেয়ার জন্যে হুজুর (স)-কে অনুরোধ জানালে তিনি জবাবে বললেন, "কেনো আমি তাদের অভিশাপ দেবো? তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অবশ্যই তা' গ্রহণ করবে।"[৮] এসব অনুপম গুণের জন্যেই তিনি মানবজাতির কাছে এক শাশ্বত আদর্শ হয়ে আছেন। তাঁর আদর্শজীবন হাজার হাজার মিগ ও ফ্যানটম যুদ্ধ-বিমান ও বোমারু বিমান, হাজার হাজার ট্যাংক, লক্ষ লক্ষ বুলেট, শত শত হেলিকপ্টার গানশীপ, লক্ষ লক্ষ বিস্ফোরিত গোলা, হাজার হাজার স্থাপনযোগ্য ও ঘূর্ণায়মান বোমা, মাইন এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ এবং বার্লিন দেওয়াল ও লাল-কারাগারসমূহ ব্যতীতই প্রত্যহ, কোথাও-না-কোথাও কাউকে-না-কাউকেই মুক্তির স্বর্ণ-স্পর্শে ধন্য করে এসেছে।

ইসলামী আদর্শ মানুষকে যে পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, তা' অসত্যের মতবাদ ও ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত আলোচনা কর সদভাবে।"[৯] (১৬ ঃ ১২৫)

বোমা এবং মিসাইলের পরিবর্তে ইসলাম বিস্তারের পক্ষে যুক্তি

অসত্যের শক্তিমত্ত, হিংস্র ও খুন-খারাবিপূর্ণ ভার চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ইসলামের রয়েছে শান্তিপূর্ণ দাওয়াত। অসত্য মতবাদসমূহের দ্বারা ব্যবহৃত ট্যাংকবহরের পরিবর্তে, দাওয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা; অসত্য ব্যবস্থাবলীর দ্বারা হাজার হাজার গ্রামকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার পরিবর্তে

www.pathagar.com

দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে সুন্দর সদুপদেশ। অসত্যের ভ্রান্ত এবং স্থবির ব্যবস্থাবলী দ্বারা লক্ষ লক্ষ বুলেট বর্ষণ ও গোলার বিস্ফোরণের পরিবর্তে দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে যুক্তি। স্বল্পস্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যাকারী, লক্ষ লক্ষ মানুষের ধ্বংসকারী এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর জুলুমকারী অসত্যের অভিশাপের পরিবর্তে দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত।

লাল ও সাদা অসত্যের হাতে বিশ্বমানবের আজকের যে দুর্ভোগ-যন্ত্রণা, বিশ্বকে তা উপলব্ধি করতে দিন; উপলব্ধি করতে দিন, কে ক্ষণিক ঝলকের মাধ্যমে শুরু হয়, আর শেষ হয় ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে এবং কে ধোঁয়ার কুহেলীর মধ্য থেকে নিয়ে আসে অনির্বাণ আলোক-শিখা।

মক্কা বিজয়ের পর দু'টি যোদ্ধা-গোত্র হাওয়াজান ও সাকীফ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে এগিয়ে যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং হুনায়ন উপত্যকায় তারা শিবির স্থাপন করলো। তাদের বিখ্যাত তীরন্দাজবৃন্দ সমস্ত কৌশলগত পর্বত দখল করে নিলো। সুবিধাজনক সকল স্থান তাদের অধিকারে চলে গেলো।

অসংখ্য শর-বৃষ্টি যখন বিশ্বস্ত মুসলিম সৈন্য এবং নব-গৃহীত মক্কার স্থানীয় সৈন্যদের ওপর বর্ষিত হতে শুরু করলো, একের পর এক সৈন্যব্যূহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে গেলো। অগ্রভাগের সৈনিকবৃন্দ হতবিহ্বল হয়ে পড়লো এবং পিছু হটে গেলো। অতঃপর তাদের সকলেই রসূলুল্লাহ্ (স)-কে পরিত্যাগ করে গেলো।

তিনি একাকীই টিলার ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। এখন শত্রু-তীরন্দাজরা টিলার দিকেই তাদের তীরের নিশানা পরিবর্তন করলো।

তখন রসূলুল্লাহ্ (স) উচ্চ এবং মর্যাদাপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল।"

তিনি তাঁর চাচা আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন তাঁর সুপরিচিত উচ্চ-কণ্ঠে মদীনার আনসারদের এবং মক্কার মুহাজিরদের আহ্বান করতে।

"হে আনসারদের অতিথিবৃন্দ!

হে আকাসিয়া গোত্রের সাথীবৃন্দ!" — হযরত আব্বাসের নেতৃসুলভ কণ্ঠস্বর মুসলমানদের মধ্যে অনুরণিত হলো। তারা রসূল (স)-এর চারপাশে সমবেত হলো। তারা একটি দুর্ভেদ্য লৌহ-দেওয়ালের মতো দণ্ডায়মান হলো। অতঃপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো দুশমনের ওপর এবং তাদেরকে চিরতরে খতম করে দিলো।[১০]

আবারও ভারসাম্য? এমন কি হুনায়নেও? কোনো রাগ নয়, নয় প্রতিশোধস্পৃহা ; শংকা নয়, নয় কোনো হতাশা। তাঁর শরীরের কোনো অংশই

www.pathagar.com

সমগ্রের কার্যকারিতা "হরণ" করে নি; তখনও, সেই সময়েও ভারসাম্য? সেই সংকট-মুহূর্তেও আত্মসংযম এবং মানসিক শান্তি?

বিজয় কি তাঁর চরিত্রের ভারসাম্য খর্ব করেছিলো? কখনই না।

"বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশকালে অন্য বিজেতাদের অনুরূপ আচরণ তিনি করেন নি। আল্লাহ্‌র ওপর কৃতজ্ঞতায় তিনি তাঁর মাথা এত বেশি নত করেছিলেন যে, তাঁর কপাল উটের পিঠের আসন স্পর্শ করেছিলো এবং তিনি তখন পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছিলেন।"[১১]

সমস্ত অকল্যাণের উৎসই হচ্ছে স্বার্থপরতা এবং এক বা বহুজনের ইচ্ছা, খেয়াল, শখ, উচ্চাশা ও লক্ষ্যের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সন্তুষ্টি।

ইসলামী ধর্মানুরাগের উৎস হচ্ছে একজন মুসলমানের স্বার্থহীনতা ও ব্যক্তি-প্রাধান্যহীনতা। তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছেই আপন ইচ্ছাকে সমর্পণ করেন। এই দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণ তাঁকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাঁকে অন্যের করুণার উৎস হিসেবে গড়ে তোলে।

এমন কি ধ্বনি (শ্লোগান), উদ্দেশ্য এবং তার প্রকাশ পর্যন্ত আদর্শ নবী (স) কর্তৃক পরিশুদ্ধ হয়েছিলো।

মুসলমান গোত্রগুলি বর্ণাঢ্য ব্যানারসহ উল্লাসসহকারে মক্কায় প্রবেশ করছিল। মদীনার আনসারদের দলপতি সাদ বিন উবাদা এ সময় যখন কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন ঃ

"আজকের দিনটি ভয়াবহ সংঘর্ষের দিন। আজকে হারাম শরীফের (কা'বা) পবিত্রতা সাময়িকভাবে আমাদের কারণে উৎকর্ষ লাভ করবে।" রসূলুল্লাহ্ (স) যখন এই চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছ থেকে বিজয়-পতাকা নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ

" আজকের দিনটি কা'বার মাহাত্ম্যের দিন, সদ্‌গুণ এবং ঔদার্যের দিন।"[১২]

মহীয়ান বিজয়ের সময়ও এহেন সদ্‌গুণ ও ঔদার্যের নজীর মানবেতিহাসে ক'টি আছে? ইতিহাস মক্কার জালিমদের প্রতি প্রদর্শিত সাধারণ ক্ষমা ও অনুকম্পার — যেমনটি এই পুস্তকে আগেই উল্লেখিত হয়েছে — একটিও কি নজীর উপস্থাপন করতে পারে?

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর আদর্শ এবং ভূমিকা ছিলো সেই শিক্ষারই প্রতিধ্বনি ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

www.pathagar.com

"তিনিই নিরক্ষরদিগের একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদিগের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিক্‌মত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"[১৩] (৬২ ঃ ২)

তিনি ছিলেন নির্দেশনা দানকারী, পরিশুদ্ধকারী, শিক্ষক ও দা'ঈ। তাঁর লক্ষ্যই ছিলো অপবিত্রকে পবিত্র করা; যা' দূষিত, তাকে দূষণমুক্ত, পরিশুদ্ধ করা; অবহেলিত পতিতকে মানব-মর্যাদায় সমুন্নত করা; অধঃপতিতকে অধঃপতন থেকে তুলে আনা এবং শৃঙ্খলিতকে স্বাধীন করা।

সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সারাজীবন এ কাজ তাঁকে সম্পাদন করতে হয়েছিলো উপদেশ ও দাওয়াহ্-কাজের মাধ্যমে এবং নিজকে উপস্থাপন করতে হয়েছিলো মানবজাতির জন্যে পরিপূর্ণ ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে।

সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে মানবজাতির একমাত্র আদর্শ হিসেবে তিনি কালের পরীক্ষায় টিকে আছেন। কারণ, তাঁর মধ্যে এবং একমাত্র তাঁরই মধ্যে সমস্ত উপাদান এত ভারসাম্যপূর্ণ, এত সুষম ছিলো যে, প্রকৃতি নিজেই তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলতো।

"এমন একজন মানুষের কণ্ঠস্বর যেন প্রকৃতির হৃদয় থেকে সরাসরি নিঃসৃত ধ্বনি।"[১৪]

হোক্ না তা বদর বা উহুদ; হোক্ না শি'বই আবূ আলিব বা তায়েফের উপবাস কিংবা অবরোধ; হোক তা' মক্কা বিজয় বা বদর-যুদ্ধে জয়লাভ; হোক্ তা হিজরতের সময় মক্কার নিকটবর্তী 'সাওর' গিরিগুহার পরিস্থিতি কিংবা মক্কা-জীবনের যন্ত্রণা ও নির্যাতন; হোক্ তা' কাফিররা তাঁর এক হাতে চাঁদ ও অন্য হাতে সূর্য রাখা সত্ত্বেও তাঁর লক্ষ্যে অব্যাহত থাকা কিংবা কাফিরদের পক্ষ থেকে মক্কায় উৎবা কর্তৃক গোটা পৃথিবীটাই তাঁর পদতলে এনে দেয়ার লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা; সর্ববিষয়ে, সর্বাবস্থায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মানবজাতির অনন্য আদর্শ হিসেবে দণ্ডায়মান থেকেছেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে ইসলামানুরাগের একটি ধার্মিক-বৃত্ত দেখানো হচ্ছে, যা' সর্বযুগে সর্বদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক প্রলোভন বা বাধাহীন সহজ জীবনের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত কেবল দাওয়াহ্-কাজের মাধ্যমে ইসলামে দাখিল করতে সর্বপ্রথম আত্মিক মুক্তি, তারপর শারীরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানে নিজের অবস্থাকে মহিমান্বিত করছে।

www.pathagar.com

মনের ধৈর্য ও পরিতৃপ্তি	ধার্মিক বৃত্ত ৩১৩ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অবিচার ও ত্রুটি

আত্মমুক্তির মতবাদ

১. এর সম্প্রসারণে উপদেশ, আলোচনা ও উৎসাহ প্রদান।
২. এর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় দয়া ও ন্যায়বিচার।
৩. এর সংরক্ষণে প্রকৃত ইসলামী গণতন্ত্র। কোনো বর্বরোচিত একনায়কতন্ত্র নয়।
৪. নাগরিকদের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সমুন্নতকরণ (পরবর্তী অধ্যায় দেখুন)।
৫. প্রতিবেশীদের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।
৬. দুর্বল জাতিসমূহের জন্যে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা।
৭. এর অনুসারীদের সামরিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও স্বেচ্ছামূলকভাবে সারা বিশ্বে এর নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রসারণ ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তকরণ।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

গাণিতিক নিয়ম

পবিত্র কুরআনই হচ্ছে মানবজাতির জন্যে নিপুণতম পরিকল্পক*-প্রণীত নিখুঁতভাবে বর্ণিত নির্দেশিকা-পুস্তক।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ .

"সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশ জন প্রহরী।" (৭৪ ঃ ৩০)

"এর (কুরআন) সূরা, রুকূ, শব্দ ও বর্ণসমূহ ডজন-ডজন, শতশত এবং লক্ষ লক্ষ প্রকারে '১৯'-এর গুণীতক।"[১]

তেমনিভাবে এর খাঁটি অনুসারীদের দ্বারা (মুনাফিকদের দ্বারা নয়) যে নীতি ও আমল জারি রয়েছে, তা'ও গাণিতিক সঠিকত্বের বিচারে ত্রুটিহীন, যেমনঃ ২+২=৪।

সৃষ্টির মধ্যে সুশৃঙখল ঐক্য একজন বিবেকবান মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

"এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের জন্য আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ, তাহাদিগের জন্যও।"[২] (২৫ ঃ ২০)

"এবং ভূপৃষ্ঠে প্রতিটি জিনিসই উৎপন্ন হয় পর্যাপ্ত সমতা ও পরিমাণ অনুসারে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ জগত শাকসবজী প্রতিপালন করে এবং প্রতিদানে এই শাকসবজী জীবের জীবনধারণে সাহায্য করে; এভাবেই এতদুভয়ের মধ্যে

---

* নিপুণতম পরিকল্পক বা পরিকল্পনাকারী অর্থে আল্লাহ্‌কেই বোঝানো হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

পারস্পরিক্ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যক্ত হয়। একের পরিত্যক্ত জঞ্জাল অন্যের খাদ্য হয়, এবং এভাবেই চলে। এখানেই নিহিত রয়েছে ক্রম-বিন্যাস ও আন্তঃনির্ভরতার সীমাহীন শেকল।"[৩] ভূপৃষ্ঠের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অন্তরীক্ষের সংগে সংযুক্ত ও দৃঢ়ভাবে মিলিত। বাতাস, মেঘমালা ও বৃষ্টি আকাশ, মাটি ও মানুষকে একত্রে যূথবদ্ধ করেছে।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا . لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا .

"মেঘমালা হইতে আমি প্রচুর বারিপাত করি; তদ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ও ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান।"[৪] (৭৮ ঃ ১৪-১৬)

সমগ্র সৃষ্টি-পরিকল্পনাই গাণিতিক ভারসাম্য দ্বারা সমুন্নত। নির্ভুল গাণিতিক নিয়মাবলী ব্যতীত অন্তরীক্ষমণ্ডলে না থাকবে শৃঙ্খলা, পৃথিবীও বজায় রাখবে না জীবনের অস্তিত্বের নিরবচ্ছিন্নতা; ভয়াবহ সংঘর্ষ ও ধ্বংস ব্যতীত সমস্ত মাখলুকাত ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমূহ* স্রেফ একটি মুহূর্তও টিকে থাকতে পারতো না।

وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ . اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ .

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

"তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন ভারসাম্য, যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।"[৫] (৫৫ ঃ ৭-৯)

---

* "কুরআনের বর্ণনামতে আকাশমণ্ডলের সংখ্যা যেমন বহু, তেমনি পৃথিবীর সংখ্যাও কম নয়। কুরআনের পাঠকদের পক্ষে তাই বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে উপায় থাকে না যখন তারা জানতে পারেন যে, তাঁদের নিজেদের পৃথিবীর মতো প্রাণের অস্তিত্ববাহী আরও পৃথিবী এই মহাবিশ্বে খুঁজে পাওয়া সম্ভব; অথচ এই সত্য আধুনিক যুগের মানুষদের দ্বারা আজও প্রমাণিত হতে পারে নাই।

এ ব্যাপারে কুরআনের ৬৫ নং সূরার ১২নং আয়াতে যে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী (আরদ)। উহাদের মধ্যেও তাঁহার নির্দেশ নাজিল হয় ...।"

এখানে উল্লেখ্য যে, আরবীতে "৭ সংখ্যার দ্বারা বহু-সংখ্যার কথাই বোঝানো হয়েছে; অন্য কিছু নয়।" দেখুন ঃ ডাঃ মরিস বুকাইলিকৃত 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান', বংগানুবাদ ঃ আখতার-উল্ আলম, রংপুর পাবলিকেশান্স লিঃ, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৩। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

"ভারসাম্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মূল শক্তি এবং আচরণে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এতদুভয়ের বর্জন আমাদের এই পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে, ঠিক যেভাবে উর্ধ্বলোকের ভারসাম্য রক্ষিত হয় গাণিতিক নিয়ম দ্বারা।"[৬]

মানবজাতিই কেবল এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় এবং ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে সে দুর্গতির শিকার হয়, — যদি ২+২=৩, কিংবা ৬,২ অথবা ৯ বা এমনি আর কিছু হয়।

গ্রীক ও রোমান দেব-দেবীদের কথা চিন্তা করুন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সূর্য-দেবতা ছিলো তাদের জন্যে একটি বাস্তবতা। তারা এর জন্যে মন্দির নির্মাণ করতো। এর পূজাকে ঘিরেই তখনকার দিনের জ্ঞান-বিজ্ঞান পল্লবিত ছিলো। দীর্ঘদিন ধরে অকাট মূর্খতা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বৈধতাসম্বলিত পরিপূর্ণ সন্দেহাতীত সত্য হিসেবে কর্তৃত্ব চালু রেখেছিলো। তাদের দৃষ্টিতে এই মানবিক অধঃপতন ছিলো সম্পূর্ণ নির্ভুল, যেমন ২+২=৪ নির্ভুল।

অমুসলিম চিন্তাবিদদের আন্তরমহত্ত্ব ইসলামী একত্ববাদের কাছে মানবজাতির ঋণের কথা স্বীকার করে। কিন্তু সময়ের উত্তরণ প্রমাণ করছে যে, 'খোদা' হিসেবে সূর্যের অর্চনা ছিলো ভুল। যা' অসত্য, তা-ই তখন সত্য বলে উপস্থাপিত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে সমস্ত ভুল কর্ম-পদ্ধতি মিথ্যাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে চলেছে। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ, নেপোলিয়ানবাদ, নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ, মার্কসবাদ এবং নব্য-জারবাদ ও মার্কিন আধিপত্যবাদ সকলেই একই নৌকার মাঝি; ' চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'।

আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি কিভাবে মার্কসবাদী স্টালিন এই বিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরতুল্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। এটা তাঁর ভুল নয়, বরং মার্কসবাদেরই, যা' এই বৈশিষ্ট্যসমূহ এর গণবিচ্ছিন্ন একনায়কদের অর্পণ করে। একজন মানুষের একনায়কতন্ত্র অন্যজনের ওপর চাপানোর এই বিশেষ ধারণাটি অমানবিক ও অ-গাণিতিক। তা' ভারসাম্য নষ্ট করে, জন্ম দেয় ভারসাম্যহীনতার। একবার মানবিক হীনমন্যতা সীমাহীন স্বৈর-ক্ষমতার আস্বাদ পেলে তা' "তাকে মানব-নেকড়েয় রূপান্তরিত করে"। এবং এই নেকড়ে কখনই শান্ত হবে না, যতক্ষণ না তার পা-চাটা মোসাহেবের দল ও চামচারা তাকে 'মানুষ-খোদা' হিসেবে ভজনা করে। শুধু এই নয়, এই লাল-প্রভুরা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় মারা গেলে তাদের রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধার্ঘ লাভের জন্যে তারা ঐ চামচাদের লাশগুলোও চায়, এমনকি মানব-দেওয়াল ব্যতীত একাকী হাঁটা ও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য তাদের অসংখ্য খাদ্যদ্রব্য এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও তারা তা চায়।

এভাবেই মার্কসীয় বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র, বস্তুবাদ, ইতিহাস, উদ্বৃত্ত মূল্য এবং

গণিতশাস্ত্র-সৃষ্ট মানুষ-খোদা-ই বর্তমান বিশ্বের প্রধানতম অভিশাপ যা' প্রাচীন সূর্য-দেবতাকেই প্রতিস্থাপন করেছে।

এ দু'য়ের মধ্যে শুধুমাত্র যে পার্থক্যটুকু রয়েছে, তা হলো পূর্বসূরি যুদ্ধ-শিল্পের অগ্রগতি সাধন করেছে, পক্ষান্তরে, উত্তরসুরি তা' করেনি। প্রাচীন সূর্যদেবতার এই আধুনিক উত্তরসুরি লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে, এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষকে গোলাম বানিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আরও বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ হত্যার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। এই 'করিৎকর্মা' আধুনিক উত্তরসুরির আগমনের পূর্বেই পূর্বসূরি স্রেফ তাৎপর্যহীনতায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

মার্কস কি অতঃপর আধুনিক মানুষকে তাঁর 'মার্কসীয় গোলকধাঁধার' মাধ্যমে প্রাচীন সূর্য-দেবতার ভজনাকারী বা অন্যায়কারীদের দিকে চালিত করেন নি, যারা অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে, অর্থাৎ ২+২=৪ এই সত্যকে মূর্খতা বলে বিশ্বাস করতে জনগণকে বাধ্য করেছিলো?

সূর্য দেবতা যদি একবার ক্রেমলিনের* অধিকার পেত

অসত্য, হোক তা' প্রাচীন, মধ্যযুগীয় কিংবা হালের, নিজের বৈশিষ্ট্যের কারণেই তা বিনাশশীল।

সূর্যদেবতা যেভাবে বিশাল ক্রেমলিনের ঘাড়ে চেপে বসতো, আজকের আধুনিক 'মানুষ-খোদারা'-ও তা করছে। সময় যেমন তাদেরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, আধুনিক 'লাল-খোদারা'-ও তেমনি যত্র-তত্র তাদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ফেলে যাচ্ছে। এই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়া, সুদান, মিসর, পোল্যান্ড এবং আফগানিস্তানে। যদিও এর 'পবিত্রতম তীর্থভূমি দৃশ্যতঃ নিরাপদ প্রতীয়মান হচ্ছে, তথাপি এর অভ্যন্তরীণ পুঞ্জীভূত "প্রতারণা" কেউ রোধ করতে পারবে না, যা' পরিণামে একদিন কোনো পূর্বসংকেত প্রদান ছাড়াই ভেতর থেকে খতম হয়ে যাবে।

১. ভ্রাতৃত্ব ঃ বিশ্বজনীনভাবে মানুষের একত্বের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছে।

২. ভারসাম্য বা ন্যায়বিচার ঃ মানুষের একত্বের ঝাণ্ডা আইনসংগতভাবে উড্ডীন হয়েছে।

৩. সমতা ঃ মানুষের একত্বের ঝাণ্ডা সামাজিকভাবে উড্ডীন হয়েছে।

৪. খাদ্য ও পানীয় ঃ অর্থনৈতিকভাবে মানুষের একত্বের পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

---

* ক্রেমলিন ঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের সদর দপ্তর। সোভিয়েত সরকারকেও ক্রেমলিন বলা হতো। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

৫. গণতন্ত্র ঃ মানুষের একত্বের পতাকা সমুন্নত হয়েছে রাজনৈতিকভাবে।

৬. স্বাধীনতা ঃ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একত্বের পতাকা সমুন্নত হয়েছে।

৭. সহনশীলতা ঃ মানুষের একত্বের পতাকা ঐতিহাসিকভাবে সমুন্নত হয়েছে।

৮. মুক্তি ঃ মানুষের একত্বের পতাকা আধ্যাত্মিকভাবে সমুন্নত হয়েছে।

"ইসলামের মূল শিক্ষা — 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই' — নিজেই সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত আদর্শ। ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত বোকামি-চপলতাসহ সমগ্র মানবজাতি এক আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত বলে এই মহিমান্বিত শিক্ষায় বিশ্বাসীরা সমস্ত ভ্রান্তি-বিচ্যুতির জন্যে অনুতাপ করতে পারে এবং অসংগতি ও বিপথগামিতাকে উপহাস করতে পারে; কিন্তু তার বিশ্বাসের সত্যনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যটি অন্য কোনো অপকর্মের হোতার কাজ বা পূজারী হিসেবে নিরাসক্তভাবে তাকিয়ে থাকার জন্যে তাকে অনুমতি দেয় না; তেমনিভাবে অনুমতি দেয় না তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার। যারা ভিন্নভাবে পূজা-অর্চনা করে, তারা তার কাছে সত্যভ্রষ্ট ও গুম্‌রাহ ভ্রাতৃবৃন্দ হিসেবে গণ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক আল্লাহ্র বান্দাদের সত্যপথে আনতে হবে অথবা ততদিন পর্যন্ত সদয়ভাবে সহনশীল হতে হবে, যতদিন না আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত নসীব করেন।"[৭]

একমাত্র ইসলামেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে সমুন্নত

ইসলামী একত্ববাদ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব বা আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব এমন একটি কল্যাণী প্রস্রবণ, যা' থেকে বহু স্রোতধারা প্রবাহিত হয় ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সৃষ্টিজগতের ঐক্য। অন্যটি আল্লাহ্র সকল পয়গাম্বরের পয়গামের ঐক্য বা মিল, যাঁরা আল্লাহ্র আইন অনুসরণের লক্ষ্যে জনসাধারণকে তাদের নিজের সম্পর্কে, সমস্ত মাখ্‌লুকাত সম্পর্কে এবং তাদের স্রষ্টা সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করবার জন্যে আহবান জানাতেন। আল্লাহ্র পয়গামের ঐক্য সর্বশেষ, চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণভাবে সর্বোচ্চ রূপ লাভ করেছে মহানবী (স)-এর মধ্যে। সেই কল্যাণী স্রোতধারাসমূহের অন্যতম স্রোতধারা হচ্ছে মানুষের একত্ব — যেমনভাবে, তা' ইসলামে প্রচারিত ও প্রতিপালিত হয়।

এক আল্লাহ্, এক আদর্শ, এক নেতা, এক রসূল, এক জাতি এবং এক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা সহজ; কিন্তু এক মানুষে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র জমীনে প্রথমবারের মতো মদীনায় রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর জীবন-কালে এবং পাঁচ-খলীফার খিলাফতকালে মানুষের একত্বের পতাকা গাণিতিক নির্ভুলতায় সমুন্নত হয়েছিলো; সমুন্নত হয়ে এসেছে এবং এখনও হচ্ছে বহু ধর্মপ্রাণ শাসক সম্প্রদায়, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সংগঠনসমূহ এবং অসংখ্য মিলিয়ন ব্যক্তির দ্বারা — সমগ্র বিশ্বব্যাপী, যুগে যুগে।

(১) ইউরোপীয়রা মানুষের ''পাপ-ধারণা'' থেকে কখনই মুক্ত হতে পারে নি।

এই ধারণা তাদের মনে ক্রমাগতই বদ্ধমূল হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে তা' ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাদের মতে মানুষ মন্দ, স্বার্থপর ও শোষণকারী। তাকে গ্রেফ্‌তার করো, গোলাম বানাও এবং শৃঙখলাবদ্ধ করো।

কিন্তু একমাত্র ইসলামের দৃষ্টিতেই মানুষ এক, যেমন তার স্রষ্টা এক। মানুষ একক, অবিভাজ্য। সে গ্রীকদের কল্পিত "বর্বর" কিংবা নব্য-জারবাদীদের "ছোট ভাই" নয়; নয় সে ইয়াহূদীদের কথিত "অ-ইয়াহূদী" কিংবা আর্যদের আখ্যাত 'শূদ্র'; নয় প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্রের অধীনস্থ দাসতুল্য প্রলেতারীয় কিংবা রোমানদের আখ্যাত প্লেবিয়ান* ইত্যাদি, ইত্যাদি।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ، فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ
اللّٰهِ ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্‌র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই।"[৮] (৩০ ঃ ৩০)

"আল্লাহ্‌র নিপুণ, কুদরতী হাতের সৃষ্টি হিসেবে মানুষ নিষ্পাপ, শুদ্ধ, সত্য, স্বাধীন; সত্য ও সদ্‌গুণের প্রতি অনুরাগী এবং বিশ্বে তার নিজের অবস্থান ও আল্লাহ্‌র দয়া, হিক্‌মত ও শক্তি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভে আগ্রহী। সেইটেই তার আসল প্রকৃতি, ঠিক যেমনভাবে একটি মেষ শাবক শান্তশিষ্ট স্বভাবের হয় এবং একটি ঘোড়া হয় চঞ্চল স্বভাবের। কিন্তু মানুষ রীতি-নীতি, নানাবিধ সংস্কার, স্বার্থপর অভিপ্রায় ও ভুল শিক্ষার জালে বন্দী। এগুলো তাকে কলহপ্রিয়, অসচ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, দাসোচিত, অবৈধ ও হারামের প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারে

---

* প্লেবিয়ান ঃ প্রাচীন রোমের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক। নাগরিক অধিকার ও সুখ-সুবিধা থেকে তারা ছিলো বঞ্চিত। — অনুবাদক

www.pathagar.com

এবং স্বজনদের ভালোবাসা ও খাঁটি অদ্বিতীয় রবের খাঁটি অর্চনা থেকে তাকে পথ-ভ্রষ্ট করতে পারে।"[৯]

নবী করীম (স) বলেছেন, "সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি; অতএব মানুষের মধ্যে তারাই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, যারা বান্দাদের কল্যাণ করে।"[১০]

২+২=৪। মানুষের একত্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা এমনই। তা' গাণিতিক নির্ভুলতায় খাঁটি মুসলমানদের দ্বারা অনুশীলিত হয়, নিঃসন্দেহে বিশ্বে এর কোনো নজীর নেই।

হযরত আবুজর গিফারী (রা) বিলালকে (রা) বললেন ঃ

"তুমি তো কৃষ্ণাঙ্গী মহিলার সন্তান।"

বিলাল বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর গোচরীভূত করলে তিনি আবুজরকে বললেন ঃ

"জাহিলিয়াত এখনও তোমার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে।" উল্লেখ্য, আবুজর গিফারী ছিলেন প্রথম দিক্‌কার ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সর্বাপেক্ষা মশহুর সাহাবীদের একজন।

আবুজর নবীজীর এই মন্তব্যে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তখন নবী করীম (স) ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ

"বিলাল তোমার ভাই।"

একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে আবুজর তার ভুল বুঝতে পারলেন, যা' গায়ের রং ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে মানুষের অবিনাশী সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলো।

আবুজর তখন বিলালকে অনুরোধ জানালেন ঃ

"হে বিলাল, এখানে এসো এবং তোমার পা দিয়ে আমার গালে আঘাত করো।"[১১]

সাদা-চামড়ার অধিকারী আরবীয়ের গাল বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো কৃষ্ণবর্ণ ইথিওপীয়র পায়ের আঘাতের জন্যে, যাতে মানুষের অবিভাজ্যতা সংক্রান্ত ইসলামী ধারণা বাস্তবে সমুন্নত হতে পারে এবং তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি এমন কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক পন্থায় হতে পারে।

বিলাল আগে ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে খরিদ ও আযাদ করেছিলেন।

আবুজর আরব-নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিলাল ছিলেন একজন ইথিওপীয়। স্থানীয় আরবদের মতো তাঁর কোনো সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি ছিলো না।

তথাপি বিলাল ছিলেন আরবীয়দের ভাই। খাঁটি মুসলমানদের দ্বারা অনুশীলিত আদর্শের ঝাণ্ডা-তলে বিভাজ্যতার কোনো দুষ্ট কীটেরই মাথা তুলে দাঁড়াবার অনুমতি দেয়া হয় নি।

www.pathagar.com

যখন মক্কা বিজিত ও মহীয়ান মর্যাদায় সমাসীন হয়, তখন নবী করীম (স) বিলালকে পবিত্রতম ঘর কা'বার ছাদে উঠে আযান দেয়ার হুকুম দেন।

সেই বৈসাদৃশ্যের কথা কল্পনা করুন। পবিত্র কাবা ঘর বায়তুল্লাহ্ একজন অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ এবং প্রাক্তন ক্রীতদাস বিলালের পায়ের নিচে। ইসলামে বিশ্বাসস্থাপনই ছিলো তাঁর যোগ্যতা, যা' তাঁকে রসূল করীম (স)-এর একজন সাহাবী হিসেবে মহিমান্বিত মর্যাদায় উন্নীত করেছিলো।

মানবেতিহাস মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে বিভক্ত, শৃঙখলিত এবং এক-চোখাভাবে শাসন-শোষণে নিষ্ঠুর, ধূর্ত, দুর্নীতিপরায়ণ ও হীন কর্ম-পন্থায় পরিপূর্ণ।

একমাত্র যে-আদর্শটি বিশ্বজনীনভাবে মানুষের একত্বের হীরকদীপ্ত চেতনাকে পরিপূর্ণ নিখুঁতভাবে সমুন্নত করেছে, তা হলো ইসলাম।

মিসর মুক্তকারী আমর বিন আ'স চূড়ান্তভাবে দেশটিকে মুক্ত করার পূর্বেই দেশের অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। মিসরীয় শাসক মাকুকাস আলোচনার জন্যে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

আমর বিন আ'স উবাদা বিন আসামিত-এর নেতৃত্বে দশজন মুসলমানের একটি দল পাঠালেন। দলনেতা উবাদা ঘোর কালো-বর্ণের, লম্বা ও বিশাল বপুর অধিকারী মানুষ ছিলেন।

প্রতিনিধি দল মিসরীয় শাসকের দরবারে পৌছুলে তিনি গৌরবর্ণ আরবদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ "আল্লাহ্‌র দোহাই, এই কালো মানুষটিকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নাও। তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে আলোচনার জন্যে আমার কাছে পাঠাও।"

আরবীয় মুসলমানরা তখন সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ

"আপনি কেবল তাঁর সংগেই কথা বলবেন। তিনিই আমাদের নেতা। ইসলামে তাক্ওয়াই নেতৃত্বের বুনিয়াদ রচনা করে। অন্য কোনো বিবেচনা গুরুত্বহীন।"

বিস্মিত-স্তম্ভিত মিসরীয় শাসক এ কথা শুনে বললেন, "এ কথা কি করে বিশ্বাসযোগ্য যে, একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তোমাদের নেতা হবে। সে তোমাদের আজ্ঞাবাহী হওয়ার উপযুক্ত।"

প্রতিনিধি-দলের সদস্যরা ব্যাখ্যা করে বললেন, "ইসলামের যোগ্যতা বিচারে গায়ের রং কোনো মাপকাঠি নয়। একমাত্র তাক্ওয়া, সদগুণ এবং কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠা-ই যোগ্যতা বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।"

মিসরীয় শাসক এবার বললেন, "ওহে কালো মানুষ, এসো। কিন্তু কথা

www.pathagar.com

বলবে নিচুস্বরে, শান্তভাবে। তোমার গায়ের রং আমাকে বিব্রত করছে। এখন তুমি যদি কর্কশ ভাষায় কথা বলো, তা' হলে আমি ভীতি সংবরণ করতে পারবো না।"

মুসলিম প্রতিনিধিদলের নেতা এই সাথে যোগ করলেন ঃ

"ওহে ভ্রাতঃ! এখানে অবস্থানরত আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি সৈন্য রয়েছে, যারা আমার চেয়েও কৃষ্ণকায়।"[১২]

এমনি লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়।

(২) ভারসাম্য ঃ মানুষের একত্বের পতাকা আইনসিদ্ধভাবে সমুন্নত হয়েছে।

"বদর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (স) যখন মুসলিম সৈন্যদের ব্যূহ সোজা করছিলেন, তখন তিনি একজন মুসলমান সৈন্যকে লাইনের পেছনে দাঁড়া করার চেষ্টায় তার পেটে খোঁচা মারলেন। সৈন্যটি অভিযোগ করে বললো, "হে রসূল, আপনি পেটে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন কেন? রসূলুল্লাহ্ (স) একথা শোনার পর তৎক্ষণাৎ তাঁর পেটের কাপড় অনাবৃত করে বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তুমিও একইভাবে আমার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো।"[১৩]

একদা অভিজাত ও সম্পদশালী পরিবারের জনৈকা মহিলাকে চুরির অভিযোগে গ্রেফ্তার করা হলো। রসূলুল্লাহ্ (স) তার হাত কেটে দেয়ার হুকুম দিলেন। কতিপয় মুসলমান দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি চিন্তা করে শংকিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তার অব্যাহতির জন্য সুপারিশ পেশ করলেন।

তখন রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছিলো, কারণ, তারা শুধু সাধারণ জনগণকে শাস্তি দিতো; আর নামী-দামী ব্যক্তিদের বিনাশাস্তিতে ছেড়ে দিতো। আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরির অভিযোগে ধরা পড়তো, আমি তারও হাত কাটার হুকুম দিতাম।"[১৪]

মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে জয়লাভের পর রসূলুল্লাহ্ (স) তায়েফ অবরোধ করলেন। কয়েক দিন পর তিনি অবরোধ তুলে দিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

আহাম গোত্র-প্রধান জনৈক আরব-সর্দার আশকার বিন আয়লা নবী করীম (স)-এর মদীনাগমনের কথা জানতে পেরে তায়েফ অবরোধ করে এবং সে জনগণকে সন্ধি করতে বাধ্য করে। এভাবেই সে তায়েফবাসীদের মুক্তকারী সর্বপ্রথম বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

কিন্তু বিজয়ী হিসেবে তার সংবর্ধনা লাভের অনতিকাল পরেই মুগীরা বিন

www.pathagar.com

সা'বা সাকফি তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে। রসূল (স) আশকারের বিরুদ্ধে বিচার বসালেন। অতঃপর বনু সালেম গোত্রের লোকেরা এসে তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে তাদের একটি কূয়া দখল করে নেয়ার অভিযোগ দায়ের করলো। বিজয়ীর বিরুদ্ধে আরও একটি বিচার বসানো হলো।

যখন আশকার নত মস্তকে বিচারের রায় মেনে নিলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুখমণ্ডল আবেগদীপ্ত হয়ে উঠলো এই ভেবে যে, বিজয়ী ব্যক্তিটি পেলো না কিছুই, বরং অতীতে যা' সে অবৈধভাবে কব্জা করেছিলো, তাই হারালো।"[১৫]

চিন্তা করুন, কী বিচিত্র উপায়ে অসত্যের ধ্বজাধারীরা তাদের সাথী ও সহযোগীদের রক্ষা করছে। চিন্তা করুন, কতো অসংখ্য অপরাধীকে আজ রাশিয়া ও আমেরিকা প্রকাশ্যভাবে রক্ষা করছে। যে যতো বড় অপরাধী, তাদের দৃষ্টিতে সে-ই ততো বেশি মহৎ। অসত্যের সকল ধ্বজাধারীরা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পূর্বে সাময়িকভাবে তাদের অসার দাপট দেখায়।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যথার্থ অনুসারীদের অন্যতম ছিলেন ভারতের সম্রাট শেরশাহ্ সূর (১৫৪০-৫৬)।

"তাঁর এক ভাগ্নে এক কর্মকারের স্ত্রীর প্রতি সুপারী-পাতা নিক্ষেপ করে, মহিলাটি তার বাড়ির ঘেরা-জায়গায় গোসল করছিলো। বিষয়টি শের শাহের গোচরীভূত করা হলো। তিনি হুকুম দিলেন যে, তার ভাগ্নের স্ত্রীকে অনুরূপভাবে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং কর্মকারকে তার প্রতি একটি সুপারী-পাতা নিক্ষেপের অনুমতি দেয়া হবে।

ন্যায়বান শাসক হিসেবে শের শাহের সুখ্যাতি এতো বেশি ছিলো যে, একজন সওদাগর তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ডাকাতি হওয়ার আশংকা ব্যতীতই বিরাণ প্রান্তরে নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পারতো।"[১৬]

ইসলামের যে অসংখ্য আলোক-রশ্মি জাহিলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকার ও অসত্যের পাপময় গহবর বিদীর্ণ এবং মানবজাতির নিরন্তর কল্যাণ সাধন করে চলেছে, তার শুমার করা কি সহজ কাজ?

(৩) সমতা ঃ মানুষের একত্বের পতাকা সামাজিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

"জায়েদ বিন হারিসা ছিলেন একজন ক্রীতদাস। মহানবী (স) তাঁকে আযাদ ও পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মীয়া জয়নাবকে রাজী করান জায়েদকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে। এই বিয়ে ছিলো তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু নবী করীম (স) সকল প্রতিবন্ধকতা, স্বাতন্ত্র্য, রীতি-নীতির বিলোপ সাধন করতে চাইলেন, যেসব মানবতা-বিরোধী বিধানাবলী মানুষের অবিনাশী একত্বকে বিভক্ত করে এবং তার সাথে একচোখা ও অপরাধীসুলভ আচরণ করে।"[১৭]

www.pathagar.com

কাফিরদের সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর মুকাবিলা করার সময় রসূল (স) পরিখা খননকারী শ্রমিকদের একজন হয়ে পরিখা খনন করেছিলেন। আরবের ইতিহাসে এতো বড়ো সৈন্য সমাবেশের ঘটনা আর কখনও ঘটে নি। মক্কার স্বৈরাচার, ইয়াহূদী, মুনাফিক, খ্রীস্টান এবং আরবীয় উপজাতিসমূহ ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার লক্ষ্যে একত্রিত হয়।

মদীনায় প্রথম মসজিদ যখন নির্মাণ করা হয়, তিনি ছিলেন তার একজন অন্যতম শ্রমিক।

সাহাবীদের সংগে নিয়ে একদা তিনি যখন সফর করছিলেন, তখন তাদেরকে খাবার তৈরি করতে হয়েছিলো। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ্ (স) নিজের কাঁধে করে জ্বালানী কাঠ বয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সাহাবীরা তাঁদেরকেও এ কাজ করতে দেয়ার জন্যে হুজুরকে (স) অনুরোধ জানালেন, যাতে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন ঃ "আমরা এখানে আপনার খিদমতে নিয়োজিত রয়েছি।"

রসূল (স) জবাব দিলেন ঃ

"এটা সত্য, কিন্তু আমি তোমাদের থেকে আমাকে পার্থক্য করা অপছন্দ করি।"[১৮]

মুসলিম সৈন্যদল বদর অভিমুখে অগ্রসরমান। তাদের সংগে মাত্র গুটিকয় উট। তিনজন লোক মাত্র একটি উট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলো। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সংগে আরও দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যাতায়াতের জন্য কোনো বিশেষ বাহন অবশিষ্ট ছিলো না।[১৯]

ইসলাম মদীনায় কিরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, তার আভাস পাওয়া যায় কার্লাইলের নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে ঃ

"একজন গরীব, কঠোর পরিশ্রমী, দুর্দশা-পীড়িত মানুষ, সাধারণ মানুষ কিসের জন্যে হাড়ভাংগা খাটুনি খাটে, সে ব্যাপারে উদাসীন। খারাপ মানুষ নয়, আমি বলবো ঃ যে-কোনো ধরনের লোভের চেয়ে কিছু ভালো জিনিস তার মধ্যে আছে, অথবা এইসব দুরন্ত আরবীয় লোকেরা, যারা দীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, তারা তাঁর প্রতি তখন তেমন শ্রদ্ধা দেখায় নি। তারা ছিলো দুর্দান্ত মানুষ, মাঝে মাঝেই কলহে লিপ্ত হতো, হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে উঠতো, যথার্থ মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ ছিলো না তাদের মধ্যে; কোনো মানুষই তাদেরকে হুকুম করতে পারতো না। ভাবতে পারেন, এই দুর্দান্ত লোকেরাই তাঁকে রসূল বলে অভিহিত করেছিলো? এটা সম্ভব হয়েছিলো এ কারণে যে, তিনি তাদের সাথে একই সমতলে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, সহনশীলতা

অবলম্বন করেছিলেন, কোনো দুর্বোধ্য রহস্যময়তাকে প্রশ্রয় দেন নি; আপন ঢিলা পোশাকে প্রকাশ্যভাবে তালি দিতেন, নিজের জুতো সেলাই করতেন; তাদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতেন, তাদের সংগে পরামর্শ করতেন, তাদেরকে নির্দেশ দিতেন; তারা অবশ্যই দেখতে পাবে, কেমন মানুষ তিনি ছিলেন, আপনি যেমনটি পছন্দ করেন, সেই নামেই তাঁকে অভিহিত করুন। কারুকার্য-খচিত মুকুট পরিহিত কোনো সম্রাটই এমনভাবে আনুগত্যের সম্মান লাভ করেন নি, যেমনভাবে নিজের হাতে তালি-দেয়া পোশাক পরিহিত এই মানুষটি লাভ করেছিলেন।"[২০]

(৪) খাদ্য ও পানীয় ঃ মানুষের একত্বের পতাকা অর্থনৈতিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

সরকারী দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পর পরই ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকরকে প্রচণ্ড কর্মভারের মুকাবিলা করতে হয়। তাঁকে সেনাবাহিনী সুবিন্যস্ত এবং তা সিরিয়ায় রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঠাতে হয়। তাঁকে ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। কিছুসংখ্যক দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক ছিলো, যারা সমস্যার সৃষ্টি করে চলতো।

এসব অসুবিধা-সংকট ছাড়াও চতুর্থ আরও একটি অনিষ্টকর বিষয় ছিলো, যা' সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ছিলো না।

কিছু মুসলমান ইসলামের সমস্ত মৌলিক হুকুম-আহ্কাম মেনে চলতেন, কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করতেন।

আবূ বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এ কথা শুনে বহু মুসলমানই বিস্মিত হলেন। এমন কি হযরত উমর (রা) পর্যন্ত খলীফাকে জিগ্যেস করলেন ঃ "যারা শুধুমাত্র যাকাত প্রদানে অস্বীকার করছে, আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন?"

ইসলামের মহান খলীফা অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো, যারা যাকাত হিসেবে প্রদেয় একটি মেষশাবক পর্যন্তও দিতে অস্বীকার করে।"[২১]

হযরত আবূ বকর (রা)-র দয়ালু-হৃদয়ের কথা সর্বজনবিদিত ছিলো। এবং জনগণ হযরত উমর (রা)-র এর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রিয় চরিত্রের কথাও জানতো। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে যখন আলোচনা হতো, তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাদের মুক্তির জন্যে সুপারিশ করতেন; অন্য দিকে উমর (রা) তাদের সবাইকে হত্যার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করতেন।

কিন্তু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের হত্যার জন্যে দয়ালু হৃদয় আবূ বকর (রা) কেনো তাঁর তরবারী কোষমুক্ত করেছিলেন? তিনি তা করেছিলেন শক্তি

www.pathagar.com

প্রয়োগ করে অর্থনৈতিকভাবে মানুষের একত্বকে সমুন্নত করতে, যদি কেউ তা' অমান্য করার সাহস করে। দ্বীনের বিধান অমান্যকারী এই লোকদের হত্যা করা আইনসিদ্ধ, এমন কি তারা যদি নামাযরত থাকে, রমযানে রোযা অবস্থায় থাকে এবং ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম পালন করে, তবুও। খলীফা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র "প্রতিনিধি"। আল্লাহ্‌ হচ্ছেন প্রতিপালক। তাঁর প্রতিনিধিরও কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের প্রতিপালন করা, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ধনীরা নিজেদের ভরণ-পোষণ নিজেরাই করবে; কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার এসব হতভাগ্য জনগণের সামর্থ্য নেই স্বল্প সময়ের জন্যেও নিজেদের ভরণ-পোষণ চালানোর।

ইসলামের আশ্রয়ে তারা কি অনাহারে থাকবে? না! তারা কি মন্দলোকের দ্বারা শোষিত হবে? না! তারা কি ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে কিংবা কষ্ট সহ্য করবে, যখন অন্যরা আনন্দময় জীবন উপভোগ করছে? কখনই না! এটা মানুষের একত্বের পরিপন্থী কাজ হবে।

তারাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, এক আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁর প্রতিনিধি — খলীফা তাদের প্রতিপালনের জন্য দায়বদ্ধ। যাকাত সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে হয়, যে হুকুম পবিত্র কুরআনে শতবার সালাতের পরপরই দেয়া হয়েছে।

তাহলে যাকাত কি দয়ার দান? না! তা' কি সরকারী ভাতা? না! তা' কি ইসলামী সরকারের এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত গরীবের জন্য বিত্তবানদের ভিক্ষা? কখনই না!

তা' তাদের 'হক' অর্থাৎ বিত্তবানের সম্পদে অধিকার। গরীব-সর্বহারারা তাদের "ভরণ-পোষণের" অধিকার পাচ্ছে কি-না, এবং তারা স্বাবলম্বী হতে পারছে কি-না, তা দেখার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সম্পদ বা দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের কোনো নিশ্চয়তা নেই। দরিদ্ররা তাদের দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যৎ দুঃস্থ-নিঃস্বদের জন্যে যাকাত ভরণ-পোষণের অধিকার প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে, ধনীরা দরিদ্র হয়ে যেতে পারে এবং যাকাত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে। নিরন্তর সংগ্রামরত বিত্তবান ও নিঃস্বদের মধ্যকার কোনো অর্থহীন শ্রেণী-ধারণা নয়; ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অধীনে অর্থনৈতিক সমস্যার বিষবৃক্ষ অংকুরেই ধ্বংস হয়।

এভাবেই একটি শান্তিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী ভিত্তিতে সম্পদের বন্টন নিশ্চিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র জমীনে প্রথমবারের মতো এভাবে মানুষের একত্বের চেতনা অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সমুন্নত হয়েছে — কেউ অনাহারে থাকবে না, আবার কেউ বিলাসিতার সাগরে হাবুডুবু খাবে না। মাত্রাতিরিক্ত নয়, চরম

www.pathagar.com

পরিমাণ নয়; প্রত্যেকেই মৌলিক প্রয়োজন অনুযায়ী সামগ্রী পাবে। প্রত্যেকেই তার অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় নৈতিক বিধানাবলীর অধীনে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কি এবং কিভাবে উপার্জন করতে হবে, অতঃপর কিভাবে ও কোথায় তা' ব্যয় করতে হবে।

যখনই মুসলমানরা ইসলামী অর্থনীতির মূলতত্ত্ব অনুসরণ করেছেন, তখনই তারা অভাবিত সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। বিপথগামীদের নাম-নিশানা টিকে থাকে নি।

ইসলামের পঞ্চম খলীফার শাসনামলে যাকাতের অধিকার গ্রহণের মতো কোনো লোক ছিলো না। (বিস্তারিত জানার জন্যে 'ইসলামের ভরণপোষণ আইন সমূহ' অধ্যায় দেখুন)

(৫) গণতন্ত্র ঃ মানুষের একত্বের পতাকা রাজনৈতিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

একজন সাধারণ লোক খলীফাকে বললো, "হে বেতনভুক কর্মচারী, আসসালামু আলাইকুম।" ইসলামী সরকার-প্রধান স্বীকার করলেন যে, তিনি শুধুই একজন বেতনভুক কর্মচারী, যিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করছেন।[২২]

"একনায়কতন্ত্র" শব্দটি মানবতার অপমান, মানুষের একত্ব-চেতনার লংঘন এবং অগণিত মানুষের ওপর গুটিকয় মানুষকে পশু-শক্তির অধিকারী করা। মানুষের এই "মানব-নেকড়েয়" রূপান্তর এখন 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং তথাকথিত বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ বুলেট, কামানের গোলা, বোমা এবং হাজারো মারণাস্ত্র সহকারে শৃঙখলিত ও আক্রান্ত আফগানদের ওপর পতিত হচ্ছে মৃত্যু ও ধ্বংসের অভিশাপ হয়ে। এই "মানব-নেকড়ের" চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করা।

সম্ভবত এটাই মানবিক অধঃপতনের সর্বশেষ স্তর। ক্ষণস্থায়ী একনায়করা মাথা তুলে দাঁড়ায়, আবার তাদের পতন হয়। এটাই তাদের মধ্যকার পাশবিকতার নিশানা। কিন্তু মার্কসীয় ক্রিয়া-কলাপ একে বৈধ করে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, বিজ্ঞানসম্মত, প্রগতিশীল ও মানুষের সর্বসমস্যার ধন্বন্তরি হিসেবে অভিহিত করে বিশ্বে "ইতরেরও অধম" বলে গণ্য হয়েছে।

হুনায়নের বিজয়ের পর "গনীমতের যে মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো, তখনকার দিনের হিসেবে তার পরিমাণ ছিলো বিপুল, কারণ পরাজিত শত্রুরা ফেলে গিয়েছিলো ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ভেড়া, ৪ হাজার রৌপ্যমুদ্রা এবং ৬ হাজার যুদ্ধবন্দী।"[২৩]

www.pathagar.com

মহানবী (স)-এর ধাত্রীমাতা ছিলেন হালীমা। তাঁর গোত্রের সর্দার জুবায়ের বিন মুরাউ বন্দীদের মুক্তির জন্যে জোরালো যুক্তি পেশ করলো ঃ

"হে মুহাম্মদ, বন্দীদের মধ্যে তুমি তোমার খালাদের দেখতে পাবে। আরবের বাদশারা যদি আমাদের মহিলাদের দুধ পান করতো, তাহলে তাদের কাছে আমরা দয়ার প্রত্যাশা করতে পারতাম। কিন্তু তোমার কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশি।"

রসূলুল্লাহ্ (সঃ জবাবে বললেন, "যেসব যুদ্ধবন্দী আমার পরিবারের ভাগে পড়েছে, আমি তাদের মুক্তি দিলাম। যুহ্‌রের নামাযের পর অন্যদেরকে অনুরোধ কোরো। আমি তোমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবো।[২৪]

মদীনার আনসার ও মক্কার মুহাজিররা নবী করীম (স)-এর পদাংক অনুসরণ করলেন, কিন্তু কয়েকটি মিত্র গোত্রের সদস্যরা রসূল (স)-এর পদাংক অনুসরণে অস্বীকার করলো।

সেখানে কি কোনো বাধ্যবাধকতা ছিলো? ছিলো কি কোনো কঠোর নির্দেশ? সেখানে কি কোনো স্বৈরশাসক ছিলো?

শুধুমাত্র অসত্যের ছিন্ন পতাকা সমুন্নতকারী অপরাধী দুর্বৃত্তচক্রই জনগণকে শাসনের জন্যে স্বৈরাচার ও একনায়কতান্ত্রিক নিষ্ঠুর ব্যবস্থাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে।

"তুমি আমার সামনে এসো না, কারণ তোমাকে দেখলে আমার চাচাজানের কথা মনে পড়ে" —

রসূলুল্লাহ্ (স) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কথাটি বলেন উহুদ যুদ্ধে হযরত হামজার হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী-র উদ্দেশে, যে তার মনিবের নির্দেশে হযরত হামজার লাশ ফেঁড়ে ফেলে, কলিজা বের করে চিবোয় এবং এভাবে এর অবমাননা করে।[২৫]

কুফ্‌রী শক্তি মিস্‌মার হয়ে গেলো। ক্রীতদাস ও ঘাতক ওয়াহ্‌শী মুসলমানদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে শহর থেকে শহরে, নগর থেকে নগরে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। কে তাকে আশ্রয় দেবে?

কেউ না, একমাত্র "রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন" ছাড়া।

ঘাতক সেই রাহ্‌মতের পরমস্পর্শ লাভ করলো। হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিলো আইনসিদ্ধ; রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্ষমতা ছিলো সেই আইন প্রয়োগের। আইন তাঁর স্বপক্ষেই ছিলো। তথাপি নবী করীম (স)-এর প্রিয় চাচার হত্যাকারী আইনের প্রয়োগ কিংবা প্রতিশোধ কিংবা সামান্য তিরস্কারের আলামতও টের পায়নি।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (স) সমগ্র বিশ্ব-মানব ও সমস্ত মাখলুকাতের অপার রহমত হিসেবে প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসূল। সত্যিকার ইসলামী

www.pathagar.com

গণতন্ত্র খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের শাসনামলে পূর্ণভাবে পল্লবিত হয়েছে, আর আজ বিশ্বব্যাপী, স্থায়ীভাবে তার স্থান হয়েছে মসজিদ এবং হাট-বাজারে।

রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর উত্তরাধিকারী পর্যন্ত মনোনীত করে যান নি। উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরি মনোনয়নের প্রশ্নটি জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়; যাঁরা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাদের খলীফা নির্বাচিত করতে পারবেন।

(৬) স্বাধীনতা ঃ মানুষের একত্বের ঝাণ্ডা স্বাভাবিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

একদা রসূলুল্লাহ্ (স) মসজিদে নববীতে মুসল্লীদের উদ্দেশে খুৎবা পেশ করছিলেন। খুৎবার মধ্যেই একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ

"কি অপরাধে আমার প্রতিবেশীদের গ্রেফ্তার করা হয়েছে?" সে এই প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করল, তখনও রসূলুল্লাহ্ (স) নিশ্চুপ। সে যখন তৃতীয়বারের মতো প্রশ্নটি রাখলো, তখন হুজুর (স) গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। পুলিশের প্রধান মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রেফ্তার যদি আইনসংগত হতো, তাহলে তিনি এই গ্রেফ্তার বহাল রাখার প্রশ্নে প্রতিবাদ জানাতেন। তাঁর নীরবতা প্রমাণ করে যে, ঐ গ্রেফ্তার ছিলো বেআইনী।[২৬]

হুদায়বিয়ার অসম সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে মহানবী (স) কী সাংঘাতিকভাবে হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনায় আনসারদের সংকল্পকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে, মহানবী (স) মদীনার এক-তৃতীয়াংশ শস্য গৎফান গোত্রকে দিতে এবং এই গোত্রকে চক্রান্তকারী সৈন্যদের সংসর্গ থেকে দূরে রাখতে চাইলেন। বিষয়টি নিয়ে দু'জন আনসার দলপতির সংগে পরামর্শ করা হলো। তাঁরা বললেন, যদি এটা আল্লাহ্র অভিপ্রায় হয়, তাহলে তাঁরা তা' মান্য করবেন; কিন্তু তা' যদি হয় রসূল (স)-এর ইচ্ছা, তাহলে তাঁরা তাতে বাধা দেবেন এই কারণে যে, "ইসলাম তাঁদেরকে এমন নিখুঁতভাবে মহিমান্বিত ও পরিবর্তিত করেছে যে, তাঁরা বিশ্বস্তভাবেই অসত্যের দাঁত ভাংগা জবাব দিতে পারবেন।"[২৭]

রসূলুল্লাহ্ (স) কা'বাকে মর্যাদাবান ও মক্কা থেকে অসত্যের শেষ রশ্মিটুকু নির্বাপিত করার লক্ষ্যে গোপনে গোপনে তৈরী হচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর এই অভিযানের কথা প্রকাশ করে মহানবী (স)-এর জনৈক সাহাবী হাতীব মক্কার জালিমশাহীর কাছে একটি পত্র লিখে এই গোপনীয়তা ফাঁস করে দেন।

এই গোপন চিঠিটি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং মদীনায় আনা হলো। হযরত উমর (রা) ক্রোধে হাতীবের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলতে চাইলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু রসূল (স) লোকটিকে তার বিশ্বাসঘাতকতার — যা' মুসলিম বাহিনীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারতো—কারণসমূহ ব্যাখ্যার জন্যে পূর্ণ সুযোগ দিতে চাইলেন।

হাতীবের যুক্তি ঃ তিনি মক্কী নেতাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তার বদলে তাঁর পরিবারের যেসব সদস্য তখনও মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তাঁদেরকে তারা মদীনায় আসার সুযোগ দেবে, এ আশা তিনি তাঁদের কাছ থেকে করেছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (স) হাতীবের যুক্তি বৈধ বলে মেনে নিলেন এবং বদর যুদ্ধে ইসলামের জন্যে তাঁর মূল্যবান খিদমতের কথা বিবেচনা করলেন। সুতরাং হাতীব সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেকসুর খালাস পেলেন।[২৮]

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-কে জনৈকা মহিলা থামিয়ে দিলেন এবং কুরআন-প্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ সম্পর্কে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিলেন ঃ "স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং মানুষ মাত্রেই কোনো-না কোনো ভুল করে।"[২৯]

এমনি লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা' বাক্-স্বাধীনতার প্রমাণ বহন করে। চিন্তা, শ্রবণ, মেলামেশা, বিশ্বাস, কাজকর্ম সবই স্বভাবজাত, স্বতঃস্ফূর্ত। যে কেউ এসব স্বাধীনতা খর্ব করে, সে স্রেফ একটি মানবাকার পশু।

বিবেকবান মানুষদের অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করতে দিন বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল "মানব-নেকড়েদের" সম্পর্কে, যারা তাদের নিজ নাগরিকদের সমস্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার গ্রাস করে এবং এক দল বশংবদ চাটুকার, মোসাহেব, চামচা ও দালাল সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নিজ সহযোগীদের নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস করে।

বিশ্ব একমাত্র ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নিষ্ঠুর অসত্যের মনভোলানো বুলিতে কান দিয়ে মানবতা আজ চরম মূল্য পরিশোধ করছে। অসত্যের দশভুজ শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ না করার কারণে পৃথিবী অন্যায়-অপকর্মে ছেয়ে গেছে।

(৭) সহনশীলতা ঃ মানুষের একত্বের চেতনা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

শুধুমাত্র চতুষ্পদ বন্যজন্তু এবং দ্বিপদ আধুনিক বৈজ্ঞানিক-পশুরাই অসহিষ্ণু। উভয়েই নিষ্ঠুর। উভয়েই পাশবিক প্রবৃত্তি লালন করে, যারা আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং তাদের একচোখা দৃষ্টিভংগিকে সংযত করতে জানে না। নিজ নিজ অবস্থানে থাকার বৈধতা সম্পর্কে বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তাদের নেই এবং এভাবেই বিপরীত আদর্শ, বিশ্বাস ও ধারণার প্রতি তারা সহনশীল হওয়ার মতো মনোবলের অধিকারী নয়।

www.pathagar.com

সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্র দুনিয়া যখন নানাবিধ পাশবিকতা, অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ ছিলো, তখন একমাত্র ইসলামই সহনশীলতার প্রচার ও অনুশীলন করেছে।

"একদা ইথিওপিয়া থেকে একটি খ্রীস্টান-প্রতিনিধিদল মদীনায় এলো। তাদেরকে মসজিদে নববীতে থাকতে দেয়া হয়েছিলো।"[৩০]

বিশ্বের সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের অমুসলমানদের ওপর মুসলমানদের প্রদর্শিত সহনশীলতা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার বিজয় এবং বায়াফ্রার বিরুদ্ধে নাইজিরিয়ার বিজয়ের পর আশংকা দেখা দিলো যে, খ্রীস্টানরা নির্যাতিত হবে। এমন কি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে সেখানে বিদেশী পর্যবেক্ষক পর্যন্ত পাঠানো হলো। অমুসলমানদের ভয় অমূলক প্রমাণিত হয়েছিলো।

১৯৬৭ সালে আরব-বিপর্যয়ের পর মরক্কোর ইয়াহূদীরা মরক্কোর সেনাবাহিনী দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলো। যদি তাদের মধ্যে সহনশীলতা না থাকতো, তাহলে মিসরীয় কপ্টারসমূহ এই চৌদ্দশো বছর পরও তাদের খ্রীস্টত্ব রক্ষা করতে পারতো না। আজ তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। তারা মিসরের ভেতরে ও বাইরে অত্যন্ত প্রতাপশালী। এমন কি তারা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত বের করেছিলো।

শুধু এই নয়, আধুনিকতা, প্রগতি ইত্যাদির নামে তারা মিসরের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা ইসলাম-বিরোধী প্রচারণা চালায়। তারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তারা মিসর থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্যে সমস্ত অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে।"[৩১]

অধিকৃত প্যালেস্টাইনের ইয়াহূদীবাদী জালিমরা সম্ভবতঃ ইসলামের আশ্রয়দানের ঘটনা জানে না, যা' একাকীই পৃথিবীতে তাদেরকে রক্ষা করেছিলো যখন সমগ্র পৃথিবী তাদের প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছিলো। তাদের প্রপিতামহরা তা' জানতো কিন্তু ইয়াহূদী আধিপত্যবাদ মার্কসবাদের মতোই অকৃতজ্ঞ।

(৮) ইতিহাস ঃ মানুষের একত্ব ঐতিহাসিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

www.pathagar.com

"যাহারা বিশ্বাস করে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খ্রীস্টান ও সাবিঈন — যাহারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[৩২] (২ ঃ ৬২)

ইসলামের কোনো কৌলিন্যবোধ নেই, যেমনটি অন্যান্য বিশ্বাস, ব্যবস্থা ও মতবাদে আমরা তা' দেখতে পাই। ব্যক্তি যে-ই হোক্-না কেনো, সে যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে, রোজ-কিয়ামতে বিশ্বাস এবং সৎ কাজ করে, তাহলে সে উন্নত, নিঃশংক ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হবে। সর্বদেশে, সর্বযুগে, সকল মানুষের জন্যে এটাই হলো একমাত্র মাপকাঠি।

হযরত আদমের (আ) ছেলের সময় থেকে হত্যা, হত্যা-ই, আজকের দিন এবং পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তা' ভ্রাতৃহত্যা। কোনো সম্পর্কে, কোনো মতাদর্শ, কোনো সরকারই তা' পাল্টাতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের সময়-চেতনার পরিবর্তন হয় না। ভুলের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কখনই পরিবর্তিত হয় না।

মার্কসবাদের দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ মানুষেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের ছুতোয় হত্যা করা আজ আর কোনো অপরাধ নয়। তাহলে এর প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শও মার্কসবাদীদের যতো বেশি সংখ্যায় সম্ভব কচুকাটা করবে। এভাবেই আজকের পৃথিবী ইতোমধ্যেই পারস্পরিকভাবে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে।

একমাত্র ইসলামেই মানুষের ভালো-মন্দের ইতিহাস পরিবর্তিত হয় না, কোনো নিয়ন্ত্রণহীন একটি নতুন প্রথায় পর্যবসিত হতে পারে না।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

"এই কারণেই বনি ইস্রাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।"[৩৩] (৫ ঃ ৩২)

একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যার সমান হবে; একটি জীবন রক্ষা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে রক্ষার সমান হবে।

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে, যাহারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

www.pathagar.com

ক্ষতি এড়াবার একমাত্র উপায় হিসেবে যা থাকতে হবে, তা হচ্ছে ঃ

(১) ঈমান

(২) সৎকাজ করা

(৩) এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয়া —

(ক) সত্যের

(খ) ধৈর্য্যের

(গ) ও অপরিবর্তনীয়তার।

ইসলামী আদর্শ এবং সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেয়া এর শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও শান্তিময় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা একটি চিরন্তন সত্য। এর চিরস্থায়িত্ব ও বিশ্বজনীনতা দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কুরআন নির্দেশিত পন্থা অবলম্বনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ . فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

"আমি তাহাকে কি চক্ষুদ্বয়, জিহবা এবং দু'ওষ্ঠ সৃষ্টি করি? এবং আমি তাহাকে কি দুইটি পথই দেখাই নাই? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করে নাই।"[৩৪] (৯০ ঃ ৮-১১)

মানুষেরা কষ্টসাধ্য পথ এড়িয়ে চলেছে। উৎকর্ষ লাভ নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। কিন্তু অধঃপতন খুবই সহজসাধ্য এবং বেশি আকাঙ্ক্ষিত। যারা উৎকর্ষ লাভে ইচ্ছুক, তারা "ঈমান আনবেন ও মানুষকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবেন (অপরিবর্তনীয় ও আত্মদমন) এবং উপদেশ দেবেন দয়া ও করুণাপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদনের।" কিন্তু যারা অধঃপাতে যাওয়ার মনস্থ করেছে, তারা আক্রান্ত আফগানিস্তান ও দখলীকৃত প্যালেস্টাইন সৃষ্টি করে।

একটি কষ্টসাধ্য সত্যাদর্শ হওয়ার কারণে ইসলাম মানুষের মন জয় করেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু অসার ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে, আর শেষ হয় ক্ষণস্থায়ী ধোয়ায়।

ইতিহাস বিকৃতিকারীরা তাদের কূট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে মানানসই করার জন্যে ইতিহাস পরিবর্তন করে। এ ইতিহাস নয়; মূলতঃ তারা মানুষের একত্বের চেতনাকেই ঐতিহাসিকভাবে ধ্বংস করছে এবং তাকে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করছে।

যদি মানুষ পাল্টে যায়, তাহলে ইতিহাস পরিবর্তিত হবে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আসবে পরিবর্তন, পাল্টাবে এর দৃষ্টিভংগি মানুষ কি পরিবর্তিত হয়েছে?

www.pathagar.com

যদি সে তা না হয়ে থাকে, তাহলে প্রকৃত ইতিহাস পরিবর্তিত হয় না। শুধুমাত্র গাঁজাখুরি ইতিহাসই একটি বহুরূপীর চেয়েও দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

(৯) মুক্তিঃ মানুষের একত্বের ঝাণ্ডা আধ্যাত্মিকভাবে সমুন্নত হয়েছে ঃ

মুক্তি দু' প্রকারের — আত্মিক ও বাহ্যিক। ইসলাম মানুষের আত্মিক মুক্তিকেই প্রথম নিশানা করে।

বিলাল শারীরিকভাবে পরাধীন ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁর শরীরের ওপর তাঁর মনিবের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ইসলাম তাঁর আত্মাকে, তার চেতনাকে মুক্তি দিয়েছিলো। তিনি মুসলমান হন, যদিও হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে ক্রয় ও আযাদ না করা পর্যন্ত আরও কিছু-দিন তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

মানুষের দেহ গঠন, ভংগি, মাপ, বর্ণ শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে বিভিন্ন ; কিন্তু মানবীয় চেতনা একই রকম।

সত্যের কল্যাণী স্পর্শে যদি এই আত্মিক চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তি পায়, তাহলে ধর্মের প্রতিটি নির্দেশই দেহ কর্তৃক পালিত হয়।

"মদ্যপান হারাম" — পরাগাম্বর কুরআনের এই নতুন প্রত্যাদেশটি (ওহী) ঘোষণা করছিলেন। শতাব্দীকালের মদ্যপ আরবরা, যাদের মুখের মধ্যে মদ ছিলো, থু থু করে বাইরে ফেলে দিলো; যারা বোতল হাতে নিয়েছিলো, তারা তা' ভেংগে টুকরো টুকরো করে ফেললো; ঘরে রাখা সমস্ত মদের বোতল রাস্তায় নিক্ষেপ করা হলো; মদের স্রোতে রাস্তা সয়লাব হয়ে গেলো।

আফগানিস্তানে প্রতিটি মার্কসীয় নির্দেশ বাধার সম্মুখিন হচ্ছে। এর প্রতিটি নীতিই ঘৃণিত হচ্ছে। এর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সেখানে চলছে রক্তাক্ত প্রতিরোধ।

সামান্য কয়েক হাজার আফগান ব্যতীত মানবতাবাদের অনুসারী লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্কসবাদে দীক্ষা নেয় নি। না তাদের মন উপলব্ধি করেছিলো এর সত্যতা ও উপযোগিতা, না তাদের হৃদয় মেনে নিয়েছিলো তাদের দেশকে জবরদখলকারী তস্করকে। সুতরাং তাদের আত্মিক চেতনার মুক্তি ঘটেনি, যদিও তাদের দেহ মার্কসবাদী দস্যুতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ কারণে সমগ্র জাতিই মার্কসবাদী অসত্যকে প্রতিরোধ করছে।

"অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যকে রক্ষা করো।" প্রত্যেক মুসলমানই ছুটে এলো মুসলিম সেনাবাহিনীতে নাম তালিকাভুক্ত করতে। অল্পবয়সী বালকদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো না। তাদের মধ্যে কয়েকজন গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালো, যাতে তাদেরকে শনাক্ত করা যায় এবং তারা সৈনিক হিসেবে মনোনীত হতে পারে।

www.pathagar.com

সকল আফগানকে বাধ্যতামূলক সামরিক কাজে যোগদানে বাধ্য করার জন্যে আফগান সরকার যে অপরিমেয় শক্তি ব্যবহার করছে তার চিন্তা করুন!

"সত্য এবং এর প্রতিরক্ষার জন্যে দান করো।" হযরত আবূ বকরের (রা) ঘরে যা কিছু ছিলো সবই তিনি নিয়ে এলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী দান করতে আগ্রহী ছিলো। যার কিছুই ছিলো না, সে মাঠে কাজ করে মজুরী হিসেবে যেসব খেজুর পেলো, বিনীতভাবে সেগুলোই দান করলো। রসূলুল্লাহ্ (স) সেগুলোকে স্তূপীকৃত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর ওপর জমা করে রাখলেন তাবুকের যুদ্ধের সময় সদ্ব্যহারের অভিপ্রায়ে।

"নিঃস্বদের জীবিকার অধিকার অর্থাৎ যাকাত প্রদান করো।" এমন কি আজও ভারতীয় মুসলমানরা তা প্রতি বছর প্রদান করে থাকে। এভাবে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ রুপী ভারতে ইসলামের খিদমতে ব্যয় হয়। সম্ভাব্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঁচিয়ে, জোর করে তা' সংগ্রহ করার জন্যে কি ভারতে কোনো ইসলামী খলীফা আছে? না, কেউ নেই। তৎসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান তা' প্রদান করে চলেছেন।

কোনো জবরদস্তি নেই, তবুও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। কেনো এই আনুগত্য? এটা আত্মিক মুক্তিরই ফল। আত্মিক মুক্তি যদি শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াহ্-কাজের মাধ্যমে হয়, তাহলে দেহ আপনা-আপনিই বশীভূত হয়। মন যদি বশীভূত না থাকে এবং শক্তি, প্রভুত্ব ও একনায়কত্বকে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে দেহও অসত্যের দানবীয় শক্তিকে প্রতিহত করে। দেহ যদি পরাধীন, শৃঙখলিত হয়, তাহলে তা' ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সেই শৃঙখলকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিখ্যাত সাহাবী মুসাআব বিন উমাইর দেখতে পেলেন যে, তাঁর ভাই আবূ আজিজ বিন উমাইরকে একজন আনসার সাহাবী বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। এ দেখে তিনি উক্ত সাহাবীকে বললেন, "তাকে সাবধানে রাখবে এবং তার সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করবে। তার একজন ধনী মা আছেন এবং তিনি তার মুক্তিপণ পরিশোধ করবেন।" আবূ আজীজ এ কথা শুনে বললো ঃ "তুমি আমার প্রতি কঠোর হওয়ার উপদেশ দিচ্ছো? তুমি না আমার আপন ভাই!"

এ কথা শুনে মুসাআব জবাব দিলেন, "যে ব্যক্তি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কি আমার ভাই?"[৩৫]

এক ভাই তাঁর নিজের "আপন ভাই"-কে অস্বীকার করলেন; কারণ, তার আত্মিক চেতনা পরাধীন ছিলো। রক্ত-সম্পর্ক অস্বীকৃত হলো।

www.pathagar.com

মুসাআবের স্বাধীন চেতনা আনসার সাহাবীর মধ্যে এক নয়া-ভ্রাতৃত্বের সন্ধান পেলো, এই ব্যক্তির চেতনাও ছিলো শৃঙখল-মুক্ত।

প্রতিভা রনদে নামীয় বোম্বাইয়ের জনৈকা গৃহবধূ ও সাংবাদিক কাবুলে একজন হকারকে সৈন্যগণ কর্তৃক নির্মমভাবে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। এ দু'জনের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান?

নিঃসন্দেহে পারিবারিক, বংশগত, জাতিগত, কিংবা ভাষাগত সম্পর্ক নেই। এ দু'জনের মধ্যে এবং আমাদের সকলের মধ্যে যে সম্পর্ক এক মোহনায় মিলিত হয়েছে, তা' হলো আত্মিক সম্পর্ক। মানুষ এক ও একক সত্তা। নারী-পুরুষ, জাতীয়তা, ভাষা, নীতি, বর্ণ ও জাতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তার চেতনা এক, অবিভাজ্য।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

মুসলিম পুনর্জাগরণ

বিভিন্ন কিসিমের অসত্য সব সময়ই ইসলাম এবং মুসলিম-পুনর্জাগরণকে ভয় করে এসেছে। মুসলমানদের উত্থান-পতন আছে; কিন্তু ইসলামী আদর্শ শাশ্বত, চিরন্তন; কারণ তা' "প্রকৃতির সংগে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।" অসত্য তার নিজের অস্বাভাবিকতা, দুর্বলতা এবং নশ্বর স্বভাবের কারণেই ইসলামকে ভয় পায়। ইসলামের অনুশাসন ও আমলের তীব্র দ্যুতিছটায় এর ভয়ংকর-চেহারা উন্মোচিত হতে দেখে তা ভীত, শংকিত হয়।

একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি যত বেশি বিশ্বস্ত হবে, তার নিজের এবং অন্যদের কল্যাণও হবে ততো বেশি। তারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিশ্বমানবের জন্যে ব্যাপক খিদমতের আন্‌জাম দিয়ে আসছে। মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, গ্রানাডা, ইস্তাম্বুল, বুখারা, সমরখন্দ, দিল্লী, গজনী, ইসলামের এমনি আরও বহু পীঠস্থান এ ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কিন্তু যখনই এবং যেখানেই মুসলমানরা পথভ্রষ্ট ও ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা জাহিলিয়া যুগে প্রবেশ করছে; আর তাদের দুশমনদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

নানা প্রতিবন্ধকতা মুসলমানদের সুদৃঢ় সংহতি বিনষ্ট করছে

তাহলে কিভাবে তারা তাদের পুনর্জাগরণ সম্ভব করছে? ইসলামের দুশমনরা তাদেরকে এবং তাদের নতুন প্রজন্মকে নানা অসার চাকচিক্যের প্রলোভনে উদ্দীপ্ত করছে, প্ররোচিত করছে। তারাই তাদের সংহতি ও সুদৃঢ় ঐক্য নষ্ট করছে। সত্যি বলতে কি, শত্রুতা তাদের পুনর্জাগরিত করছে। দুশমনের মুসলিম নামধারী চেলা-চামুণ্ডারা, যারা কিছুসংখ্যক মুসলিম দেশে বসবাস ও কাজ করছে, রয়েছে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারা সকল দুশমনের মধ্যেই নিকৃষ্টতম, হীনতম।

www.pathagar.com

এমন কি মুসলিম জাহানের সমকালীন ইতিহাসও মুসলিম দেশসমূহের এসব বহুরূপী চেলা-চামুণ্ডাদের নিষ্ঠুর অপ-ইসলামীকরণ এবং ঐসব দেশ তথা দুনিয়া থেকে তাদের দুর্ভাগ্যজনক বিদায়ের ঘটনায় পরিপূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রু তাদের দাপট বিস্তার করে; কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের সাফল্য ইসলাম ও তার খাঁটি অনুসারীদেরই হস্তগত হয়; ইসলাম-বিরোধী প্রতিবন্ধকতা, বৈরিতা, অন্ধ-সংস্কার, বিদ্বেষ এবং প্রবল বিরোধিতার ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা ইসলামের স্থিতিস্থাপকতা ও মুসলিম পুনর্জাগরণের সামনে নিষ্প্রভ, হীনবল, নতমুখী হয়েছে চিরকাল।

ইসলামের ইতিহাস চিরন্তন বিজয়েরই ইতিহাস; অন্যদিকে এর অনুসারীদের ইতিহাস ঈমানী চেতনার তারতম্যের ভিত্তিতে উত্থান-পতনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তা' একের পর এক সাঁড়াশী আন্দোলন-সংগ্রামের মুকাবিলা করে আসছে। নির্বোধের দল মুসলিম-শক্তির সাময়িক বিপর্যয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করছে।

১. শিশু-ইসলামী রাষ্ট্রকে সপ্তম শতাব্দীর দু'টি পরাশক্তির প্রথম সাঁড়াশী আক্রমণের মুকাবিলা করতে হয়েছিলো। পারস্য এবং রোম-সম্রাটদ্বয় আরবের উর্বর অঞ্চলসমূহ দখল করে নিয়েছিলো। এই দু'য়ের মাঝখানে আরও একটি নতুন শক্তির আগমন ছিলো তাদের উভয়ের কাছে অসহ্য। বিশ্বের দু'টি পরাশক্তির হিংস্র থাবা থেকে মুসলিম রাষ্ট্রটিকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিলো। আত্মরক্ষার সাথে সাথে তা' ঐ দুই পরাশক্তির থোতা-মুখ ভোঁতাও করে দেয়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) ঘোষণা করেছিলেন, "যদি আমাদের ও পারস্যের মাঝখানে একটি আগুনের পাহাড় থাকতো, তাহলে তারা না পারতো হামলা করতে, না সম্ভব হতো আমাদের প্রতিরোধ।"[১]

তথাপি, মুসলিম জাহান যখন পারস্য সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হলো, একে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও ইসলাম বিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন করতে এর মাত্র দশটি বছর সময় লেগেছিলো।

"প্রায় এক হাজার বছর ধরে পারস্য শক্তি রোমান শক্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল শুধুমাত্র এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে 'সাইফুল্লাহ্-র* নিকট পর্যুদস্ত হওয়ার জন্যে। কোনো আধুনিক ঐতিহাসিককে ইসলামের উত্থানের এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করতে দিন।"[২]

---

* সাইফুল্লাহ্ ঃ অর্থ — আল্লাহ্‌র তরবারী। বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদকে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের জন্যে সম্মানসূচক এই উপাধি দেয়া হয়। এখানে মুসলিম শক্তির নিকট পারস্য বাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার যে প্রসংগ উল্লেখিত, সেটি কাদেসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কিত। খলীফা হযরত উমরের সময়ে ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে খালিদ বিন ওয়ালীদের সৈনাপত্যে এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

রোম ও পারস্য ছিলো বস্তুবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী এবং আধিপত্যবাদী। মন্দ বনাম সমকক্ষ মন্দ। তাদের মধ্যকার যুদ্ধ ছিলো সুদীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু এই যুদ্ধ যখন ছিলো তাক্‌ওয়া ও পাপের মধ্যে, সত্য মিথ্যার মধ্যে, তখন এই শেষোক্ত অশুভ দানবকে তার সমস্ত বস্তুবাদী সুযোগ-সুবিধা আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হতে হয়েছিলো।

পরাশক্তি হিসেবে প্রলেতারীয় জারবাদ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নব্য-জারবাদ জানবাজ আফগান-মুজাহিদ্‌দের হাতে কচুকাটা ও মুগুরপেটা হচ্ছে। এই একই আফগানরা আজকের দিনের পরাশক্তির বিরুদ্ধে একটি চমৎকার ইসলামী-বিজয় সূচিত করতে পারতো, যদি তারা অন্ততঃ এই মুহূর্তেও একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে খাঁটি মুসলমানের পরিচয় দিতে পারতো। জিহাদে তাদের অনৈসলামিক বিভেদের কারণে চূড়ান্ত বিজয়ের নাগাল তারা পাচ্ছে না।

২. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আরেকটি সাঁড়াশী হামলা পরিচালিত হয়, সেটি হলো পশ্চিমা খ্রীস্টান ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে এবং প্রাচ্যের মোংগলদের দ্বারা। এই দু'টি শক্তিই প্রবল শক্তিতে অগ্রসর হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে; কিন্তু মুসলমানরা নিজেদেরকে সুদৃঢ় অবস্থানে অটল রাখে এবং এই দুই আগ্রাসী শক্তিকে দু'টি ভিন্ন বলয়ে বিভক্ত করে দেয়।

তারা দু'জনে যখন হাত মেলালো, তখন তাদের এই সম্মিলিত শক্তিকেও ধ্বংস করা হয়েছিলো।

"কালাউন নিজকে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত করতে-না-করতেই দ্বিতীয় মোংগল পারস্যের খানগোষ্ঠি তার অধিকৃত রাজ্য সিরিয়াকে হুমকি দিতে শুরু করে। এসবের মধ্যে হালাকু খানের ছেলে ও উত্তরাধিকারী আবাকা (১২৬৫-৮১) এবং আবাকা-র ছেলে আরগুনের (১২৮৪-৯১) খ্রীস্টান-প্রীতি ছিলো এবং তারা পোপ ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ-সভাসদদের সংগে মিসরীয়দের সিরিয়া থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে একটি নতুন ক্রুসেড শুরু করার ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি। আবাকার বাহিনী যদিও বিশালাকার ছিলো এবং তার সংগে সংযুক্ত হয় মার্কিন, ফরাসী ও জর্জীয় বাহিনী, তথাপি পশ্চিমা সাহায্য-পুষ্ট আবাকা-বাহিনী ১২৮০ খ্রীস্টাব্দে হাইমস্‌-এর যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরে মোংগলরা ইসলাম গ্রহণ করে।"[৩]

সুদীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ খ্রীস্ট-ধর্মের মাধ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ইসলামের ওপর। গির্জা ক্রুসেড বা 'ধর্ম যুদ্ধের' মাধ্যমে আরও শক্তি সঞ্চয় করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা' তার বিরুদ্ধে মারণকাবুক (বুমেরাং) হয়ে

www.pathagar.com

ফিরে আসে। এর যা কিছু শক্তি ছিলো, সবই হারালো। সংস্কার, নব-জাগরণ বা রিনেসাঁস এবং সিকিউলারিজম এর ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়। এর সামরিক স্বৈরতন্ত্র শুধুমাত্র মৃত ইতিহাসের পাতাগুলোকেই 'অলংকৃত' করছে।

এই মহাদেশটি চরম মূল্য পরিশোধ করেছে।

জনৈক চতুর লেখক বলেছেন, "ক্রুসেডগুলো ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা হটকারী কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। খ্রীস্টধর্ম অত্যন্ত ত্বরিত-গতিতে একের পর এক প্রায় ৩০০ বছর ধরে ইসলামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যতক্ষণ না ব্যর্থতা ডেকে এনেছে ক্লান্তিকর অবসন্নতা এবং অন্ধ-সংস্কার নিজেই তার অনুসারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইউরোপের লোকবল ও অর্থক্ষয় হয়েছে এবং সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলেও স্থবিরতা বা দেউলিয়াত্বের হুমকির মুখোমুখি হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ, অনাহার ও রোগ-ব্যাধিতে খতম হয় এবং কল্পনাসাধ্য সর্বপ্রকার নৃশংসতা খ্রীস্টান যোদ্ধাদের চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ করে।"[৪]

যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে হীন কর্মপন্থা, ধর্মীয় বুলি, বস্তুবাদ, লোভনীয় বস্তু, সুযোগ-সুবিধা, প্রলোভন ইত্যাদির মোক্ষম শর নিক্ষেপ করা হয় যত্রতত্র। কালোকে সাদা করা হয় যেমনভাবে আজ হচ্ছে মার্কসবাদ ও মার্কিন আধিপত্যবাদের দ্বারা।

হাল্লাম বলেন, "মানুষের উন্মত্ততাকে ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্যে সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়। একজন ক্রুসেডারকে 'ধর্মযুদ্ধের' 'ক্রুশ' বহনকালীন সময়ে ঋণের মোকদ্দমা থেকে রেহাই দেয়া হয়, অব্যাহতি দেয়া হয় কর-খাজনা থেকে এবং গির্জা তাদের লোকজনের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করে। এসব বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার সংগে যুক্ত হয় পুরোহিত কর্তৃক আরোপিত শাস্তি মওকুফ, সমস্ত পাপের মার্জনা এবং অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভের নিশ্চয়তা।"[৫]

মার্কসবাদ যেখানে যুদ্ধবাজ গির্জার সমতুল্য

একটি ব্যাপারে মার্কসবাদ হুবহু পুরাতন যুদ্ধবাজ গির্জার অনুকরণ করেছে। তখন ছিলো ক্রুসেডারদের সমস্ত জ্ঞাত-পাপের মার্জনার বিষয়টি। আজ সেই একই পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রগতিবিমুখ মার্কসবাদের দ্বারা। তথাকথিত বিপ্লবের নামে যেকোনো ধরনের হত্যা বা খুনোখুনি কোনো অপরাধ নয়; যেকোনো ধরনের ধ্বংস বা মৃত্যু কোনো পাপ নয়; কোনো দুষ্কর্মই দুষ্কর্ম নয়; কোনো গুণ্ডামিই খারাপ নয়। এই আদর্শিক কর্তব্য সম্পাদনের সংগে যুক্ত হয়েছে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক সর্বশক্তিমত্তার প্রতিশ্রুতি। তথাপি পুরনো নশ্বর অসত্য যেমন ৩০০ বছর পর ঝাড়ে-বংশে নির্মূল হয়েছিলো, তেমনিভাবে আজকের এই মার্কসবাদী অসত্যও একদিন নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে। কিন্তু আমরা সৌভাগ্যবান

www.pathagar.com

যে, আমাদের এ কালেই পৃথিবীর বহুদেশে এর ধ্বংস আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সম্ভবতঃ ঝড়ের বেগে মানুষের ওপর চেপে বসা এই অসত্য তেমনি দ্রুত গতিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন দেশে।

একদা যেভাবে দ্রুত ধাবমান, প্রমত্ত অসত্য সত্যের সামনে নতজানু হয়েছিলো, আজকের দিনের এই অসত্যও একদিন তাই করবে। যেসব দেশে এর ভরাডুবি হয়েছে, এমনি বহু দেশে ইতোমধ্যেই সে তাই করেছে। অসত্য ক্ষণিক-আলোর ঝলকানি ছড়ায় এবং মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় তমসা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

৩. মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে তৃতীয় যে সাঁড়াশী হামলাটি ছিলো, তা হলো ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী প্রচণ্ড হামলা। এই সর্বগ্রাসী অশুভ হিমবাহের আঘাতে প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশই পরাভূত, বিপর্যস্ত হয়েছিলো। এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের দানব কতকাল তাদের টুটি চেপে রেখেছিলো? অবশেষে এর গোলামির জিঞ্জির ভেংগে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছিলো। ব্যতিক্রম হিসেবে ফিলিস্তিন ও রাশিয়ার দখলীকৃত মুসলিম দেশসমূহ (রুশদের ভাষায় 'প্রজাতন্ত্র') ছাড়া বিশ্বের ৪০টিরও বেশি মুসলিম রাষ্ট্র আজ জাতিসংঘের সদস্য। দুশমনদের বালখিল্য বিজয়োল্লাস আবারও ইতিহাসের বুদবুদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

'ইসলামের শ্বাশত প্রাণশক্তি' এবং সাঁড়াশী হামলা

"ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি স্পষ্টরূপে প্রতিভাসিত হয়েছিলো ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে মোংগল সেনাপতি গাজান খান ও তার সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা দ্বারা (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দ্বারা), এটি ঘটেছিলো গাজানের পূর্বপুরুষ হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস, আব্বাসীয় খিলাফতের বিলোপসাধন এবং বিশ্বব্যাপী একক মোংগল রাষ্ট্রের লেজুড় হিসেবে ইরাক-ইরানকে ঘোরানোর মাত্র ৩৭ বছর পরে।"[৬]

মুসলমানরা পাতার মতো প্রকৃতির নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের উত্থান-পতন আছে; কিন্তু ইসলামের সত্যদীপ্ত আদর্শ প্রকৃতির মতোই চিরন্তন, শাশ্বত। রাজবংশের পর রাজবংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে। শাসকের পর শাসক আসে আবার বিদায় নেয়। কেউ কেউ বিশ্বস্তভাবে ইসলামের খিদমত করে; কেউ কেউ তাদের অপ-ইসলামীকরণ প্রক্রিয়া চালু করে ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করে। কিন্তু ইসলামের অবিনশ্বর আদর্শ অপরিবর্তিত থাকে। যে-কেউ এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, সে নিজে উপকৃত হয়, অন্যদেরও উপকার সাধন করে। অবিশ্বাসীরা নিজেদের ক্ষতি করে, অন্যদেরও ক্ষতি করে। "ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি" বিশ্বব্যাপী সুদীর্ঘ ১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাস জুড়ে স্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সালাহ্উদ্দিন আইউবী নামক একজন কুর্দী মুসলমান প্যালেস্টাইনে ক্রুসেডারদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এলেন বায়বার্স। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব ক্রীতদাস ও ধর্মান্তরিত মুসলমান। তিনি "এ যুগের আলেকজান্ডার এবং ইসলামের খুঁটি" হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি দুর্দান্ত তাতার জাতি এবং অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের নিপাত করেছিলেন।

"যে-সময় স্পেনে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন সংঘটিত হচ্ছিল, তখন পশ্চিম আফ্রিকায় একটি নতুন শক্তির উত্থান ঘটলো। মুনাস্সামিন নামে অভিহিত সাহারার বর্বর জাতি সম্প্রতি ইসলামে দীক্ষিত হয়। তারা ব্যাপক বিজয় সম্পন্ন করে। যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সে সময়ে তাদের সাম্রাজ্য সেনেগাম্বিয়া থেকে আলজিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।"... এই খবর পেয়ে ইয়াকুব আফ্রিকা থেকে প্রস্থান করেন। ফরাসীরা তাদের তরফে "খ্রীস্টজগতের দূরতম প্রত্যন্ত এলাকা থেকে" সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে তারা ত্রিশ হাজার বন্দী ছাড়াও এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সৈন্য হারিয়েছিলো।"[৭]

কেউ যদি জন্মগতভাবে মুসলমান হয়, তাহলে তার মধ্যে এক রকম শৈথিল্যবোধ দেখা যায়, কিন্তু ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা যথাসময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং ইসলামের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ খিদমতের আন্জাম দেয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যত দিন মানবিক চেতনা জারি থাকে, ততদিন আত্মার স্বাধীনতা থাকে অব্যাহত। আত্মার ভ্রষ্টতাও প্রায়ই তাদের বিজয় দাবি করে থাকে।

কিছুসংখ্যক অমুসলমান ভাইয়েরা আত্মপ্রসাদের সংগে বর্ণনা করেন যে, ইসলাম চিরতরে স্পেনকে হারিয়েছে। এটা সত্য নয়। ইসলাম নয়, বরং মুসলমানরাই হারিয়েছে স্পেন। এর মূলে রয়েছে ভ্রান্ত-ব্যবস্থা ও এর অনুসারীরা। আলেন্দের পর চিলিতে আর কখনও মার্কসবাদ প্রবেশাধিকার পায় নি। সোয়েকার্নোর পর ইন্দোনেশিয়ায় ঐ ব্যবস্থার নামও কেউ মুখে আনেনি। বর্তমান সময়ে অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। পোল্যান্ড এবং আফগানিস্তানে তা' আদৌ কোনো ঘাঁটি গাড়তে পারছে না।

রাশিয়া যদি তার নিরাপত্তা-ছত্র সরিয়ে নেয়, তাহলে পূর্ব-ইউরোপে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এর কবর রচিত হবে। এমন কি রাশিয়ার মধ্যে নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাস মুহাম্মদের ধর্মমতেরই এক আলোকোজ্জ্বল বিজয়।

যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে এসেছে, তারা নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক মুসলমানে পরিণত হয়েছে, বিশ্বস্তভাবে একে অনুসরণ এবং সত্যিকারভাবে এর প্রচারের মাধ্যমে। কেনো তা তীব্র আলোকচ্ছটায় জনগণের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়?

বস্তুতঃ চোখ ধাঁধানোর কিছুই নেই। যে সকল মুসলমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

হাতে মার খেয়েছিলো, প্রকৃতপক্ষে তারাই ইসলামী শিক্ষার সার-নির্যাস পরিত্যাগ করেছিলো। তারা স্রেফ কতকগুলো সহজ শিক্ষার সহজ করণীয়কে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো। কিন্তু এর শিক্ষার অন্তর্গত সার-নির্যাস থেকে তারা হয়েছিলো বঞ্চিত।

কিন্তু যে সকল মুসলমান সকল প্রতিকূল ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত এবং একই শতাব্দীর শেষ পাদে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরা ইসলামের সহজ ও কষ্টসাধ্য এই উভয় আদেশ-নির্দেশই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসের জীবন দুর্ভোগ-দুর্দশাকেই ডেকে আনে, যেমনটি ঘটেছিলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

৪. ১৯৪৫ সালের পর মুসলিম জাহান পুনরায় সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে পড়েছে। এই সাঁড়াশী-শক্তির দু'টি দাঁত হচ্ছে আমেরিকা ও রাশিয়া। এই দু'টি দেশ কোনো শিক্ষাই লাভ করেনি। দু'জনই মুসলমানদের হাতে যুগপৎ পরাজয় বরণ করেছে। দু'জনই অপমানজনকভাবে কয়েকটি মুসলিম দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

দু'জনেরই মুসলিম জাহানে কিছু বশংবদ মিত্র, চাটুকার মক্কেল ও বন্ধু রয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের কথা বিস্মৃত হয়ে এই দু'টি শক্তি ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও ইসলামী আদর্শের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। যে-কোনো মুহূর্তে, যে কোনো দিনে, যে কোনো সময়ে, তারা দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পর্যুদস্ত হবে, বিতাড়িত হবে; কারণ মুসলিম দেশসমূহের সংগে তাদের আচরণ আন্তরিকতাপূর্ণ নয়; বরং ইসলামকে ধ্বংস অথবা এর শক্তিকে দুর্বল করা কিংবা এর আশিস্‌কে বিশ্বমানবের সামনে কলংকিত করা কিংবা মুসলমানদের ইসলাম-বিচ্যুৎ করাই তাদের মূল কাজ।

মুসলমান নামধারী কিছুসংখ্যক শ্বেত ও লাল চাম্‌চা এবং তাদের কতিপয় সহযোগী মুসলিম জাহানে তাদের ভরাডুবি রোধ করতে পারবে না।

বর্তমানে দুই পরাশক্তি পরস্পরকে ভয় পায়।

অসত্যের চিরন্তন অক্ষমতা — পুরনো ও নতুন

তথাপি আজকের মুসলমানেরা দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে এই দু'টি বিশেষ পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। উভয়ে উভয়কে ভয় পায়। কিন্তু ইসলাম এদের কাউকেই ভয় পায় না। এখানেই "ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি" নিহিত। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রতিনিধিত্বকারী অসত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসত্যের চিরন্তন দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

আফগানিস্তানে প্রলেতারীয় জারবাদী উপনিবেশিকতার ওপর আফগান বিজয়সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

ইয়াসির আরাফাতের বীরোচিত কমান্ডের অধীনে বৈরুতের অকুতোভয় বীর সেনানীদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিসমূহ কাপুরুষোচিত মার্কিন উপনিবেশবাদের কপালে শরমের কলংক-তিলক এঁকে দিচ্ছে।

নয়া-জারবাদের জোচ্চুরি, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও মিসরীয়রা ১৯৭৩ সালে সুয়েজ খাল অতিক্রম করেছিলো, তাদের কণ্ঠে ছিলো 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি; তারা এটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ কিলানো'-য় উৎসাহী মার্কিন উপনিবেশবাদ শ্রেষ্ঠ নয়; বরং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা।

অস্বাভাবিক ও গণবিচ্ছিন্নই শুধু নয়, বরং পাছে তারা এই নিপীড়নকারী, নির্মম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার চমৎকার কবর রচনা করে ফেলে কি-না, সেই আশংকায় তাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যকলাপের ওপর কঠোর নজরদারী করা হয়।

ইসলাম কখনও ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এমন কি রসূলুল্লাহ্ (স)-কে-ও আদেশ করা হয় নি সকলকে ইসলামে দীক্ষিত করানোর জন্যে। তিনি ছিলেন একজন পয়গাম্বর। তাঁর দায়িত্ব ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বাণী বহন করা, তা সাধারণ্যে প্রচার করা ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَ
نْفُسِكُمْ . وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ

"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য;"[৮] (২ ঃ ২৭২)

খাঁটি মুসলমান কিছু অর্জন করতে পারে, আর যারা খাঁটি নয়, তারা কিছু হারাতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা মূল্যহীন, তুচ্ছ।

একটি ইউরোপীয় দেশ — স্পেন হাতছাড়া হওয়ার পূর্বে ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানেরা কনস্টান্টিনোপল লাভ করেছিলো, যা' ছিলো ইউরোপীয় সভ্যতা, ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ পীঠস্থান। ইসলামী খিলাফত স্থানান্তরিত হয়েছিলো ইউরোপের মাটিতে।

"..... খ্রীস্টানদের অবহেলার কারণে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে প্রধান শহরটি (কনস্টান্টিনোপ্‌ল, বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল) বিধ্বস্ত ও লণ্ডভণ্ড হয়েছিলো।"[৯]

www.pathagar.com

"১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি ক্যাস্টিলিয়ানরা গ্রানাডায় অবস্থান গ্রহণ করে।"[১০]*

নিজেদের জীবনে ইসলামের কল্যাণী শিখা প্রোজ্জ্বল করা পথভ্রষ্ট মুসলমান ও তাদের নতুন বংশধরদের ওপরই নির্ভর করে; একমাত্র এভাবেই তারা প্রচার ও আমল-আখলাক দ্বারা নিজেদেরকে ঈমানী চেতনায় বলীয়ান, প্রাণবান ও পুনর্জীবিত করতে পারে, অর্জন করতে পারে গৌরবদীপ্ত হৃত সম্মান, মর্যাদা।

"জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের অগ্রবর্তী বাহিনী রাজপুতদের হাতে পরাজিত হলো, ফলে বাবুরের অনুসারী বাহিনী হতাশ হয়ে পড়লো। এ সময় বাবুর নেতৃসুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। তিনি সমস্ত সুরাপাত্র ভেংগে ফেলার হুকুম দিলেন। তিনি তাঁর পূর্বকৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করলেন এবং বাকি জীবনে আর মদ স্পর্শ করবেন না বলে ওয়াদা করলেন। ১৫২৭ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে তিনি যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন।"[১১]

এভাবেই বাবুর ইসলামী তাক্ওয়া ও দিক্-নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এটা তাঁর ওপরই নির্ভরশীল ছিলো এবং অন্যান্য অগণিত মানুষের ওপর নির্ভরশীল — তারা ইসলামের কল্যাণী ছায়াতলে ফিরে এসে জীবনকে কামিয়াবীর স্বর্ণালি আভায় মহিমান্বিত করবে, না-কি ইসলাম-ভ্রান্ত হয়ে মানুষের লাথি-ঝাঁটা খাবে, অপদস্থ-অপমানিত হবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনেকের কাছেই মনে হয়েছিলো যে, ইসলাম চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কেমন ভ্রান্তভাবেই তারা বিচার ও অনুমান করেছিলো!

"পূর্বদিকে দুর্ধর্ষ মোংগলদের অশ্বারোহী তীরন্দাজের দল এবং পশ্চিম দিকে বর্মাচ্ছাদিত শক্তিশালী খ্রীস্টান 'ধর্মযোদ্ধাগণ' (ক্রুসেডার) এ দু'য়ের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইসলামের নাম-নিশানা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিলো। একই শতাব্দীর শেষ পাদে কেমন ভিন্ন পরিস্থিতিরই না সৃষ্টি হলো! ঐ সময় সর্বশেষ ক্রুসেডারকে সমুদ্রে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। খ্রীস্টবাদের পদলেহন ও মনোরঞ্জন করে আসছিলো যে খানেরা, তাদের সপ্তম খান অবশেষে ইসলাম কবুল করলেন।"[১২]

---

* গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী দেশ ক্যাস্টিলের খ্রীস্টান রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলা গ্রানাডার প্রাসাদ-কলহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাদের ফাঁদে ধরা দেন গৃহ-বিবাদে লিপ্ত ও ঘরছাড়া রাজপুত্র আবু আব্দুল্লাহ। একটি গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ক্যাস্টিল-রাজের অনুগ্রহে ক্ষমতার মসনদে আসীন হন তিনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, তিনি ক্যাস্টিল-রাজের দাবার ঘুঁটি; হাতের পুতুল। অল্পদিন পরই ফার্দিনান্দ কর্তৃক গোপন চুক্তির শর্তপূরণের অর্থাৎ গ্রানাডার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়ার আহবান জানানোর প্রেক্ষিতে সমগ্র দেশ জুড়ে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠে। ক্যাস্টিল-রাজ দীর্ঘ ১০টি বছর তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রানাডা অবরোধ করে রাখেন ও ১৫০২ সালে গ্রানাডার পতন হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের শেষ রশ্মিটুকুও এইভাবে অন্তর্হিত হয়। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

অতঃপর ইতিহাসের গতি মোড় নিলো। আরবীয়রা ১৭ দিন ধরে যুদ্ধ করলো। ঠিক ৪ দিন পর, মাত্র ৩ দিন অতিবাহিত হলো গোটা ইয়াহূদী-অস্তিত্ব বিলোপের কাজে, তখনই ইয়াহূদীরা আমেরিকার কাছে তাদেরকে রক্ষার জরুরী বার্তা প্রেরণ করলো। পরবর্তী ১০ দিন ব্যাপী আমেরিকাই আরবদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র প্রশ্নে রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করবে না, এমন কি ১০ ঘন্টার জন্যেও না।

শহীদ বাদশাহ্ ফয়সলের নেতৃত্বে আরবরা তেল-অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। ইসলামের প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁদেরকে দু'টি মার্কিন নৌবহর — ভূমধ্যসাগরে অবস্থানরত ৬ষ্ঠ নৌবহর ও ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত সপ্তম নৌবহরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম করেছিলো। এই নৌবহর দু'টি তেল-ক্ষেত্রগুলি দখলের হুমকি দিচ্ছিলো। এই শক্তির দাপট তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি, তাঁদের বিচলিত করতে পারে নি।

এটা ছিলো একটি মহাদেশীয় জিহাদ। সমগ্র বিশ্ব এতে আলোড়িত, কম্পিত হয়। অসত্যের ঘৃণ্য জঞ্জালকে তারা ছুঁড়ে ফেলে সৌদী আরবের তপ্ত মরুভূমিতে, সমগ্র বিশ্ব কেঁপে ওঠে আতংকে। স্মরণাতীত কাল থেকেই অশুভ-অকল্যাণকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছে বিশ্বের দিকে দিকে, প্রত্যন্ত কোণে কোণে। আপাদমস্তক একে দগ্ধ করা হয়েছে যন্ত্রণার আগুনে, নাস্তানাবুদ করা হয়েছে নানাভাবে।

যে সকল আরব নেতৃবৃন্দ তাঁদের হৃত অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধারকল্পে তেল-যুদ্ধকে বেগবান করেছিলেন, তাঁদের সামনে বিংশ শতাব্দীর সকল জাতির বীরত্বের সকল পূর্বদৃষ্টান্তই ম্লানিমায় ঢেকে যায়। তাঁরা যখন আজকের দিনের একটি দোর্দণ্ডপ্রতাপ পরাশক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন তাঁদের পাশে কোন্ বস্তুবাদ দণ্ডায়মান ছিলো? সেনাবাহিনীও দণ্ডায়মান ছিলো না, দণ্ডায়মান ছিলো না সমরাস্ত্র কারখানাও। শুধুমাত্র সেখানে ছিলো মরুর তপ্ত বালুরাশি। এবং এই বালি মাটির দেওয়াল বা মাটির ঘর তৈরিতে পর্যন্ত ব্যবহার-যোগ্য নয়।

তাঁদের একমাত্র সম্বল ছিলো ইসলামী জোশ, যা' অযুত কিসিমের অসত্যের সকল সেবাইতদের চেতনাশক্তিকে হরণ করে নিয়েছিলো।

আমাদের শতকে মুসলিম পুনর্জাগরণের চারটি বিস্ময়

দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের মুসলমানদের দ্বারা প্রলেতারীয় জারবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক নীরবযুদ্ধ চলছে। সাদা চোখে দেখলে মনে হয় সব কিছু শান্ত আছে, যেমনটি হয় কারাগারের ক্ষেত্রে। কিন্তু বন্দীরা তাদের যোগাযোগ জোরদার করছে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে আত্মা থেকে আত্মায় — যার নাম সুফীবাদ।

www.pathagar.com

কোনো মার্কসবাদী বন্দুকধারীই তাদেরকে গুলী করে হত্যা করতে পারবে না; কারণ তারা কয়েদীদের অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট অথবা কারাগারের ওয়ার্ড নম্বর এবং আনুগত্যের ছাড়পত্র বন্দুকধারীদের প্রদর্শনের নিমিত্তে সব সময় তাদের পকেটে রাখে।

যদি কখনও কয়েদীদেরকে তাদের কারা-ম্যানুয়ালের প্রধান অধ্যায়গুলোর পুনরাবৃত্তির জন্যে কুচ্‌কাওয়াজ করানো হয়, তারা দায়িত্বশীলতার সংগেই তা' করে। কারাধ্যক্ষদের কেনা কোনো বিদেশী চাম্‌চা-মোসাহেববৃন্দ যখনই কারাগার পরিদর্শনে আসে, কারাবন্দী কয়েদীরা তখন তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, তারা কারাধ্যক্ষের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কারাগারের অবস্থার উন্নয়ন করেছেন।

কিন্তু সুফীবাদ হৃদয় এবং আত্মাকে দৃঢ়ভাবে সম্মিলিত করছে। তা' মসজিদ ধ্বংস এবং বন্ধ হওয়ার তোয়াক্কা করে না। প্রতিটি কক্ষই মসজিদে পরিণত হয়েছে। যেকোনো পাক জায়গাই সালাতের উপযোগী। এভাবে লক্ষ লক্ষ মসজিদ ও লক্ষ লক্ষ মিম্বর কারাধ্যক্ষের সম্পূর্ণ অগোচরে এবং ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসকের ধ্বংসাত্মক থাবার নাগালের বাইরে রয়েছে।

লাল-বন্দুকের নলের মুখে রাশিয়ার অভ্যন্তরে মনগড়া ইসলামের উত্থান

কাপুরুষোচিত মার্কসবাদ রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইসলামের সামঞ্জস্যহীন চিত্র উপস্থাপন করে। সে বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, বৃদ্ধ লোকদের মৃত্যুর সংগে সংগে ইসলাম ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছে, যারা পর্যাপ্ত 'লাল-ট্রেনিং' পায়নি। কিন্তু বাস্তবতা অন্য রকম।

"এ বিষয়ের ওপর পরিচালিত একাধিক সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমান সমাজ তার নিজস্ব বিশ্বাসের সংগেই সম্পৃক্ত রয়েছে।"[১৩]

সেখানকার মসজিদের মুসল্লীদের সংখ্যা গণনা করে দখলীকৃত মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের শক্তি নিরূপণের জন্যে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সোজা-সাপ্টা জবাবসমূহ পর্যাপ্ত মাপকাঠি নয়। উত্তরগুলো সহজ কিন্তু চাতুরীপূর্ণ : একজন মুসলমান সাবমেরিন কিংবা জেট বিমানের মধ্যে কিংবা চন্দ্রপৃষ্ঠে কিংবা যেকোনো স্থানে সালাত আদায় করতে পারে। সুতরাং 'শো-পীস' হিসেবে চালু গুটিকয়েক মসজিদ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

তাদের অভিযোজন-কৌশল মার্কসবাদকে ঘাড় ধরে শূন্যে ছুঁড়ে মেরেছে,

www.pathagar.com

আবার আছড়ে ফেলেছে মাটিতে। ইসলামের অবিনাশী শক্তি মার্কসীয় অসত্যের নিস্পন্দ লাশের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সেখানে হজ্ব পালনের অনুমতি দেয়া হয় না। কারাপাল চায় না যে, তার কয়েদীরা কারা-সীমানার বাইরে যাক; কারণ, তাহলে তারা বাইরের মানুষের কাছে তাদের দুঃসহ কারা-জীবনের বিবরণ পেশ করবে এবং ফিরে আসবে বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন মানুষের মতো স্বাধীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; আর নব্য-জারবাদী বন্দীত্বের শৃঙখল থেকে মুক্ত করবে তাদের পরাধীন দেশগুলোকে।

"হজ্বের পরিপূরক হিসেবে স্থানীয় পবিত্র স্থানসমূহে 'হজ্ব' (!) করা যায় — এর মধ্যে তিনটিই পর্যাপ্ত।"[১৪]

"অতএব পশু কুরবানীর ক্ষেত্রে পশুর সমমূল্য দান করে কুরবানী সম্পন্ন করা যেতো, মসজিদে প্রদত্ত কেনো সিন্নি মসজিদ কর্তৃপক্ষ নিজেরা ভোগ করতে অথবা বিতরণ করতে পারতো।"[১৫]

সিয়াম পালনের অনুমতি দেয়া হয় না।

"ধর্মবিষয়ক কর্তৃপক্ষ তাদের (মুসলমানদের) একটি পন্থা বেছে নিতে দেয় — হয় তারা রমযান মাসে একটি দিন সিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে একাকী নির্জনে অবস্থান করবে এবং এই উপায়ে গোটা সিয়ামব্রতে শরীক হবে; অথবা প্রথম পদ্ধতিটিকে বিশেষ প্রচেষ্টায় তাদের ধর্মীয় জীবনে কিংবা কাজ-কর্মে পুনঃ স্থাপন করবে। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ঃ একজন মুসলমানকে স্ব-সম্প্রদায়ের আবশ্যকীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সচেতন থাকতে হবে।

এই অংশগ্রহণ-বোধ তীব্রতর করার লক্ষ্যে ইসলামী নেতৃবৃন্দ মুসলিম ধর্মীয় জীবনে অসংখ্য আনন্দোৎসবের প্রবর্তন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রমযানের সিয়াম শেষে পবিত্র, সুশৃঙখল জীবন যাপনকারী মানুষের জন্যে অনুপম মিলন-সমাবেশের সুযোগ আসে ... জনমণ্ডলীর যে অংশ ধর্ম পালন করে না, এই উপলক্ষে তাদের ওপর ঈমানদার মুসলমানরা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করছেন।"[১৬]

"মুসলিম সমাজের জন্যে কল্যাণকর আরও একটি অভিযোজন রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহ্‌ফিলের সংগে সম্পৃক্ত। যেহেতু ঈমানদার মুসলমানদের জন্যে মসজিদে গমন অসুবিধাজনক হতে পারে, তাই বিভিন্ন ব্যক্তিগত গৃহে এই মাহ্‌ফিল আয়োজনের ব্যাপারে ব্যাপক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।"[১৭]

তারা কেনো নিজ বাড়িতে আয়োজিত মাহ্‌ফিল পছন্দ করে? এর কারণ হলো ঃ মসজিদে সরকারী 'কয়েদী' 'মাহ্‌ফিল' পরিচালনা করে এবং বাছাই-করা বক্তৃতা উপস্থাপন করে। তারা কেনো 'মানুষ-টেপ রেকর্ডারের' গৎ বাঁধা বুলি

www.pathagar.com

শুনতে যাবে? অগুণতি ব্যক্তিগত গৃহে আয়োজিত মাহ্‌ফিলসমূহে তারা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রকৃত জীবন-বৃত্তান্ত শুনতে পারে। এখানে তারা বলা ও শোনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এসব অভিযোজন প্রলেতারীয় জারবাদী উপনিবেশবাদ ও একদলীয় স্বৈরাচারকে অত্যন্ত সফলতার সংগে পরাভূত করেছে। এর ব্যর্থতার অবয়বে সে তার স্বাক্ষর রাখছে। মুসলিম উম্মাহ্ অর্থাৎ অখণ্ড মুসলিম ভ্রাতৃসমাজের ধারণা সর্বশক্তি, সর্বাধিক যত্ন ও দক্ষতা সহকারে লালিত, সমুন্নত, বেগবান ও বিস্তৃত হচ্ছে।

"সোভিয়েত বিশ্বে যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের সমন্বয়ে নয়, বরং যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার দাবি করে (অর্থাৎ নামে মুসলমান), তাদের সমন্বয়ে একটি উম্মাহ্‌র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এখন একটি বাস্তবতা।"[১৮]

উপনিবেশসমূহের সকল নাগরিক ইসলামের অনুশাসন পালন করছে কি-না, সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাদের কেউই উম্মাহ্-র সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না, অর্থাৎ প্রত্যেকেই অনুকূল সুযোগ পেলে তার ঔপনিবেশিক প্রভুকে নিক্ষেপ করবে আঁস্তাকুড়ে। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও রুদ্ধ আক্রোশের লাভায় অগ্নিসংযোগ করছে, যা' একদিন ঔপনিবেশিক প্রভুর ভরাডুবি নিশ্চিত করবে। এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে কোনো উপনিবেশবাদী রেহাই পেয়েছে, ইতিহাসে তার কোনো সাক্ষ্য নেই।

"একটি বিষয়ে ইসলাম-সম্পৃক্ত সামাজিক ঐতিহ্য মুসলমান-উদ্ভূত প্রায় সকল জাতিগত সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু রয়েছে; তা' হলো সুন্নত কাজ বা মুসলমানী।"[১৯]

"যাহোক, এটা প্রতীয়মান হবে যে, মুসলিম সমাজে আইনগত বিবাহের* মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা প্রকৃতপক্ষে অবৈধ বলে গণ্য হতে পারে।"[২০]

যদি আল্লাহ্‌র নামে কোনো দম্পতির বিবাহ না হয়, তাহলে সহবাস অবৈধ এবং এভাবে তাদের সন্তান-সন্ততি অবৈধ (জারজ) বলে গণ্য হয়। মুসলমানী বা 'সুন্নত' নব্য-জারবাদী স্বৈরাচারের অধীনস্থ মুসলমানকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে মুসলিম উম্মাহ্-র একজন স্থায়ী সদস্য। কম্যুনিস্ট পার্টির ক্ষমতা যদি হ্রাস পায়, তাহলে সদস্য-কার্ড ফেরত দেয়া হবে, যেমনটি ঘটেছে পোল্যান্ডে; যখন সলিডারিটি সংগঠন কিছু মানবাধিকার অর্জন করলো; যদি স্বৈরাচারের পতন হয়, তাহলে তা' (সদস্য-কার্ড) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা যাবে। কিন্তু উম্মাহ্‌র সদস্যপদ চিরস্থায়ী।

---

* এ ধরনের বিবাহ আমাদের সমাজে 'কোর্ট ম্যারেজ' নামেই সমধিক পরিচিত। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

"তাতার অঞ্চলসমূহে তাতারদের জন্যে পরিচালিত একটি জরীপে দেখা যায় যে, তাদের দল বেঁধে ইসলাম গ্রহণ একটি জাতীয়-ঘটনায় পরিণত হয়; এর স্মৃতিবার্ষিকী বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীরা সমভাবে প্রতি বছর উদ্‌যাপন করে, যার মধ্যে তারা তাতারদের সত্যিকার একটি জাতীয় উৎসবের প্রতিফলন দেখতে পায়।"[২১]

এটি দখলীকৃত দেশসমূহে মার্কসবাদের শবাধারে আরেকটি সুতীক্ষ্ণ পেরেক। মার্কসবাদী সর্বগ্রাসী বন্দুকের নলের নিচে এখনও ইসলাম গ্রহণ-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কেনো? কারণ, তা ছিলো শান্তিময়, স্বতঃস্ফূর্ত ও কল্যাণী। যদি তা' জবরদস্তির ধর্ম হতো, তা' হলে কে তা' মনে রাখতে চায়?

শক্তির দাপট ব্যতীত মার্কসবাদী উৎসব কি একটি গোটা জাতি কর্তৃক পালিত হবে? লাল সন্ত্রাসবাদ ব্যতিরেকে আক্রান্ত, দখলীকৃত, অত্যাচারিত ও জবরদস্তিমূলক লাল-মতবাদে দীক্ষিত একটি জাতি কি তা উদ্‌যাপন করবে? রুশ বন্দুক এবং কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যতীত কি কখনও তা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পুরুষ-পরম্পরাক্রমে টিকে থাকতে পারবে?

ইসলামের নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের জন্যে রয়েছেন মাত্র ৫০ জন পণ্ডিত; পক্ষান্তরে, মার্কসবাদের সেবায় নিরত রয়েছে মোটামুটি ৫০ হাজার নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও কর্তৃত্বের অধিকারী প্রচারক, গলাবাজ ঢোলসহরতকারী। তথাপি ইসলাম জনগণের হৃদয়-মন জয় করছে অন্যদিকে মার্কসবাদ ধ্বংস-অকল্যাণের কারণে ঘৃণা ও অপমানের নিয়তি বরণ করছে।

কোন্‌টা ভ্রান্ত আর কোন্‌টা সত্য, সেটা উপলব্ধি করা বিবেকবান লোকদের জন্যে সম্পূর্ণ সহজসাধ্য কাজ।

"সামষ্টিক নয় বরং ব্যক্তিপর্যায়ের ধর্ম হিসেবে সংকুচিত হয়ে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে (বিচারব্যবস্থা, বৈধ প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক উৎসসমূহ) বাদ দিয়ে পার্থিব কর্মক্ষেত্র থেকে খারিজ হয়ে মুসলমানদের ধর্ম সত্যিই কি এর সুসংগঠিত আদলে এখনও টিকে আছে?[২২]

"অসংখ্য উজ্জ্বল সত্য প্রমাণ করে যে, যদিও ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ ধরনের নেতিবাচক অনুমান আপাতঃ দৃষ্টিতে যুক্তিসংগত, কিন্তু আদৌ এর কোনো ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে, সমস্ত আলামত দেখে মনে হচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নতুন পরিবেশে ইসলাম পুনর্জন্ম লাভ করছে এবং এই পুনর্জন্ম বা নব-জাগরণ সজ্ঞান ও প্রত্যাশিত।"[২৩]

শুধুমাত্র বিশেষ গুটিকয়েক মুসলমানকে স্বৈরাচারের চির-সতর্ক প্রহরার অধীনে টিকে থাকতে দিয়ে সমস্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যসহ মুসলিম সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে। তথাপি, মুসলিম উম্মাহ্‌কে রাখা হচ্ছে অক্ষত, অবিভাজ্য, সংহত। ব্যক্তিগতভাবে তারা ইসলামে বিশ্বাস করুক আর না করুক, তারা একই উম্মাহ্‌ভুক্ত।

www.pathagar.com

বিপর্যয়ই মার্কসীয় সন্ত্রাসবাদের চরম পরিণতি। তা' উম্মাহ্‌কে ধ্বংস করছে এবং ব্যক্তিবিশেষকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন ও এলোমেলোভাবে ঘোরার নিমিত্ত ব্যক্তিচেতনার ফাঁদে পা দিচ্ছে না, বরং তারা উম্মাহ্‌কে অক্ষত, মজবুত রাখছে।

নব্য-জারবাদী উপনিবেশসমূহের শৃঙখলিত মুসলমানরা যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি অনুরক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে, সমগ্র মুসলিম জাহানের অন্য কোথাও তেমনটি কেউ করছে না। অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা খতম হয়ে যেতে পারে, কিন্তু লাল-উপনিবেশবাদের উদ্ধত বুটের তলায় আর্তনাদরত মধ্য এশিয়া ও ককেশাস থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হবে না।

"মধ্য এশিয়ার জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে ৬৩তম জন্মদিনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই বয়সে পদার্পণকারী মুসলমান পুরুষ বা নারী [উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ্ (স) এই বয়সে ইন্তেকাল করেন] ব্যাপক সংখ্যক শুভানুধ্যায়ী কর্তৃক সম্মানিত হন এবং এই সংগে উদ্‌যাপিত ধর্মীয় উৎসবকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়; আর উক্ত উৎসব শেষ হয় খানাপিনা ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে।"[২৪]

ব্যর্থ নব্য-জারবাদ মান্ধাতার আমলের গুণকীর্তন করে। এর ধর্মগত আন্তর-শক্তির উন্মোচনই এর মূল লক্ষ্য।

৬৩তম জন্মদিনে একজন মুসলমান কেনো সম্মানিত হন? এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সম্মানিত করা নয়; উৎসবের মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর স্মৃতির প্রতিই সম্মান জানানো হয়। রসূল কে ছিলেন? তিনি কি দিয়েছেন বিশ্বকে? ঐ বয়সে যখন তিনি পদার্পণ করেন, তখন তিনি কি অর্জন করেছিলেন? মানবজাতির জন্যে তিনি কি রেখে গিয়েছেন? এ ধরনের সকল প্রশ্নের জবাব উৎসব-অনুষ্ঠান, আলোচনা-বক্তৃতা এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে দেয়া হয়।

কোনো মানুষের সংগে এমন নিবিড় সম্পৃক্তি, এমন প্রীতিময় সংযোগের কোনো নজীর সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি? যে সকল মুসলমানের নির্দিষ্ট জন্মদিন উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয় তাঁদের বয়সের কারণে নয়, বরং ১৪০০ বছর আগে আরবে বসবাসকারী এক মহামানবের বয়সের সংগে অবিমিশ্র সংযোগের কারণে, তাঁরা ছাড়া এমন একটি মানুষও আছে কি? পবিত্র কুরআনকে যদি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনের পরম বিস্ময় হিসেবে গণ্য করা হয়, তাহলে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এই অভিব্যক্তিও ঐ মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো, যা ছিলো "সমগ্র মাখলুকাতের জন্যে এক অপার আশিস্।" ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে কিংবা আরবদের মধ্যে এমন অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত আর নেই।

www.pathagar.com

.... শাসকগোষ্ঠী পূর্ণ-সচেতন যে, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের পারস্পরিক নৈকট্য সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামের প্রাণশক্তির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"[২৫]

"একটি চূড়ান্ত পার্থক্য এই যে, লিথুয়ানিয়ায় ধর্মের কর্তৃত্ব একটি সমাজকে অবশিষ্ট সোভিয়েত সমাজ থেকে মূলগত পরিবর্তিত রূপ দেয় নি। পক্ষান্তরে, ইসলাম গোটা সম্প্রদায়কে বাকি মুসলিম বিশ্বের সংগে সংহতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করছে সমস্ত বিপজ্জনক ঝুঁকি উপেক্ষা করে, যার একটি অংশ সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর — ইসলাম সেখানে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করেছে, যার আচার-ব্যবহার, আদর্শ এবং মূল্যবোধ সোভিয়েত সমাজের আচার-ব্যবহার, আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"[২৬]

মাত্র কয়েক বছর আগে মুসলিম দেশসমূহের নিবিড় সান্নিধ্য কারারক্ষক অর্থাৎ প্রলেতারীয় জারতান্ত্রিক উপনিবেশবাদের সামনে হুমকিস্বরূপ ছিলো। বন্দীদের মধ্যে শ্রুত ইরানী সম্প্রচারের খবরসমূহ ক্রেমলিনে কম্পন সৃষ্টি করতো। কিন্তু আফগানিস্তান আক্রমণের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বন্দীরা কারাধ্যক্ষদের সর্বক্ষমতাধর শরীরে কোনো জখম দেখতে পায় নি। এখন তারা দেখতে পাচ্ছে, কেমন করে ঐসব কারাধ্যক্ষরা তাদের নিজেদের রক্ত-স্রোতের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা এখন জানে যে, কতিপয় কারাধ্যক্ষ তাদের স্বধর্মী আফগান মুজাহিদদের বন্দী হিসেবে সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করছে। এখন তারা জানে যে, হাসপাতালগুলো কারাধ্যক্ষের আহত দালালদের দ্বারা পরিপূর্ণ। এখন তারা জানে যে, সামরিক মারণাস্ত্র নিক্ষেপকারী বিপুল সংখ্যক বিমান নিহতদের ধাতব শবাধারসমূহ নিয়ে ফিরে আসে। এভাবেই তারা জানতে পারছে যে, নব্য-জারতান্ত্রিক উপনিবেশবাদী সূর্য তার মধ্যাহ্ন-রেখা অতিক্রম করেছে, সামনেই পতনের তমসা।

বিশাল কারাগারের দেয়ালে দেয়ালে বিশুদ্ধ ইতিহাসের অমোঘ আইন-স্ব ফাটলসমূহের ব্যাপারে বাহ্যতঃ শক্তিধর অসত্য কখনও কি অবহিত? অসত্যের কোনো উদ্ধত নায়কই কখনও এসব অমোঘ বিধানের প্রতি কোনো মনোযোগ প্রদান করে নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এক মুঠো ধুলো হিসেবে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

"সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা একটি ব্যাপারে সঠিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতি তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে গভীর বোধ এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত একটি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে আপন বৈশিষ্ট্য লালনের পরামর্শ দেয়, যে সম্প্রদায়টি অমুসলিম সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা অসঠিক — যখন তাঁরা দাবি করেন যে, উল্লেখিত 'বোধ'-এর একটি রাজনৈতিক চরিত্র

www.pathagar.com

রয়েছে এবং যখন দাবি করেন যে, সত্যি সত্যিই তা' সামাজিক-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও জাতিগত প্রশ্নের বিষয়।"[২৭]

প্রলেতারীয় জারতান্ত্রিক উপনিবেশবাদের নির্মম জোয়ালের নিচে ক্লান্ত, অবসন্ন প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "সামাজিক-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও জাতিগত দাসত্ব"-এর ঘোরা-পথে গিয়ে মার্কসবাদ-সৃষ্ট 'নতজানুবাদ' নিজের অভ্যন্তরস্থ অশ্বডিম্বকেই প্রকটিত করছে। মসুলিম "স্বাতন্ত্র্য"-কে ছুঁড়ে দেয়া হয় ধর্মের পৃষ্ঠদেশে। ধর্মের নামে বন্দীদের ঘায়েল করা কারাধ্যক্ষের জন্যে সহজ। কিন্তু " জাতিগত" বশীভূতকরণ ও "সামাজিক-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা"-র নামে সে তা করতে পারে না। হয় এটা আরেক অদূরদর্শী হিসাব, অথবা স্বাধীনতার জন্যে পরাধীন মুসলমানদের স্বাভাবিক তৃষ্ণার ঊষর মরুতে শীতল বারি সিঞ্চনের এক সুপরিকল্পিত ও দুষ্ট পন্থা। যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ঠাণ্ডা পানিই তাকে চিরকাল ঠাণ্ডা রাখতে পারে না, নিষ্ক্রিয় রাখতে পারে না।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি মুসলিম সমাজ রয়েছে, যা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী সংহতি-চেতনা নিজকে জাগ্রত করেছে দাগেস্তান বা তাসখন্দের শহরে-নগরে সর্বত্র; তা' সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠির জন্যে ভয়ানক সমস্যা হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। একটি সোভিয়েত সংহতি-চেতনা সৃষ্টির মানসে সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেই এই ইসলামী সংহতি চেতনা ফলপ্রসূ হয়েছে। সে বিদ্যালয় ও যুব সংগঠনগুলোকে তাদের মনোমতো ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ সম্পাদন করেছে। পূর্বে সে ছিলো অক্টোবর বিপ্লবের অনুসারী; অতঃপর সে দম্ভভরে, পূর্বসূরিদের লাল তক্‌মা গায়ে জড়ায় এবং সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক আচার-আচরণের মূল সূত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, যাকে সারা জীবন চাংগা রাখতে হতো। এখন সময়ের বিবর্তনে এই নাগরিক, যাকে শাসক গোষ্ঠি দিয়েছে অনেক কিছু, পিতা ও মুরব্বীদের নিয়ন্ত্রণকারীকে, অবহেলিত ঐতিহ্যসম্ভারকে এবং যেখান থেকে সে উদ্‌গত হয়েছিলো, সেই জাতিগত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সর্বোৎকৃষ্ট সংহতিকে পুনরাবিষ্কার করছে।"[২৮]

কারাধ্যক্ষের সমস্ত বিনিয়োগ সবই হাওয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়, যখন সে তার কারা-কুঠুরী থেকে বাড়ি ফিরে আসে। সে নিজের জন্যে জ্ঞানলাভ ও নতুন করে আবিষ্কার করে যে, একজন প্রশিক্ষিত কয়েদী হিসেবে সে কারাধ্যক্ষের মনোমতো সেবা করতে পারবে — স্রেফ এ কারণেই তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো। প্রবল ক্ষমতার অধিকারী মস্কোর কেউ কেউ তার জাতি, অঞ্চল, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং অভিন্ন পরিচিতি থেকে দূরে ছিলো। একজন ইউরোপীয়

www.pathagar.com

উপনিবেশবাদী এশীয়দের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে মনিবের সেবা করতে হয়। ভিন্ন মহাদেশের এক সন্ত্রাসবাদী নির্যাতিত এশীয়দের দাসসুলভ কাজ করতে বাধ্য করছে।

ইসলামী সংহতিবাদী সোভিয়েত সংহতিবাদকে পদদলিত করছে। কিন্তু সে অফিসে বা কারখানায় যায় সু-প্রশিক্ষিত সোভিয়েত সংহতিবাদের লেবাসে এবং বাড়ি ফিরে আসে ইসলামী সংহতিবাদী হিসেবেই; অফিসে বা কারখানায় যখন সে কাজ করে, তখন সে তার এই অন্তরংগ ব্যক্তিসত্তাকে লুক্কায়িত রেখেই তা করে।

"সর্বোপরি, সে এই সত্যই নির্দেশ করছে যে, অর্থকড়ি খরচ করে সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু মনের পরিবর্তন করা খুবই কঠিন কাজ।"[২৯]

কার্লাইলের বক্তব্য ভুল ছিলো না, যখন তিনি বলেন যে, "প্রকৃতি আপনা-আপনিই রসূলের মধ্য দিয়ে কথা বলতো" — যিনি মানুষের মন পরিবর্তনের আগেই সমাজ পরিবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন নি।

ইসলামের শাশ্বত আদর্শ দ্বারা পরিবর্তিত মন-মানস পুরুষপরম্পরাক্রমে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অটুট থাকে; কারণ তাদের আত্মা ও চেতনার এই স্বাধীনতার জন্ম শক্তি দ্বারা নয়, বরং ভালোবাসা, শান্তি, মজবুত ঈমান এবং দাওয়াহ্ কাজের মাধ্যমে।

ইসলামী সংহতিবাদ লাল-স্বৈরাচারের কারা-দেয়ালের পিছনে পর্যন্ত অবস্থান করে; কারণ জবরদস্তি ব্যতিরেকেই ইসলাম তার পূর্ব-পুরুষদের মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিলো।

কিন্তু সোভিয়েত সংহতিবাদ অহোরাত্র এক অপমানকর মৃত্যুকে বরণ করছে; কারণ তার সৃষ্টি হয়েছে মার্কসবাদী শক্তি, উৎপীড়ন, জবরদস্তি ও উপনিবেশবাদের দ্বারা।

কাপুরুষোচিতভাবে মার্কসবাদ তার বিচ্ছিন্ন ভুয়া-বৈজ্ঞানিক কুঠুরী থেকে বেরিয়ে আসবে এবং স্পষ্ট, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবভাবে অনুসন্ধান করবে কেনো ইসলামী সংহতিবাদ কারা-দেয়ালের পেছনে অবস্থান করে ইসলামের পতাকাকে মেলে ধরছে। তার পূর্ব-পুরুষরা ৭ম অনুসারী হয়ে, উম্মাহ্-র সদস্য হয়ে গৌরব বোধ করে।

"সমরখন্দের জনগণের একটি প্রতিনিধিদল মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের বিরুদ্ধে পঞ্চম খলীফার নিকট এই মর্মে একটি অভিযোগ পেশ করে যে, তিনি তাদের শহর দখল করে নিয়েছেন এবং মুসলমান সৈন্যদের সেখানে বসবাস করতে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

খলীফা স্থানীয় গভর্নরকে অভিযোগটি তদন্তের জন্য একজন বিশেষ বিচারক নিয়োগ এবং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের হুকুম প্রদান করলেন ঃ

গভর্নর এ উদ্দেশ্যে জামি বিন হাজির আলবাবিকে নিয়োগ করলেন। বিচারক তাঁর তদন্তের পর নিম্নবর্ণিত রায় ঘোষণা করলেন ঃ

১. অবিলম্বে সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে দেবে;

২. শহরের ওপর জবরদখল বে-আইনী;

৩. সেনাপতি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় প্রদান করেন নি;

৪. তিনি তাদের প্রতি চরমপত্র প্রদান করে সর্বশেষবারের মতো হুঁশিয়ার করে দেন নি।"[৩০]

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন তাদের অবস্থান ছেড়ে যাচ্ছিলো, তখন শহরবাসীরা সেনাপতিকে অনুরোধ করলো তাঁর বাহিনীকে সেখানে রাখতে। মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতিতে তারা ভয় পেয়েছিলো যে, তাদের উপস্থিতি হবে তাদের জন্যে অভিশাপ; কিন্তু বিচারের রায় ঘোষণার পর তা' তাদের কাছে আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিভাত হলো।

একটি মতাদর্শ, যার রয়েছে এহেন আইন-কানুন, একটি মতাদর্শ যা' জরুরী অবস্থায় পর্যন্ত অনুসারীদেরকে এতো কঠোরভাবে অনুগত রাখে, একটি মতাদর্শ, যা' দুষ্কর্মকে ঘৃণা করে, একটি মতাদর্শ, যা' শক্তি ও বাধ্যবাধকতার প্রয়োগকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে, একটি মতাদর্শ, যা' স্বীয় সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী, একটি মতাদর্শ, যা' অন্তঃসারশূন্য নয়; যা' প্রসার লাভের জন্যে, শেকড় গেড়ে বসার জন্যে, লক্ষ লক্ষ অনিচ্ছুক মানুষকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার জন্যে এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে ভায়োলেন্সের ওপর নির্ভর করে না, তা' নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্যে এক অপার আশিস্।

রসূলুল্লাহ্ (স) "সমগ্র মাখলুকাতের জন্যে এক অপার করুণা।" — রাহ্মাতাল্লিল আলামীন। ইসলামী আদর্শও তদ্রূপ। এর খাঁটি অনুসারীও তদ্রূপ।

মধ্য এশিয়ার জনগণ সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিকবৃন্দ আজও বিশ্বমানবের কল্যাণের স্বর্ণালি উৎস-ধারা ('আফিম' অধ্যায় দেখুন)। তারা আজও রাহ্মাতাল্লিল 'আলামীনকে অনুসরণ করে; তারা আজও সত্যধর্মের শিক্ষার প্রতি অনুগত রয়েছে।

উপনিবেশসমূহের মধ্যে রুশ উপনিবেশবাদ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। ইউরোপীয় জালিমদের সংগে এশীয়দের ভাগাভাগি করার কিছুই নেই।

অন্যায়ভাবে লাল-মোসাহেবদের হস্তগত উপনিবেশসমূহের লুণ্ঠিত সম্পদরাজি কতকাল এই ঘৃণ্য উপনিবেশবাদের ভাবমূর্তি রক্ষা করবে, ৮৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে যা' নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতাহীন রয়েছে?

www.pathagar.com

"জনসংখ্যা ভিত্তিক দু'টি জনপদ ঃ সোভিয়েত, ইউরোপীয় এবং 'অন্যান্য'। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাংশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পেছনে, তৎসত্ত্বেও প্রবলভাবে সমশ্রেণীভুক্ত জন-অধ্যুষিত এলাকা। সেই তুলনায় পূর্বাঞ্চলীয় সোভিয়েত ইউনিয়ন — মধ্য এশিয়া ও ককেশাস দ্বিতীয় সমশ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠি গঠন করেছে, যা' জনসংখ্যা বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।"[৩১]

এই সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পার্থক্যের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এমনি হাজার হাজার পার্থক্যের গবাক্ষ-ছিদ্র এবং জুলুমের নগ্নবাতায়ন রুদ্ধ করা চামচা-মোসাহেবদের জন্যে এক লজ্জাকর কাজ, যারা লজ্জাকরভাবে এশীয় উপনিবেশসমূহ থেকে লুণ্ঠিত অবৈধ সম্পদরাজি গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে।

ইউক্রেনীয়রা যখন একচোখা রুশকরণকে ঘৃণা করে; তখন এশীয়রা কিভাবে একে ভালোবাসতে পারে?

১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় লালদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর মুসলিম পুনর্জাগরণ

প্রতিদ্বন্দ্বী যখনই হামলা করে, তখনই মুসলমানদের সহিষ্ণুতা সক্রিয়তায় পর্যবসিত হয়। বিশ্বব্যাপী মুসলিম পুনর্জাগরণসমূহ ইসলামের প্রতি অমুসলমানদের নৃশংসতারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

"১৯৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিজের শক্তি সম্পর্কে অতি-বিশ্বাসী এবং চীনা ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসার নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নোর অসুস্থতার কারণে ক্ষমতালোভে ব্যতিব্যস্ত ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টি আরেকটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করে, যা' ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী তার কৌশলগত কমান্ডের কমান্ডার মেজর জেনারেল সুহার্তোর অধিনায়কত্বে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেয়।

কম্যুনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সদস্যরা প্রতিরক্ষা বাহিনীর ছ'জন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলকে মধ্যরাত্রে অপহরণ করে, তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে এবং লুবাং বাউয়া-র একটি শুষ্ক কুয়োর মধ্যে তাদের লাশগুলো ফেলে দিয়ে দ্রুত চম্পট দেয়।"[৩২]

ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে-দেয়া ইউরোপীয় সন্ত্রাসী মতাদর্শের এটি দ্বিতীয় আঘাত। ডাচ-শাসকরা ইউরোপীয় সামরিক খ্রীস্টবাদ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা ছিলো নির্মম, অমানবিক ও পশুতুল্য।

মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক ইউরোপীয় নির্মম পাশবিকতাকে ইন্দোনেশিয়ার বীর মুসলমানেরা প্রতিরোধ ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা তাদের হাতে

www.pathagar.com

অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন; তথাপি তাঁরা ইসলামের ওপর শুধু বিশ্বস্তই থাকেন নি, বরং তারা অধুনা এর উদ্দেশ্যকে লালন করছেন।

অন্ততঃপক্ষে তাদের ইতিহাসে দু'বার যখন তারা ইউরোপীয় 'ধর্মবিমুখতাবাদ' ও অধ্যাত্মবাদী ধারণাসমূহের জবরদস্তিমূলক আরোপণকে অস্বীকার করে লাঞ্ছনা ভোগ করছিলো, তখন তারা কেনো ইসলামের প্রতি অনুগত রয়েছে?

কারণ ইসলামী আদর্শ অস্বাভাবিক, অমানবিক, পাশবিক, রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী, অবিবেচক, উপনিবেশবাদী, মুনাফিক ও শোষণকারী নয়।

ইসলামী আদর্শ সারস, বক কিংবা ঐ জাতীয় কিছু নয়, যা গোপনভাবে ঘাপটি মেরে থাকে নির্দোষ ও অসতর্ক মাছ — জনগণকে আক্রমণ ও খতম করার জন্যে।

মানবজাতিকে ত্রাণের লক্ষ্যে এর নীতি হলো ঃ "ভালো কাজ করা এবং সত্য ও আনুগত্যের পারস্পরিক শিক্ষার সংগে একত্রীভূত হওয়া।"

ইন্দোনেশীয়রা কিভাবে ইউরোপীয় খ্রীস্টান এবং মার্কসবাদীদের গ্রহণ ও তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে পারে, যখন 'ওয়ালী সোংগো' অর্থাৎ নয়জন ইসলাম প্রচারক সত্য ও আনুগত্য শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে এবং তাঁদেরকে অনুসরণের জন্যে অন্যদের আহবানের পূর্বে নিজেরা ভালো কাজ করার মাধ্যমে এর বিস্তার সাধন করেছেন?

"গুজরাটি ও পারসিক ব্যবসায়ীরা, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো, ত্রয়োদশ শতকে ইন্দোনেশিয়া সফর শুরু করে এবং পারস্য ও ভারতবর্ষের সংগে ব্যবসায়িক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবসায়ের সংগে সংগে তারা ইন্দোনেশীয় হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষ করে জাভার উপকূলীয় এলাকাসমূহে — যেমন ডেমাকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা ক্ষমতাসীন হিন্দু রাজাদের প্রতি প্রভাব বিস্তারে, এমনকি তাঁদের ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে পর্যন্ত সফল হয়।"[৩৩]

ইউরোপীয়রাও প্রাচ্যে এসেছিলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে। তারা আজ কোথায়? সেখানে আজ তাদের ব্যবসায়ও নেই, উপনিবেশও নেই, ধর্মও নেই। কেনো তারা এক ব্যাপকবিস্তারী বিস্ফোরণের ন্যায় ছিলো? তাদের সকল কাজ অন্যায্য, অমানবিক ও বর্বরোচিত।

পারস্য ও গুজরাটের (ভারত) মুসলমান ব্যবসায়ীরা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের দেহ আর এখন সেখানে নেই। কিন্তু তাঁদের আমল-আখলাক প্রদীপসদৃশ প্রমাণিত হয়েছে, যা' লক্ষ লক্ষ ইন্দোনেশীয় প্রদীপমালাকে আলোকিত করেছে। এবং ঐ নয়জন "ওয়ালী সোংগো" — প্রদীপ

www.pathagar.com

আলোকিত হয়েছিলো আরবপ্রদীপ মুহাম্মদ (স)-এর দ্বারা, যিনি মানবজাতির অপার করুণাস্বরূপ।

আসুন, আমরা পুনরায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা স্মরণ করি। এটা কি সেই শতাব্দী ছিলো না, যখন মনে করা হতো যে, মুসলমানেরা ক্রুসেডার ও মোংগলদের হাতে বড় রকমের মার খাওয়ার পর ইসলাম চিরতরে খতম হয়ে গেছে? যদিও মুসলমানেরা নিজেদেরকে পুনর্জাগরিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও অত্যাচারীদের পর্যুদস্ত করেছিলেন, তথাপি ইসলামী আদর্শ সূর্যের মতো আলো বিচ্ছুরিত করছিলো বিশ্বের দূর-প্রাচ্য অঞ্চলে। যেভাবে পৃথিবীর আবর্তনশীল অংশসমূহ সূর্য-মুখী হয় এবং আলো ও তাপ পায়, তেমনিভাবে গুমরাহ্ মুসলিম ও নব-দীক্ষিতরা ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে ফিরে আসে এবং মানুষও বস্তুপূজার জগদ্দল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে হিদায়েতের আলোকপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং যা "প্রকৃতির সংগে একীভূত," তা' দুনিয়ার জমীনে প্রকৃতির মতোই স্থায়ী হয়; আর যা' অস্বাভাবিক, বর্বরোচিত ও অমানবিক, আজ হোক কাল হোক ধ্বংসশীল আগাছার মতোই তা শুকিয়ে যায়।

শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ্-কাজ, সহিষ্ণুতা ও করুণার মাধ্যমে আত্মার রূপান্তর চিরস্থায়ী হয়; অন্যদিকে চাপিয়ে দেয়া, শক্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে শারীরিক রূপান্তর মানব-জীবনের একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায়। যেকোনো মুহূর্তে অত্যাচারের জোয়াল দূরে নিক্ষিপ্ত হবে। ইসলামী সংহতিবাদ ও সোভিয়েত সংহতিবাদ যথাক্রমে অবিনশ্বর ও নশ্বর, সত্য এবং অসত্যের দু'টি দৃষ্টান্ত।

এমন কি দেশের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার পূর্বেও ইন্দোনেশীয় লাল-পন্থীরা নানা পন্থায় মুসলমানদের নির্যাতন করছিলো।

"১৯৬৫ সালের আগের সময়ের সংগে তুলনা করলে, যখন আমাদের সমাজ-পরিচালনায় কম্যুনিস্ট প্রভাব প্রবল ছিলো, তার চেয়ে এখন জনগণের ধর্মীয় সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময় ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলমানেরা অত্যধিক নির্যাতন ভোগ করতো। ঐ কারণে খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই সক্রিয় ছিলো এবং বেশি ধর্মীয় কর্ম-তৎপরতা প্রদর্শন করে নি।

কিন্তু নতুন ফরমান জারি ও কম্যুনিস্টদের ভরাডুবি হওয়ার কারণে মুসলমানদের জোশ ফিরে এসেছে।"[৩৪]

ইন্দোনেশিয়ার লাল-পন্থীদের দেশী ও বিদেশী সাহায্য-উৎস ছিলো। এমন কি সরকারী ক্ষমতায় না থেকেও তারা দেশে বহু অপ-ক্ষমতার কলকাঠি নাড়াতো। তারা যদি ১৯৬৫ সালে সফলকাম হতো, তাহলে বিশ্বে আরেকটি বৃহৎ কারাগার সৃষ্টি হতো।

ইন্দোনেশিয়ায় একটি "নতুন ফরমান" বাস্তবিকই সেখানকার মুসলিম শক্তির কাছে এক নতুন জীবন, নব-জন্ম ও রিনেসাঁ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

www.pathagar.com

এটা এমন একটি নীরব পুনর্জাগরণ, যা' নীরবে-নিঃশব্দে ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী সঞ্চারিত হচ্ছে। নতুন ফরমানের বীর নায়ক প্রেসিডেন্ট সুহার্তো আর্নল্ড জে. টোয়েনবী লিখিত "একটি ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পটভূমিতে" "ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি" রূপে প্রমাণিত হয়েছেন। যা' আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর, তা' হলোঃ "ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি"। এই অবিনাশী শক্তি ইন্দোনেশিয়ায় নিজকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করার সুযোগ পেয়েছিলো, যখন তার বীর নায়ক ১৯৬৫ সালে বর্বরোচিত মার্কসবাদী অভ্যুত্থানকে মিস্‌মার করে দিয়েছিলেন।

এই নয়া ফরমান মার্কসবাদের নশ্বর স্বভাব প্রমাণ করছে। এটা মার্কসবাদের বক, সারস কিংবা ঈগলসদৃশ চরিত্র প্রমাণ করছে। এটা মার্কসবাদের দস্যুসুলভ বিধি-বিধান প্রদর্শন করছে।

"নয়া ফরমান জারির পূর্বে জনগণ সালাত আদায় করতে লজ্জা পেতো কিংবা কেউ তা' করতো গোপনভাবে। কিন্তু এখন জনগণ সালাত আদায় করতে লজ্জা পায় না, গোপনীয়তাও অবলম্বন করে না; বহু অফিসে তারা জুম্‌আর নামায আদায় করছে।"[৩৫]

অসত্যের কালোমেঘ সূর্যরশ্মিকে সাময়িকভাবে ঢেকে রাখে। এটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। মক্কা বিজয় ও একে মহিমান্বিত করার পূর্বে তারা সেখানে তাই করেছিলো। আজ তারা আফগানিস্তান এবং নব্য-জারবাদী সাম্রাজ্যের অধীন সকল মুসলিম দেশে তা করছে। সুতরাং ১৯৬৫ সালের দ্বিতীয় লাল-অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পূর্বেও ইন্দোনেশিয়ায় তারা তা করেছিলো। কিন্তু ...

"গভর্নরসহ উচ্চপদস্থ প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ছুটির দিন উদ্‌যাপনের বাইরে সপ্তাহে একবার একটি ধর্মীয় আলোচনা সভায় যোগদান করতে বাধ্য।"[৩৬]

অসত্যের এই অশুভ মেঘমালা কতোকাল তার কর্তৃত্ব ধরে রাখবে?

"১৯৬৫ সালে যেখানে জাকার্তায় মাত্র ৪৬০টি মসজিদ ছিলো, সেখানে বর্তমানে, ১৯৭৮ সালে রেজিস্টার্ড মসজিদের সংখ্যা ১১৮২টি, যার প্রত্যেকটিতেই শুক্রবারে জুম্‌আর জামায়াত হয়।

.... সারা শহরে খান্‌কাহ্‌সহ মসজিদের সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি।"[৩৭]

বাস্তবিকপক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম পুনর্জাগরণের এটি দ্বিতীয় নীরব-বিস্ময়।

মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রথম ঘটনাটি ঘটে নব্য-জারবাদী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে। সেখানে ইসলামী সংহতিবাদের জন্ম এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়, যা' স্বল্পায়ু, আত্মগরিমায় বেশামাল সোভিয়েত সংহতিবাদের মুখে ঘৃণা ও পরিহাসের থু থু নিক্ষেপ করছে।

www.pathagar.com

১৮৫৭ ও ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবন

মুসলিম পুনর্জাগরণের তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে ভারতে। বৃটিশরা মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলো। তারা ঔপনিবেশিক জালিমদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত হয়েছিলো। তা' তাদের জন্যে ছিলো জ্বলন্ত উনুন। তারা এই ভূখণ্ডে অন্তর্হিত হয় নি, যেমনটি স্পেনীয় মুসলমানরা স্পেনে হয়েছিলো। এই ভূখণ্ডের মাটি কামড়ে ধরে তারা নতুন প্রাণস্ফূর্তি, শক্তি ও সংকল্পে জাগ্রত হয়; আরও অধিকসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, আরও অধিক সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়, আরও অধিক সংখ্যক ইসলামী বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, আরও অধিকসংখ্যক ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়, ইসলামের আরও অধিকসংখ্যক বিশ্বস্ত অনুগামী এবং আগ্রাসী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে আরও অধিকসংখ্যক সশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনী সৃষ্টি হয়।

আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সফল হয়েছিলো, কালের বিবর্তনেও যার নিদর্শন অক্ষতভাবে রয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় মুসলমানেরা ভারত বিভাগের দরুন সৃষ্ট নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়, যে ভারত বিভাগ ছিলো ভুল, প্রতারণা ও জোচ্চুরিপূর্ণ এবং সর্বোপরি অনৈসলামিক।

নতুন সমস্যাবলী ইসলামের খাঁটি অনুসারীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করে। ভারতবর্ষে আজ আমাদের সংখ্যা ১০ কোটিরও বেশি। এর মধ্যে অল্প কয়েক লক্ষ কুলাংগার, কাপুরুষ থাকতে পারে। এদের অস্তিত্বও খাঁটি মুসলমানদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার বাহন হিসেবে বিদ্যমান, যেমনভাবে সমস্যাবলী তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে ইসলামী শিক্ষা ও আর্দশের পতাকাকে আরও বিশ্বস্তভাবে, আরও বীরোচিতভাবে সমুন্নত করতে।

বৃটিশদের কাছে মুসলমানদের ক্ষমতা হারানোর পর মুসলিম পুনর্জাগরণের যে হিসাব লিপিবদ্ধ হয়েছিলো, ফলতঃ তার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আজ পুনরায় সেখানে অধিকসংখ্যক মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে, আরও অধিকসংখ্যক মসজিদ, অধিকসংখ্যক ইসলামী বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়, অধিকসংখ্যক ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে, ইসলামের প্রতি আরও অধিক নির্ভেজাল আনুগত্য এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক আগ্রাসী শক্তির জবাব দেয়ার জন্যে আরও অধিকসংখ্যক অকুতোভয় মুজাহিদবাহিনী সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় মুসলমানেরা বিদেশীদের কাছে ক্ষমতা হারিয়েছিলো এবং বর্তমানে অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর মুকাবিলা করছে, এই সত্যটি গ্রাহ্য না করেই "ইসলামের শাশ্বত প্রাণশক্তি" মুসলমানদের দিক্ নির্দেশনা ও অমুসলমানদের বন্ধন মুক্তির

www.pathagar.com

কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। খাঁটি মুসলমানের সামনে প্রতিবন্ধকতা যত শক্তিশালী হয়, তাদের প্রতিরোধও হয় তত বেশি ইতিবাচক ও মহিমান্বিত। এটাই আমাদের ইতিহাস। বাস্তবতার সামনে অন্য সকল ব্যাখ্যাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আজ ভারতবর্ষের মুসলমানেরা কতিপয় মুসলিম দেশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুখী। হিন্দু শাসকরা মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশের শাসকদের চেয়ে অধিকতর দয়ালু, সদাশয়। ভারতে মুসলমান এবং ইসলামী সংগঠনসমূহ কতিপয় মুসলিম দেশের মুসলমান ও ইসলামী সংগঠনসমূহের চেয়ে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। কয়েকটি মুসলিম দেশে দুই পরাশক্তির দালালরা, দাংগার সময় ভারতীয় দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত মুসলমানদের চেয়ে অধিক সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে।

মুসলিম নামধারী কতিপয় নিমকহারাম দালাল, যারা কয়েকটি মুসলিম দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের চেয়ে ইসলামের কল্যাণময়তার স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিত, নেতা ও শাসকরা অধিকতর সম্মানিত।*

"পঞ্চদশ হিজরী সনের শুভ সূচনা-মুহূর্তে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী মুসলিম জাহানকে এভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ঃ 'এটা শুধুমাত্র ভারত ও অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি সময় নয়, বরং সমগ্র বিশ্বমানবের কাছেই তা' সমান তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ একটি মহান ধর্মের ঘটনাপঞ্জীকে তা' মাইল-ফলক চিহ্নিত করেছে, যা' বিশ্বমানব ও সভ্যতার ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইসলামের গণতান্ত্রিক চরিত্র, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাবলম্বন ও শান্তির বাণীর কারণে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের একটি চিরস্থায়ী আবেদন রয়েছে।"[৩৮]

বিশ্বব্যাপী ইসলামে দীক্ষাগ্রহণ

বর্তমান সমগ্র মুসলিম জাহানে অসংখ্য পুনরুজ্জীবনবাদী সংগঠনের অভ্যুদয় মুসলিম পুনর্জাগরণের চতুর্থ ঘটনা। দুই পরাশক্তি ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার বিরুদ্ধে শক্তিকে চাংগা করার জন্যে তাদের এজেন্টদের প্ররোচিত করে। মুসলমান এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের নামে তাদের নিবদ্ধ ভয় ও বেসামাল অবস্থা তাদের অসত্য ও এর পতনশীল, নশ্বর স্বভাবেরই প্রমাণ। তাদের অস্থির ও ক্ষিপ্ত হতে দিন। তারা একইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমনিভাবে তাদের পূর্বের অসত্যের ধ্বজাধারীরা ধ্বংস হয়েছিলো।

---

* এম. কে. গান্ধী, নেহেরু, এম. এন. রায়সহ অনেক অমুসলমান ভারতীয় নেতা, রাষ্ট্রনায়ক, পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের শাশ্বত কল্যাণী আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।
— অনুবাদক।

www.pathagar.com

তারা এবং তাদের বশংবদ দালালরা ইসলামের ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে। এমন কি রসূলুল্লাহ্ (স) সাফল্যজনকভাবে অসত্যের ৪টি সাঁড়াশী হামলার মুকাবিলা করেছিলেন; সেগুলো হলো ঃ

১. শি'ব আবি তালিবে অবরোধ;

২. হিজরতের রাতে সবগুলো গোত্র কর্তৃক তাঁর বাড়ি ঘেরাও;

৩. দুশমনরা যখন সাওর গিরিগুহার মুখে পৌছুলো, গুহাভ্যন্তরে তখন তাঁরা মাত্র দু'জন;

৪. এবং খন্দকের যুদ্ধ।

ইসলাম এবং তার অনুসারীরা একের পর এক অসত্যের দানবীয় তরঙ্গাভিঘাতের মুকাবিলা করে আসছে; কিন্তু কালের পরীক্ষায় কে টিকে আছে, তা আজ এক 'ওপেন সিক্রেট' বা উন্মুক্ত-গোপনীয়তা।

অধুনা ইসলামের পুনরুজ্জীবন ইউরোপে অধিকতর স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। জার্মানীতে লক্ষ লক্ষ তুর্কী ইসলামের অনুসারী এবং তারা এর আদর্শের গর্বিত পতাকা সমুন্নত রাখছে, যেমনিভাবে লক্ষ লক্ষ আলজিরীয় তা করছে ফ্রান্সে। যুক্তরাজ্যে খ্রীস্টধর্মের পর ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার অনুসারীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। সে দেশে শত শত মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

জাপানে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ প্রবল। শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইসলাম গ্রহণ সেখানে অধিকতর নিশ্চিত, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বহুব্যাপক হচ্ছে। একই রকম ব্যাপার ঘটছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। আমেরিকায় ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফিলিপাইন থেকে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত ইসলাম লক্ষ লক্ষ আধুনিক মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করছে। এ সকল মানুষ ইসলামের অনুসারী হয়ে নিজেদেরকে সত্যিকার স্বাধীনতার স্পর্শে সঞ্জীবিত করছে।

আফ্রিকা মহাদেশ ইসলামের মহাদেশ। কোটি কোটি ডলার কিংবা যেকোনো সংখ্যক শ্বেত উপনিবেশবাদী স্বৈরাচার ও মার্কসবাদী জুলুম একে কখনই লাল বা শ্বেতপন্থী করতে পারবে না।

বিশ্বের সকল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও সভ্য দেশের প্রচার-মাধ্যমগুলি মুসলিম পুনর্জাগরণকে কখনও কখনও নিরপেক্ষভাবে আবার কখনও কখনও পক্ষপাতমূলকভাবে উপস্থাপন করে থাকে। শুধুমাত্র মার্কসবাদই এর উল্লেখ করতে গিয়ে শিহরিত হয়।

কিন্তু প্রায় সকল মুসলিম দেশই যখন ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের জ্বলন্ত অংগারের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিলো তখন "ইসলামের অবিনাশী শক্তি" ইউরোপীয় নব-দীক্ষিতদের মন জয় করে নিয়েছিলো। এখন ইসলাম আবারও সংস্কারমুক্ত ও নিরপেক্ষ ইউরোপীয়দের হৃদয় স্পর্শ করছে, যারা এর কল্যাণী শিক্ষা ও আদর্শ

www.pathagar.com

অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুক্ত করছে মানুষ এবং 'মানুষ-খোদা-র' ভজনা থেকে।

দুই পরাশক্তি কর্তৃক মুসলমানদেরকে বিজয়ের সুফল থেকে বঞ্চিত করার সকল গলদঘর্ম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানরা ইতিহাস সৃষ্টি করে ১৯৭৩ সালে সুয়েজ খাল অতিক্রমের মাধ্যমে; পশ্চিম বৈরুতে তাদের হিমাদ্রিকঠিন প্রতিরোধের মাধ্যমে, তৈলাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে; আলজিরিয়ায় ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় লাভের মাধ্যমে এবং আফগানিস্তানে তাদের মরণপণ জিহাদের মাধ্যমে। পরাশক্তি ও তাদের বশংবদ অনুচরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এসব বিজয় সমর ইতিহাসের অনস্বীকার্য ঘটনা।

চূড়ান্তভাবে সত্যেরই জয় হয় এবং পরিণামে অসত্য ধ্বংস হয়। অসত্যকে তার অসার 'জয়ঢাক' বাজাতে দিন, এমনকি এর তলদেশ থেকে চন্দ্র কিংবা মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপিত স্টেশন পর্যন্ত এর অসার চিৎকারের ঝড় তুলতে দিন।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামের ভরণপোষণ আইনসমূহ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ٠

"তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তো ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।"[১] (৪৫ ঃ ১৩)

খাদ্য বিয়োগ বাক্-স্বাধীনতা	=	মার্কসবাদ
আশ্রয় বিয়োগ কর্মের স্বাধীনতা	=	মার্কসবাদ
কাজ বিয়োগ বিশ্বাসের স্বাধীনতা	=	মার্কসবাদ
শিক্ষা বিয়োগ সমাবেশের স্বাধীনতা	=	মার্কসবাদ
স্বাস্থ্য বিয়োগ বন্ধনহীন জীবনের স্বাধীনতা	=	মার্কসবাদ

এই হলো মার্কসবাদী কৃতিত্বের নীট ফলাফল। কিংবা অন্য কথায় ঃ
যে মানুষ কাপড় পরিধান করে, তার চেয়ে কাপড় অধিকতর মূল্যবান;
যে মানুষ খাদ্য আহার করে, তার চেয়ে খাদ্য অধিকতর মূল্যবান;
গৃহে বসবাসরত মানুষের চেয়ে গৃহ অধিকতর মূল্যবান;
যে মানুষ কাজ করে, তার চেয়ে কাজ অধিকতর মূল্যবান।

এখানে মানুষ বস্তুকে কর্তৃত্বাধীন করছে না, বরং বস্তুই মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করছে।

এভাবেই মার্কসবাদ মানুষ-খোদা লাল-একনায়ককে সংগে নিয়ে কতিপয় জড় খোদার পূজা-ভজনার্থে, তাদের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আধুনিক সরল-সোজা মানুষকে প্রতারণাপূর্ণ কুহেলিকার মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রাচীনতার পঙ্কে নামিয়ে দিচ্ছে। রোমান ও গ্রীক মূর্তি-পূজকরা জড় এবং জড়পদার্থের সামনে নতজানু হয়ে তাদের মানবিক মর্যাদাকে কলংকিত

www.pathagar.com

করেছিলো; এসব জড়পদার্থ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিলো একমাত্র মানুষের খিদমতে লাগার জন্যেই। আজকের দিনে মার্কসবাদীরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের ছাড়িয়ে গেছে। এখানে একটি মাত্র যে পার্থক্য, তাহলো অসত্যের যুক্তির কচকচানি। তারাও (প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা) একে (বস্তুপূজাকে) সত্য হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলো, যেমনটি এরা (মার্কসবাদীরা) করে থাকে। মানুষকে বস্তু-খোদা এবং মানুষ-খোদার নিকট হীন, তুচ্ছ করে রাখতে হবে। অতীত ও বর্তমানে এই-ই হলো অসত্যের যোগফল।

ইসলাম পতিত মানবকে মর্যাদায় সমাসীন করেছে

সূর্য থেকে উত্তাপ পাওয়ার জন্যে মানুষ বসে থাকে না। সূর্যই তার জন্যে তাপ বিকিরণ করে। সে মাটি ও পানির সন্ধানে যায় না, পৃথিবীই তার জন্যে অপেক্ষা করে তার সমস্ত মাল-সামান ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে।

সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রাত-দিন তার খিদমতে কাজ করছে, এমন কি সে যখন নিদ্রিত থাকে, শিশু অবস্থায় সে যখন "রুটি" শব্দটি পর্যন্ত বলতে পারে না, তখনও; এমন কি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে সে যখন মাতৃজঠরে থাকে, তখনও।

"চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে", মানুষই "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু"-র মালিক। কিন্তু তার এই প্রভুত্ব আসে "তাঁর নিকট থেকে" যিনি জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত মাখলুকাতের স্রষ্টা, রব।

মানুষ লাল-একনায়কের প্রলেতারীয় দাসও নয়, নয় সে বস্তু-পূজক, হোক্-না তা প্রস্তর, পুতুল কিংবা রুটি, মাখন, কিংবা বস্তুতান্ত্রিক পুঁজিবাদের আদলে।

দুনিয়ার যমীনে মানুষ আল্লাহ্‌র "প্রতিনিধি"। সবকিছুই তার জন্যে, তাঁরই দ্বারা। এভাবেই ইসলাম পতিত মানবকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে এবং বস্তুকে তার খিদমতের জন্যে কর্তৃত্বাধীন করার লক্ষ্যে তার অবস্থানকে করেছে মহিমান্বিত। মার্কসবাদ মানুষকে শৃঙখলিত, বশীভূত করে রাখে, আর বস্তুকে তুলে ধরে উচ্চে, মর্যাদার আসনে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন "বিশ্বজগতের পালনকর্তা ও ভরণ-পোষণকারী"। তাঁর ভরণপোষণ শর্তহীন।

ইসলামের খাঁটি খলীফা দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে খলীফার প্রতি নির্দেশ রয়েছে তাঁর খিলাফতের সমস্ত নাগরিকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার। অর্থনৈতিক ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত ইসলামী আইনসমূহ অন্যের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নয়। সেগুলো যুদ্ধ বা বিপ্লবের ফলাফল

www.pathagar.com

নয়। সেগুলো অর্থনৈতিকভাবে মানুষের ঐক্য-চেতনার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা সকল পরিস্থিতিতে, অবিভাজ্য, সুসংহত; ইসলামে বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী, ইসলামের বিরোধী কিংবা মিত্র, সকল মানুষ, আল্লাহ্‌র সকল বান্দাই এর কল্যাণস্পর্শ পাওয়ার অধিকারী। তা' শর্তহীন।

এ-ই মার্কসবাদ, যা স্বৈরাচারের কালো থাবায় রুশদের জীবন খতম করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে নিম্নমানের রুটি বিক্রি করছে। এ-ই মার্কসবাদ, যা' তাদের ওপর অর্থনৈতিক সংকট ও অভাব চাপিয়ে দিচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বহীন এবং নিষ্ঠুর একনায়িকতান্ত্রিক বুটের নিচে তাদেরকে দলিত করার উদ্দেশ্যে। এ-ই মার্কসবাদ, যা' নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্যে তাদেরকে দীর্ঘ ক্লান্তিকর লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করে তাদের সমস্ত মানসিক শক্তিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে। এ-ই মার্কসবাদ, যা তাদেরকে সামান্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাদের সমস্ত দৈহিক সক্রিয়তার মালিক হওয়ার উদ্দেশ্যে। এ-ই মার্কসবাদ, যা' তাদেরকে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে তাদের ওপর খবরদারির উদ্দেশ্যে, একজন কারাধ্যক্ষ কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে যেমনটি করে থাকে।

"সোভিয়েতরা রুটি মওজুদ করে রাখার পক্ষে জোর প্রচারণা চালায়। সারা বছর নিম্নমানের রুটি সেকার বিষয়টি ইসভেসতিয়াকে জানানো হয়েছিলো। টাট্‌কা রুটি আসলে টাট্‌কা নয়। আগামী কাল ভাগ্যে জুটবে সম্পূর্ণ অখাদ্য, বাসি, আধা-সেকা, পোড়া কিংবা ছাতা-পড়া রুটি। সুপারভাইজাররা অভিযোগ করতো যে, খামি খারাপ, অন্য দিকে রুটি প্রস্তুতকারী বলতো ময়দা খারাপ।"[২]

ময়দার কলও খারাপ ছিলো না, রুটি প্রস্তুতকারীরাও খারাপ ছিলো না, খারাপ ছিলো না সুপারভাইজাররাও। তাদের কেউ-ই দোষী নয়। একমাত্র মার্কসবাদই সমস্ত নষ্টের গোড়া। সমস্ত নিন্দা, সমস্ত ঘৃণা-অপবাদ তারই প্রাপ্য। এর অস্বাভাবিকতা, খেপাটে স্বভাব প্রত্যেককেই পীড়ন করে, প্রত্যেকেই এর ক্যাঁচ্‌কা-কলে পড়ে ছটফট করে।

"পোল্যান্ডবাসীরা ক্রুদ্ধ ক্রেতাদের নতুন ভায়োলেন্সের মুকাবিলা করছে। ওয়ারশ-এ এক মহিলার দোকানে এই কথাগুলো লট্‌কে রাখা হয়েছে ঃ আমাদের কোনো দোষ নেই। কোনো মালপত্র নেই, আমাদের আঘাত করবেন না।"[৩]

মার্কসকে যদি পোলিশ ক্রেতাদের মুখোমুখি হতে হতো

উন্নততর পুলিশী নিরাপত্তা-ব্যবস্থার দাবিতে পোলিশ দোকানদাররা ধর্মঘটের পরিকল্পনা করলো। বিক্ষুব্ধ ক্রেতারা দোকানসমূহ অবরোধ করলো। ডজন ডজন দোকানী তাদের দ্বারা প্রহৃত হলো। মালপত্রের ঘাটতির জন্যে তারা ছিলো ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ।

www.pathagar.com

মার্কস যদি সেখানে থাকতেন, তাঁকে তারা কিল-ঘুসির আঘাতে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। প্রচণ্ড ধোলাই খেয়ে খতম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতো এই খেদানি। তাঁর সৃষ্ট মার্কসীয় একনায়ক তথা একমাত্র অন্নদাতা, একমাত্র নিয়োগকর্তা, একমাত্র ভরণপোষণকারী, একমাত্র সর্বশক্তিমান 'খোদা' তার দুর্দশাপীড়িত প্রলেতারীয়দের দেখাশোনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সন্ত্রাস ও রক্তপাতের মাধ্যমে বিশ্বজয় ও তাকে নব-রূপায়ণের কাজে মার্কসবাদী নেতাদের হাতের পুতুল।

উত্তপ্ত মরুভূমি। এক দুপুরে জনৈক ব্যক্তি সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে ছিলেন। জনৈকা বেদুঈন মহিলা সেখানে এসে তাঁকে বললো, "খলীফা উমর মুহাম্মদ বিন মুসালামাকে আমাদের এলাকায় যাকাত — অর্থনৈতিক ভরণপোষণ অধিকার — আদায় ও বিতরণের জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয় নি। তুমি কি আমাকে খলীফার কাছে নিয়ে যাবে?"

বৃদ্ধা যে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে কথা বলছিলো, তিনি ছিলেন স্বয়ং খলীফা উমরই (রা)। তিনি যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারীকে তলব করলেন। হযরত উমর (রা) কর্মকর্তাটিকে এ কথা জিগ্যেস করলেন, "যখন এই বৃদ্ধার অধিকারের বিষয়ে গাফলতি সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তোমাকে প্রশ্ন করবেন, তখন তুমি তাঁকে কি জবাব দেবে?"

তার আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্যে যা প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ সবই হাজির করা হলো। সেই সংগে কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো তার এলাকা সফরের সময় যেন তিনি দেখতে পান যে, তাকে দুই বছরের যাকাত প্রদান করা হয়েছে।[৪]

যাকাত সাদকাও নয়, ভিক্ষাও নয়; নয় নিঃস্বদের জন্যে সাময়িক সাহায্য। তা' হলো ভরণপোষণ। সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী তা পাবে আপন অধিকার রূপে, যার সাহায্যে সে স্বাবলম্বী হতে পারে, নিজের ভরণপোষণ নিজেই চালাতে পারে, এমন কি ধনবান হয়ে নিজেই যাকাত দিতে পারে।

যাকাতের এই অধিকার কি একটি ইসলামী রাষ্ট্রে একান্তভাবে শুধু মুসলমানদেরই প্রাপ্য? — না! মানুষের অর্থনৈতিক ঐক্য বিভাজ্য নয়। সকল মানুষই আল্লাহ্র বান্দা। তিনি যেভাবে সবাইকে প্রতিপালন করেন, তেমনিভাবে খলীফাও তাই করেন; কারণ, ক্ষুধা বিশ্বাস, ধর্ম, মতাদর্শ, জাতীয়তা, বংশ গায়ের রং, ভাষার বিভিন্নতা এবং দেশ কালের বাধা মানে না।

"এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে ইসলামের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা আইনসমূহ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাসরত দরিদ্র মুসলমান-অমুসলমানদের জন্যে সমভাবে অর্থনৈতিক ভরণপোষণের কল্যাণী ছায়া বিস্তৃত করে আসছে।"[৫]

www.pathagar.com

অমুসলমানেরা আদর্শিক বিরুদ্ধবাদী, যারা ইসলামী অনুশাসনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না; এই বাস্তবতা সত্ত্বেও ইসলাম তাদেরকে ভরণপোষণ করে; কারণ, ইসলাম বিশ্বাস করে যে, তারা এক আল্লাহ্‌রই বান্দা।

মানবজাতির দুর্ভোগ

মার্কসবাদই মানবজাতির দুর্ভোগের কারণ, যা শুধু এর দানবীয় অস্তিত্ব অস্বীকার করার কারণেই জানবাজ-আফগানদের নিশ্চিহ্ন করছে। রাশিয়ার প্রলেতারীয় জারতন্ত্র জঘন্য ও শয়তানের আসরগ্রস্ত, যার নয়া-উপনিবেশতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রগতির নামে বহু খ্রীস্টান ও মুসলিম দেশকে শৃঙখলিত করেছে, বন্দী করেছে গোলামির জিঞ্জিরে।

"এইচ. এ. আর. গিব বলেছেন ঃ পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম এখনও উগ্র বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করছে। এখানে সে বুর্জোয়া পুঁজিবাদ ও মার্কসীয় গণ-সাম্যবাদের মধ্যে পুনরায় একটি মধ্যবর্তী অবস্থান দখল করছে।"[৬]

আজকের বিশ্ব আমেরিকা ও রাশিয়া এই দু'টি মতবাদ-বলয়ে বিভক্ত। উভয়েই শক্তিধর, অশান্ত; শক্তির ভারসাম্য নেই এদের কারুরই। পুঁজিবাদ হরণ করেছে শ্রমিকদের রক্তপানি করা মজুরী থেকে 'উদ্বৃত্ত মূল্য", অন্য দিকে মার্কসবাদ নির্মম তস্করের মতো লুটে নিয়েছে তার জন্মগত সমস্ত স্বাভাবিক মূল্যবোধ, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে শোনার অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলা, চলা, কাজ করা, চিন্তা করা, এবং স্বাধীন মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।

এই দু'টি পরাশক্তির মূল লক্ষ্য কি? ওদের মূল লক্ষ্য হলো ঃ

বিশ্বের সকল বড় বড় শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাদের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সমগ্র বিশ্বকে শাসন করা। এ কাজে তারা সম্ভাব্য অবৈধ প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে সচেষ্ট।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৮তম অধিবেশনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণে "মন্তব্য করেন যে, পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদ উভয়ই বস্তুবাদী এবং উভয়ই বিশ্বে সামাজিক টেনশনের সৃষ্টি করেছে।

"তিনি বলেন, শিল্প বিপ্লবের অবয়ব থেকে জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কসবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে নানা কিসিমে, নানা চেহারায় এই দুই মতবাদ যূথবদ্ধ হয়ে আমাদের কালের সমাজ-সংক্ষোভকে অত্যন্ত বেগবান করেছে। তাদের পথ ভিন্ন কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূলতঃই বস্তুতান্ত্রিক। প্রতিযোগী দু'টি ব্যবস্থাই শক্তির আকাঙ্ক্ষায় গলদঘর্ম সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে এবং বলছে, এই বিশৃঙখলার মধ্য থেকেই একটি নবতর ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশের জন্য সংগ্রামে রত।"[৭]

www.pathagar.com

সমকালে পুঁজিবাদ অহরহই তার অবাধ নিয়ম-প্রণালী কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একমাত্র বাধাহীন একগুঁয়ে ব্যবস্থাই হচ্ছে মার্কসবাদ, যার একমাত্র নীতিই হলো সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা।

এসব সন্ত্রাসী চরমপন্থীরাই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ের উপযুক্ত কীট। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসই তার জ্বলন্ত সাক্ষী। বহু শ্বেত ও লাল-সন্ত্রাসী সেই নোংরা আঁস্তাকুড়ে অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا . وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

"এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হইতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষীস্বরূপ হইবে।"[৮] (২ ঃ ১৪৩)

দুনিয়ার যমীনে ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ (মধ্যপন্থী) জীবন-ব্যবস্থা। এক অনন্য সাধারণ প্রক্রিয়ায় তা' মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান দিয়েছে। তা' এর প্রয়োজনীয়তাকে, গুরুত্বকে না উপস্থাপিত করেছে অত্যধিক অতিরঞ্জিতভাবে, না করেছে এর তাৎপর্য-গুরুত্বকে খাটো। জীবনের সমস্ত বিষয়কে তা' পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় নিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত করেছে।

সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিত্তবানদের অমিত ব্যয়ের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হতে দেয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক। দরিদ্রদের ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করতে দেয়াটা স্বাভাবিক নয়। যা স্বাভাবিক তা হলো ঃ প্রত্যেকেই জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করুক এবং সুস্থ-সুন্দর ও সঠিক পন্থায় জীবন উপভোগ করুক। জনগণ যদি আয়-ব্যয়ের সঠিক ইসলামী দিক্-নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদ্যোগে সফলতা অর্জন করে অধিকতর কল্যাণ ও আরাম-আয়েশ লাভ করতে পারে, তবে সেটাই স্বাভাবিক।

ইসলামের অর্থনৈতিক জীবিকা আইনসমূহ — যাকাত — মানবেতিহাসের এক অনন্য আশিস্।

"যাকাত ছিলো ধনীদের ওপর ইসলাম-আরোপিত বিশ্বের প্রথম

www.pathagar.com

কর-ব্যবস্থা। পৃথিবীতে কর আদায় করা হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে কোনো মাত্রাজ্ঞান ছিলো না। এই কর ধনীদের নিকট থেকে নয়, আদায় করা হতো প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রদের নিকট থেকেই।"[৯]

সরকার কর্তৃক সংগৃহীত যাকাতের অর্থ কোষাগারের অর্থের অংশ হিসেবে গণ্য হয় না। শুধুমাত্র নিঃস্বদের জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্যই তা' একটি আলাদা তহবিল হিসেবে সংরক্ষিত হয়। এই তহবিলের কোনো অধিকার নেই যাকাতের অর্থ দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় করার। এ কাজের জন্যে তার নিজস্ব শুল্ক-কর রয়েছে। যাকাতের অর্থ যদি উদ্বৃত হয়, তাহলে তা' থেকে অর্থ ধার নেয়া যেতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের সময় অবশ্যই তা' ফেরত দিতে হবে।

দেশের সকল অভাবী মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করার মতো পর্যাপ্ত যাকাতের অর্থ যদি সংগৃহীত না হয়, তাহলে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হবে ঃ যতদিন না প্রতিটি নিঃস্ব মানুষের জীবিকার সংস্থান হয়, ততদিন পর্যন্ত তার নিজস্ব কোষাগার তাদের জন্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে। যদি অন্যান্য খাত থেকে ব্যয় করিয়ে তা করতে হয়, তবুও অবশ্যই তা করতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নাগরিকদের ভরণ-পোষণের অধিকার অস্বীকার বা বিলম্বিত করা যাবে না।

"রিগানের ১৯৮৩ সালের বাজেট প্রস্তাবে ব্যয়ের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬ শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিস্তৃত পরিসরে এই বাজেট কল্যাণরাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত; এর মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের মঞ্জুরী, হ্রাসকৃতমূল্যে গরীবদের খাদ্য পাওয়ার সুযোগ ও বয়স্কদের সামাজিক কল্যাণের সুযোগ রহিত করণের মতো বিষয়সমূহ। এটা করা হয়েছে জটিলতর অস্ত্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পেন্টাগনের সীমাহীন তৃষ্ণাকে অবদমিত করার জন্যে।"[১০]

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী মার্কিন সমাজকে এই দৃশ্য সহ্য করতে হয় যে, সেখানকার জনগণও দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করছে। "অর্থনৈতিক কাউন্সিলের উপদেষ্টাদের মতে ১৯৭০ সালে ১২.৬% মানুষ ছিলো দারিদ্র্য-সীমার নিচে। এখন এই হার ১৩%।"[১১]

ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো শাসকেরই সাহস হবে না যাকাত বা অর্থনৈতিক ভরণ-পোষণ তহবিল স্পর্শ করার। যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো প্রকার জরুরী পরিস্থিতিকেই গ্রাহ্য করা হয় না। যেভাবে, যে-কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ তার স্বাভাবিক চাহিদা যেমন, খাদ্য, পানি, বাসস্থান ইত্যাদি পূরণ করতে বাধ্য, তেমনিভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র দরিদ্রদের ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য।

একমাত্র ইসলামেই মানুষের অর্থনৈতিক ঐক্য তার সামাজিক, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

এবং স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকারের সংগে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আমেরিকার নিরপরাধ নাগরিকদের নিষ্পেষণ করে রিগান রুশ প্রলেতারীয় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন একই পন্থায় রাশিয়াকে প্রতিদান দিতে।

স্বীয় নাগরিকদের নিপীড়ন না করে মার্কসবাদ আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এর জরুরী অবস্থার অবসান কখনই হয় না; এর জন্ম, প্রসার এবং ভরাডুবি সবই শুধুমাত্র জরুরী অবস্থার মধ্যেই সংঘটিত হয়; কারণ জনগণের সম্মতি ব্যতীরেকেই তা ক্ষমতা দখল করে। সুতরাং তাদেরকে শাসন করে শক্ত হাতে, নির্মমভাবে। দুঃখ-দুর্দশা থেকে জনগণের মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে একের পর এক সমগ্র জাতিকে সে লাল-আদর্শে দীক্ষিত করার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু পুঞ্জীভূত প্রতারণার অসার দেয়াল একসময় সমূলে উৎপাটিত হয় এবং খতম হয় এর হিংসুক সত্তা।

"১৯৮১ সালের প্রথম ৯ মাস পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর নিকট রাশিয়ার ঋণের পরিমাণ ৬ হাজার মিলিয়ন ডলার থেকে ১১ হাজার মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

তৃতীয় বিশ্ব থেকে মোক্ষম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য সামগ্রী — তৈল, স্বর্ণ, মূল্যবান খনিজদ্রব্য, গ্যাস এবং অস্ত্রসম্ভার থাকা সত্ত্বেও তার এই শোচনীয় দশা হয়।"[১২]

নিজদেশের একনায়কত্ববাদী স্বৈরশাসন অক্ষুণ্ন এবং বিশ্বজয়ের লক্ষ্যকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে রাশিয়া তার কৃষি খাতকে অবহেলা করতে ও যুদ্ধশিল্পের প্রতি সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য।

যদি কোনো মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী বিশ্বের সেরা সম্পদ-উৎসের অধিকারী রাশিয়ার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হতেন, তাহলে তিনি বিশ্বকে এমন সমৃদ্ধশালী করে তুলতেন, যেখানে যাকাত নেয়ার মত লোকই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

কিন্তু মার্কসবাদ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নামে মানুষকে শোষণ করে চলেছে, যখন প্রকৃতপক্ষে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সামরিকতন্ত্রের নিষ্ঠুর বেদীমূলে; যেখানে মানবেতিহাসের তাবত যুদ্ধবাদীরা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে ভরাডুবির সম্মুখিন হয়েছে, পর্যুদস্ত হয়েছে তাদের আগ্রাসী থাবা।

"মধ্য আমেরিকায় শান্তির সওদা চলছে! ক্যারিবীয় অববাহিকার জন্যে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা-গাড়ি। এই সত্যটি স্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের গেরিলা হামলার মুকাবিলায় অর্থনৈতিক আনুকূল্য একটি মোক্ষম ঢাল। এই অঞ্চলের জন্যে বছরে অর্থনৈতিক সাহায্য হিসেবে অতিরিক্ত ৩৫০ মিলিয়ন ডলার

www.pathagar.com

এবং সামরিক সাহায্য হিসেবে অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ন ডলারের সুপারিশ রাখা হয়েছে।"[১৩]

"অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যালকম ফ্রেজার রিগানকে ওয়াশিংটনে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, যদি তিনি (রিগান) ক্যারিবীয় অববাহিকা অঞ্চলের জন্যে পরিকল্পিত কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী অনুন্নত দেশসমূহের জন্যে গ্রহণ না করেন, তাহলে তৃতীয় বিশ্বে হতাশার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিণামে ঐ হতাশার দুর্বার ঝঞ্ঝা উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত-প্রভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে।"[১৪]

ক্যারিবীয় অঞ্চলের জন্যে সামান্য "চীনাবাদাম"* সুপারিশ করা হয়; যাতে ঐ অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্যে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। ঐ অর্থ দেয়া হবে মধ্যপ্রাচ্যে হত্যা ও ধ্বংসের নিমিত্তে ইয়াহূদীবাদের মদদে যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ হয়, তা থেকে। আমেরিকার ঔপনিবেশিক ও বস্তুতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মুনাফিকি আজ সম্পূর্ণ নগ্নভাবে দৃশ্যমান।

অসত্য কর্তৃক মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থকে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে সুকৌশলে

ইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্থনৈতিকভাবে সমুন্নত করা হয়েছে গাণিতিক বিশুদ্ধতায়। কিন্তু পুঁজিবাদ এবং মার্কসবাদে মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থকে উচ্চে তুলে ধরা হয় কৌশলগত কারণে, বিশেষ মতলব হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে। ইসলাম এবং বিশ্বগ্রাসী এই দুই বস্তুবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

রাশিয়া তার বিশ্বস্ত মক্কেলদের পর্যন্ত তার বিশ্বজয়ের কৌশলের প্রয়োজনে পরিত্যাগ করে। ইরিত্রিয়ায় সে কি তাই করে নি? ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় সে আর্জেন্টিনীয় সামরিক একনায়কতন্ত্রের পক্ষে ছিলো, যদিও সামরিক জান্তা সেখানে লালপন্থী এবং বামপন্থীদের মিস্‌মার করে দিয়েছিলো, তবুও। কৌশলগত কারণে সে তার 'মতাদর্শ' পর্যন্ত অবলীলায় পরিত্যাগ করে।

"সল্ট**-২, ব্রেজনেভ এবং কার্টার এখন ভিয়েনায়। ব্রেজনেভ বললেন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। একে অন্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া এবং একে অন্যের আদর্শে একীভূত হওয়া অসম্ভব।"[১৫]

---

* এখানে অনুদান-আনুকূল্য অর্থে। — অনুবাদক।

** সল্ট (S.A.L.T) : Strategic Arms Limitation Talks অর্থাৎ কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ বৈঠক। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

কিন্তু হত-দরিদ্র, প্রতিরক্ষাহীন, অসহায় আফগানিস্তানকে পুনর্গঠিত করা সম্ভব। আফগানিস্তানের মতো দখলীকৃত এবং তস্করাক্রান্ত জাতিসমূহের দাসত্বের শৃঙখল খান্ খান্ করে ভেঙে ফেলা এবং আগ্রাসনের শেষ চিহ্ন দুনিয়ার বুক থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা সম্ভব। পুঁজিবাদের সাথে শান্তির গলদঘর্ম প্রয়াস; কারণ তা হাইড্রোজেন বোমা মেরে মার্কসবাদের অসার দুর্গ উড়িয়ে দিতে পারে। আর যত হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সবই শান্তিকামী জাতিসমূহের ভাগ্যে; কারণ তাদের হাতে আছে শুধুমাত্র সামান্য ক'টি পুরানো রাইফেল। 'বিজ্ঞান' হিসেবে এহেন কাপুরুষতা ও কপটতার নমুনা মানবেতিহাসে দ্বিতীয়টি আছে কি?

দাসত্ব থেকে মুক্তির নামে মানুষ এই দুই ব্যবস্থার খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে, যারা তার স্বার্থে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে শুধুমাত্র কৌশলগত কারণেই।

এ কারণেই ক্ষণস্থায়ী এবং নশ্বর অসত্য ইসলামকে ভয় পায়, যে ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে গাণিতিক নির্ভুলতায় সমুন্নত করেছে — এই পুস্তকের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দিষ্ট হলো একটি ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম কিভাবে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান দেয়, তাই দেখানো।

"বিংশ শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে, অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের হামলার মুকাবিলায় অর্থনৈতিক আনুকূল্য একটি নিশ্চিত রক্ষাকবচ।"

এর অর্থ ঃ তারা ক্যারিবীয়দের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে বাস্তবতাবিবর্জিত ও সহানুভূতিহীন ছিলো। দারিদ্য যখন তাদের বে-দরদী শরীরে আঘাত করতে শুরু করে, তখনই তারা তাদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার কারণেই অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি-সংকেত প্রদান করছিলেন।

এর সবকিছুই এই সত্য প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র তারা যখন হুমকির মুখোমুখি হয়, তখনই তারা আংশিকভাবে এবং সুকৌশলে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্যে স্বেচ্ছানিদ্রা ভংগ করে জেগে ওঠে। অন্যথায়, তারা মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিষয় নিয়ে কদাচিত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করে, যেমনটি করে জঙ্গলের পশুরা। তারা নানা উপাদেয় খাদ্যে নিজেদের উদর পূরণ করে, যে-সময় অসহায় দুর্বলেরা সামান্য দূর থেকে তা লোলুপ নেত্রে অবলোকন করতে থাকে।

অসত্য চাকচিক্য বিকীরণ করে বেশি এবং কিছু সময়ের জন্যে সকলকে মোহাবিষ্ট, মুগ্ধ করে রাখে; কিন্তু সত্য সেভাবে চক্‌চক করে না।

www.pathagar.com

সমস্ত মাখলুকাতের স্রষ্টা মহান রাব্বুল 'আলামীন মানুষের উপলব্ধির পূর্বেই এই অর্থনৈতিক সমস্যার কথা জেনেছিলেন।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।"[১৬] (২ ঃ ২৬৮)

শয়তান সবসময় মানুষকে দারিদ্র্যের নামে উত্তেজিত করে এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। সে বস্তুবাদীদের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ার জন্যে তা'লিম দেয়। তার মতে, তাদের বস্তুবাদের সেবাদাস দ্বিপদ পশুদের সোহ্বতে থাকা উচিত, অনুরূপ স্বভাবের অধিকারী হওয়া উচিত। সে তাদেরকে হুমকি দেয়, তারা যদি তাদের সম্পদ নিঃস্বদের সংগে ভাগাভাগি করে তাহলে তারা দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ সে তাদের মনে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত করে। তারা যদি নিঃস্বদের অবস্থার উন্নতিসাধনের ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা কখনও চিন্তা করে, তাহলে তারা ভয়াবহ দারিদ্র্যের কবলে পড়বে বলে সে তাদের ভয় দেখায়। সে স্বার্থপরতা, লোভ ও লোকদেখানো অপব্যয় এবং অন্যবিধ অশোভন, অমানবিক আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়।

আজকের বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। দুই পরাশক্তি তাদের সম্পদ-সম্পত্তি নিয়ে দুঃস্থ মানবতার কষ্টের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের সকলকে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু তারা এই "শয়তান" দ্বারা ভূতগ্রস্ত, সম্মোহিত। সে তাদেরকে দশকের পর দশক ধরে মানবতা-বিধ্বংসী জাঁকালো অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যয়ের ফিকিরে নিমগ্ন থাকার জন্যে উৎসাহিত করে চলে। হয় তারা এসব অস্ত্রশস্ত্র মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহার করে, অথবা অব্যবহারযোগ্য ও সেকেলে হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। তারা যেন এই কুচক্রী শয়তানের খেলার পুতুল, বন্ধকী মাল!

"ধনী শব্দটি একটি সম্বন্ধসূচক শব্দ, এর বিপরীত শব্দ হলো দরিদ্র, উত্তর এবং দক্ষিণ শব্দ দু'টি যেমন সম্বন্ধসূচক, তেমনি। ... সাধারণ বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনা মতে নিজকে ধনশালী করার কৌশলটি হলোঃ নিজের প্রতিবেশীকে অবশ্যই সমভাবে দরিদ্র রাখো। ধনবানদের নাম-যশের অন্তরালে যা প্রকৃতই প্রত্যাশিত, তা হলো মানুষের ওপর ক্ষমতার থাবা বিস্তৃত করা।"[১৭]

আজ দুই পরাশক্তির সমস্ত গলদঘর্ম প্রচেষ্টাই একটি মাত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে, আর তা' হলো সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য তারা তাদের সম্পদ, মারণাস্ত্র এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগাচ্ছে। কোথাও কোথাও তারা নির্যাতন, সন্ত্রাস চালায় এবং তাদের পা-চাটাদের অর্থের বিনিময়ে বশীভূত রাখে; কোথাও কোথাও তাদের বিরোধিতাকারীদের তারা খতম করে দেয়। সমগ্র বিশ্ব তাদের জুলুমে জর্জরিত হচ্ছে, নিপীড়িত-নিঃগৃহীত হচ্ছে। তারা বিশেষভাবেই ইসলামী আদর্শ, মুসলিম পুনর্জাগরণ, খাঁটি মুসলিম শাসকবৃন্দ এবং পুনর্জাগরণবাদী সংস্থাসমূহ ও তাদের নেতাদের ঘোর বৈরী, তাদের বিরোধিতায় একান্ত 'আন্তরিক'।

এই দুই চরমপন্থী ব্যবস্থা ইসলামকে ভয় পায়, যা' একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থা উপহার দেয়। বাম ও ডান চরমপন্থীরা "রাস্তার দু'পাশের নর্দমার মত"। যারা এই দুই পঙ্কিল নর্দমাসদৃশ গুমরাহ্দের আহ্বানে নাচে না, তাদের সুরে কণ্ঠ মেলায় না; তারা তাদের ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

তাদের সাধারণ বিরোধিতা ইসলামের ক্ষেত্রে ভয়ংকর হিংস্রতায় পর্যবসিত হয়, যার নীতি ও কর্মমুখী আদর্শসমূহ তাদের এবং তাদের বশংবদ মিত্রদের অসার অসত্যের আবরণ উন্মোচিত করে দেয়, বের করে দেয় ওদের থলের বেড়াল। তারা তাবত খাঁটি মুসলিম শাসক এবং পুনর্জাগরণবাদী মুসলমানদের ধ্বংস করে আসছে; অন্যদিকে পরম যত্নে লালন করছে তাদের তল্পীবাহী দালালদের।

এই মিথ্যা, শেকড়হীন এবং কাপুরুষোচিত ব্যবস্থাবলী কি এই কথা বরদাশ্‌ত করতে পারবে যে, পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের সর্বহারাদের তাদের সম্পদ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্বের অধিকার আছে?

و الذين فى اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم

"যাহাদিগের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে, প্রার্থী ও বঞ্চিতের।"[১৮] (৭০ : ২৪-২৫)

পুঁজিবাদ এসব আইনের কথা শুনেই ভয়ে কম্পমান হবে, যেসব আইন সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করে এবং এভাবে সমগ্র মিল্লাতের শান্তি, অগ্রগতি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে, অর্থনৈতিকভাবে মানুষের ঐক্য সমুন্নত করে।

www.pathagar.com

"ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) নব নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করলেন যে, তাঁদের সরকারী নিয়োগপত্রে যে-সকল নির্দিষ্ট ধারা সন্নিবেশিত থাকে, তাঁরা যেনো তার সবগুলি জনসমক্ষে পাঠ করে শোনান। খলীফা চেয়েছিলেন, জনসাধারণ গভর্নরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকুক। কখনও তিনি কোনো বিধান লংঘন করলে তাঁকে পাকড়াও করার এবং বরখাস্ত বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা করার অধিকারও তাঁদের ছিলো।

গভর্নরকে এই মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হতে হতো যে, তিনি তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবেন না; তিনি পাতলা মসৃণ পোশাক পরিধান করবেন না (যা বিলাসিতার চিহ্ন); তিনি মসৃণ আটা দিয়ে প্রস্তুত রুটি বা অন্যবিধ খাদ্য আহার করবেন না। (বিলাসিতার আলামত, যা' কর্তব্যপালনে গাফেল করে তোলে); তিনি তাঁর গৃহদ্বারে কোনো প্রহরী নিযুক্ত করবেন না (একনায়কত্বের স্মারক. যা' একজন মানুষকে "মানব-নেকড়েয়" পরিণত করে); এবং অবিলম্বে, বিনা বাধায় যে-কোনো সময়ে যাতে জনগণের খিদমতে তিনি ছুটে যেতে পারেন, সেজন্য তাঁর দরজা সর্বক্ষণ খোলা রাখবেন।

দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তাঁকে উল্লেখিত সকল শর্ত জনসাধারণকে অবহিত করতে হতো।"[১৯]

এসব আইনের কথা শুনলেই মার্কসবাদের ত্রাহি অবস্থা হবে, যা' অমানবিক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্রের অবধারিত মৃত্যুর গ্যারান্টি এবং এভাবে মানবিক মর্যাদা, স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করে রাজনৈতিকভাবে মানুষের ঐক্য সমুন্নত করে।

বস্তুবাদীরা ইসলামের কথা শুনলে কম্পমান হয় কেনো?

অর্থনীতি এবং রাজনীতি হচ্ছে এমন দু'টি স্তম্ভ, যার ওপর বর্তমানের একটি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি-সৌধ দণ্ডায়মান। বস্তুবাদীরা অত্যন্ত জঘন্য পন্থায় এ-দুয়ের অপব্যবহার করছে। অসত্য এ-দুটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার মানসে হাজারো জোচ্চুরিপূর্ণ ফন্দি-ফিকির প্রয়োগ করছে। অর্থনৈতিক কল্যাণ ও রাজনৈতিক মুক্তির নামে তারা জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রাখছে।

"হযরত উমরের খিলাফতকালে, যখন এই (ইসলামী) নতুন শাসন-ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রতিটি মানুষের অন্ন ও বস্ত্রের নিশ্চিয়তা বিধানের লক্ষ্যে সতর্ক আদমশুমারী করা হয়েছিলো, প্রত্যেকের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিলো।

ইউরোপীয় লেখকরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, হযরত উমরই প্রথম শাসক, যিনি জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

জনসংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ নিরূপণকারী রেজিস্টার সংরক্ষণ করার কৃতিত্বের দাবিদার।"[২০]

মার্কসবাদ রাশিয়ায় প্রতিদিনই ক্রেতাদের লম্বা লাইনের মধ্যে লজ্জাকর পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের শাপ-শাপান্তের শিকার হচ্ছে। একমাত্র তারাই জানে মার্কসীয় অভিশাপ কিরূপ জঘন্য, নরকতুল্য। যারা মার্কসীয় জয়-ঢাকের ডংকা-নিনাদে মাতোয়ারা হয়, তারা মার্কসবাদের বাস্তব চেহারার ব্যাপারে অবহিত নয়। দুবৃত্ত তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্যে হাতের নাগালে পায় না। কিন্তু এই ঘৃণ্য অসত্য কতো কাল তার অবশ্যম্ভাবী দণ্ডকে এড়িয়ে চলবে, ঝুলন্ত ফাঁসিকে অস্বীকার করবে!

"এ সংক্রান্ত ইসলামের যে নীতিমালা প্রণীত হয়েছিলো, তাতে শ্রমিকদের তাদের মালিকদের সংগে মুনাফার অংশ ভাগ করে নেয়ার অধিকারী করা হয়েছে। মালিকী মযহাবের কিছু কিছু আইনশাস্ত্রে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শ্রমিকরা অর্জিত মুনাফার সমান অংশ পাবে। মালিক সমস্ত পুঁজির যোগান দেয়, আর শ্রমিক কাজ করে — এ দু'টি প্রচেষ্টাই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এই হিসেবে তারা অর্জিত মুনাফার সমান সমান পাওয়ার অধিকারী।[২১]

চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডের নিয়তির কথা বিশ্বের প্রতিটি সচেতন মানুষেরই জানা। মার্কসবাদী দেশসমূহের শ্রমজীবী মানুষেরা ইসলামের এই সহৃদয়তার কথা কল্পনাও করতে পারে নি। তারা নিষ্ঠুর জান্তব মার্কসীয় আদলকে মানবিকতায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছে। এবং প্লেটো-কথিত "রূপান্তরিত মানব-নেকড়ের দল" রাশিয়া থেকে তাদের ট্যাংকবহর নিয়ে চেকোশ্লোভাক জাতিকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে তারা ডঃ শাখারভের মতো কৃতী রুশ-সন্তানদের "একনায়কদের মানব নেক্‌ড়েয় রূপান্তরের" এই মার্কসীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার 'অপরাধে' লাঞ্ছিত, নিঃগৃহীত করছে। পোল্যান্ডের অকুতোভয় শ্রমিকরা পুনরায় মার্কসবাদী জালিমদের মুকাবিলা করছে।

"দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) বলতেন ঃ একটি জেব্রা যদি ইরাকের রাস্তার হোঁচট খায়, তাহলে আমি নিশ্চিত জানি, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমার অবহেলার কারণে' রাস্তা ভালোভাবে পলেস্তরা না করার জন্যে জেব্রার হোঁচট খেয়ে পড়া ও আহত হওয়ার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"[২২*]

---

* তাঁর এ ধরনের তীক্ষ্ণ দায়িত্বসচেতনতার প্রমাণ আরও রয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "সুদূর ফুরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, তাহলে তার জন্যেও আমাকে জওয়াবদিহি করতে হবে।" — অনুবাদক।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রে তিনি একটি জেব্রার অধিকারের বিষয়ে চিন্তাকুল ছিলেন। তাঁর দায়িত্বসচেতনতা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিলো। আসুন আমরা "শ্রমিকদের স্বর্গ" রাশিয়ার কথা চিন্তা করি, যেখানে তাদের জবাবদিহিতার জন্যে নেই আল্লাহ্ কিংবা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, স্বাধীন প্রচার-মাধ্যম, স্বাধীন জনমত কিংবা স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা। সেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন কি স্বনামখ্যাত ও রাশিয়ার উপকারী বন্ধু হিসেবে তিনবার সংবর্ধিত ডঃ শাখারভ এবং তাঁর ন্যায় হাজারো ব্যক্তিকে বিবেকের তাড়না কিংবা কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চক্ষুলজ্জা ব্যতিরেকেই খামোশ করে দেয়া হয়েছে।

মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের আদলে মানবিক অধোগতি ১৯১৭ সালের "সর্বনিম্ন স্তর" কখনই অতিক্রম করবে না, যখন রাশিয়ার জারতান্ত্রিক ইতিহাসের প্রেতাত্মা মার্কসবাদের সংগে গাঁটছড়া বেঁধেছিলো।

"একদা ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ (রা)-এর স্ত্রী ফাতিমা তাঁকে (খলীফাকে) জায়নামাজের ওপর উপবিষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে দরদর কর অশ্রু নির্গত হচ্ছে। স্ত্রীর জিজ্ঞাসার জবাবে খলীফা বললেন যে, তিনি তাঁর খিলাফতের সমস্ত অভাবী মানুষের কথা চিন্তা করছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আর রসূল (স) তাদের পক্ষে অভিযোগ পেশকারী হবেন। আমার ভয় হচ্ছে, সেই বিচারের সম্মুখে আমি সফলতার সংগে নিজকে রক্ষা করতে সমর্থ হবো না, তাই আমি বেদনাক্লিষ্ট হয়ে ক্রন্দন করছিলাম।"[২৩]

একনায়কত্ববাদী দানবরা কি ইসলামের এই সত্য দর্পণে তাদের ভয়ংকর চেহারা বরদাশ্ত করতে পারবে?

তাদের অবস্থানের দুর্বলতা, শেকড়হীনতা, অকার্যকারিতা, প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তারা ইসলামের নামে ভীত, কম্পিত হয়। অসত্যের বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত চেলা-চামুণ্ডারা কখনই কি গাণিতিক নির্ভুলতায় বাস্তবায়িত মানুষের অর্থনৈতিক ভরণপোষণ সংক্রান্ত ইসলামী বিধানাবলী দেখার মতো পর্যাপ্ত সাহস সঞ্চয় করতে পারবে, যখন যুগপৎভাবে অনুরূপ নির্ভুলতায় তার সমস্ত স্বাধীনতা সমুন্নত থাকছে?

অসত্যের সমস্ত মুখোশ খসে পড়বে, মানবজাতি পরিত্রাণ পাবে সেই অভিশাপের কবল থেকে। এ কারণেই দুই পরাশক্তি এই একটি ইস্যুতে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ, তা হলো ঃ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামী আদর্শ ও বিধানাবলী বিশেষ করে অর্থনৈতিক উপজীবিকা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিধানাবলীর বাস্তবায়ন প্রতিহত করা। তারা মেকিয়াভেলী ও মিল্টনের শয়তানের দুষ্ট আত্মার

www.pathagar.com

চেয়েও জঘন্যতর। বিশ্বব্যাপী হয় নিজেরা সরাসরি কিংবা তাদের বশংবদ মিত্র, দালাল এবং পা-চাটা চামচাদের মাধ্যমে সম্ভাব্য সকল মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী সংগঠনসমূহ ও তাদের নেতাদের ধ্বংস করে দেয়ার মানসে তারা অবৈধ, বেআইনী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করছে, মানবেতিহাসে যার কোনো নজীর নেই। আধুনিক বিশ্ব ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার একটি কণামাত্রের সাথে পরিচিতি হোক তা তারা চায় না। তাদের প্রসারিত দীর্ঘ বাহু তাদের সকল প্রচেষ্টাকেই অংকুরে বিনষ্ট করে দেবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচার অবৈধ

কিন্তু মধ্যদিনের অন্ধকার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের অধিকার লাভ করেছেন। রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচার অবৈধ। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সমগ্র মাখলুকাতের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ই। মানুষ যদি মানুষের ওপর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার থাবা বিস্তৃত করে, তা হলে তা' হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও আহম্মকীপূর্ণ। এটা অস্বাভাবিক, কারণ এইসব ক্ষমতাদম্ভীরা সমস্ত মাখলুকাতের স্রষ্টা নয়; কিন্তু সৃষ্ট বস্তু-সামগ্রী ব্যবহার করে ভুলভাবে, হীনভাবে এবং নিষ্ঠুর, অমানবিকভাবে।

সম্পদ ঃ দেশের সকল নিঃস্বদের অধিকার রয়েছে ধনীদের সম্পদে; কারণ তারা যে ধনী হয়েছে এতে তাদের কোনো বাহাদুরি নেই। তারা স্রেফ বৈধ পন্থায় এই সম্পদের ব্যবহারকারী; অথচ তারা এই সম্পদ নিয়ে অন্যদের সংগে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

ধনী যেমন বস্তুর স্রষ্টা নয় কিন্তু তা ব্যবহার করে; সেভাবে স্রষ্টার অধিকার রয়েছে সম্পদে, তাদের ভরণপোষণ, প্রতিপালনের জন্যে, যারা সাময়িকভাবে ব্যবসায়ে লোকসান দেয়, যারা ভয়ানক ঋণের জালে জড়িয়ে যায়, যারা রোগগ্রস্ত হয়, যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়; সংক্ষেপে, যারা অভাবী। এসব সম্পদ শুধু তাদের সাহায্যেই আসবে না, তাদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করবে। যাতে তারাও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে মাথা উঁচু করে এবং কঠোর ইসলামী আহকামের অধীনে ব্যবসায়, শিল্প, কৃষি ও শিক্ষাক্ষেত্রে একজন অন্যতম বিত্তশালী হিসেবে গণ্য হতে পারে, সম্মানের অধিকারী হতে পারে। এভাবে একটি স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় সম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত হয়, ছড়িয়ে পড়ে।

সম্পদশালী কে? "এখানে একটি কথা সংযুক্ত করা যথাযথ মনে হয়, তাহলোঃ সাধারণ অর্থে সম্পদশালী বা ধনী বলতে যা বোঝায়, ইসলামে তার অর্থ ভিন্ন। একজন মুসলমান, বছরের শেষে যার কাছে নগদ অর্থ কিংবা সামগ্রীর

www.pathagar.com

আকারে ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা (২১ আউন্স) রূপার সমপরিমাণ মজুদ থাকবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে ধনী বা সম্পদশালী বলে গণ্য করা হবে।"[২৪]

এ ধরনের ধনী মুসলমানদের তাদের বার্ষিক সঞ্চয় থেকে অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে অভাবীদের ভরণ-পোষণের জন্যে ২$\frac{১}{২}$% যাকাত দিতে হবে। যদি কেউ এর অবাধ্য হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে তরবারী কোষ মুক্ত করে (অর্থাৎ শক্তিপ্রয়োগ করে) — ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিষয়ে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে।* যারা তাদের সম্পদে নিঃস্বদের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার মাধ্যমে মানুষের মহা-ঐক্যের মহাস্রোতে অবগাহন করতে ব্যর্থ হয়, তারা নিজেদের মানবতাকে কলুষিত করে এবং এভাবে তারা পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্যতা হারায়। যারা তাদের একনায়কত্বের দানবীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ এবং শৃঙখলিত করে, রাজনৈতিকভাবে তারা মানব-ঐকের স্বর্ণ-সৌধ ভংগকারী লুঠেরা তস্কর। শীঘ্রই এরা খতম হবে, কল্যাণ হবে মানবজাতির।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ . ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ

"ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, ধর উহাকে, গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।"[২৫] (৬৯ : ৩০, ৩১)

দুনিয়া এবং আখিরাতে এসব ঐক্য ভংগকারী ও অবিশ্বাসিদের গ্লানিকর নিয়তি এই-ই। পৃথিবী চিরকাল প্রত্যক্ষ করে এসেছে তাদেরকে "জাহান্নামের আগুনে" দগ্ধ হতে।

নিম্নে যাকাতের শরীয়ত-নির্ধারিত পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হলো। পুঙখানুপুঙখ অবহিত হওয়ার জন্যে আগ্রহিগণ ইসলামী আইনশাস্ত্রের পুস্তকসমূহের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

"কতিপয় বস্তুর ওপর যাকাতের নিসাব (নিম্নতম পরিমাণ) ঃ

রৌপ্য ঃ ২০০ দিরহাম অথবা ৫২ $\frac{১}{২}$ তোলা তোলা (২১ আউন্স)।

স্বর্ণ ঃ ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা (৩ আউন্স)।

উট ঃ ৫টি ।

বক্‌রী ঃ ৪০টি ।

গরু ঃ ৩০টি ।

পণ্যদ্রব্য ঃ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা (২১ আউন্স) রুপার সমপরিমাণ।

---

* এই পুস্তকের 'গাণিতিক নিয়ম' অধ্যায়ে ইতোপূর্বেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত মাল যারই অধিকারে এক বছর কাল থাকবে, তার জন্যে ঐ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ($২\frac{১}{২}$ %) যাকাত হিসেবে প্রদান করা ফরয।"[২৬]

আয়-উপার্জন, সম্পদ এবং এর মালিকানার বিভিন্ন উৎসের ওপর যাকাত দিতে হয়।

সেচজমির ফসলের ওপর ৫%, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে খনিজদ্রব্য আছে, এমন অ-সেচজমির ওপর ১০% এবং গচ্ছিত সম্পদের ওপর ২০% যাকাত প্রদেয়।

অদ্বিতীয়, শক্তিধর নিপীড়নকারী লাল-একনায়ক অথবা এক হাজার শোষক পুঁজিবাদীর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবন আজকের দিনে ক্ষতিকর। কেউ একে শোষণ কিংবা অর্জন বা একচেটিয়া সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে না এবং সমগ্র জাতিকে একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের জগদ্দলে আবদ্ধ করবে না। পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ একই বিষবৃক্ষের এই দু'টি বিষয়ময় ফল, অমানবিকতার বিষয়ে সে পরিপূর্ণ, যার বর্ণনা দেয়া অসাধ্য।

সম্পদ হলো মানবদেহে প্রবাহিত রক্তের মতো। সুস্থ দেহের জন্যে সমগ্র শরীরে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি সুস্থ সমাজের জন্যে সম্পদ সঞ্চালন হতে হবে স্বাভাবিক পন্থায়। অস্বাভাবিক সম্পদ সঞ্চালনের মূল নিহিত রয়েছে সমাজের একাংশে সম্পদের পুঞ্জীভবন এবং অন্য অংশকে বঞ্চিত করণের মধ্যেই। পৃথিবী এই দুই অস্বাভাবিক সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী।

পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য নিহিত রয়েছে একমাত্র ইসলামের মধ্যেই, ইসলামের অর্থনৈতিক আইনসমূহের একটি যাকাত তার প্রমাণ।

কালের কঠোর পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে ইসলাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা, পথ-নির্দেশ প্রদান ও বন্ধনমুক্তির কাজ অব্যাহত রেখেছে। এর মূলে স্রেফ কাজ করেছে স্বাভাবিকতা, ভারসাম্য এবং এর মহামূল্যবান আইনসমূহ।

ইসলামের ভরণপোষণ আইনের অবদান ও গুরুত্ব

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

" ... যাহাতে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিত্তবান, কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"[২৭] (৫৯ ঃ ৭)

এই ইসলামী বিধানের যেসব কল্যাণময় আশিস্ আমরা লাভ করেছি, তার উদ্ভব ঘটে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় ঃ তা' "মুসলমানদের সমবায় সমিতি হিসেবে গণ্য

www.pathagar.com

হয়। তা' তাদের জন্য একটি বীমা কোম্পানী স্বরূপ। তা' তাদের জন্যে একটি ভবিষ্য-তহবিল। তা' বেকারদের জন্যে বেকার ভাতা। তা' রোগী, ইয়াতীম, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, অক্ষম, প্রতিবন্ধী এবং অভাবীদের জন্যে ভরণপোষণের উপায়। তা' একটি নিশ্চয়তা যে, একটি ইসলামী সমাজে কোনো নাগরিকেরই জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করা হয় না। তা' তাকে নিস্পৃহ করে রাখে তার নিজের ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা সম্পর্কে, সে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার সম্পর্কে, দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে, বন্যা-তুফান সম্পর্কে, ব্যবসায়ে সম্ভাব্য দেউলিয়াত্ব সম্পর্কে এবং এ ধরনের অন্যান্য দুর্ভাগ্য-দুর্বিপাক সম্পর্কে। সেখানে পরম বন্ধুর মতো যাকাত এসে দণ্ডায়মান হয় সকল অভাবীর ভরণপোষণের নিশ্চয়তা নিয়ে।"[২৮]

এর অর্থ কি এই যে, ইসলাম পরনির্ভলশীলতাকে উৎসাহিত করে? কখনই না! ইসলামে কায়িক শ্রমকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। শ্রমজীবী মানুষেরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। আলস্য এখানে নিন্দার্হ।

"জনৈক ব্যক্তি জীবন ধারণের নিমিত্তে মহানবী (স)-এর কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চাইলো। রসূল (স) তাকে একটি কুড়াল ও একটি দড়ি দিলেন। তারপর তাকে হুকুম দিলেন কিছু কাঠ সংগ্রহ করে এনে বিক্রয় করতে এবং সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দিয়ে জীবিকার সংস্থান করতে। তিনি সেই ব্যক্তিকে আরও বললেন, ফিরে এসে তার জীবনের অবস্থা কেমন হয়, সে সম্পর্কে সে যেন তাঁকে অবহিত করে।"

এই কাহিনীটিতে নিম্নোক্ত মূল নীতিগুলো বিদ্যমান ঃ

(১) মানুষের কর্মসংস্থানের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর (অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব সচেতনতা; (২) রসূলুল্লাহ্ (স) ঐ ব্যক্তির জন্যে কর্মের নিশ্চয়তা বিধান করেছিলেন (ঐ সময়ে বিদ্যমান পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে); (৩) নবী করীম (স) ঐ ব্যক্তিকে ফিরে এসে তার জীবনে কি ঘটে তা জানাবার হুকুম দিয়ে তার দায়িত্ব চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।"[২৯]

সালাত শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে কাজ এবং উপার্জন করার জন্যে কুরআন মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছে।* দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরশাদ হয়েছে, "মানুষ যতখানি চেষ্টা ও পরিশ্রম করবে, তার বেশি তাকে কিছুই দেয়া হবে না।"

ধ্বংস নয়, জীবন রক্ষা করাকে ফরয করা হয়েছে।

"ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমতটির প্রতি ঐক্যমত্য

---

* "সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে.." - সূরা জুমু'আ, আয়াত ১০। — অনুবাদক।

www.pathagar.com

পোষণ করেন যে, জীবন ধারণের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন সমাজের ওপর একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।"[৩০]

ইসলামী সমাজ যেহেতু শোষণ, একনায়কত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় একচ্ছত্র আধিপত্য এবং স্বৈরতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত, সেহেতু শ্রমিকদের "অর্ধদিন নিজের জন্যে, বাকি অর্ধদিন পুঁজিপতিদের জন্যে কাজ করার" জন্যে বাধ্য করা যাবে না। তার সমগ্র জীবন মার্কসীয় স্বৈরতন্ত্রের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করাও যাবে না। তাহলে সে শোষক পুঁজিবাদী নিয়োগকর্তা এবং মার্কসীয় ধাঁচের স্বৈরাচারী একনায়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। ইসলামী রাষ্ট্র তখন তার স্বপক্ষে থাকবে। ইসলামী সমাজ অসত্যের এই দুই ধরনের অনিষ্টকারী দানবের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াবে।

"কুরআনে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তিনি তিন ধরনের ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করবেন এবং তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিতো, কিন্তু সেই অনুযায়ী তার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতো না।"[৩১]

এটা লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয়রা চরমপন্থাকে পছন্দ এবং এ জন্যেই তারা সংগ্রাম করে। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় মতবাদসমূহ মার্কিন পুঁজিবাদ এবং রাশিয়ার মার্কসীয় জারবাদের মধ্যে যে-সকল অশুভ দৈত্য বাসা বেঁধেছে, বিশ্বশান্তি বিনষ্টের কাজে তারা অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

এদের একজন শ্রমিকের পূর্ণ মজুরীর অধিকার অস্বীকার করে, অন্যজন শ্রমিকের পছন্দমতো স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার অস্বীকার করে। একজন মজুরী লুটে নেয়, অন্যজন তার স্বৈরজাঁতাকলের পেষণে তার মুক্ত জীবনের লাবণ্যকে হরণ করে। অসত্যের ভয়াবহ বিদ্বেষের সুতীক্ষ্ণ শর যে-পথেই মোড় নিক-না কেনো কিংবা যে আদলই পরিগ্রহ করুক না কোনো, তা মানুষকে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করবেই।

ইসলামের সহৃদয়তা, এর ধরন, পথ ও দৃষ্টিভংগি — সর্বক্ষেত্রেই সহৃদয়, হিতকরী।

মুসলিম শ্রমিকদের তাদের মালিকদের সংগে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নেয়া

"এই ক্ষেত্রে যে ইসলামী নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা শ্রমিকদের তাদের মালিকদের সংগে লভ্যাংশ ভাগ করে নেয়ার অধিকারী করে। মালিকী আইনশাস্ত্রের কোনো কোনো গ্রন্থ এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, যেখানে

www.pathagar.com

কর্মচারীদের লভ্যাংশের সমান অংশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মালিক সমস্ত পুঁজির যোগান দেয়, আর শ্রমিক কাজ করে; এই দু'জনের অবদান সমান এবং সেই অনুসারে তারা লভ্যাংশের সমান সমান পাওয়ার যোগ্য।"[৩২]

শ্রমিক যদি তার সমস্ত স্বাধীনতাসহ এমনি সকল অধিকার পেতো, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিপীড়নকারী রীতিপদ্ধতিসমূহের কবল থেকে কৃষক মুক্তি পেতো। আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্ব ইসলামের অনুরূপ আশিস্, করুণা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

"রোমকরা যখন সিরিয়া ও মিসর শাসন করতো, তারা স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সমস্ত ভূমি জবরদখল করে নিতো। তারা জবরদস্তিমূলক তাদের অবস্থান থেকে উৎখাত হতো। তখন জমির মালিক হতো ঃ (১) রাজপরিবার (২) সভাসদবৃন্দ (৩) সামরিক অফিসারবৃন্দ এবং (৪) গির্জা। যখন কোনো এক খণ্ড জমি ঔপনিবেশিক দখলদারদের কাছে বিক্রয় করা হতো, তখন পরাধীন কৃষককেও সেই সংগে বিক্রয় করে দেয়া হতো। তৎকালীন বিশ্বে এটাই ছিলো সাধারণ নিয়ম।"[৩৩]

এই ছিলো উপনিবেশবাদ। এর অবিনশ্বরতা নেই। দুনিয়ার বুক থেকে তা অন্তর্হিত হয়েছিলো—যেভাবে অতীত ও বর্তমানের সকল নিষ্ঠুর উপনিবেশবাদীরা পরাভূত, পর্যুদস্ত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য উপনিবেশবাদ প্রলেতারীয় জারবাদী রুশ উপনিবেশবাদের জন্যে জঘন্যতম, ভয়াবহ নিয়তি অপেক্ষা করছে।

ইসলাম মিসর, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়াকে মুক্ত করেছিলো। স্বাধীনতা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যায় না। পৃথিবীতে মানবিক চেতনা যেভাবে টিকে থাকে, এ-ও তেমনি চিরস্থায়ী হয়। তা দখলীকৃত উপনিবেশসমূহের লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যবহার করে মিথ্যাভাবে লিখিত ও প্রকাশিত ১০০ মিলিয়নেরও অধিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ স্বাধীনতা ছিলো না। উপনিবেশসমূহ থেকে অবৈধ পন্থায় সংগৃহীত অর্থ খরচ করে সপ্তাহে প্রায় ১০ হাজার ঘন্টা সম্প্রচারের মাধ্যমে যে-স্বাধীনতার নামে ঢাক-ঢোল পেটানো হয়েছে, তা' সেই স্বাধীনতা ছিলো না; তা' রুশ সাম্রাজ্যের পরাভূত জাতিসমূহের নিকট থেকে জবরদস্তি কেড়ে নেয়া সম্পদ আত্মসাৎ করে হাজার হাজার বশংবদ দ্বিপদ চাম্‌চার যুগপৎ গলাবাজির স্বাধীনতা ছিলো না।

ইসলাম কর্তৃক অর্জিত স্বাধীনতা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

এ এমন এক স্বাধীনতা, ১৪০০ বছরের বিশ্ব-ইতিহাস যার সাক্ষী। এ এমন এক স্বাধীনতা যা কালের সুকঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ এমন এক স্বাধীনতা, যা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সাদরে বরিত হয়েছে, এমন কি সামরিক

www.pathagar.com

অভিযানসমূহের সময়েও; এসব জনগণ বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের এবং তাদের উত্তরসুরিদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হচ্ছে।

উপনিবেশবাদকে 'স্বাধীনতা' অভিধায় চিহ্নিত করার প্রচেষ্টায় ১০০ মিলিয়ন ভর্তুকী-মূল্যের পুস্তক মুদ্রণের প্রয়োজন নেই; অসত্যের নির্লজ্জ বেসাতিকে সত্য বলে গছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে হাজার হাজার লাল-সম্প্রচার ঘন্টা খরচের মতো বায়ু-দুষণ কার্যক্রম গ্রহণেরও কোনো প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান করানোর জন্যে হাজার হাজার ট্যাংক, মিগ এবং বশংবদ চামচাদের ব্যবহারের।

"খলীফা উমর (রা) দখল-করা সমস্ত জমি স্থানীয় জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সৈন্যরা জমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার যে অনুরোধ করে, তিনি তা নাকচ করে দেন। সর্বাবস্থায়ই ঐসব জমি দখল করার ব্যাপারে খলীফা মুসলমানদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। ঐসব জমি তাদের ক্রয়ের অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হয় নি।"[৩৪]

যখন পারস্য সাম্রাজ্যের পতন হয়, তখন "কৃষক-কুলের দুর্দশা লাঘব করা হয় এবং স্বীয় জমিতে তাদের অধিকার নির্বিঘ্ন করা হয় ..... স্থানীয় কৃষক-কুলের উচ্ছেদ বন্ধের রক্ষাকবচ হিসেবে জমি বিক্রয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। সৈন্যরা এসব জমি বন্টন করে দেয়ার জন্যে জোর দাবি জানাতে থাকে ..... খলীফা এই দাবি দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দেন।"[৩৫]

উমর (রা)-এর প্রতিভা ও নৈপুণ্য পারস্য জয় করে নি; ইসলামের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণশক্তিই তাঁকে যুদ্ধে জয়লাভ করতে এবং জনগণকে অসত্যের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে পথনির্দেশ প্রদান করেছিলো। একটি মুদ্রার দু'টি পিঠের মতো এই অসত্যের ছিলো দুটি দিক — পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য। ইসলামের অবিনাশী মাহাত্ম্যই বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের বিপুল গনিমতের মাল দর্শনে আনন্দ-উল্লাস করার পরিবর্তে উমর (রা) বেদনা বিধুর হয়েছিলেন।

"জালুলা ও মাদায়েনের মালামাল যখন মদীনায় এসে পৌঁছে খলীফাকে তখন ক্রন্দনরত দেখা গিয়েছিলো।"[৩৬]

এটি এমনই এক প্রোজ্জ্বল মতাদর্শ যা' একজন মানুষ বা একটি জাতিকে সমৃদ্ধমান করে গড়ে তোলে, দ্যুতিময় করে। মার্কসবাদ জরুরী ভিত্তিতে নেতিবাচক উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্পের প্রতি হস্তক্ষেপ করছে, যার গ্রাহক হচ্ছে মৃত্যু। তা' অবশ্যই যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তা' বিশ্বজনীনভাবেই একটি বাতিল মতবাদ। সমাজের সকল স্তর, যা দুর্ভাগ্যবশত এর শিকারে পরিণত হয়, এর বিরোধিতা করে। এর দুশমন ওঁৎ পেতে রয়েছে এর নিজের ঘরে, প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্বে; কারণ

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও খুন-খারাবীর মাধ্যমে বিশ্বকে লাল-আদর্শে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা রয়েছে এর।

তা' শুধু যে কৃষিকে অবহেলা করে তাই নয়, এর অবস্থা আরও শোচনীয় করে ফেলে। তা' জবরদস্তিমূলকভাবে কৃষকদের একত্রীভূত করে। জমি কিংবা এর উৎপাদনের প্রতি কারো কোনো আগ্রহ নেই। "কৃষকেরা অপরাহ্ন ঠিক পাঁচটায় ট্রাক্টর ছেড়ে আসে।" অসত্যের অস্বাভাবিকতা এবং এর অভিশাপের স্বভাবের কারণে মার্কসবাদ তার প্রধান শত্রু পুঁজিবাদের কাছ থেকে নির্লজ্জভাবে খাদ্যশস্য আমদানী করছে; আর এর নাগরিকেরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অভাবের যন্ত্রণা ভোগ করছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা কি খাদ্য না যুদ্ধ

ইসলাম বিশ্ব-মানবের জন্যে এক অপার আশিস্। আশিস্ এর সকল বিধি-বিধান ও অনুশীলনের মধ্যে। মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। কিন্তু মানবাকার পশু মার্কসবাদীর মৌলিক চাহিদা হচ্ছে যুদ্ধ। "মানব-নেকড়ে" কখনই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

"অত্যন্ত দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সহকারে, পরবর্তী শাসকদের মধ্যে যার অভাব প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) উপলব্ধি করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং এর ভৌত উন্নয়ন কৃষিজীবী শ্রেণীর উন্নতির ওপরই নির্ভরশীল।"[৩৭]

যুদ্ধ-কারবারী মার্কসবাদের অধীন যুদ্ধ-মুখি জীবন দুঃখময় হতে বাধ্য। অতীতে এবং বর্তমানে রাশিয়া যদি ইসলামের কল্যাণী ছায়াতলে আশ্রয় নিতো, তাহলে সে অতীতের ভূমিদাসত্ব ও বর্তমানের কৃষিজমি একত্রীকরণের মত জগাখিচুড়ির হাত থেকে মুক্তি পেতো। যেখানেই ইসলামের অনুসরণ করা হয়েছিলো, সেখানে, সেই ৭ম শতকেই ভূমিদাস এবং ক্রীতদাসেরা নিজেদেরকে মুক্ত করেছিলো গোলামির জিঞ্জির থেকে। কিন্তু ঐ শতাব্দীতে জাতি হিসেবে রাশিয়ার অস্তিত্ব ছিলো না। এর স্বতন্ত্র জাতি-সত্তা প্রাপ্তির প্রামাণ্য সময় হচ্ছে ৮৮২ খ্রীস্টাব্দ। এর অর্থ এই যে, এই জাতির অভ্যুদয়ের আগেই ইসলাম বিশ্বের বহু জাতিকে পরম আশিস্ ও কল্যাণের সঞ্জিবনী ধারায় সিক্ত করেছে।

"১৮০১ থেকে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ২ হাজারেরও বেশি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ওদের মধ্যে বহুসংখ্যক নিপীড়িত হয় সেনাবাহিনী দ্বারা। এমন কি জারপন্থী উর্ধ্বতন বেসামরিক আমলারা পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলো যে, ভূমিদাস-প্রথা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীন বারুদভর্তি বন্দুকের নলসদৃশ।"[৩৮]

রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু বিংশ

www.pathagar.com

শতাব্দীতে রাশিয়ার প্রলেতারীয় জারবাদ ভূমিদাস-প্রলেতারীয় নামে এক নতুন প্রজন্মের জন্মদান করে, যারা স্বেচ্ছাচারী মার্কসবাদের একনায়কতান্ত্রিক শৃঙখলে বন্দী হলো।

"পক্ষান্তরে, মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পর সেখানে সবচেয়ে কল্যাণমুখী প্রভাব পড়েছিলো অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অবস্থার ওপর। তখন পর্যন্ত তারা সাধারণ ভারবাহী পশুরও অধম বলে গণ্য হতো; এখন তারা মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা অর্জন করেছে। জমিদারী তালুকে কর্মরত ক্রীতদাস ও ভূমিদাসেরা, যারা মুসলমানদের অধিকারে এলো, তৎক্ষণাৎই তারা স্বাধীনতা ফিরে পেলো, এবং ভূমিতে তাদের নিজস্ব স্থায়ী অধিকারসহ তারা প্রজাস্বত্বপ্রাপ্ত কৃষকে রূপান্তরিত হলো।"[৩৯]

পৃথিবী যখন মানবাধিকার ও মানব-মুক্তির বিষয়ে সামান্যই অবগত ছিলো, ইসলাম তখন বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তির শারাবান তহুরা পান করিয়ে চলেছে।

এর মুক্তি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ও আদর্শিক ছিলো না, বরং অর্থনৈতিকও।

ভরণপোষণ, শ্রম এবং ভূমি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত ইসলামী আইন-কানুনসমূহের কারণে "কৃষি উৎপাদন আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়; ব্যাপক সংখ্যক মানুষ নিষ্ফলা ও পোড়ো জমি চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠে।"[৪০]

সমৃদ্ধির গুপ্তধন লুক্কায়িত থাকে মুক্তির গিরি-গুহায়। অতীতে পারস্য ও রোমান জালিমদের অধীনে কৃষকরা মাঠে কাজ করতো নিপীড়নের ভয়ে, উদ্ধত চাবুকের মুখে। তাদের বন্ধনমুক্তির পর তারা কাজ করতো তাদের নিজেদের জন্যেই। তারা সরকারকে নামমাত্র কিছু ভূমিকর দিতো। ইসলাম-প্রদত্ত এই স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত সুফল হলো সর্বব্যাপী, কল্যাণবাহী। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেলো। জিনিসপত্র সস্তা হলো। জনগণ জীবন উপভোগ করতে লাগলো।

"খলীফা উমর (রা) অফিসে ব্যবহৃত কৃষি-সংক্রান্ত ভাষা পর্যন্ত পরিবর্তন করেন নি। পারসী ভাষা, রোমান ও কপটিক ভাষাগুলো অফিসসমূহে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। পারসিক, কপটিক ও গ্রীক ভাষাভাষী অফিসারদেরও স্বপদ মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা হয় নি। পরিবর্তন যেখানে অপরিহার্য, সেখানেই তিনি পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।"[৪১]

রাশিয়ার পরাভূত উপনিবেশের পরিস্থিতি কী ভয়াবহ! কী অসহনীয়! ইউক্রেনের সংগে মার্কসবাদী রাশিয়ার মনোমালিন্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে রুশকরণ। সমৃদ্ধি ও উন্নতির গুপ্ত রহস্য — স্বাধীনতা অনুপস্থিত; রুশদের জন্যে জীবন দুঃসহ ও দুর্দশাপূর্ণ হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

খলীফা ছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তাঁর খিলাফতের অধীনে বসবাসকারী সকলের ভরণপোষণের ব্যবস্থাই তাঁকে করতে হতো। তাঁর প্রধানতম দায়িত্বই ছিলো সর্বপ্রথম তাঁর জনগণের আহারের সংস্থান করা। মানুষের মৌলিক চাহিদা হলো খাদ্য। শাসনকর্তার তাই প্রথম কর্তব্য হলো এই মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা।

কিন্তু একজন মার্কসবাদী শাসকের নিকট যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রায়। একারণেই সে যুদ্ধের আগে, পরে বা যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। যখন সে তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করে, সে তখন তার ক্ষমতার উৎস যে মতবাদ, তাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকবে।

যুদ্ধ কি মানুষের মৌলিক চাহিদা?

না। কিন্তু মার্কসবাদের কাছে তাই-ই! একারণেই মার্কসবাদীরা যুদ্ধ ব্যতীত আর সবকিছুকেই অবহেলা করে। তাদের উত্থান, টিকে থাকা এবং পতন সবই যুদ্ধের মাধ্যমে।

"উমর (রা) ঘোষণা দেন, যে-কেউ নিষ্ফলা ও পতিত জমি আবাদ করবে, সে-সব জমির মালিকানা তারই হয়ে যাবে। সামরিক অভিযানের সময় যে-কেউই অন্যত্র পালিয়ে যেতো, তাকে তার নিজের জমিতে ফিরে আসার জন্যে আহবান জানানো হতো। জনৈক স্থানীয় কৃষক খলীফার নিকট অভিযোগ করলো যে, তাঁর (খলীফার) সেনারা সিরিয়ায় তার ফসল নষ্ট করেছে। খলীফা সেই লোকটিকে তখনকার দিনে ১০ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করলেন।

খলীফা সকল স্বাধীন দেশে খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ করেন। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে শুধুমাত্র মিসরেই বছরে ১২ লক্ষ শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হয়। সরকার থেকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হতো।"[৪২]

ইসলামের কল্যাণী ছায়াতলে ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন, চিন্তা ও কাজকর্মের স্বাভাবিক সুফল ফলেছিলো। স্বাধীন দেশসমূহের জনগণ স্বাধীনতা-পূর্ব অসত্য এবং স্বাধীনতা-উত্তর সত্যের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। তারা ইসলামের দিকে ফিরে এলো এবং ইসলাম কবুল করে মুসলমান হলো।

মার্কসীয় ঝোড়ো হাওয়া তথা একটি তস্কর-ব্যবস্থা কি এই ব্যবস্থায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় খিদমতের আঞ্জাম দিয়ে বিশ্বব্যাপী এবং স্থায়ীভাবে তাদের মন জয় করার কথা কখনও কল্পনা করতে পারবে?

www.pathagar.com

অভিশাপ কখনই মানবজাতির আশীর্বাদ হবে না। সে কখনই অসত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না। অস্বাভাবিক চরমপন্থা কখনই ভারসাম্যের আইন হবে না।

ইসলামের ভূমিনীতি এবং জাতিসমূহকে ইসলামে দীক্ষিত করণ

"এটা একটি স্বীকৃত সত্য যে, ইসলামের ভূমিনীতি এবং ভূমিকর-ব্যবস্থা এর বিজয় সমূহে অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রোমান-শাসনের অধীনে যে-সকল দেশ ছিলো, সেগুলোর জনগণকে অত্যধিক ভূমিকর দিতে হতো। তারাই মুসলিম বিজয়সমূহ ত্বরান্বিত করে। স্থানীয় জনগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি। শুধু সরকারই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। মিসরে স্থানীয়রা গ্রীকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলো। সিরিয়ায় খ্রীস্টানরা রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের (মুসলমানদের) সমর্থন জানিয়েছিলো। তারা তাদের স্বধর্মী রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিলো।"[৪৩]

কিছু কিছু সংস্কারান্ধ লেখক যেভাবে সত্যকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় বলে থাকেন যে, তরবারীর জোরে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে, আসলে তা, নয়। তরবারী তথা শক্তির জোরে যা' অর্জিত হয়েছে তা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তা' এমন এক খণ্ড কালো মেঘ, যা' কিছুক্ষণের জন্যে সূর্য-রশ্মিকে আড়াল করে রাখে, কিন্তু একসময় তা অন্তর্হিত হয়-ই।

ইসলামের আশিস্‌সমূহ প্রতিদিন প্রতিটি মানুষের কল্যাণ সাধন করছে, এ-বিষয়ে সে সচেতন থাকুক বা না-ই থাকুক।

অল্প কয়েক মিলিয়ন কুলাঙ্গার ব্যতীত আজ প্রতিদিন সহস্র মিলিয়ন মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছে। শত শত মুসলিম সংগঠন এবং লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী গ্রুপ সমবেতভাবে এর পা'বন্দী করছে। ডজন খানেক ঈমানদার শাসক একে বাস্তবরূপ দিতে এবং তাঁদের দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলছে চান, কিন্তু তাঁরা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন চতুর্মুখী সাঁড়াশী আক্রমণের কারণে, যা তাঁদের টুঁটি টিপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করার যোগাড় করছে, এবং যদি তাঁরা তা' তাঁদের উদ্দিষ্ট পথ অনুসরণে অবিচল থাকেন তাহলে তাঁদের দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

তৎসত্ত্বেও একমাত্র মুসলিম দেশগুলোই দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে বীরোচিতভাবে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে তাদের বীরত্ব অম্লান, অতুলনীয় গৌরবে ভাস্বর। দুই পরাশক্তির চতুর্মুখী অপচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম পুনর্জাগরণের জোয়ার রুদ্ধ হচ্ছে না এবং কখনই তা হবে না।

www.pathagar.com

কেনো ইসলাম এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিহতভাবে? কেনো মুসলমানগণ তাদের পুনর্জাগরণ অব্যাহত রেখেছে?

ইসলাম হলো প্রকৃতির কণ্ঠস্বর, যেমনটি বলেছিলেন কার্লাইল; আর প্রকৃতি কখনই থেমে থাকবে না, আধুনিক মতবাদসমূহের অনুসারীদের মত নয়, মুসলমানরা ইসলামকে অনুসরণ করে কোনো সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়াই।

"রোমানরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো। এই ঘটনা যখন উমর (রা)-কে জানানো হলো, তিনি তখনই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করলেন।"[৪৪]

আত্মগরিমায় বেশামাল হওয়ার পরিবর্তে কেনো তিনি সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়েছিলেন? ইয়ারমুকের ঐ যুদ্ধে তাঁর ক্ষমতায় কিংবা বিজয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কিছুই ছিলো না। এটা তাঁর বান্দাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে, তাঁর নামে সেই মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীদের বিজয় ছিলো।

ইরাক এবং সিরিয়া বিজয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদের তরবারী অসামান্য ভূমিকা পালন করে। তৎসত্ত্বেও উমর (রা) কর্তৃক তিনি পদচ্যুৎ হন। কারণ, জনগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিলো যে, খালিদের তরবারীর ওপরই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভরশীল।

"তাঁর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার জন্যে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, জনগণকে এ কথা বোঝাতে যে, তিনি (খালিদ) নন, তিনিই (আল্লাহ্‌) আমাদেরকে বিজয়ী করেছেন।"[৪৫]

মুসলমানদের চিন্তা-কল্পনাসমূহকে পর্যন্ত এভাবে পরিশুদ্ধ করা হয়েছিলো। বাস্তবিকপক্ষে, এটা এক কিংবা দু'শত বিজয়ী-খালিদের বিষয় নয়, পক্ষান্তরে, ইসলাম রোজ কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের অসংখ্য খালিদ সৃষ্টি করে যুগে যুগে। এ রকম সংশোধনমূলক, মুক্তির আস্বাদ প্রদানকারী ও নবজীবন দানকারী ইসলামী আদর্শ মানবজাতির জন্যে এক অপার আশিস।

আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্টদের এর মঙ্গলময় নহরে অবগাহনের তৌফিক দিন। আমীন!

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশিকা

প্রথম অধ্যায়

১. আল্লামা শিবলী নো'মানী, "আল-ফারুক", পৃ. ১৯৮, ২য় খণ্ড, ১৯৫৬, মা'আরিফ প্রেস, আজমগড়, ইউ.পি, ভারত।
২. অ্যারিস্টোট্‌ল, "দি পলিটিক্‌স", প্রথম পুস্তক, সিনক্লেয়ার কর্তৃক অনূদিত, প্রকাশক ঃ পেঙ্গুইন ক্লাসিক্‌স, ইংল্যান্ড। ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৩১।
৩. প্লেটো, "দি রিপাবলিক", টীকা সহ অনুবাদ ঃ ফ্রান্সিস ম্যাকডোনাল্‌ড কর্নফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ১৭শ অধ্যায়, পৃ. ১৭২।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪, অনুবাদকের টীকা।
৫. হেলেন ক্যারেয়ার, ডি এন্‌কসি, "ডিক্লাইন অব এ্যান এম্পায়ার", পৃ. ৩৪, নিউজউইক বুক্‌স, নিউইয়র্ক।
৬. কার্লাইল, "অন হিরোজ, হিরো-ওরশিপ এন্ড দি হিরোইক ইন হিস্ট্রী", পৃ. ৫৩, গিন এন্ড কোং, বোস্টন, ইউ.এস.এ।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।
৮. পুরস্কার বিজয়ী বেস্টসেলার গ্রন্থ "লা মন্টেগ", রচনা ঃ ভ্লাদিমির ভোলকফ, এমিরেটস্‌ নিউজ, ২১-১২-১৯৮২।
৯. ইসলাম ইন ইন্দোনেশিয়া টুডে, পৃ. ৮৬, প্রকাশক ঃ ইন্দোনেশিয়ান কাউন্সিল অব মস্‌ক্‌স্‌, জাকার্তা।
১০. এমিরেট্‌স নিউজ, ২৭-১-৮১।
১১. বি. কে. জোশী, টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া, বোম্বাই, ৩-৫-৭৮।
১২. খালীজ টাইম্‌স, ইউ.এ.ই, ৬-৮-৮১।
১৩. ইন্দোনেশিয়া ১৯৭৯, পৃ. ৭৪, অ্যান অফিসিয়াল হ্যান্ডবুক, জাকার্তা।
১৪. অ্যালান রেক, এমিরেট্‌স নিউজ, ইউ.এ.ই, ১৪-৩-৭৯।
১৫. খালীজ টাইম্‌স, ইউ.এ.ই, ৪-১১-৮০।
১৬. পূর্বোক্ত, খালীজ টাইম্‌স, ২৩-১২-৮২।
১৭. ঐ, ৬-৬-৮১।
১৮. ঐ, ১২-৫-৮২।
১৯. ঐ, ১৪-৭-৮১।
২০. এমিরেট্‌স নিউজ, ইউ.এ.ই, ১৬-৬-৮০।
২১. ঐ, ৭-৩-৮১।
২২. পূর্বোক্ত, খালীজ টাইম্‌স, ১-১২-৮০।
২৩. দি হিন্দু, মাদ্রাজ, ভারত, ২১-৭-৮১ (সম্পাদকীয়)।

www.pathagar.com

২৪. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ২১-৭-৮১ (সম্পাদকীয়)।
২৫. পূর্বোক্ত, খালীজ টাইম্‌স, তারিখ সংরক্ষণ করা হয়নি।
২৬. দি ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি অব ইন্ডিয়া, বোম্বাই, ৭-১০-৭৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. শেলী, প্রমিথিউস আনবাউন্ড, প্রথম অংক, পংক্তি ৩৮০-৮১।
২. জোনাথান সুইফ্‌ট, গালিভার্স ট্রাভেল্‌স, ২য় অংশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, দি পেংগুইন ইংলিশ লাইব্রেরী, যুক্তরাজ্য।
৩. পূর্বোক্ত, অংশ-৪, পঞ্চম অধ্যায়।
৪. স্টাডিজ ইন ইংলিশ লিট্‌রিচার, আরতী বুক সেন্টার, দিল্লী, উদ্ধৃত ঃ বি. পি. চৌধুরী, পৃ. ১৮০।
৫. এডওয়ার্ড এম. বার্নস, ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন, ডব্লিউ ডব্লিউ নরটন এন্ড কোং, নিউইয়র্ক, অংশ-৫, ২০শ অধ্যায়।
৬. এডিসন, ভিশন অব ম্যারাটন, ম্যাকমিলান এন্ড কোং, যুক্তরাজ্য।
৭. ডব্লিউ বি. ইয়েট্‌স, "দি ডাব্‌ল ভিশন অব মাইকেল রোবারটিজ" নির্বাচিত কবিতা, প্যান বুক্‌স লিঃ, লন্ডন ও সিড্‌নী।
৮. ব্রেড-নট-বম্‌স, জন মাদেলী, এমিরেট্‌স নিউজ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৮-১-৭৯।
৯. ফিলিপ সিডনী, "অ্যান অ্যাপলজী ফর পোয়েট্রি"।
১০. আর্নল্‌ড জে. টয়েনবী, "এ স্টাডি অব হিস্ট্রী", নতুন এক খণ্ডের সচিত্র সংস্করণ, পৃ. ৪৩৫, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন।
১১. এইচ. এ. এল. ফিশার, "এ হিস্ট্রী অব ইউরোপ", পৃ. ১১৪, ফন্টানা-কলিন্‌স, যুক্তরাজ্য।
১২. ড. আর. এল. ভারশ্‌নে, "এ ক্রিটিকাল স্টাডি অব রাসকিন্স" আনটু দিস লাস্ট, নারায়ন'স ইউনিভার্সিটি সিরিজ অব ইংলিশ লিট্‌রিচার, আগ্রা, ভারত, পৃ. ৪।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২, অগাস্ট কোঁতে কর্তৃক উদ্ধৃত।
১৪. টেনিসন, 'মাউড'।
১৫. ওয়ার্ডসওয়ার্থ, "রিটেন ইন লন্ডন", সেপ্টেম্বর, ১৮০২।
১৬. নিকোলাই ইভানভ, "কার্ল মার্কস, এ শর্ট বায়োগ্রাফী", নোভোস্‌তি প্রেস এজেন্সী পাবলিশিং হাউজ, মস্কো, ১৯৭৮, পৃ. ৪৫।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।
১৮. ড. আর. এল. ভারশ্‌নে, "ক্রিটিকাল স্টাডি অব রাস্‌কিন'স" আনটু দিস লাস্ট, নারায়ন'স ইউনিভার্সিটি সিরিজ অব ইংলিশ লিট্‌রিচার, আগ্রা, ভারত, পৃ. ৭৪।
১৯. এ. সি. কাপুর, "প্রিন্‌সিপ্‌ল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স", এস. চান্দ এন্ড কোং, দিল্লী, ভারত, পৃ. ৭২২।
২০. ওয়েবস্টার'স থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিক্‌শনারী।
২১. প্লেটো, পূর্বোক্ত "রিপাবলিক", ১৪শ অধ্যায়, পৃ. ১৪২।
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২।

www.pathagar.com

২৩. নিকোলাই ইভানভ, পূর্বোক্ত "কার্ল মার্কস, এ শর্ট বায়োগ্রাফী", পৃ. ৪১।
২৪. প্লেটো, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩।
২৬. দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ১১-১১-৮৩ (সম্পাদকীয়)।
২৭. প্লেটো, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪।
২৮. অ্যারিস্টোট্‌ল, পূর্বোক্ত, পঞ্চম পুস্তক, ২য় অধ্যায়, পৃ. ২২৭।
২৯. শেক্সপীয়র, "ফার্স্ট পার্ট অব কিং হেন্‌রী সিক্স", পঞ্চম অংক, ২য় দৃশ্য।
৩০. নিকোলাই ইভানভ, পূর্বোক্ত , পৃ. ১৫৬।
৩১. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৯।
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯০।
৩৩. শেক্সপীয়র, "কিং লিয়ার"।
৩৪. পূর্বোক্ত।
৩৫. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯১।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩।
৩৭. রবীন্দ্রপ্রকাশ, "এ ক্রিটিকাল ইনট্রোডাকশন অব ল্যাংল্যান্ড", নারায়ন'স ইউনিভার্সিটি সিরিজ অব ইংলিশ লিট্‌রিচার, আগ্রা, ভারত, পৃ. ৪।
৩৮. মহাত্মা গান্ধী, এ. সি. কাপুর কর্তৃক তাঁর "প্রিন্সিপ্‌লস অব পলিটিক্যাল সায়েন্স" গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৭২৬।
৩৯. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, ২০-১-৭০।
৪০. ড. আর. এল. ভারশ্‌নে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।
৪১. প্লেটো, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২।
৪২. এ. সি. কাপুর. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১।
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬।
৪৪. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ২৯-৪-৮১।
৪৫. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, ২১-১০-৮৩।
৪৬. প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনার সময় লেখকের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ।
৪৭. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ৩১-১-৮৩।
৪৮. এল. এ. হিল, "নোট টেকিং প্রাক্‌টিস," অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, পৃ. ৪৬।
৪৯. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ১১-১২-৮২।
৫০. হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস,আর. ১ম খণ্ড, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, পৃ. ৩১।
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
৫২. আর্নলড্ জে. টয়েনবী, পৃ. ১৬১।
৫৩. পূর্বোক্ত হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর, পৃ. ৩৪।
৫৪. এইচ. এ. এল. ফিশার, "এ হিস্ট্রী অব ইউরোপ", ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩, যুক্তরাজ্য।
৫৫. পূর্বোক্ত হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর., ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।
৫৭. পূর্বোক্ত হেলেন ক্যারেয়ার, ডি'এন্‌কসি, ডিক্লাইন অব এন এমপায়ার, পৃ. ৬৭, নিউজ উইক বুক্‌স, নিউইয়র্ক।

www.pathagar.com

৫৮. পূর্বোক্ত হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর, পৃ. ১৯৫।
৫৯. জন লক, "টু ট্রিটিজ অব গভর্নমেন্ট", এভ্রীম্যান্স লাইব্রেরী, নিউইয়র্ক, পৃ. ১২৫।
৬০. মার্লো, ডাঃ ফাউস্টাস।
৬১. ডেক্যান হেরাল্ড (পত্রিকা), বাঙ্গালোর, ভারত, ২-১-৮৪।

তৃতীয় অধ্যায়

১. নিকোলাই ইভানভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।
২. কার্ল মার্কস, "ক্যাপিটাল", ১ম খণ্ড, ৯ম অধ্যায়, পৃ. ২১০, দি রেট অব সারপ্লাস ভ্যালু, প্রগ্রেস পাবলিশার্স মস্কো।

চতুর্থ অধ্যায়

১. আর্নল্ড জে. টয়েনবী, "এ স্টাডি অব হিস্ট্রী", পৃ. ৩০।
২. কমিউনিস্ট পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে ব্রেজনেভের ভাষণ, পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স-এ প্রকাশিত, ১৮-৩-৮১।
৩. পূর্বোক্ত, ২৮-১২-৮২।
৪. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, ৫-৩-৬০।
৫. প্রতিভা রনদে, "উইটনেস টু দি ইনভেসন", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সানডে এডিশন, ১৯-৭-৮১, বাঙ্গালোর।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. পূর্বোক্ত।
৮. পূর্বোক্ত।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. পূর্বোক্ত।
১১. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৪-১২-৮২।
১২. কুলদীপ নায়ার, পূর্বোক্ত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৮-১০-৮০।
১৩. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১৯-৯-৭৯।
১৪. ক্রিস্টোফার ডবসন অ্যান্ড রোনাল্ড পাইন, "ইসলাম অন দি মার্চ", দি সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১-৪-৭৯।
১৫. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৭-৩-৮০।
১৬. জওয়াহের লাল নেহেরু কৃত "গ্লিম্স অব ওয়ার্লড হিস্ট্রী" গ্রন্থে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১৯৮, এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লন্ডন, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬৭।
১৭. কুলদীপ নায়ার, পূর্বোক্ত, ৯-১০-৮০।
১৮. পি.ডি. এন. মেনন, দি সানডে স্ট্যান্ডার্ড, বোম্বাই, ৩-১-৭১।
১৯. কুলদীপ নায়ার, পূর্বোক্ত, ৮-১০-৮০।

www.pathagar.com

২০. হেরাল্ড ট্রিবিউন, প্যারিস, ২৮-২-৮০।
২১. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, (সম্পাদকীয়), ২৮- ৯-৮১।
২২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২৯-৬-৮১।
২৩. নিকোলাই ইভানভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
২৪. এ. সি. ওয়ার্ড, "ইনট্রোডাক্‌শন টু সেইন্ট জোয়ান বাই বার্নার্ড শ", ওরিয়েন্ট লংম্যান, বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ, কলিকাতা, পৃ. ১৯৭।
২৫. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২৯-৬-৮১।
২৬. পূর্বোক্ত, ২৮-৩-৮১।
২৭. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮১।
২৮. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২৫-২-৮০।
২৯ মোহাম্মদ আহমেদ বাশুমাইল, "দি গ্রেট ব্যাট্‌ল অব বদর", পৃ. ১১০, ইসলামিক পাবলিকেশন্‌স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
৩০. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, "দি লাইফ অব মোহাম্মদ", পৃ. ১৮২, ইসলামিক পাবলিকেশন্‌স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
৩১. মওলানা মওদুদী, "সীরাত সারোয়ার আলম", পৃ. ৪৬৭, ২য় খণ্ড, ইদারা তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান।
৩২. আল্লামা শিবলী নো'মানী, "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ.পি, ভারত।
৩৩. মোহাম্মদ আহমেদ বাশুমাইল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
৩৫. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", পৃ. ৩২১।
৩৬. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫।
৩৭. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত 'সীরাতুন-নবী', পৃ. ৩৩৩।
৩৮. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ২৭-৬-৮২।
৩৯. পূর্বোক্ত, ২২-৬-৮২।
৪০. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ৩-৮-৮২।
৪১. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ২৫-৮-৮২।
৪২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ৩১-১-৮১।
৪৩. কুলদীপ নায়ার, পূর্বোক্ত, ৯-১০-৮০।
৪৪. নায়ীম সিদ্দিকী, "মোহসীন ইনসানিয়াত", পৃ. ৪৪৩, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
৪৫. কুলদীপ নায়ার, পূর্বোক্ত, ১০-১০-৮০।
৪৬. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ৮-৫-৮১।
৪৭. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ৫-২-৮১।
৪৮. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ১৭-৩-৮১।
৪৯. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২০-৩-৮১।
৫০. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ১-৪-৮১।
৫১. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৭।
৫২. নায়ীম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

৫৩. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ১৭-১২-৮০।
৫৪. অ্যারিস্টোট্‌ল, "দি পলিটিক্স", পৃ. ২২৫-২২৮, পেংগুইন ক্লাসিক্‌স, যুক্তরাজ্য, টি. এ. সিনক্লেয়ার অনূদিত।
৫৫. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫।
৫৬. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ২৭-১-৮৩।
৫৭. কুরআন, সূরা ১০৩, আয়াত ১-৩।
৫৮. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ১৬-১২-৮০।
৫৯. মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন, "বুনিয়াদী হুকুক", পৃ. ২২১, মারকাজি মকতবা ইসলামী, দিল্লী, ভারত।
৬০. টাইম, ইউ.এস.এ, ১৬-৪-৭৯।
৬১. নিকোলাই ইভানভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।
৬২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২১-৩-৮১।
৬৩. পূর্বোক্ত, ২৪-১-৮০।
৬৪. পূর্বোক্ত।
৬৫. মার্লো, "ডাঃ ফাউস্টাস"।
৬৬. আল্লামা শিবলী নো'মানী, "আল-ফারুক", পৃ. ১৯৯।
৬৭. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪।
৬৮. কুরআন, সূরা ২৬, আয়াত ১৫১-১৫২।
৬৯. মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯।
৭০. কুরআন, সূরা ৬, আয়াত ১৬৪।
৭১. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ১৭-১০-৮২।
৭২. পূর্বোক্ত, ১৩-১০-৮২।
৭৩. পূর্বোক্ত, ২০-১০-৮২।
৭৪. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ২০-১০-৮৩।
৭৫. শেক্সপীয়র "টাইটাস এন্ড্রোনিকাস", অংক ৩, দৃশ্য ২।
৭৬. কুরআন, সূরা ৯৫,আয়াত ৪-৬।
৭৭. পূর্বোক্ত, খালীজ টাইম্‌স, ১০-৬-৮১।
৭৮. মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।
৭৯. পূর্বোক্ত এমিরেট্‌স নিউজ, ১০-১২-৮০।
৮০. সৈয়দ আমীর আলী, 'এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি সারাসীন্‌স', পৃ. ৩৯, কিতাব ভবন, দিল্লী ভারত।
৮১. আল-আক্কাদ, "উমর'স জিনিয়াস"।
৮২. আবদুর রেহ্‌মান শাদ, "উমর ফারুক", পৃ. ৪৬, কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর, পাকিস্তান।
৮৩. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ২৪-১-৮৩।
৮৪. পূর্বোক্ত, ২৩-১২-৮২।
৮৫. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।
৮৬. আবদুস সালাম নদভী, "সীরাত উমর বিন আবদুল আজীজ", পৃ. ১৬৬, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ.পি, ভারত।

www.pathagar.com

৮৭. পূর্বোক্ত।
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।
৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।
৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬।
৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।
৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।
৯৫. পূর্বোক্ত, হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর, পৃ. ২৪৮।
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
৯৮. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস্, বাঙ্গালোর, ভারত, ২৬-১২-৮৩।
৯৯. পূর্বোক্ত হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর, পৃ. ১২৮-২৯।
১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।
১০১. পূর্বোক্ত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ভারত, ৫-১-৮৪।
১০২. পূর্বোক্ত হিস্ট্রী অব দি ইউ.এস.এস.আর, পৃ. ১৮১।
১০৩. ফিলিপ কে. হিট্টি, "ক্যাপিটাল সিটিজ অব অ্যারাব ইসলাম", পৃ. ৯৯, ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা প্রেস, ইউ.এস.এ।
১০৪. অজিত ভট্টাচার্য, "মস্কো রিভিজিটেড", পূর্বোক্ত, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ভারত, ৪-১১-৭৭।
১০৫. পূর্বোক্ত।
১০৬. পূর্বোক্ত।
১০৭. পূর্বোক্ত।
১০৮. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪-১৫।
১০৯. কুরআন, সূরা ১০৩, আয়াত ১,৩।
১১০. আর্নল্ড জে. টয়েনবী, পূর্বোক্ত, "এ স্টাডি অব হিস্ট্রী", পৃ. ৪৮৯।

পঞ্চম অধ্যায়

১. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ১০-৫-৮২।
২. অন রিলিজিয়ন, ইনস্টিটিউট অব মার্কসইজ্‌ম-লেনিনইজ্‌ম অব দি সি. সি,সি.পি.এস.ইউ, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, পৃ. ১০।
৩. কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১, পাদটীকা।
৪. অন রিলিজিয়ন, পৃ. ১০৫, মার্কসের প্রতি এঙ্গেল্‌স।
৫. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।
৬. এম. এন. রায় "দি হিস্ট্রীকাল রোল অব ইসলাম", পৃ. ১০, রেনেসাঁ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভারত।

www.pathagar.com

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।
৮. মিলটন, "প্যারাডাইস লস্ট", ১ম পুস্তক, পংক্তি ১৫৯, ১৬০।
৯. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।
১১. শেক্সপীয়র, "অ্যাজ ইউ লাইক ইট"।
১২. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", পৃ. ৫৪৫।
১৩. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।
১৪. গীবন, "দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার", ডি.এম. লো কর্তৃক সংক্ষেপিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৫, যুক্তরাষ্ট্র।
১৫. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২ (শেডিলোট কর্তৃক উদ্ধৃত)।
১৬. পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫ (জনৈক ঐতিহাসিক কর্তৃক উদ্ধৃত)।
১৭. পূর্বোক্ত অন রিলিজিয়ন, পৃ. ১০৯।
১৮. ফিলিপ কে. হিট্টি, "হিস্টরী অব দি অ্যারাবস্", পৃ. ৫৫৭, দি ম্যাক্মিলান প্রেস লিঃ, লন্ডন।
১৯. পূর্বোক্ত অন রিলিজিয়ান, পৃ. ১৭৮।
২০. এইচ. এ. এল. ফিশার, "এ হিস্টরী অব ইউরোপ", পৃ. ১৫৪, ফন্টানা/কলিন্স, যুক্তরাজ্য।
২১. জেম্স এডগার সোয়াইন, "এ হিস্টরী অব ওয়ার্লড সিভিলাইজেশন", পৃ. ২৯০, ইউরোশিয়া পাবলিশিং হাউজ, দিল্লী, ভারত।
২২. এইচ. জি. ওয়েল্স, "এ শর্ট হিস্টরী অব দি ওয়ার্লড", পৃ. ১৬৭, কলিন্স, লন্ডন।
২৩. এডওয়ার্ড এম. বার্নস, "ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন্স" (ইসলাম এন্ড দি সারাসিনিক সিভিলাইজেশন), নর্টন, নিউইয়র্ক।
২৪. কুরআন, সূরা ৯, আয়াত ১১।
২৫. ঐ, সূরা ৩০, আয়াত ২৮।
২৬. ঐ, সূরা ১০, আয়াত ২৪।
২৭. ঐ, সূরা ২, আয়াত ২৫৬।
২৮. ঐ, সূরা ১০, আয়াত ৯৯।
২৯. পূর্বোক্ত, "অন রিলিজিয়ন", পৃ. ৩৯।
৩০. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবস্" পৃ. ১৭৫।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।
৩২. পূর্বোক্ত "অন রিলিজিয়ান", পৃ. ১১।
৩৩. গুস্তাভ লি বোঁ, "লা সিভিলাইজেশন ডেজ অ্যারাবস্", পৃ. ১২১; সৈয়দ আলী বলগ্রামী কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত, আজম স্টীম প্রেস, হায়দারাবাদ, ভারত, ১৯৩৬।
৩৪. পূর্বোক্ত "অন রিলিজিয়ন", পৃ. ১০৮।
৩৫. ইকবাল মাসুদ, "ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া", বোম্বাই, ১৩-৯-৮১।
৩৬. পূর্বোক্ত "অন রিলিজিয়ন", পৃ. ১০৬-৭।
৩৭. মিল্টন, পূর্বোক্ত, "প্যারাডাইস লস্ট", ৯ম পুস্তক, পংক্তি ১২২।
৩৮. ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা প্রেস, মিনিয়াপোলিস, উপরোল্লিখিত পুস্তকের শেষ ফ্লাপে মুদ্রিত মন্তব্য।
৩৯. পূর্বোক্ত "অন রিলিজিয়ন", পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
৪১. ঐ, পৃ. ৪৬।
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬।
৪৩. কুরআন, সূরা ২১, আয়াত ১০৭।
৪৪. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, "দি লাইফ অব মোহাম্মদ", পৃ. ২৪৭।
৪৫. কুরআন, সূরা ১৭, আয়াত ৮১।
৪৬. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০।
৪৮. গীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮১।
৪৯. পূর্বোক্ত।
৫০. এ. সি. কাপুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯।
৫১. মাইকেল এইচ. হার্ট, "দি হানড্রেড", পৃ. ৩৩, এ গার্ট বুক, এ. এন্ড ডব্লিউ. ভিসুয়াল লাইব্রেরী, নিউইয়র্ক, ১৯৭৪।
৫২. এম. এন. রায়, "দি হিস্টরীকাল রোল অব ইসলাম", পৃ. ৪৭, ড্রাপারের "হিস্ট্রী অব দি ইন্টালেকচুয়াল ডেভ্লপমেন্ট অব ইউরোপ", ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯ থেকে উদ্ধৃত।
৫৩. গুস্তাভ লি বোঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯।
৫৪. ফিলিপ, কে. হিট্টি, "হিস্ট্রী অব দি অ্যারবস্", পৃ. ৫২৬।
৫৫. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, "সীরাতুন-নবী', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮, ৭ম সংস্করণ, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ভারত।
৫৬. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন্নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১।
৫৭. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০।
৫৮. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ২৭২।
৫৯. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪।
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫।
৬১. ঐ, পৃ. ৩৪৮।
৬২. ঐ, পৃ. ৩৪৯।
৬৩. কুরআন, সূরা ৬, আয়াত ৩৮।
৬৪. মওলানা আবদুস সালাম নদভী, "সীরাত উমর বিন আবদুল আজীজ", পৃ. ৭৮, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ.পি., ভারত।
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।
৬৬. ডঃ মুস্তাফা ইস্বা ই. ই, "মিন রাওয়াই হাদারাতিনা", সাইয়েদ মা'রূফ শাহ্ সিরাজী কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর, পৃ. ১৭৫।
৬৭. মওলানা আবদুস সালাম নদভী, "উস্ওয়াঈ সাহাবা; পৃ. ২৩৩, ৪র্থ সংস্করণ, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ. পি, ভারত।
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।
৬৯. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৫৬৪।
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩-৭৪।

www.pathagar.com

৭২. আর্নল্ড জে. টয়েনবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০।
৭৩. ফিলিপ কে, হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবস্", পৃ. ৩৬৮।
৭৪ সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিন্স", পৃ. ৪৬০।
৭৫. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাবস্", পৃ. ৬৬৯।
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০-৮১।
৭৭. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি সারাসিন্স", পৃ. ৪৬২।
৭৮. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৩৭৯।
৭৯. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত "দি হিস্ট্রীকাল রোল অব ইসলাম", পৃ. ৬৭।
৮০. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাব্স্", পৃ. ৩৭৬, ৩৭৮, ৫৭২।
৮১. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি সারাসিন্স," পৃ. ৪৬২।
৮২. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৩৬৪।
৮৩. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি সারাসিন্স", পৃ. ৬২৬।
৮৪. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবস", পৃ. ৫৭৭।
৮৫. জেম্স এডগার সোয়াইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১।
৮৬. ফিলিপ কে. হিট্টি, "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৩৬৬-৬৭।
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২।
৮৮. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।
৮৯. ফিলিপ কে. হিট্টি, "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৬১৩।
৯০. এইচ. জি. ওয়েলস্. "এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি ওয়ার্লড", পৃ. ১৭২, কলিন্স লন্ডন এন্ড গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য।
৯১. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৫৭৪।
৯২. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১।
৯৩. ফিলিপ কে. হিট্টি, "হিস্ট্রী অব দি অ্যারাবস", পৃ. ৫২৭।
৯৪. পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু, "গ্লিম্প্সেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রী", পৃ. ১৫৫, এশিয়া পাবলিশিং হাউজ, বোম্বে, নিউইয়র্ক, লন্ডন, পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৭।
৯৫. ই. এম. বার্নস, পূর্বোক্ত।
৯৬. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিন্স", পৃ. ৫৭৫-৭৬।
৯৭. ই. এম. বার্নস, পূর্বোক্ত।
৯৮. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাব্স", পৃ. ৫২৮।
৯৯. ড. রবার্ট ব্রিফল্ট, "দি মেকিং অব হিউম্যানিটি", পৃ. ১৮৮-১৯০; এ. কে. ব্রোহী কৃত "ইসলাম ইন দি মর্ডান ওয়ার্লড" গ্রন্থে তৎকর্তৃক উদ্ধৃত।
১০০. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭।
১০১. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি সারাসিন্স", পৃ. ৪৬১।
১০২. ই. এম. বার্নস, পূর্বোক্ত।
১০৩. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
১০৪. গুস্তাভ লি বোঁ, পূর্বোক্ত "লা সিভিলাইজেশন ডেস অ্যারাবেস্", "কনফারেন্সেস অন মুসলিম ডকট্রিন এন্ড হিউম্যান রাইট্স ইন ইসলাম" গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, প্রকাশক ঃ বিচার মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, সৌদী আরব।

www.pathagar.com

১০৫. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭।
১০৬. ফিলিপ. কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবস্", পৃ. ৩৮২।
১০৭. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫-৩৯।
১০৮. গুস্তাভ লি বোঁ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫৫।
১০৯. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।
১১০. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. কুরআন, সূরা ৯, আয়াত ৪০।
২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৮-৪-৮১।
৩. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৮-৮-৮১।
৪. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ২৬-৮-৮১।
৫. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৫-৪-৮২।
৬. পূর্বোক্ত, ২৫-১১-৮১।
৭. নায়ীম সিদ্দিকী, "মুহাম্মদ দি বেনিফেকটর অব হিউম্যানিটি", পৃ. ৭৩, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ লাহোর, পাকিস্তান।
৮. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২০-৪-৮২।
৯. রস বেনসন এবং ফটোগ্রাফার জন ডাউনিং, ডেইলী এক্সপ্রেস, লন্ডন; তাঁরা আফগান মুজাহিদদের সংগে ছয় সপ্তাহ কাটান. তাঁদের প্রকাশিত রিপোর্ট 'সানডে মিড-ডে', বোম্বে, বাঙ্গালোর , ৩০-১০-৮৩।
১০. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৯-১২-৭৯।
১১. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১২-২-৮০।
১২. টুয়েনটিথ্ সেঞ্চুরী ভিউজ, এজরা পাউন্ড, সম্পাদনা ঃ ওয়াল্টার সাটন, একটি বর্ণাঢ্য পুস্তক, ঈগলউড ক্লিফস্, নিউইয়র্ক ১৯৬৩, ক্যাটালগ কার্ড নং ৬৩-১০৪৪৮।
১৩. নায়ীম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।
১৪. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৮-১১-৮১।
১৫. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৬-১২-৮০।
১৬. পূর্বোক্ত, ২৪-৫-৮০।
১৭. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ২৭-৫-৮০।
১৮. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৪-৫-৮০।
১৯. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ৭-৫-৮০।
২০. পূর্বোক্ত, ২৫-২-৮০।
২১. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ২৮-৪-৮০।
২২. নায়ীম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩।
২৪. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৩-৫-৮১।
২৫. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", পৃ. ৪২৭।

www.pathagar.com

২৬. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।
২৮. এমিরেট্স নিউজ, ১৬-১২-৮০।
২৯. পূর্বোক্ত, ৫-১২-৮০।
৩০. ঐ, ১৮-১১-৮০।
৩১. ঐ, ১০-১১-৮০।
৩২. খালীজ টাইম্স, ২৬-১০-৮০।
৩৩. এমিরেট্স নিউজ, ৯-৭-৮০।
৩৪. খালীজ টাইম্স, ১২-৭-৮০।
৩৫. পূর্বোক্ত, ১২-৭-৮০।
৩৬. এমিরেট্স নিউজ, ১১-৩-৮০।
৩৭. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০-২১।
৩৮. খালীজ টাইম্স, ৩১-৭-৮২।
৩৯. এমিরেট্স নিউজ, ৪-১১-৮০।
৪০. পূর্বোক্ত, ১৩-৫-৮০।
৪১. ঐ, ৭-২-৮০।
৪২. ঐ, ৭-২-৮০।
৪৩. খালীজ টাইম্স, ৩০-৪-৮০।
৪৪. ঐ, ২৩-৬-৮১।
৪৫. কার্লাইল, "হিরোজ এন্ড হিরো-ওরশিপ", পৃ. ৮০, গিন্ এন্ড কো, যুক্তরাজ্য।
৪৬. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫।
৪৭. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ১৯-৫-৮০।
৪৮. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১৪-২-৮৩।
৪৯. ঐ, ১৮-২-৮৩।
৫০. ঐ, ১১-১২-৮২।

সপ্তম অধ্যায়

১. জন ওয়েবস্টার, "ডাসেস অব মাল্ফি", ৪র্থ অংক।
২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১৬-৫-৮২।
৩. ঐ, ১২-৫-৮২।
৪. প্রতিভা রনদে, "উইটনেস টু দি ইনভেসন", ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ১৯-৭-৮১।
৫. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৭-৫-৮২।
৬. পূর্বোক্ত এমিরেট্স নিউজ, ৭-১২-৭৯।
৭. ড্যানিয়েল ডি. ম্যাকগ্রে এন্ড জেম্স এ ওয়াল, "আউটলাইন অব মেডিয়েভাল হিস্টরী", পৃ. ২১, লিটল ফিল্ড এডাম্স এন্ড কোং, টোটোয়া, নিউ জার্সি, ইউ.এস.এ।
৮. মাস্টার পিসেস্ অব দি ওয়ার্লড বেস্ট লিট্রিচার, সম্পাদনা ঃ জিনেটেল গাইডার, ক্লাসিক পাবলিশিং কোং, নিউইয়র্ক, ঈশপ লিখিত "অ্যান অ্যাস ইন দি লায়ন্স স্কীন" শীর্ষক গল্প।

www.pathagar.com

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সিভিলাইজেশন এন্ড প্রগ্রেস", ১৯২৪ সালে চীনে কবিপ্রদত্ত বক্তৃতা, "মেন্'স বিজিনেস" শীর্ষক একটি পাঠ্যপুস্তকের ১০৪ পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত। এটি জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ক্লাসের সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নির্ধারিত করা হয়।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।
১১. ঐ, পৃ. ৯৬।
১২. এডিসন, "দি স্পেক্টেটর", পৃ. ১।
১৩. আল্লাম শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।
১৪. ঐ, পৃ. ১১৯।
১৫. ঐ, পৃ. ১২৬।
১৬. ঐ, পৃ. ৮৮।
১৭. ঐ, পৃ. ৮৮।
১৮. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ২৫৬।
১৯. ঐ, সূরা ২৬, আয়াত ১৫১-৫২।
২০. ঐ, সূরা ৮৮, আয়াত ২১-২২।
২১, মওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান, "মাযহাব আউর জাদীদ চ্যালেঞ্জ", পৃ. ১৫৬, মাক্তাবা আর-রিসালা, দিল্লী, ভারত।
২২. কুরআন, সূরা ৩০, আয়াত ২,৩।
২৩. গীবন "দি হিস্টরী অব দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার", পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪, উদ্ধৃত ঃ মওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।
২৪. কুরআন, সূরা ১৩. আয়াত ১৭।
২৫. মৌলভী হাজী মইনুদ্দিন নদভী, "খুলাফা-ই রাশিদীন", ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ.পি,, ভারত।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
২৮. কুরআন, সূরা ৫০, আয়াত ৪৫।

অষ্টম অধ্যায়

১. শেক্সপীয়র, "মাচ এ ডু অ্যাবাউট নাথিং", ২য় অংক।
২. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, ২৬-১১-৮৩।
৩. ঐ, ২৪-১০-৮৩।
৪. এইচ. জি. ওয়েল্স, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্ট্রী অবদি ওয়ার্লড", পৃ. ৩৩৮।
৫. পূর্বোক্ত, ৩৪২।

নবম অধ্যায়

১. কুরআন, সূরা ৪৮, আয়াত ১।
২. আল্লাম শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", পৃ. ৪৫৬-৫৭।

www.pathagar.com

৩. মওলানা মওদুদী, "তাফ্হীমূল কুরআন", ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।
৪. কুরআন, সূরা ৪১, আয়াত ২৬।
৫. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
৬. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১-১১-৮০।
৭. পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি ইউ.এস.এস.আর", পৃ. ২১৬।
৮. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ১১-৭-৮০।
৯. ক্লিপ সংরক্ষণ (সম্ভবত খালীজ টাইম্স সেপ্টেম্বর ১৯৮০)।
১০. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", পৃ. ৪৫৯।
১১ প্রদীপ বোস, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বাঙ্গালোর, ১৭-২-৮৪।
১২. মাইকেল এইচ. হার্ট, পূর্বোক্ত "দি হান্ড্রেড", পৃ. ১২৪।
১৩. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্স, ৩০-১২-৮২।
১৪. পূর্বোক্ত, ৪-৭-৮০।

দশম অধ্যায়

১. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০।
২. কুরআন সূরা ৬৮, আয়াত ৪।
৩. আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, "দি হোলী কুরআন", টীকাভাষ্য, পৃ. ১৫৮৫।
৪. মওলানা মওদুদী, "তাফ্হীমুল কুরআন", ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬০, ইদারা তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান।
৫. কুরআন, সূরা ৩, আয়াত ১৫৯।
৬. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০।
৭. নায়ীম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।
৮. ঐ, পৃ. ৮৬।
৯. কুরআন, সূরা ১৬, আয়াত ১২৫।
১০. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯।
১১. নায়ীম সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।
১২. ঐ, পৃ. ১৯৪।
১৩. কুরআন, সূরা ৬২, আয়াত ২।
১৪. কার্লাইল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

একাদশ অধ্যায়

১. আহমেদ দীদাত, "আল-কুরআন, দি আলটিমেট মিরাক্ল", দি ইসলামিক প্রপাগেশন সেন্টার, ৪৭/৪৯. মাদ্রাসা অর্কেড, ডারবান, ৪০০১, দক্ষিণ আফ্রিকা। (এ ছাড়া, ড. রাশাদ খলীফা কৃত গ্রন্থ "দি পারপেচুয়াল মিরাক্ল অব মুহাম্মদ", ইসলামিক প্রোডাক্শনস্, ৫৯৩৭ প্রাইমা স্ট্রীট, টাক্সন, এজেড. ৮৫৭১২, ইউ.এস.এ থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

২. কুরআন, সূরা ১৫, আয়াত ২০।
৩. আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪০।
৪. কুরআন, সূরা ৭৮, আয়াত ১৪-১৬।
৫. কুরআন, সূরা ৫৫, আয়াত ৭-৯।
৬. আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭৩।
৭. এম. এন. রায়, পূর্বোক্ত "হিস্টরীকাল রোল অব ইসলাম", পৃ. ৩৪।
৮. কুরআন, সূরা ৩০, আয়াত ৩০।
৯. আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫৯।
১০. ড. এম. এন. সিদ্দিকী, "দি ইকোনমিক এন্টারপ্রাইজ ইন ইসলাম," পৃ. ২৭, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
১১. ড. মুস্তাফা ইসবা, ই ই. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।
১৩. আবুল আ'লা মওদূদী, "হিউম্যান রাইট্স ইন ইসলাম", পৃ. ৩৫, দি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২২৩ লণ্ডন রোড, লিচেস্টার এল-ই-২১ জেড ই, যুক্তরাজ্য।
১৪. সৈয়দ সুলাইমান নদভী, "সীরাতুন-নবী", পৃ. ৩০৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৯০, দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়, ইউ.পি, ভারত।
১৫. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫।
১৬. ভি. ডি. মহাজন, "ইণ্ডিয়া সিন্স ১৫২৬", পৃ. ৪৯, ১৪শ সংস্করণ, ১৯৭৮, এস. চান্দ এন্ড কোং, দিল্লী।
১৭. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।
১৮. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত সীরাতুন-নবী", ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।
১৯. ঐ, পৃ. ৩৩৬।
২০. কার্লাইল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১-৮২।
২১. মৌলভী হাজী মুঈনুদ্দীন নদভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
২২. ড. মুস্তাফা ইসবা ই ই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।
২৩. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত "দি লাইফ অব মোহাম্মদ, পৃ. ২৫৮।
২৪. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।
২৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২।
২৬. মুহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন, পূর্বোক্ত "বুনিয়াদী হুকুক", পৃ. ২৫৫।
২৭. আল্লাম শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "সীরাতুন-নবী", ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।
২৮. ঐ, পৃ. ৫১২।
২৯. মুহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪।
৩০. ড. মুস্তাফা ইসবা ই ই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫, ১১৬।
৩১. মুহাম্মদ কুতুব, "শুবহাত হাওলাল ইসলাম", পৃ. ২৩১, উর্দুতে অনুবাদ মোহঃ সালীম কায়্যানী, আল্‌ব বার্দ পাবলিকেশন্‌স, লাহোর, পাকিস্তান।
৩২. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ৬২।
৩৩. ঐ, সূরা ৫, আয়াত ৩২।
৩৪. ঐ, সূরা ৯০, আয়াত ৮-১১।
৩৫. মুহাম্মদ আহমেদ বাগুবাইল, পূর্বোক্ত "দি গ্রেট ব্যাট্‌ল অব বদর", পৃ. ১২১।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

১. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।
২. এম. এন. রায়, "দি হিস্টরীকাল রোল অব ইসলাম," পৃ. ৫, রেনেসাঁ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫ বংকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, ভারত।
৩. পি. কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবৃস", পৃ. ৬৭৮।
৪. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিন্‌স", পৃ. ৩২১।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩।
৬. আর্নল্ড জে. টয়েনবী, পূর্বোক্ত "এ স্টাডি অব হিস্টরী", পৃ. ৪৯৩।
৭. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৭।
৮. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ২৭২।
৯. এ. এইচ. এল. ফিশার, পূর্বোক্ত "এ হিস্টরী অব ইউরোপ", ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।
১০. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৯।
১১. ভি. ডি. মহাজন, "এ্যাডভান্‌স্‌ড হিস্টরী অব ইণ্ডিয়া", ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮, এস. চান্দ এণ্ড কোং লিঃ, দিল্লী।
১২. ফিলিপ কে. হিট্টি, পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি অ্যারাবৃস্", পৃ. ৪৮৮।
১৩. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮।
১৪. ঐ, পৃ. ২৩৬।
১৫. ঐ, পৃ. ২৩৪।
১৬. ঐ, পৃ. ২৩৩-৩৪।
১৭. ঐ, পৃ. ২৩৫।
১৮. ঐ, পৃ. ২৪৫।
১৯. ঐ, পৃ. ২৫৪।
২০. ঐ, পৃ. ২৫৫।
২১. ঐ . পৃ. ২৪৪।
২২. ঐ. পৃ. ২৩০।
২৩. ঐ, পৃ. ২৩১।
২৪. ঐ, পৃ. ২৫৮।
২৫. ঐ. পৃ. ২৪৩।
২৬. ঐ. পৃ. ২৪৮।
২৭. ঐ, পৃ. ২৪৬।
২৮. ঐ, পৃ. ২৬৩।
২৯. ঐ, পৃ. ২৬৪।
৩০. ড. মুস্তাফা ইসবা ই ই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।
৩১. হেলেন ক্যারেয়ার ডি'এন্‌কসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।
৩২. ইন্দোনেশিয়া, ১৯৭৯, "অ্যান অফিসিয়াল হ্যাণ্ডবুক", পৃ. ৭৩, তথ্য বিভাগ, বৈদেশিক তথ্য সার্ভিস পরিদপ্তর, ইন্দোনেশিয়া।
৩৩. ঐ, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

৩৪. ইসলাম ইন ইন্দোনেশিয়া টুডে, পৃ. ৮৪, প্রকাশক ঃ ইন্দোনেশিয়ান কাউন্সিল অব মস্‌ক্‌স, জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

৩৫. ঐ, পৃ. ৮৬।

৩৬. ঐ, পৃ. ৫৭।

৩৭. ঐ, পৃ. ৫১।

৩৮. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ৯-১১-৮০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১. কুরআন, সূরা ৪৫, আয়াত ১৩।

২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইম্‌স, ৫-১০-৮১।

৩. পূর্বোক্ত, এমিরেটস নিউজ, ২৮-১১-৮১।

৪. ইউসুফ আল কারজাউঈ, "মুশকিলাতুল ফক্‌র ওয়া কাইফ আ'লিজুহাল ইসলাম", অনুবাদঃ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, পৃ. ১১০, আল বদর পাবলিকেশন্স, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।

৫. ঐ, পৃ. ১১৫।

৬. এইচ, এ. আর. গিব, "হুয়িদার ইসলাম", পৃ. ৩৭৯, উদ্ধৃত ঃ ডা. মুহাম্মদ মুসলেহউদ্দিন, পৃ. ১৩৩, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান। (উল্লেখ্য, এখানে বা অন্যত্র ড. মুসলেহউদ্দিনের গ্রন্থের নামের উল্লেখ নেই, অসাবধানতাবশত বাদ পড়েছে বলে মনে হয়। — অনুবাদক।

৭. দি ডেকান হেরাল্‌ড, বাঙ্গালোর, ভারত, ২৯-৯-৮৩।

৮. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ১৪৩।

৯. মুহাম্মদ কুতুব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।

১০. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, ১৬-২-৮২।

১১. টি. ভি. পরশুরাম, লেটার ফ্রম অ্যামেরিকা, পূর্বোক্ত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬-২-৮২।

১২. পূর্বোক্ত খালীজ টাইমস্‌, ১৪-৩-৮২।

১৩. রবার্ট চেশায়ার, পূর্বোক্ত খালীজ টাইমস্‌, ৭-৩-৮২।

১৪. টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বে, ৪-৭-৮১।

১৫. পূর্বোক্ত দি হিন্দু, বাঙ্গালোর/মাদ্রাজ, ১৮-৬-৭৯।

১৬. কুরআন, সূরা ২, আয়াত ২৬৮।

১৭. রাসকিন, "আনটু দিস লাস্ট", প্রবন্ধ ২, দি ভেইন্‌স অব ওয়েল্‌দ।

১৮. কুরআন, সূরা ৭০, আয়াত ২৪, ২৫।

১৯. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮, ২৯।

২০. আলহাজ্ব এ. ডি. আজিজোলা, "দি ইসলামিক কনসেপ্ট অব সোশ্যাল জাস্টিস", পৃ. ১৬৯, ইসলামিক পাবলিকেশন্‌স, লাহোর, পাকিস্তান।

২১. ঐ, পৃ. ৫৩।

২২. ইউসুফ আল কারজাউঈ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।

২৩. ঐ।

www.pathagar.com

২৪. এস.ডি ইসলাহি, "ইসলাম অ্যাট এ গ্লেন্স", পৃ. ৬৪, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
২৫. কুরআন, সূরা ৬৯, আয়াত ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪।
২৬. মওলানা মওদুদী, "ফান্ডামেন্টাল্‌স্ অব ইসলাম", পৃ. ১৯০, ইসলামিক পাবলিকেশন্স্ লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
২৭. কুরআন, সূরা ৫৯, আয়াত ৭।
২৮. মওলানা মওদুদী, "মাশিয়্যাত-ই-ইসলাম", পৃ. ১৩২, ১৩৩, ইসলামিক পাবলিকেশন্স্ লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
২৯. আলহাজ্ব এ. ডি. আজিজোলা, "দি ইসলামিক কনসেপ্ট অব সোশ্যাল জাস্টিস", পৃ. ৯৯, ১০০।
৩০. ড. এম. এন. সিদ্দিকী, "দি ইকনমিক এন্টারপ্রাইজ ইন ইসলাম", পৃ. ২৯, ইসলামিক পাবলিকেশন্স্ লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
৩১. আফজালুর রেহমান, "ইকনমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম", পৃ. ১৫০, ইসলামিক পাবলিকেশন্স্ লিঃ, লাহোর, পাকিস্তান।
৩২. আলহাজ্ব এ. ডি. আজিজোলা, পূর্বোক্ত "দি ইসলামিক কনসেপ্ট অব সোশ্যাল জাস্টিস", পৃ. ৫৩।
৩৩. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭।
৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৮।
৩৫. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিন্‌স্", পৃ. ৩০, ৩১।
৩৬. ঐ, পৃ. ২৯।
৩৭. ঐ, পৃ. ৫৭।
৩৮. পূর্বোক্ত "হিস্টরী অব দি ইউ.এস.এস.আর", পৃ. ১৯৫।
৩৯. সৈয়দ আমীর আলী, পূর্বোক্ত "এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিন্‌স্", পৃ. ১১৪।
৪০. আল্লামা শিবলী নো'মানী, পূর্বোক্ত "আল-ফারুক", ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১।
৪১. ঐ, পৃ. ৪২।
৪২. ঐ, পৃ. ৫০।
৪৩. আল্লামা শিবলী নো'মানীর "আল-ফারুক"-এ একজন ফরাসী লেখক দ্বারা উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮, ৪৯।
৪৪. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯।
৪৫. ঐ, পৃ. ১৫২।

ইফাবা. (উ)১৯৯৮-৯৯/অঃসঃ/৪০৫৮—৫২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ